# শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু উপদেশামৃত

**(শ্রীশ্রীগোঁসাইজী কথিত ও মা-মণি কর্তৃক প্রাপ্ত )**

## অখন্ড

(১ম , ২য় , ৩য় খণ্ড ও পরিশিষ্ট একত্রে)

# প্রকাশিত উপদেশ

প্রথম খন্ড – ১০১ টি

দ্বিতীয় খণ্ড – ৭৩ টি , ঐ অতিরিক্ত কথা – ৫ টি

তৃতীয় খন্ড – ১০৬ টি , ঐ অতিরিক্ত – ২২ টি , ঐ বিশেষ ক্ষেত্রে – ২ টি

পরিশিষ্ট – ১২৭ টি

# শ্রীশ্রী সদগুরু উপদেশামৃত

(মা-মণি কর্ত্তৃক প্রাপ্ত)

## প্রথম খন্ড

১ম সংস্করণ - মহাষ্টমী ১৩৫৮ (প্রকাশক শ্রী সুধীর কুমার বসু),
২য় সংস্করণ - ঝুলন পূর্ণিমা ১৩৬৫ (প্রকাশক শ্রী অমিয় চরণ ভট্টাচার্য্য),
৩য় সংস্করণ - শিব চতুর্দ্দশী ১৩৬৮ (প্রকাশক শ্রী অমিয় চরণ ভট্টাচার্য্য),
৪র্থ সংস্করণ - দোল পূর্ণিমা ১৩৯৭ (প্রকাশক শ্রী সুধীর কুমার বসু)

(শ্রী অরণ্য কর্ত্তৃক সফট কপি লেখা তাং ২৯/০৬/২০১৬,বুধবার,কৃষ্ণা দশমী থেকে শুরু)

# ওঁ হরি

## শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুদত্ত

# নামব্রহ্ম

## হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
## কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।।

---

**শ্রীশ্রী গোস্বামী প্রভুর ঢাকা গেন্ডারিয়া আশ্রমের ভজন কুটির গাত্রে স্ব-হস্ত লিখিত উপদেশ :-**

১। এইসা দিন নাহি রহেগা ।
২। আত্ম প্রশংসা করিও না ।
৩। পরনিন্দা করিও না ।
৪। অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ ।
৫। সর্ব্বজীবে দয়া কর ।
৬। শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর ।
৭। শাস্ত্র ও মহাজনের আচারের সঙ্গে যাহা মিলবে না তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর ।
৮। নাহংকারাৎ পরোরিপুঃ ।

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

**শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ**

**" প্রেমভক্তিপ্রদাতারং আনন্দানন্দবর্দ্ধনম্ ।**
**স্বর্ণময়ীসুতং বন্দে যোগমায়ামনোহরম্ ।।**
**বিজয়বল্লভাং দেবীং বিজয়ানন্দবর্দ্ধিনীম্ ।**
**সদানন্দময়ীং সাধ্বীং যোগমায়াং নমাম্যহম্ ।।"**

**শ্রীধাম বৃন্দাবন, ৬ই আশ্বিন , ১৩৫৬ (১)**

সকালে আসনে বসে নাম করছি, অনেকক্ষন পরে লীলা দর্শন হল । যমুনার ধারে একটি কুঞ্জ মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণী , সখীরা সব রয়েছেন , এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনী করতে করতে এলেন, সব বড় বড় ফুলের মালা চরণ পর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছে- ফুল লতা পাতা দিয়ে সে স্থান সব সাজান, সখীরা শ্রীমতীরাধারাণীকে শ্রীকৃষ্ণের বামে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বাঁশীটি দুজনেই ধরেছেন, শ্রীমতী রাধারাণী দক্ষিণে হেলে শ্রীকৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরেছেন আর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীরাধারাণীকে বামে হেলে জড়িয়ে ধরেছেন সখীরা ফুল ছোড়াছুড়ি করছেন। আমি কতকগুলি ফুল নিয়ে তাঁদের চরণে দিলাম। দেখি শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী দাঁড়িয়ে আছেন আর শ্রীমতীরাধারাণীর বামে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী দাঁড়িয়ে আছেন ; সখীরা ঘিরে ঘিরে নৃত্য করছেন, মুন্ডিত মস্তক, কমন্ডলু হাতে, কি স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় মূর্ত্তি , প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু চেয়ে দেখছেন , আবার নুপুরধ্বনি করে নৃত্য করতে করতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এলেন, কি অপুর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি ! এসব যা শ্রীশ্রীগোঁসাইজী দয়া করে দেখাচ্ছেন তা লিখে জানান অসম্ভব , এমন কোন ভাষা আমার জানা নেই যাতে এই সব লীলা লিখে বা বলে প্রকাশ করতে পারি । এ কেবল একমাত্র সদগুরুর কৃপায় আমার দর্শন হচ্ছে । সেখানে সব প্রেমে মাতোয়ারা, প্রেমের বন্যায় আমি ভাসছি । সদগুরুর কৃপায় এই ব্রজলীলা দর্শন লক্ষ লক্ষ জন্মের সুকৃতির ফল । ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা, যেন এ অবস্থা থেকে বঞ্চিত না হই ; প্রাণ ভরপুর , আনন্দময় । এ আনন্দের তুলনা নেই ।

শ্রীশ্রীমন মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করলাম ।তারপর করুণাময়ী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করলাম- এই যে মহাপ্রভুদত্ত প্রেমভক্তি সবাই কেন এ জিনিস পায় না ? তখন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী মধুর সুরে বললেন- মা, স্থুলের উপরই সবাইকার লক্ষ্য , সুক্ষ্ম জিনিস কেউ ভাবে না তাই এ মাধুর্য্য পায় না । উপর

দেখেই তারা সন্তুষ্ট, ভিতর কেউ দেখে না।

**১৬ই আশ্বিন ১৩৫৬ (২)**

আমি শ্রীশ্রীগোঁসাইজীকে জিজ্ঞাসা করলাম- সদগুরুর কাছে সাধন পেয়ে , সৎসঙ্গ করে নামে ডুবে থেকেও কেন নানারূপ অসুখে দেহের ভোগ হয় ?

তিনি উত্তর দিলেন- মা, এই সাধনের মধ্যে যাঁরা আছেন ও যাঁদের এই শেষ জন্ম তাঁদের জন্মান্তরের ভোগ এইখানেই শেষ করতে হবে ,কেউ বাদ যাবে না , তবে কারও সংসারের মধ্যে রোগ, শোক , দুঃখ , অভাব হয়ে কতক কর্ম্মক্ষয় হয় , আর যাদের সে সব হয় না তারা রোগের দ্বারা কষ্ট পেয়ে কর্ম্ম শেষ করে । আদেশ মত নাম করলে ও নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ম্ম করলে কর্ম্ম শেষ হয় । **এই যে পথ দুঃখ কষ্টের মধ্যেই চলতে হবে । শেষে সেই পরমশান্তি লাভ করবে** ।

আমি- যত কষ্টই হোক , শেষের দিন তো আপনি এসে নিয়ে যাবেন ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী- তোমাদের সব ভার নিয়েছি , শেষের দিনের জন্য কোন চিন্তা নেই , তোমরা সবসময় নাম কর , নাম ছেড়ো না ।

**২১শে আশ্বিন ১৩৫৬ (৩)**

আমি- কত ভক্ত কতভাবে আপনার আরাধনা করছে , আমি তো কিছুই করতে পারি না , আমার ত্রুটি মার্জনা করেন তো ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী- যে সব ভক্তের কথা বলছো , যারা সাধন ভজন করছে তার মধ্যেও আমাকে নিশ্চয় পাবে , আর **যে আমার উপর সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে , নিজের বলে কিছুই রাখেনি , এতখানি যার নির্ভরতা , বিশ্বাস , সে যে আমার বুকের ধন , প্রাণের মাঝে সর্ব্বদাই তার ডাক শুনতে পাচ্ছি ; তার যা কিছু প্রয়োজন , আমিই সমাধা করবো , কোন চিন্তা নেই** , সবসময় আমি তোমার রক্ষাকর্ত্তা । শ্রীবৃন্দাবনলীলা দর্শন বহু ভাগ্যে হয় । সব লিখে রাখ ।

আমি- যারা সংসারে জড়িয়ে পড়েছে তাদের টেনে নিচ্ছেন না কেন ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী- বাসনা কামনা থাকতে তার মুক্ত অবস্থা আসে না , সন্তানই মানুষের বন্ধন , সে মায়া কাটান বড় কঠিন , একমাত্র নামে বন্ধন কাটে , নামে মগ্ন হয়ে যেতে হবে , একটাও শ্বাস-প্রশ্বাস বৃথা যাবে না , ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে নাম চলবে , সর্ব্ব শরীরে মধু বর্ষণ হবে ।

**২২শে আশ্বিন (৪)**

সর্ব্বদা নামে মগ্ন থাক ,সব সত্যই প্রকাশ হবে । লোকে তো এ জিনিষ চায় না , মান,যশ, সিদ্ধাই , অষ্টসিদ্ধি এইসব চায়, সে সব তো এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের সঙ্গেই শেষ হবে । গুরু সবই দেবেন, তাঁর কৃপা ছাড়া । যারা তাঁর কৃপা প্রার্থনা করবে তাদের বাহ্য দিয়ে ভোলাবেন না । **সদগুরুর কাছে কি পার্থিব জিনিস চাইতে আছে ? এই নশ্বর দেহ একমাত্র ভগবৎ আরাধনা করে সার্থক করতে হয়** , খুব সাবধানে থাকতে হয় , নানা প্রলোভন এসে জড়াতে চায় , সেইসব জয় করা একমাত্র সদগুরুর কৃপা ছাড়া হয় না । যখন সমস্ত রিপু বশ হয় , তখন সর্বভূতেই ইষ্ট দর্শন হয় , কোন বাসনা-কামনা থাকে না । এই অবস্থা আসতে অনেক সময় লাগে , তবে গুরু কৃপা হলে বেশী দেরী হয় না । **আমাদের এই সাধনে একমাত্র গুরু কৃপায় সব লাভ হয় । দীনহীন কাঙাল হয়ে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করতে হয়** , জীবনে অনেক পরীক্ষা আসে , স্থিরভাবে নাম করলে সব পরীক্ষায় জয়লাভ হয় ।

**২রা কার্ত্তিক ১৩৫৬ (৫)**

আমি জিজ্ঞাসা করলাম- এর কেন লীলা দর্শন হচ্ছেনা ?

শ্রীশ্রী গুরুদেব বললেন - কর্ম্ম থাকতে লীলা দর্শন হয় না , এখনও একটু কর্ম্ম আছে , শেষ হয়ে গেলে

তখন আনন্দ পাবে ।

আমি- আপনি তো ইচ্ছা করলেই কর্ম্ম শেষ করে দিতে পারেন ?

শ্রীশ্রী গুরুদেব- তা পারি , **তবে কর্ম্ম করে কর্ম্ম শেষ হলে উপকার পাবে , নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ম্ম করলে শীঘ্র কর্মক্ষয় হয় , ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হয় , সময় হলেই সব পাবে ।** এই অমূল্য সম্পদ থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না , সদগুরুর বাক্য সর্বদা স্মরণ করে-তাঁর আদেশ মত নাম করলে সব তত্ত্বই জানতে পারবে ।

শ্রীশ্রী গোঁসাইজীকে জিজ্ঞাসা করলাম- আপনার অনেক শিষ্য শিষ্যার সমাধি হত , এখনও কেউ কেউ বেঁচে আছেন কিন্তু তাঁদের আর সেই অবস্থা নেই কেন ?

শ্রীশ্রী গোঁসাইজী - সদগুরু কৃপা করে কাহাকেও কাহাকেও এই অবস্থা দেন কিন্তু ভেতরে বাসনা কামনা প্রভৃতি থাকায় সে অবস্থা স্থায়ী হয় না , সব ছাড়তে হবে , নিঃস্ব হয়ে তাঁর চরণে মগ্ন হবে , নামে ডুবে থাকতে হবে , তবে তো নামের স্বাদ পাবে ।

**৩রা কার্ত্তিক ১৩৫৬ (৬)**

আমি- আমাদের এই সাধনে বিশেষ বিশেষ কোনগুলি পালন করা আবশ্যক ?

শ্রীশ্রী গোঁসাইজী - এই সাধনে সংযমী হওয়া চাই , সেইজন্য পুরাকালে গুরুগৃহে গিয়ে পাঠ শিক্ষার নিয়ম ছিল তাতে অনেক বিষয় শিক্ষা হত , ধনবান , নির্ধন কোন পার্থক্য ছিল না , সমভাবে কার্য্য করার ভাব ছিল , তাতে অভিমান নষ্ট হয়ে যেত , ভোগের সব লালসাই নষ্ট হয়ে যেত , গুরু শিষ্যকে একেবারে তৈরী করে ব্রহ্মবিদ্যা দান করতেন । খাওয়া-পরা সবেরই নিয়ম চাই , এখন সেসব তো নেই , সেজন্য ক্ষেত্র তৈরী হতে সময় নিচ্ছে । **সদগুরুর কৃপা যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের তিনি ঠিক করে নেবেন ।**

**২০শে কার্ত্তিক (৭)**

আমি- মুনি , ঋষি , দেবতারা এসে আপনার কত স্তব-স্তুতি করেন , কত কৃপা প্রার্থনা করেন, আমি তো আপনাকে দেবতা জ্ঞান করিনা , নিজের অত্যন্ত আপনার হিতাকাঙ্খী , আমার মঙ্গলময় নিজজন বলেই জানি , আপনার উপর যে শ্রদ্ধা , ভক্তি , ভালবাসা তার তুলনা নেই, এইভাবে আপনাকে দেখায় কি অপরাধ হয় ?

শ্রীশ্রী গোঁসাইজী উত্তরে বললেন - না মা এ অপরাধ নয় , এই ভাবই ব্রজভাব , এই ভাবেই ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে ব্রজলীলা করেছিলেন । বাৎসল্য , সখ্য , মধুর এই তিনটি ব্রজভাব। আমাদের এই সাধনে সব তত্ত্বই প্রকাশ পায় । খুব নাম কর , দেখবে কোথায় ছিলে কোথায় এসেছ , ভগবানকে নিজের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে তার কি কিছু অপ্রাপ্য থাকে ! নামানন্দে সব রস আস্বাদন করে ।

**৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৬ (৮)**

আমি- নাম পেয়েও ঠিকমত নামের কৃপা লাভ করতে পারছে না কেন ?

**শ্রীশ্রী গোঁসাইজী- কত জন্মের তপস্যার ফলে এই নাম সদগুরু দেন কিন্তু কয়টা লোক তার মর্য্যাদা দিতে পারে ! কি করে নামের কৃপা পাবে ? খাবার লালসা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে , পেঁয়াজ গো-মাংস তুল্য , তাও সবাই খাচ্ছে । এ সাধন ভিতরের জিনিস , বাহ্য অন্তর দুইই পবিত্র রাখতে হবে , লোভ ত্যাগ করতে হবে , নিয়ম মত না চললে তাদের অনেক দেরী হবে , উচ্ছিষ্ট বিচারও আর করে না । সাধন দেবার সময় যে বলা হয়েছে সত্য বাক্য বলতে হবে কিন্তু কেউ সেকথা পালন করে না । পরনিন্দা , পরছিদ্র অনুসন্ধান বিষবৎ পরিত্যাগ করবে । মানুষ পরের নিন্দা আলোচনায় বিশেষ আনন্দ লাভ করে । স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে মেলামেশা করবে না , এ বিষয়ে খুব সাবধান হবে তাও মানে না , আদেশ পালনের চেষ্টাও নেই । সদাচার ভাবে থাকা , সাত্ত্বিক আহার করা , অযথা বাক্য বলা , কুসঙ্গে মেশা বর্জ্জনীয়। কর্ম্ম করলেও নামে ডুবে থাকবে , নাম ছেড়ে কিছুই করবে না । ঠিকমত নাম করলে নামই কৃপা করে সব জানিয়ে দেন । জিহ্বা সংযত করবে, বাক্য দ্বারা কারও মনে কষ্ট দেবে না । এইগুলি পালন করলে**

**নামের কৃপা নিশ্চয় পাবে , আদেশমত নাম করা চাই , নামেই সব লাভ হবে ।**

**১০ই অগ্রহায়ণ (৯)**

আমি- এই নামেই তো লোভ , মোহ , কাম , ক্রোধ যায় ; কিন্তু অনেকে তো নাম করছেন তাঁদের মধ্যেও দেখি সংসার নিয়ে ব্যস্ত (যার নিজের নেই সেও পরের সংসার নিয়ে ব্যস্ত ) হয়ে বদ্ধ হচ্ছেন , বাজে কথা , বাজে আলোচনা করে দিন কাটান । আশ্রমের মত স্থানেও কলহ বিবাদ হচ্ছে , একটা একতা নেই , দলাদলীর ভাব , কেন হচ্ছে ? এর মানে কি ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - নাম সবাইকে দেওয়া হয়েছে , ক্ষেত্র অনুসারে সাধন চলছে , সবার তো এই শেষ জন্ম নয় , যাঁরা এইভাবে চলছেন তাঁদের এখনও দুই জন্ম আসতে হবে । সব ছেড়ে যাঁরা সাধনে মগ্ন আছেন , অহংভাব থাকাতে তাঁদের আর এক জন্ম আসতে হবে । আর যাঁরা সদগুরুর উপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে তাঁর আদেশমত চলছেন তাঁদের আর জন্ম হবে না , এই শেষ জন্ম । তারপর নিয়ম অনুসারে সেখানে সাধন করে তবে সদগুরুর চরণে স্থান পাবে । বড় কঠিন পথ , নাম তো অনেকেই পেয়েছেন , তৈরী আর কয়টা হয়েছে , তবে সদগুরুর কৃপা যখন পেয়েছেন তিন জন্মে সব কর্ম্ম শেষ হবে ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু উপস্থিত ছিলেন , তিনি বল্লেন- মা, আমি চারজন ছাড়া যে নাম দেবার যোগ্য ব্যক্তি পাইনি , গোঁসাইজী কৃপা করে এই অমূল্য রত্ন আচন্ডালে দিয়েছেন , ঠিকমত চললে কত লোক উদ্ধার হয়ে যেত । কলিকালে নামই জীবের গতি , কিন্তু মোহবদ্ধ জীব দেখে শুনেও বুঝতে পারে না ।

**৭ই মাঘ , ১৩৫৬ (১০)**

আমি- স্বপ্নে যে সব দর্শন হয় সব সত্য হয় কি ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - নামের সঙ্গে যা দর্শন হয় সত্য হয় । সব সময় সর্ব্বত্র ইষ্ট দর্শন হলে তার আর কর্ম্ম থাকে না , সর্ব্বভূতে সে তাঁকে দেখতে পায় , অপরের দুঃখ কষ্ট এসে প্রাণে লাগে, সদগুরুর কৃপা ছাড়া কোন তত্ত্বই প্রকাশ হয় না , লোকসঙ্গ যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করে চলবে, লোকালয়ে থাকলে কিছু মিশতে হয় নতুবা লোকের দৃষ্টি পড়ে , নির্লিপ্তভাবে মিশবে । অসার সংসারে মানুষ বদ্ধ হয়ে আছে , মহামায়ার মায়া সদগুরু কৃপা করে কাটিয়ে দেন ।

আমি- যাঁরা নামের শরণ নিয়ে সদগুরুর কৃপা লাভ করেছেন তাঁদের পতনের ভয় আছে কিনা ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - না তাদের আর ভয় নেই - তবে সংসার বড় কঠিন স্থান , মানুষ মায়াজালে পড়ে যায় , যতক্ষণ না আসক্তিশূন্য হয় ততদিন পতনের ভয় থাকে । নিজের যা কিছু সব গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করতে পারলে আর পতন হয় না । সদগুরু সব সময় তাকে রক্ষা করেন । খুব নাম কর , সবই জানতে পারবে ।

**শ্রীধাম পুরী , ২রা জৈষ্ঠ , ১৩৫৭ (১১)**

সদগুরু যে নাম দেন তাতে শক্তি সঞ্চার করে দেন , সেইজন্য শ্বাস-প্রশ্বাসে সর্ব্বদা নাম করতে বলা হয়েছে । নাম করতে পারলে , পূজাপাঠ কিছুই দরকার হয় না , তবে অন্য চিন্তা, অন্য আলোচনা করা অপেক্ষা পূজাপাঠ করা ভাল । **সব সময় নামে মগ্ন হয়ে থাকতে পারলেই ভাল হয় , নাম করতে করতে সর্ব্বশরীরে নামের অনুভূতি অনুভব করবে । সংসারের কথায় বেশী থাকতে নেই - অনিষ্ট হয় , খুব সাবধান হয়ে চলবে , জিজ্ঞাসা না করলে কথা বলবে না, নিজের সম্বন্ধ ছাড়া পরের কথায় থাকবে না , খুব কম কথা বলবে । বহুজন্ম তপস্যার ফলে সদগুরু লাভ হয় , আবার সদগুরুর আদেশ পালন করে তাঁর কথামত চললে তাঁর কৃপা লাভ হয় ।** যতদিন নিজেকে কর্ত্তা মনে করে ততদিন সংসার চক্রে ঘুরপাক খায় , যখন বুঝবে এক ঐশী শক্তি দ্বারা সব চলছে , নিজের কোন ক্ষমতা নেই তখন নির্ভরতা আসে । এই যে গৌরাঙ্গ প্রেম- বহু ভাগ্যে লাভ হয় , কর্ম্ম থাকতে এ জিনিস কেউ পায় না। নিষ্কাম কর্ম্ম করে কর্ম্ম শেষ করতে হয় ।

**৬ই আষাঢ় ১৩৫৭ (১২)**

আমি- সাধনে কি বাহিরের সঙ্গে কিছু যোগ আছে , যেমন গেরুয়া পরা , সন্ন্যাস নেওয়া , এসব কখন দরকার হয় ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - না , বাহিরের কিছু আড়ম্বর আমাদের নেই , মনটিকে সব বাসনা-কামনা থেকে নিঃস্ব করে যা কিছু সব গুরুপদে অর্পণ করে , ত্যাগের পথ নিতে হবে । এই হল আমাদের সাধনের সন্ন্যাস । সাধককে সব গোপন রাখতে হয় , বাহির দেখে কেউ না বুঝতে পারে ; সন্ন্যাস মানে গেরুয়া কাপড় নয় , সমস্ত রিপু বশ হবে , বাসনা-কামনা থাকবে না , সব সমজ্ঞান হবে । বেশে অহংভাব আসে , সাধারণ বেশই নিরাপদ । **ভগবানকে লাভ করতে হলে ত্যাগের মধ্যে যেতে হবে , ভোগের পথে গেলে অনেক দেরী হবে । তিন জন্মেই সব শেষ হবে , তবে সদগুরুর কৃপা পেলে দুই জন্মেও সব কর্ম্ম শেষ হয় ।** শ্রীবৃন্দাবনে যেমন ব্রজলীলা দর্শন হয়েছে , রামায়ণের মধ্যেও তেমনি রামলীলা দর্শন হবে , সবই প্রত্যক্ষ দেখবে, তবে কোথাও বদ্ধ হবে না । **নামের সঙ্গে সবসময় সঙ্গ করবে , নাম ছেড়ে কিছুই করবে না ।** আসনে বসে নাম করতে করতে সব তত্ত্ব প্রকাশ হবে , সবাই এর মধ্যে তত্ত্ব প্রকাশ হয় না , সময় লাগে । সব তাঁকে দিতে পারলে কিছু অপ্রাপ্য থাকে না । নিয়মের মধ্যে ক্রমে ক্রমে সব লাভ হয় , এমন যে শান্তির আধার নাম তা লোকে করতে পারে না , রোগ-শোক দূর হয়ে জীবন মধুময় হয়ে যায় , সংসারের মধ্যে থেকেই হয় , তাও লোক করতে চায় না , বাজে কথায় , বাজে আলাপ নিয়ে সময় কাটায় , দেখে দুঃখ হয় ।

**১০ই আষাঢ় ১৩৫৭ (১৩)**

আমি - আপনি কৃপা করে নাম করিয়ে নেন না কেন ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - আমার ইচ্ছা তো যাঁরা সাধন পেয়েছেন নামের মহিমায় ডুবে যাক , কিন্তু ঠিকমত নাম না করলে আমি কি করবো ? সব কাজ নিজের ইচ্ছে মত করবে , আর নাম করার বেলায় গুরু করিয়ে নেবেন তাও কি হয় ! সত্য পথ গুরু দেখিয়ে দিয়েছেন , পথের বিবরণ সবই বলে দিয়েছেন , সে পথে না গিয়ে নিজ ইচ্ছা অনুসারে সব চলছে । যেখানে চেষ্টা আছে সেখানে গুরু সাহায্য করেন কিন্তু যার কোন চেষ্টা নেই , আদেশ পালনে অবহেলা তাকে সৎপথে আনতে বহু বিলম্ব হয় ।

আমি - আপনার মায়াতে কে স্থির হতে পারে , কত সাধকের শেষে পতন হয় , এই অবস্থার পরিবর্তনে ভয় হচ্ছে ! আপনি রক্ষা করবেন , মনে যেন অহংভাব না আসে , সবই আপনার কৃপা আমার কোন ক্ষমতা নেই ।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - কোন চিন্তা নেই , পতন হয় যাদের মনে গর্ব্ব থাকে , ধাপে ধাপে না উঠে যারা একেবারেই ঐশ্বর্য্য লাভ করে তারাই পতিত হয় । ঐশ্বর্য্য তো মায়া , ক্ষণস্থায়ী - তাই সব চায় , কিছু দিন পরে পতন হয় , নিয়ম মত চললে ঠিকানায় পৌছান যায় । প্রতিষ্ঠাপরায়ণ যারা তারাই ঐশ্বর্য্য চায় । তাতেই বদ্ধ হয়ে যায় । অনেক সাধক উচ্চ অবস্থায় উঠে আবার নেমে আসে , একটা জন্ম তাদের এইভাবেই শেষ হয় , পরজন্মে আবার সাধন ভজন করলে , গুরুকৃপা লাভ হলে অগ্রসর হয় নতুবা সে জন্মও এইভাবে কাটে , শেষে গুরু তিন জন্মে সব কর্ম্ম কাটিয়ে বন্ধন মুক্ত করেন । তখন নানা পরীক্ষার মধ্যে যেতে হয় , রোগ, শোক , দুঃখ , অভাব , বন্ধু বিচ্ছেদ নানারূপ কষ্টের মধ্যে দিয়ে তবে এই পথে আসতে পারে । কলিতে একমাত্র হরিনামই শান্তির আধার , জীবের গতি । সদগুরুর আদেশমত ঠিক পথে চললে তিনিই সব বিপদ থেকে রক্ষা করেন ও পরাশান্তি দান করেন ।

**২০শে কার্ত্তিক ১৩৫৭ (১৪)**

আমি - **এক সময়ে গুরু ও গোবিন্দ উপস্থিত থাকেন , দুইই তো এক , তবে দুজনের দুরকম কথা হয় কেন ?**

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - **গুরু আজ্ঞাই বলবান , মূর্ত্তিভেদে সমস্ত কার্য্য হয় , যারা সদগুরুর আশ্রিত গুরুছাড়া তাদের উপর কারও অধিকার নেই ।**

আমি - মণিকোঠার ভিতর অনেকেই তো যাচ্ছে , ভীষণ ভীড়ের মধ্যে রত্নবেদী স্পর্শ করার জন্য ছুটে চলেছে !

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - এ সব সাধারণের জন্য , তাঁকে যে যথার্থ ভাবে পেতে চায় , সে যেখান থেকেই তাঁকে ডাকুক জগবন্ধু তার কাছে নিজে যান । যুগে যুগে ভক্ত তাঁকে পেতে চেয়েছে , তিনি কাছে এসে ধরা দিয়েছেন । তাঁর কাছে ছুটে গেলেই কি তাঁকে ধরা যায় ! তিনি ভক্তের কাছে ধরা পড়েন । আসল কথা সমস্ত প্রাণ ঢেলে ডাকতে হবে , বাইরের ছোটাছুটিতে তিনি ভোলেন না । ভিতর থেকে আকুলপ্রাণে ডাকতে হবে , তখন তিনি হৃদয়মাঝে দর্শন দেবেন , ভগবান স্বপ্রকাশ , ভক্ত হৃদয়ে তাঁর বাস ।

**৩রা ফাল্গুন , ১৩৫৭ (১৫)**

নাম ছেড়ে বাইরের অনুষ্ঠান যতই করুক তাতে তাঁর কৃপা লাভ করা যায় না । যেমন ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রাণে অনুভব হয় তেমনি নামের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হবে , নাম ছাড়া কিছুই ভাল লাগবে না , এই অবস্থা যখন আসবে সাধক তখন সেই নাম রসে ডুবে যাবে , জীবন মধুময় হয়ে যাবে ।

আমি বললাম - কি পরীক্ষা করলেন , যদি বুঝতে না পারতো ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী উত্তরে বললেন - মা , পরীক্ষাই ধর্ম্ম রাজ্যের সেতু , পরীক্ষা-সেতু পার না হয়ে কেউ সেখানে যেতে পারে না , ধর্ম্মপথে চলতে চলতে অনেক পরীক্ষা আসবে , সর্ব্বদা নাম ধরে থাকতে হয় । এ পথে যারা এসেছে সংসার সুখের আশা ত্যাগ করতে হয় , সৎসঙ্গ পেলে অনেক বিষয় বুঝতে পারে , সৎসঙ্গ পাওয়া দুর্লভ , সৎগ্রন্থ পাঠেও উপকার হয় ।

আমি - সৎগ্রন্থ পাঠ মানে তো অনেক পুস্তক বোঝায় , আপনি কি পাঠ করতে বলেন , কিসে মঙ্গল হবে দয়া করে বলুন , আমাদের পক্ষে কি পড়া উচিত ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - গীতা , শ্রীমদভাগবত , চৈতন্যচরিতামৃত , চৈতন্যভাগবত , গুরুনানকের সুখমনি , বক্তৃতা ও উপদেশ , তুলসীদাসের রামচরিতমানস , এইসব ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করা উচিত । সব না পারলে বক্তৃতা ও উপদেশ খানি প্রত্যহ পাঠ করা কর্ত্তব্য । শাস্ত্র সদাচার মেনে চলবে , নাম না করলে নামীকে কি করে পাবে ! ভগবানকে পাবার একমাত্র পথ সর্ব্বদা তাঁর নাম করা । কর্ম্মে লিপ্ত থাকলেও মন প্রাণ তাঁর চরণে ফেলে রাখতে হবে ।

আমি - মন স্থির কিসে হয় ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - নির্জ্জন স্থান , সৎসঙ্গ , ভগবৎ আলোচনায় অনেক উপকার হয় । আসন স্থির হয়ে গেলে মন চঞ্চল হয় না , আসনে বসে নাম করবার সময় কাতরভাবে গুরুকৃপা প্রার্থনা করতে হয় । যতক্ষণ বাসনা কামনা থাকে মন স্থির হয় না , বহিরমুখী মনকে সবসময় নামে ডুবিয়ে রাখতে হবে । নানা প্রলোভন এসে মনকে স্থির হতে দেয় না । অর্থ , যশ , মায়া , বাসনা প্রভৃতি এরা সাধনায় বাধা দেয় , ঠিকমত নাম করলে ক্রমে সব বশ হয়ে যায় , তখন আর চাঞ্চল্য আসে না , নামে ডুবে যায় । বেশী লোক সঙ্গও ভাল নয় ।

**৪ঠা ফাল্গুন ১৩৫৭ (১৬)**

জীবের দুঃখ দেখে মহাত্মারা কত ব্যবস্থা দিয়ে গেছেন , নিজেদের কষ্টলব্ধ তপস্যার ফল , এমন অমূল্য নাম দিয়ে গেছেন যে নাম করে তাঁরা ভগবৎ কৃপা লাভ করেছেন । সেই সব শক্তিপূর্ণ নাম । কিন্তু এমনি জীবের কর্ম্ম , সার ভুলে অসার নিয়ে মজে আছে । মহাপ্রভু হরিনাম দিয়ে জগতের নরনারীর মঙ্গল করে গেছেন সবাই কি তাঁর ব্যবস্থা মত চলছে ? মহাপ্রভুর ধর্ম্মকে লোকে নিজের মত করে নিয়ে চলছে , সে জিনিস আর নেই । বাইরের কলরবে আসল জিনিস ভুলে যাচ্ছে । **সদগুরু যাকে আত্মসাৎ করেন তার সব ভার তিনিই গ্রহণ করেন , তখন তার দ্বারা যা করান সে সমস্তই তাঁর কার্য্য মনে করতে হবে । যা বলা হচ্ছে সে সবই আমার ইচ্ছামত । জীবনে মহাসুযোগ একমাত্র গুরুকৃপায় লাভ হয় ।** যারা এই অমূল্য রত্ন পেয়েও ঠিকমত ধরতে পারছে না , বৃথা সময় নষ্ট করছে , সংসার সুখকেই সার মনে করছে সেই সব সন্তানদের জাগ্রত করতে হবে ।

আমি - আপনিই তো তাদের জাগাতে পারেন ।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - তা হয় না , সব কাজই নিয়মের মধ্যে করতে হয় , মহাপ্রভু তাঁর বহুকার্য্য ভক্তদের

দ্বারা করিয়েছিলেন ।

## ৭ই ফাল্গুন ১৩৫৭ (১৭)

পথ তো সামনে পড়ে রয়েছে , অজ্ঞান মানব মোহ বশে দেখতে পাচ্ছে না । সে জন্য তাদের আবরণ সরিয়ে দিতে হবে , নাম করলে সব ভ্রম চলে যায় কিন্তু যেভাবে নাম করতে হবে তা কেউ করেনা । এই সত্যধর্ম্ম যখন প্রকাশ হবে তখন সব দৃষ্টি খুলে যাবে । **এই লেখাতে অনেক লোকের উপকার হবে । এই জীবন্ত সত্যবাণী শ্রদ্ধা করে বিশ্বাস করলে মোহ আঁধার ঘুচে নব জীবন লাভ করবে , নামের স্বাদ পাবে ।** সত্যের সন্ধান পেলে মিথ্যার আবরণ সরে যাবে , যেমন বহুদিনের জঞ্জাল একস্থানে জড় হয়ে জমাট বেঁধে যায় তেমনি মানুষের মনে বাসনা কামনারূপ নানা জঞ্জালে জমাট বেঁধে প্রাণের সত্ত্বগুণ ঢাকা পড়ে যায় , তখন গুরুশক্তি ছাড়া সে জমাট দূর হয় না ।

## ১১ই ফাল্গুন (১৮)

আমি বললাম - মন্দিরে আপনার ভোগপূজা না দেখে বড় দুঃখ হয়েছে ।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন - মা , **মন্দিরে ভোগপূজা না দেখে তোমাদের যেমন কষ্ট হল , এত বাহ্য । আমি প্রত্যেক সাধন প্রাপ্তদের মধ্যে যে অমূল্য নাম - আমার প্রাণের জিনিস , ইষ্টদেবতা স্থাপন করেছি সেই দেহমন্দিরে তাঁর সেবাপূজা না দেখে আমার প্রাণে দারুণ আঘাত লাগছে । নামে সেবাপূজা করতে হবে , আদেশ পালন করতে হবে , বাইরের অনুষ্ঠানে হৃদয়দেবতার পূজা হয় না । এ ভেতরের জিনিস , প্রাণের সমস্ত রস তাঁর চরণে দিয়ে সেই প্রেমভক্তি রসে ডুবে ব্যাকুল হয়ে নাম সাধন করতে হবে ।** এভাবে কেউ করছে না , সব সত্য ভুলে যাচ্ছে , **বাইরের মন্দির নিজ প্রতিষ্ঠার জন্যই সবাই স্থাপন করছে** , সেখানে সত্য জিনিস কোথায় পাবে ? **সত্য প্রাণের মধ্যে , তার মধ্যে তার আসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে , একমাত্র পূজা - গুরুদত্ত নাম সর্ব্বদা শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ করা ।**

**বাইরের আশ্রম করার কোন সার্থকতা নেই , তাতে নিজের বিশেষ অনিষ্ট হয় , প্রতিষ্ঠা এসে সব নষ্ট করে দেয় , এইসব ধর্ম্মপথের কন্টক** , গুরুর আদেশমত চললে ক্রমে সব নষ্ট হয়ে যায় । **যারা গুরুর পরিবর্ত্তে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে , যশ উপার্জ্জনের জন্য , তাদের সব ফাঁকি ।** খুব সাবধান হয়ে চলতে হয় , ঠিকমত নাম করলে মিথ্যা প্রকাশ হয়ে যায় , এমন শক্তিপূর্ণ নাম পেয়েও সাধনে অবহেলা করে তাঁর কৃপা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ।

## ১২ই ফাল্গুন ১৩৫৭ (১৯)

যে হৃদয়ে ভগবানের আসন পড়ে , তাঁর আবির্ভাব হয় , সে স্থান সর্ব্বদা নির্ম্মল রাখতে হয়, বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ ছাড়া তিনি বাস করেন না । প্রত্যেক দিন অবসর কালে আত্মার অনুসন্ধান করবে , নিজেকে বশে রাখবার সর্ব্বদা চেষ্টা করবে , সকলের কাছেই মাথা নত করবে । ব্যাকুলতা সাধক জীবনের একটী অবস্থা , যতক্ষণ না তাঁর জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয় তখন জানতে হবে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় নি , দূরে পড়ে আছে । অন্তরের জিনিস কি কেউ বাইরে রাখতে পারে ! পাছে কেউ জানতে পারে , দেখতে পায় , প্রাণের মাঝে গোপনে লুকিয়ে রেখে নামে ডুবে যায় , এ অবস্থা এলে আর হারাবার ভয় থাকে না । এই উপদেশগুলি প্রত্যহ পড়ে পড়ে সেই ভাবে চলবে । নাম সাধন আর তাঁর আদেশ পালন একমাত্র পথ । ঘরে ঘরে আবার এই সত্যধর্ম্ম ফুটে উঠবে , এই কার্য্য সমস্ত মহাত্মারা আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সমর্থন করছেন । **এই সব উপদেশ দুর্লভ** । পূর্ব্বে অনেক বলা হয়েছিল , ছাপাও হয়েছে কিন্তু মোহবদ্ধ জীব তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে না , পড়ে প্রাণে গেঁথে নেয় না , **তাই আবার সেই সব কথাই নূতন করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা হচ্ছে , শক্তি থাকায় বিশ্বাসীদের হৃদয় স্পর্শ করবে ।**

## ১৩ই ফাল্গুন ১৩৫৭ (২০)

**এখন চারিদিকে নানা লোকে যে সব আশ্রম করছে তার কোন সার্থকতা নেই , প্রতিষ্ঠা এসে সব নষ্ট করে দেয় এ সবই তো ধর্ম্মপথের কন্টক ! গুরুর পরিবর্ত্তে সেখানে সব নিজের আসন স্থাপন করছে , খুব**

**সাবধানে চলতে হয় ।** এমন শক্তিপূর্ণ নাম পেয়েও সাধনে অবহেলা করায় নামের কৃপা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে । **অভিমান সর্ব্বত্র বর্জ্জনীয় , নিজের কর্ত্তব্য করে যাবে, অপরের দোষের বিচার করলে ক্ষতি হয় , চোখে পড়লে সদগুরুর উপর ছেড়ে দিতে হয় ।** লোকাপেক্ষা চলবে না , যা সত্য বলে ধারণা হবে সেই অনুসারে চলবে । এ জিনিস হাটে বাজারে প্রকাশ করার নয় , এখন অনেকে বাইরের অনুষ্ঠানে মুগ্ধ হয়ে সত্য পথ ভুলে যাচ্ছে , ভ্রান্ত পথে চলছে । এই সত্য আবার জাগাতে হবে , দেশের বড়ই দুঃসময় আসছে , একমাত্র ধর্ম্মবলে কতকলোক রক্ষা পাবে ।

### ১৫ই ফাল্গুন ১৩৫৭ (২১)

জীবের দুর্দ্দশা দেখে সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন , কলির প্রতাপ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে , সত্যধর্ম্ম বর্জ্জন করে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করছে , সব ধর্ম্মের মধ্যে গোঁজামিল চলছে , এই সত্যধর্ম্ম নিজের মধ্যে ধারণ করে গুরুকৃপা লাভ করে তাদের যাতে ভ্রম নষ্ট হয় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন ।

### ১৬ই ফাল্গুন (২২)

এই যে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম , যার কৃপাকণা পেলে দেবতারাও নিজেকে ধন্য মনে করেন , সেই দেবদুর্লভ নাম সবাইকেই দেওয়া হয়েছে , পেয়ে কি হল , নাম সাধন না করলে কি বুঝবে , তাঁর অনুগত হয়ে আদেশ মত নাম করতে হবে । এই সাধন যাঁরা পেয়েছেন নিয়মমত আদেশ অনুযায়ী নামসাধন করতে হয় , তা না করাতেই নামের কৃপা বুঝতে পারছে না ।

আমি - এমন দুর্লভ শক্তিপূর্ণ অমূল্য নাম পেয়েও কেন সব বদ্ধ অবস্থায় রয়েছে , ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে , ঠিক পথ ধরতে পাচ্ছে না ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - ঠিক আদেশমত নাম করলে তবে তো নামের কৃপা পাবে , গুরুবাক্যে পূর্ণ বিশ্বাস চাই এখন সে ভাবে না চলে নিজের মনগড়া কল্পনার আশ্রয় নিয়ে চলছে । ধর্ম্ম মনমুখী , **বাইরের সঙ্গে একমাত্র আহারের সঙ্গে সম্বন্ধ , সাত্ত্বিক আহার , সদাচার পালন , নামের সঙ্গে করা চাই । খাওয়ার অনিয়ম যথেষ্ট হচ্ছে , আমাদের এই সাধনে খাওয়ার নিয়ম বিশেষ ভাবে মেনে চলতে হবে ।**

আমি - আপনি যে বলছেন সাধন প্রাপ্তদের অনেক উপকার হবে , যা করাবেন শীঘ্র যাতে হয় তার ব্যবস্থা করা চলে না কি ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - অসময়ে কিছু হয়না , সময় হলেই সব সুযোগ এসে যাবে । দেখছো তো ধর্ম্মের পথ সূক্ষ্ম , ধৈর্য্য ধরে গুরুর আদেশ মত চলতে চলতে তবে সাধকেরা কৃপা অনুভব করে । **এই নাম দেবার সময় যে সব উপদেশ দেওয়া হয়েছে সেইগুলি পালন করে নাম করলেই সব বুঝতে পারবে , এই সাধনের মধ্যে কি আছে । জীবন ধন্য হয়ে যাবে ।**

### ১৮ই ফাল্গুন ১৩৫৭ (২৩)

সত্য ধর্ম্মকে ভুলে কল্পিত নিজেদের মনগড়া ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের সৃষ্টি করছে , আগুন দেখে পতঙ্গ যেমন তাতে যেয়ে পড়ে , শেষে প্রাণ হারায় , এই কল্পিত ধর্ম্মের স্রোতে প্রার্থীরা ধর্ম্ম মনে করে দলে দলে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে , সব পৃথক পৃথক দলের সৃষ্টি হচ্ছে । **এই পথ সম্পূর্ণ ত্যাগের , নামই একমাত্র জীবের গতি ।**

### ২০শে ফাল্গুন ১৩৫৭ (২৪)

এই পরিবর্ত্তনের সময় প্রকৃত ধর্ম্মার্থীরাই রক্ষা পাবে , যেখানে যথার্থ সত্যধর্ম্ম বিদ্যমান সেখানে ভগবান তাদের রক্ষাকর্ত্তা , ঘরে ঘরে এই সত্য প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । কলির প্রতাপে মানুষ মুগ্ধ হয়ে সত্যধর্ম্ম ভুলে গেছে । নামকে আশ্রয় করে , সদগুরুর শরণাপন্ন হয়ে যারা তাঁর আদেশ পালন করবে , সেইমত কতকগুলি মানব কৃপালাভ করবে । দুঃসময় হলেও জগতের উদ্ধারের জন্য মহাত্মারা জীবের কল্যাণ কামনাতে নাম প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন । বহু দীক্ষার্থী এবার সাধন পাবে , সে সব ব্যবস্থাও করা হচ্ছে । **সকলকেই সদাহার, সদাচার মেনে আদেশমত চলতে হবে ।** সমাজের গন্ডীর ভেতর যাঁরা আছেন , তাঁদের

ধর্ম্মজীবন লাভ করতে হলে সে সব ছাড়তে হবে , লোকাপেক্ষা চলবে না ।

**২২শে ফাল্গুন (২৫)**

প্রতিষ্ঠাতে মানুষকে অন্ধ করে দেয় , নিজের যে একটা আত্মাভিমান সব অপেক্ষা সেই বেশী অনিষ্ট করে ; পরে কতটুকু ক্ষতি করতে পারে ? মানুষ নিজের যত অনিষ্ট নিজে করে , অপরের দ্বারা তার একাংশও অনিষ্ট হয় না । সব সময় গুরু আজ্ঞা পালন করে চললে ক্রমে অভিমান নষ্ট হয় । **নিজকে ভুলে যেতে হবে , যা কিছু কামনা বাসনা আছে সব ত্যাগ করে মনকে গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করতে হবে । নাম সর্বদাই করবে , একটি শ্বাস-প্রশ্বাসও বৃথা না যায় , আত্মপ্রশংসা যেখানে শুনবে সে স্থান বিষবৎ ত্যাগ করবে ।** একমাত্র সত্য স্বরূপ সেই সচ্চিদানন্দ আনন্দময় সদগুরুকে আশ্রয় করলে আর কোন রিপুর অত্যাচার হয় না। সঙ্গ বেশী ভাল নয় , সতীর্থদের সঙ্গে সাধন সম্বন্ধে আলোচনা করবে , অবিশ্বাসীদের কাছে ভগবৎ প্রসঙ্গ করবে না , **সর্ব্বদা সাত্ত্বিক আহারের প্রতি লক্ষ্য রাখবে , মন প্রাণ সত্ত্বভাবে পূর্ণ থাকলে নামের কৃপা পাওয়া যায় । এই সব উপদেশে শক্তি দেওয়া রইল ; যারা বিশ্বাসী তাদের প্রাণ স্পর্শ করবে , অবিশ্বাসীর সঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করবে । সমস্ত মহাত্মারা একত্র হয়ে ধর্ম্মার্থীর জন্য এই সব বাণী প্রচার করতে বলছেন ।**

**৩০শে ফল্গুন ১৩৫৭ (২৬)**

এবার জগতের মহাদুর্যোগ আসছে , একমাত্র যারা ধর্ম্ম বলে বলীয়ান তারাই রক্ষা পাবে , শঠতা , প্রবঞ্চনা প্রভৃতি নানারূপ অধর্ম্ম দ্বারা মানুষ রত হবে । কলির পূর্ণ প্রতাপ দেখা দিয়েছে , একমাত্র নামের কৃপায় এই দুর্যোগ-মেঘ কেটে যাবে ; ঘরে ঘরে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রকাশ হওয়া আবশ্যক , সর্ব্বদা নাম ধরে থাকবে , এই কলিতে একমাত্র জীবের গতি হরিনাম। নির্ম্মল অন্তঃকরণে হিংসা,দ্বেষ,ক্রোধ,লোভ,মদ,মাৎসর্য্য বর্জ্জিত হয়ে নাম করতে হবে, যত নাম চলবে তত নামীর সঙ্গ হবে ।

**২৭শে চৈত্র , পুরী (২৭)**

আমি - এই যে সব বাণী প্রকাশ করতে বলছেন সব সম্প্রদায়ের মধ্যে চলবে কিনা ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - সব ধর্ম্মার্থীর মধ্যে এই বাণী প্রচার হবে , এতে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা নেই , জাতি বিচার নেই , মূর্খ-বিদ্বান নেই , ধর্ম্মপিপাসাব্যাকুল , বিশ্বাসপরায়ণ, সরল এই সব ব্যক্তি এই জিনিস পাবার অধিকারী ।

**৩রা বৈশাখ (২৮)**

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু - **এই শক্তিপূর্ণ নাম সর্ব্বদা শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ করতে করতে একেবারে মিশে যাবে,নিজের অস্তিত্ব কিছু থাকবে না,বহুলোককে নাম দেওয়া হয়েছিল,অল্প লোকেই তাঁর আদেশমত চলছে,সেইজন্য আবার এইসব উপদেশ শক্তিপূর্ণ করে ধর্ম্মার্থীদের মধ্যে প্রচারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ,** কল্পিত মনগড়া ধর্ম্মেতে সব ছেয়ে পড়েছে,**ত্যাগ একেবারেই নেই,ত্যাগের পথে না গেলে এ জিনিসের মর্ম্ম উপলব্ধি হবে না।**সবাই সত্য ভুলে যাচ্ছে,একমাত্র সদগুরুই এইসব জীবের উদ্ধার কর্ত্তা,তাঁর কৃপাতে আবার সব জেগে উঠবে।**এই ভবরোগের একমাত্র মহাঔষধি সদগুরু দত্ত নাম সর্ব্বদা শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ করা ও তাঁর আদেশ পালন করা।**

**৯ই বৈশাখ ১৩৫৮ (২৯)**

এই যে সত্যধর্ম্ম যা মুনিঋষিরা কঠোর তপস্যার দ্বারা লাভ করে জগতে বিলিয়ে গেছেন,বিনা আয়াসে পেয়ে লোকে তার মর্য্যাদা দিতে পারছে না। এই সাধনে দেবের দুর্লভ অবস্থা লাভ হয়, এই যে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি একমাত্র কলিযুগেই মহাপ্রভু দিয়ে গেছেন তাও সবাই পাননি, মাত্র চারজন তখন পেয়েছিলেন।

আমি - আপনি তো হাজার হাজার জীবের মধ্যে এই শক্তিপূর্ণ নাম দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু উপস্থিত ছিলেন, উত্তরে তিনি বললেন - এই যে রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস আস্বাদন করা সদগুরুর কৃপা ছাড়া পায় না, এই লীলারস আস্বাদন হলে তার আর কিছু অপ্রাপ্য থাকে না,অপূর্ব্ব অবস্থার মধ্যে সম্ভোগ **হয়।খুব নাম কর সব কিছুই এই নামের কৃপায় লাভ হবে।সদগুরু কৃপা করে জীবের প্রতি**

**এই অমূল্য নাম প্রদান করেছেন,কিন্তু তাঁর আদেশমত না চলাতে কিছু বুঝতে পারছে না,এমনই জীবের কর্ম্মফল।এমন অমূল্য রত্ন পেয়েও নিতে পারলে না।**

**১২ই বৈশাখ ১৩৫৮ (৩০)**

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন - মা,আজ চৈতন্য চরিতামৃত থেকে রায় রামানন্দের সঙ্গে বিদ্যানগরে যে প্রশ্ন উত্তর হয়েছিল সেখানটা পড়।

আমি বললাম - আমি প্রতিদিন যে সব পাঠ করি আপনারা তা শোনেন তো ?

তিনি উত্তরে বললেন - **যেখানে ভক্তির সঙ্গে শাস্ত্র পাঠ হয় সর্ব্ব পার্ষদ সঙ্গে সবাই উপস্থিত থাকি। পাঠ করা মানে তাঁর আরাধনা করা,প্রাণ ঢেলে করা চাই, লীলা কীর্ত্তন করতে হয় তাতে উপকার হয়,নামের সঙ্গে করতে হবে,নাম ছাড়া যে সব কথা সে সব মৃত,তাতে প্রাণ নেই । শক্তিপূর্ণ নাম করতে করতে যা করবে তাতেই উপকার পাবে ।**

**১৩ই বৈশাখ (৩১)**

পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি সদগুরু ছাড়া কেউ দিতে পারে না, এই নামে সদগুরুর শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরার মধ্যে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আদেশ মত চললে প্রেমভক্তি লাভ হবে। শক্তিপূর্ণ নাম যাঁরা পেয়েছেন, ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করলে তাঁরা বুঝতে পারবেন। এই যে ব্রজমাধুর্য্য রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস আস্বাদন, এ জিনিস একমাত্র সদগুরু যাঁকে কৃপা করে দেন সেই পায়, তিনি ছাড়া দেবার কারও অধিকার নেই, এ দুর্লভ জিনিস বহু ভাগ্যে লাভ হয় ।

আমি - আপনার শিষ্য-প্রশিষ্য সবাই এ জিনিস পাবে কি ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - ঠিকমত চললে পাবে, তবে কেউ চায় না, সংসারকে তারা সার মনে করে, তাতেই বদ্ধ হয়ে যায়, সব ত্যাগ করতে পারলে গুরুকৃপা লাভ করে ও এই প্রেম আস্বাদন হয়, যা মহাপ্রভু নিজে আস্বাদন করেছেন, তার কণামাত্র পেলেও জীব কৃতার্থ হয়ে যায়, **নাম রসে ডুবে যেতে হবে, আর এই প্রেমভক্তি পাবার জন্য ব্যাকুলতার সঙ্গে প্রার্থনা করতে হবে। তিনি কল্পতরু, তাঁর আদেশ মত কাতর প্রাণে চাইলে তিনি সবই দেন, মুখে বললে তো হবে না, অন্তরের সঙ্গে বলা চাই।**

**২২শে বৈশাখ ১৩৫৮ (৩২)**

নিজেকে ভুলে যেতে হবে, আমিত্ব থাকতে অবস্থা লাভ হয় না। যেমন কোন পাখিকে খাঁচায় পুরে রাখলে তার স্বাধীনভাব থাকেনা, তেমনি মানুষ যতক্ষণ এই সংসার খাঁচায় বদ্ধ থাকে ততক্ষণ তার স্বাধীনতা থাকে না। নিজেকে মুক্ত করে নিতে হবে, অন্তরের সঙ্গে ব্যাকুলতা চাই, চারিদিকে প্রলোভনে মুগ্ধ করে রেখেছে। পুরাকালে ঋষিদের মধ্যে সত্যধর্ম্ম মজ্জাগত ছিল, তাঁরা কতভাবে ত্যাগের মধ্যে সাধন করে সত্যবস্তু লাভ করেছিলেন! ত্যাগ করতে না পারলে আসক্তি যায় না, আসক্তি না গেলে বন্ধনও কাটে না, একটির সঙ্গে একটি জড়ান আছে। **সব সময় নাম করলে ক্রমে ত্যাগ আসে, চেষ্টা থাকা চাই। যাঁরা ধর্ম্ম জীবন লাভ করতে চান তাঁদের জন্য এসব উপদেশ। লিখে রাখ যাদের ব্যাকুলতা আছে তারাই প্রকৃত অধিকারী।**

**৩১শে বৈশাখ (৩৩)**

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - এখানে অনিত্য পার্থিব পদার্থ নিয়ে লোক ভুলে আছে। একমাত্র অনাসক্ত ভাবে নাম করা আর তাঁর আদেশ পালন করা, এও সব পারছে না, আনন্দের অধিকারী হতে হলে আনন্দময়কে হৃদয়ে ধারণ করার ব্যাকুলতা চাই, কাতরে ডাকলেই সদগুরু কৃপা করেন।

আমি - সেই যে ডাকার মত ডাকা সে শক্তি আপনি কৃপা করে না দিলে জীব কোথায় পাবে! যে যা শক্তি পায় সে তো আপনারই কৃপাকণা পেয়ে প্রকাশ করছে।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - সবই লাভ হয়, ঠিক নিয়ম মত সাধন পথে চলতে হবে, এলোমেলো ভাবে কোন কাজ সফল হয় না। ধর্ম্মজীবন লাভ করতে হলে ঠাকুরের সব আদেশ পালন করতে হবে, নিজের মধ্যে সত্যভাব ধারণ করতে হবে। বিশ্বাস ভক্তি হৃদয়ে ধারণ করে নাম করতে হবে; সে ভাবে তো চলছে না, ভোগই

জীবনের স্বার্থকতা মনে করছে। ভোগে দুঃখ,ত্যাগে আনন্দ, এত কর্ম্মফলে বদ্ধ জীব, তাদের টেনে আনবার বহু সময় লাগে।

**১লা জৈষ্ঠ ১৩৫৮ (৩৪)**

আমি -সেদিন বললেন, শ্রীশ্রীব্যাসদেব বসেছিলেন, তিনি কি আপনাকে দেখতে এসেছিলেন?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - কলির প্রভাবে ধর্ম্ম ম্লান হয়ে যাচ্ছে, কি করে আবার সত্য ধর্ম্ম জেগে উঠবে তার ব্যবস্থা কি হতে পারে, তার আলোচনার জন্য এসেছিলেন।

আমি - আপনি কি বললেন ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - কাল প্রভাবে বহুলোক সত্য ভুলে অসত্যে রত হবে, তার মধ্যে যারা ধর্ম্মকে আশ্রয় করে আছে কলির প্রভাব তাদের স্পর্শ করতে পারবে না, সেইজন্য যাতে ধর্ম্মার্থীরা কলির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, কতক রক্ষা হবে। সত্যধর্ম্ম জেগে উঠলে আবার তাদের প্রাণে শান্তি স্থাপন হবে। **একমাত্র নামই কলির জীবের ভবপারের সম্বল, আসক্তিহীন হয়ে নাম করতে হবে।**

**৭ই জৈষ্ঠ (৩৫)**

বাহ্য নিয়ে সব ভুল আছে, ঠিক নিয়মমত নাম করলে বন্ধনমুক্তি হয়। এই সাধন যোগী-ঋষিদের মধ্যেই ছিল, মায়াবদ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভু গৃহস্থদের মধ্যে চারজনকে দেন, তারপর বহুলোক এই সাধন পায়, সেই সময় আদেশ মত চলে কেউ কেউ কৃপালাভও করেছিলেন। ক্রমে ম্লান হয়ে গেছে, ভোগেই বেশী রত হয়ে পড়ছে, সে জিনিস যোগী ঋষিদের সাধনার ধন এই অমূল্য নাম। তাঁরা ত্যাগী ছিলেন, কোনরূপ ভোগ বাসনা ছিল না, একমাত্র ভগবৎ চরণই তাঁদের কাম্য ছিল, তাঁরা নামানন্দে মগ্ন থাকতেন। কলির জীবের উদ্ধারেরে জন্য নাম প্রচার করা হয়েছে, কাল প্রভাবে ঠিক পথ ধরতে পারছে না, নামে মগ্ন থাকলে কলির প্রভাব স্পর্শ করতে পারে না। সংসার যে অনিত্য জেনেও তারা বুঝতে চায় না, নিজেকে ফাঁকি দেয়। **নির্লিপ্ত হয়ে সংসারে থাকতে হয়, যতদিন বাসনা কামনা থাকে তাতেই বদ্ধ হয়ে যায়; গুরুশক্তি প্রকাশ হতে পায় না, চাপা পড়ে থাকে, সেইজন্য বার বার শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করতে বলা হচ্ছে। একটী শ্বাসও বৃথা না যায়। এই সমস্ত উপদেশ যাতে শক্তি সঞ্চার করা হয়েছে যাদের ব্যাকুলতা আছে তারা ধরে নেবে , অনেকের গুরুশক্তি জেগে উঠবে।**

**৯ই জৈষ্ঠ ১৩৫৮ (৩৬)**

নিজেকে সবরকমে সংযত করে , অনাসক্ত ভাবে নাম করতে হবে, যখন ভিতরের দিকে মন টানবে তখন বাইরের কিছু ভাল লাগবে না, মন অন্তর্মুখী হলে, আসনে বসলে গভীরভাবে ডুবে যাবে। বাইরের অনুষ্ঠানে এত সব বদ্ধ হয়ে গেছে তাতে আসল জিনিস চাপা পড়ে গেছে। এই সাধন যারা পেয়েছে একটু নাড়া দিয়ে জাগাতে হবে, সংসার মোহপঙ্কে সব ডুবে রয়েছে। এইসব শুনতে শুনতে ক্রমে তাদের চেতনা ফিরে আসবে। ধর্ম্মের পথ বড়ই কঠিন, একমাত্র আদেশ অনুযায়ী কাজ করে গেলে সব সহজ হয়ে যাবে। তাঁর চরণে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিতে হবে। সংসার থেকে আলগা হতে হবে, যতটুকু কর্ত্তব্য করে যাবে তাও অনাসক্তভাবে। ধর্ম্মজীবন লাভ করতে হলে ত্যাগ চাই- যশ,অর্থ,মান কিছুরই বশীভূত হবে না। নিজেকে বশ করতে না পারলে সাধন করবে কি করে ?

**১৪ই জৈষ্ঠ ১৩৫৮ (৩৭)**

আমি - এই যে **উৎসব আদি এ সব কি করার দরকার ?**

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - **এতে সাধারণের উপকার হয় , সংসার বদ্ধ যারা তারা ভুলেই থাকে, এই উপলক্ষ্য করে নামকীর্ত্তন, দরিদ্রনারায়ণের সেবা, পরস্পর ভগবৎ প্রসঙ্গ আলোচনা, প্রসাদ ভক্ষণ, এ সবে দেহ মন দুইই পবিত্র হয়, কিছু অর্থও সৎকার্য্যে ব্যয় হয়, তাতে মঙ্গলই হয়।**

**নিঃস্বার্থ ভাবে ভগবৎ কর্ম্ম করলে কর্ম্ম ক্ষয় হয়,** জীবনে মহাসুযোগ একবার গুরু কৃপা করে দেন, তখন ধরে নিতে হয়। যাকে যখন যে কার্য্যের জন্য আদেশ করেন তার পরম সৌভাগ্য ধরে নিতে হবে। এ শুভ

সুযোগ যেন বিফল না হয়। সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখতে হয়। জীবের মঙ্গলের জন্য সবসময় মহাত্মারা চেষ্টা করছেন, সত্যের পথ উজ্জ্বল আলোময়।সৎকার্য্য করতে করতে মন নির্ম্মল হয়, তাঁর আদেশ মনে করে পালন করবে, সবই সহজ হয়ে যাবে। **বাইরের জিনিস হলেও ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়, তবে সর্ব্বদা বাইরের অনুষ্ঠান নিয়ে থাকা কর্ত্তব্য নয়, তাতে মন চঞ্চল হয়।**

**২১শে জৈষ্ঠ (৩৮)**

যতই গোলমাল হোক মিথ্যা কখনও স্থায়ী হয় না,শেষ পর্য্যন্ত সত্য ধর্ম্মই রক্ষা পায়, মানুষ এত ভ্রান্ত হয়ে রয়েছে সত্যকে দেখতে পারছে না, নিজের কল্পনা মত এক একটা মত তৈরী করে তাতেই বদ্ধ হচ্ছে। শাস্ত্র অনুযায়ী ঋষিদের পথ গ্রহণ করে চললে ঠিক স্থানের সন্ধান পাওয়া যায়, চারিদিকে নানা উৎপাত হলেও কোন ভয় নেই সদগুরু তাদের রক্ষাকর্ত্তা ।

**৬ই আষাঢ় ১৩৫৮ (৩৯)**

আসক্তিশূন্য কর্ম্ম শেষ হয়ে গেলে সদগুরুর কৃপা লাভ হয়, সবই তাঁর উপর ছেড়ে দিতে হয়, তা পারে না বলেই ঘুরে বেড়ায়।

আমি - সেদিন কি লিখে দিলেন, মনে হচ্ছে না, বড় ব্যাকুলতা হচ্ছে ।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - নামব্রহ্ম লেখা ছিল ।

( দেখলাম উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় বড় বড় স্বর্ণাক্ষরে লেখা )

**হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম ।**
**কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।।**

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু - এই নামব্রহ্ম শক্তিপূর্ণ, যতদিন না সদগুরুর আশ্রয় পায়, জীব যদি এই নামব্রহ্ম জপ করে তার অনেক উপকার হয়, সময়ে সদগুরুর কৃপা লাভ করে ।

শ্রীশ্রীগুরুদেব - কেউ এখন চায় না, মনগড়া কল্পনাতে এখন সবাই আকৃষ্ট হচ্ছে, গুরু আদেশ ভুলে যাচ্ছে, এইজন্য আবার নূতন করে সেই সব বাণী শক্তি-সঞ্চার করে প্রচারের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। যারা সাধন পেয়েছে তাদেরও চাপা পড়ে গিয়েছে , এই সব বাণী তাদের জাগাবে। সংসারীদেরও আসক্তি ত্যাগ করতে হবে, চেষ্টা থাকা চাই, নিয়ম অনুসারে চলতে হয়, সর্ব্বদাই সতর্ক থাকতে হয়, কি করছি ঠিক পথে যাচ্ছি কিনা লক্ষ্য রাখতে হয় ।

আমি - ধর্ম্মার্থী মাত্রই কি এই কথা শোনবার অধিকারী ?

শ্রীশ্রীগুরুদেব - যার প্রাণে সেরূপ ব্যাকুলতা আছে সেই এ জিনিস পাবে।

**৮ই আষাঢ় (৪০)**

বাইরের আগ্রহ ভিতর স্পর্শ করে না, অনেকে বাইরের অনুষ্ঠানে বেশী বদ্ধ হয়ে আছে। সবই নিয়মের মধ্যে করতে হয়, কখন শুভ মুহুর্ত্ত আসে সেজন্য সতর্ক থাকতে হয়, গুরুকৃপা ছাড়া কিছুই লাভ হয় না, সাধন পেয়েও অনেকের চাপা পড়ে গেছে।

আমি - সাধন পেয়েও কেন এমন হয় ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - প্রথম প্রথম আলোচনা করার প্রয়োজন হয়, সতীর্থদের সঙ্গ করা, সৎগ্রন্থ পাঠ করা, সৎকার্য্য করাতে উপকার হয় । সাধন নিয়ে কিছুদিন খুব সাবধানে থাকতে হয়, যারা ঠিক আদেশ মন দিয়ে শুনে, সেইমত চলে, তারা ক্রমে উন্নতি করে, কিন্তু তা তো কেউ করছে না সংসার চক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে, কত সময় কত সুযোগ আসে ধরতে পারে না। বাইরের প্রলোভনে সব ভুলিয়ে দিচ্ছে, আন্তরিক চেষ্টা থাকলে সে সাহায্য পায়, বদ্ধ হয় না। মুখের কথায় কোন কার্য্য সফল হয় না, অন্তর বাহির এক করতে হবে, ত্যাগ চাই, শাস্ত্র-সদাচারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নিতে হয়। এ সাধন ঋষিদের তপস্যালব্ধ ফল, ঋষিদের পথ অনুযায়ী

চলতে হবে, সবই বলা হয়েছে পড়ে পড়ে আলোচনা করবে। সব সময় নাম ধরে থাকতে হয় নাম ছেড়ে গেলেই পথ হারিয়ে যায়, মহাপ্রভুর ধর্ম্ম আবার জেগে উঠুক, ঘরে ঘরে তাঁর কৃপায় ধর্ম্মে মতি হোক ।

**১০ই আষাঢ় ১৩৫৮ (৪১)**

যুগ ধর্ম্মে সব অধর্ম্মে লিপ্ত হচ্ছে, খাদ্য সম্বন্ধে বিচার না থাকায় বহু ক্ষতি হচ্ছে, আহার সম্বন্ধে খুব সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন, খাওয়ার অনাচারে সদগুণ সব ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, সেদিকে তাদের একেবারেই লক্ষ্য নেই ।

**১৪ই আষাঢ় (৪২)**

এই যে ধর্ম্মের পথ, যার গতি অতি সূক্ষ্ম, নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না, সর্ব্বদা দৃষ্টি রেখে চলতে হয়। প্রাণে আন্তরিক চেষ্টা থাকলে সব কাজেই সাহায্য পাওয়া যায়, ভগবৎ কৃপা ছাড়া সৎকার্য্যে মতি হয়না। ভগবান সদগুরুরূপে অবতীর্ণ হয়ে জগতের জীবের উদ্ধারের ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। ভোগেই বেশী বদ্ধ হয়ে আদেশ অমান্য করছে। **এর মধ্যে যারা তাঁর আদেশমত চলছে বা চলবে তারা গুরুকৃপা লাভ করে ধন্য হবে। এইসব উপদেশে কালে বহু লোক উপকার পাবে। প্রকৃত ধর্ম্মার্থীরাই এইসব উপদেশ পাবার অধিকারী, এই উপদেশ পরে বিস্তারিত ভাবে প্রচার হবে। সবসময় চরণে পড়ে থাকতে হয়, আমিত্ব নষ্ট না হলে বাসনা কামনা যায় না, তাঁর কৃপা ছাড়া একটি শ্বাসও পড়েনা।**

**১৬ই আষাঢ় ১৩৫৮ (৪৩)**

গুরু-শিষ্য সংবাদ পুস্তকখানিতে সাধন লব্ধ সমস্ত শক্তি ঐ লেখার মধ্যে আছে, পড়লে বুঝতে পারবে এই পুস্তকখানি গীতা ভাগবতের মত অমূল্য গ্রন্থ।

আমি - এতদিন কেন প্রকাশ হয়নি ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - সময় হয়নি, মহাত্মারা এইবার প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন বুঝে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করতে বললেন, অসময়ে কিছু হয়না। গুরু-শিষ্য সংবাদ আর এই সব উপদেশ একসঙ্গে কাজ করবে, অনেকের আবরণ সরে যাবে। যারা ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করবে প্রত্যেকের প্রাণ স্পর্শ করবে, যাদের প্রতি গুরুকৃপা আছে তারা অনেক তত্ত্বই বুঝতে পারবে। যখন ধর্ম্ম ম্লান হয় তখন আবার জাগাতে হয়, বহুস্থানে নানাভাবে প্রচার হবে।

**১৭ই আষাঢ় ১৬৩৫৮ (৪৪)**

মানুষ সব প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিন্তু কর্ম্মফলে বদ্ধ হয়ে আবার তেমনি নিকৃষ্ট হয়ে যায়। এইসব বদ্ধতা সদগুরু মুক্ত করেন। বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তি সহকারে শাস্ত্র সদাচার মান্য করে সর্ব্বদা চলতে চলতে ক্রমে গুরুকৃপা লাভ করে বন্ধনমুক্ত হয়। কেবলমাত্র ভোগের বৃদ্ধিতে পতন হচ্ছে, এসমস্ত কাল প্রভাবে হচ্ছে। যারা ধর্ম্মপথে চলছে তারা ত্যাগের পথ অবলম্বন করে সত্য উপলব্ধি করবে, সেজন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকতে হয়। যেমন কৃপণ ব্যক্তি ধন গোপনে লুকিয়ে রেখে দিবারাত্র সেই চিন্তায় যাপন করে তেমনি করে ভক্তিধন প্রাণের মধ্যে গোপন করে সজাগ থাকতে হয়, কেউ না জানতে পারে। নিজেকে খুব গোপন রাখতে হয়, **প্রত্যেক কার্য্য বিচার করে করতে হয় প্রথমে অনেক বাধা আসে, কঠিন মনে হয়, পরে সেভাব থাকে না, সব সমান হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠা সব অপেক্ষা অনিষ্টকারী, আত্মাভিমান সর্ব্বদা বর্জ্জন করতে হবে, আত্মপ্রশংসা বিষবৎ ত্যাগ করবে। সবই সদগুরুদত্ত মনে করে প্রয়োজন মত দ্রব্যাদি নিতে পারে, অপচয় করলে কঠিন শাস্তি পেতে হয়, অপব্যয় অপরাধে পড়ে যায়, আশ্রমে বা গৃহে সর্ব্বদা বিচার করে চলতে হয়, অপব্যয়ের উপর খুব লক্ষ্য রাখতে হয়, কেউ কিছু করে না। নিজের মতে সব চলে, ধর্ম্মজীবন লাভ করতে হলে প্রত্যেক**

**কার্য্য সাবধানের সহিত করতে হয়। এই সংসারে যা কিছু সবই প্রভুর, তাঁর আদেশ ছাড়া এক কপর্দ্দকও নেবার অধিকার নেই, সবসময় মনে করতে হবে যেন তাঁর কৃপা লাভ করতে পারি। নিজে কর্ত্তৃত্ব না করে সর্ব্বদা যেন নতশিরে আদেশ পালন করে চলতে পারি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ হয়ে গেলে অপরাধ হয়ে যায়, অসার সংসার ভুলে যেতে হবে, মোহতে বদ্ধ হয়ে আমার আমার করে। ব্যাকুলতার সঙ্গে গুরুকৃপা প্রার্থনা করতে হয়, সরলভাবে থাকা অনেকভাল, কিন্তু বাইরে ধর্ম্মের ভাণ করাতে অনেক অনিষ্ট হয়, এসব লিখে রাখ।**

### ১৮ই আষাঢ় ১৩৫৮ (৪৫)

এই সাধন দেবার অধিকার সকলের হয় না। সদগুরু যাঁকে আদেশ করেন সেই দিতে পারে; যোগ্যতা থাকা চাই।

আমি - অনেকে তো দিচ্ছেন।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - গুরুর আদেশ ছাড়া দিতে পারে না, যাঁরা দিচ্ছেন বা দেবেন অপরাধ করছেন, কাল প্রভাবে অনেক পরিবর্ত্তন চলছে সেইজন্য সাবধান হওয়ার প্রয়োজন। দীক্ষা গ্রহণ খুব আবশ্যক। পুরাকালে ধর্ম্মনিষ্ঠ সদব্রাহ্মণ যাঁরা কুল অনুযায়ী দীক্ষা দিতেন তাতে অনেক উপকার হত, এখন নানারূপ দীক্ষা প্রণালী চলছে, দেখে শুনে নিতে হয়।

আমি - আমাদের এই সাধন গোপনে দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলেছিলেন, সে সব কি চলছে ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - গোপনে চলছে, যাদের আন্তরিক খুব ব্যাকুলতা আছে, প্রকৃত ধর্ম্মার্থী তারাই পাবে, পরে ক্রমে প্রচার হবে। এই সাধন কি সবাই দিতে পারে ! ভাব-প্রবণ লোকের প্রকৃত ধর্ম্ম হতে বহু বিলম্ব হয়, ভাবের বশ হয়ে যায়, চেষ্টা করে ভাব আনলে অপকার হয়, খুব সাবধান , কঠিন পথ, ধর্ম্মপথে সদা বাধা দেয়।

### ১৯শে আষাঢ় (৪৬)

সত্যধর্ম্ম, বিশ্বাস, ভক্তি, এইগুলি সর্ব্বদা প্রাণে ধারণ করে দীন হয়ে নাম করতে হয়, কাহাকেও ছোট করতে নেই, বাক্য সংযত করা বিশেষ প্রয়োজন। যতদিন মানুষ স্বার্থত্যাগ করতে না পারে, মনের সংকীর্ণতা যাবে না, মন খুব উদার করতে হয়, নীচতা প্রশ্রয় না পায়, প্রত্যেক মুহুর্ত্তে স্মরণ রাখতে হবে। ধর্ম্মজীবন লাভ করতে হলে সমস্ত খুঁটিনাটীর দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয় ।

### ২১শে আষাঢ় ১৩৫৮ (৪৭)

আমি - যারা সাধন পেয়েও ত্রিগুণের মধ্যে আছে তাদের মুক্তির উপায় কি ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - গুরু আদেশ পালন, আর গুরুদত্ত নাম অনাসক্তভাবে সাধন করা, তা তো ঠিকমত করতে পারছে না, তাই আবার এই সব উপদেশ শক্তিসঞ্চার করে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, অনেক লোক উপকার পাবে, সব সময় সতর্ক থাকতে হয়, কল্পনা ভিতরে না প্রবেশ করে।

### ২৩শে আষাঢ় (৪৮)

এই যে মহাপ্রভুর সত্যধর্ম্ম, যা গৌড়ীয়রা নিজের মনগড়া একটা কল্পনার সাহায্যে প্রচার করছে, খুব সাবধান হতে হবে। সব সম্প্রদায়ই কল্পিত ধর্ম্মের ভাণ নিয়ে লোক ভুলাচ্ছে। অজ্ঞলোক বাহ্য দেখে তাতেই আসক্ত হচ্ছে, আজকাল লোকে কিছু একটা অলৌকিক বা জাঁকজমক দেখলে তাতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। যা শাস্ত্র অনুযায়ী নয় তা বিষবৎ ত্যাগ করবে। সমস্তই শাস্ত্র-সদাচারের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হয়। বড়ই দুঃখ হয় এই সাধনপ্রাপ্ত লোকেও বাহ্য নিয়ে ভুলে যাচ্ছে, সেইরূপ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে, যদি বিচার করে গুরুর আদেশ মত চলে সব মিথ্যা ধরা পড়ে। তা তো কেউ করছে না, যেখানে মিথ্যার আড়ম্বর সেইখানেই লোক বদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু - যা দেখবে বা শুনবে শাস্ত্র দেখে মিলিয়ে নিতে হয়, কল্পিত যা তা শাস্ত্রের সঙ্গে

মিলবে না, এইভাবে সর্ব্বদা বিচার করে চলতে হবে। গুরু-শিষ্য সংবাদখানি প্রকাশ হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বই তো লিখলেই হয় না, তপস্যালব্ধ শক্তি তাতে থাকা চাই, যাতে শক্তি নেই তাতে ভিতর স্পর্শ করে না। গল্প পড়া বা গল্প শোনার মত কাজ হয়, আসল বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায় না ।

**২৪শে আষাঢ় ১৩৫৮ (৪৯)**

**যে সব উপদেশ বলা হয়েছে বা হচ্ছে এতেই সময়ে বহুলোক উপকার পাবে,** মানুষ সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েও কাল প্রভাবে তাদের পতন হচ্ছে। সনাতন ধর্ম্ম, গুরু আদেশ, সদাচার, সদাহার সব লঙ্ঘন করে ভোগের পথে যাচ্ছে। নশ্বর জীবনকেই চিরস্থায়ী মনে করে নিজের কর্ত্তব্য ভুলে যাচ্ছে। বাইরের লোক দেখান ধর্ম্ম সর্ব্বত্র বিদ্যমান। ধর্ম্মার্থীদের খুব সাবধানে পথে চলতে হয়, প্রত্যেক কাজে বিচার চাই। **বৃথা কথা বলা, বৃথা সময় নষ্ট করা, আলস্য পরিত্যাগ করে গুরুদত্ত নাম জপ, গুরুদত্ত আদেশ পালন করতে পারলে তাদের উপর কালের প্রভাব বিস্তার হয় না, চেষ্টা করতে করতে ফল ফলবে।** ধর্ম্মের পথ বড়ই সুক্ষ্ম, সব সময় লক্ষ্য রাখতে হয় ; আহার, বিহার, বাক্য, কার্য্যকলাপ সংযত করতে হয়, ভোগ লালসা ধর্ম্মের প্রধান অন্তরায় সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে। কলির জীবের অল্প আয়ু অবহেলায় সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেক সময় মূল্যবান মনে করে বৃথা নষ্ট না হয় দেখতে হবে।

**২৫শে আষাঢ় (৫০)**

**এই যে সব চারিদিকে নানা সম্প্রদায়, নানা মত, ধর্ম্মের নামে প্রচার হচ্ছে, খুব বিচার পূর্ব্বক দেখে মিশতে হয়।** দ্বাপরের শেষে যখন কলির আবির্ভাব হয়, তখন লোকে অধর্ম্মে রত হলেও মিথ্যা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম প্রচার ছিল না। তখনকার লোকে প্রকৃত ধর্ম্ম বুঝতো না। মহাপ্রভুর সময় তারা এই ধর্ম্মের সন্ধান পায় এখন জেনে শুনেও লোকে পথভ্রষ্ট হচ্ছে। মহাপ্রভুর পর সদগুরু এসে জগতের মঙ্গলের জন্য অমূল্য নাম বিতরণ করলেন, তখন যারা ভাগ্যবান তারা প্রকৃত ধর্ম্মের সন্ধান পেলে, ক্রমে সেই দেব দুর্লভ নাম , সাধন অভাবে ম্লান হয়ে গিয়েছে, নানারূপ কাল্পনিক অনুষ্ঠান বাহ্য কোলাহলে সব মগ্ন হয়ে প্রকৃত ধর্ম্মতো ভুলেই যাচ্ছে, উপরন্তু গুরু আজ্ঞা পালনে অবহেলা করছে। বড়ই দুঃসময়, আসল বস্তুর কেউ সন্ধান রাখছে না, যেখানে বাহ্য আড়ম্বর তাতেই আকৃষ্ট হচ্ছে। **ধর্ম্ম যে অন্তরের জিনিস, যেখানে সৎ চিৎ আনন্দ পরমাত্মার বাস ; তিনি কি বাইরে থাকেন, না পথে ঘাটে তাঁকে পাওয়া যায় ? তাঁর স্থান প্রাণের মধ্যে, যাবার পথ গোপনে, সর্ব্বদা অন্তরের সঙ্গে তাঁর সঙ্গ করতে হয়, তবেই তাঁর সন্ধান মেলে।**

**২৬শে আষাঢ় ১৩৫৮ (৫১)**

**সদগুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করলে যেমন অপরাধ হয়, তাঁর আদেশ পালন না করলেও অপরাধ হয়। বিনা বিচারে সদগুরুর আদেশ পালন করতে হয়। গুরু পরম ব্রহ্ম গুরুতত্ত্ব সব তত্ত্বের উপর, মানব একমাত্র গুরুভক্তির জোরে সব লাভ করে যদি সে সদগুরুর উপদেশ মত চলে বা সদগুরুর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। গুরুবলে সমস্ত জয় হয়, কোন রিপুই আধিপত্য করতে পারে না, সদগুরু দত্ত সাধন পেয়েও লোক নানা মতে নানা পথে চলছে। ঠিকমত আদেশ পালন না করাতে এইসব গোলোযোগের সৃষ্টি হচ্ছে বা হয়েছে। শক্তিপূর্ণ নাম, গুরু আদেশে নিয়ম মত চললে ফল নিশ্চয়ই পাবে, এসব কথা বার বার বলা হচ্ছে, শোনে কৈ, কঠিন কিছুই নয় চেষ্টার অভাব।**

**২৮শে আষাঢ় (৫২)**

সব সময় সতর্ক থাকতে হয়, একটু ভুল হলেই শাস্তি ভোগ করতে হয়, এই পথ বহুজন্মে তপস্যা করেও লাভ হয় না, সর্ব্বদা গুরু আদেশমত চলতে হয়, সামান্য ত্রুটিতেও শাস্তি পেতে হয়। পুরাকালে মুনিঋষিদের মধ্যেও এই নিয়ম ছিল। মহাপ্রভু ভক্তদের শিক্ষার জন্য অনেক কিছু দেখিয়েছেন, ছোট বড় যে কোন দোষ করলেই তার শাস্তি নিতে হয়েছে, জীবশিক্ষার জন্য এইসব ব্যবস্থা। মানুষ এত মোহবদ্ধ হয়েছে একবারও পরলোক চিন্তা করে না, মিথ্যা সময় নষ্ট করছে, কতক লোক জেনে শুনে বুঝেও ভুল পথে চলছে, বিচার করে দেখেনা। ভোগ, প্রলোভন, যশ, মান, অর্থ এই সবের বশীভূত হয়ে তাতেই ডুবে আছে। গুরু আদেশ

পদে পদে লঙ্ঘন করছে। মনকে ফাঁকি দিয়ে নিজের বাসনা কামনার পূজা করছে। খাওয়ার দোষে সত্ত্বগুণ প্রকাশ হচ্ছে না, যার তার হাতে খাওয়া উচিত নয়। সবার মধ্যে সব গুণ আছে, তাকে বিকাশ করা সাধন সাপেক্ষ, বিচার করে দেখতে হয় কি ভাবে চলতে হবে। যেমন ভাল একটি ফলের বীজ রোপন করে তাতে সার, জল, রৌদ্র, বাতাস সমভাবে যাতে পায় তার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়, কালে তাতে সুফল লাভ হয়। আর যদি বীজ রোপন করে ভালভাবে তার যত্ন নেওয়া না হয় সে গাছে সুফল প্রত্যাশা করা বৃথা। তেমনি ধর্ম্মজীবন লাভ করতে হলে মহাজনদের ব্যবস্থা অনুযায়ী চলতে হবে, সর্ব্বদা তাঁদের আদেশ পালন করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে কোথায় ত্রুটী রয়ে যাচ্ছে। গুরু আদেশ মত চললে সব ত্রুটীই সংশোধন হয়ে যায় ।

**২৯শে আষাঢ় ১৩৫৮ (৫৩)**

মনকে সর্ব্বদা নামে যুক্ত রাখতে হয়, মন বশীভূত করার উপায় শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করা, আর বাহ্য ব্যাপারে দৃষ্টি না দেওয়া। যে কাজের সঙ্গে নিজের কোন সম্বন্ধ নেই, ভগবৎ আলোচনা নেই, সে সব বর্জ্জন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, দেখছো তো ধর্ম্মের পথ কত কঠিন, নানা পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - দেহের কষ্ট বা সুখ-দুঃখ কিছুই নয়, দেহ তো ক্ষণভঙ্গুর একদিন তো পড়ে থাকবে, জীব এই দেহের মায়ায় বদ্ধ হয়ে পরমার্থ ভুলে যাচ্ছে। মানব জন্ম একমাত্র গুরু আদেশে ভগবৎ আরাধনা করে সার্থক করে তুলতে হয়। মিথ্যা সংসার মায়ায় বদ্ধ হয়ে আসল জিনিস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কে কার পিতামাতা, স্ত্রী, পুত্র, সব মায়া, স্বার্থে ভরা জগত। এই যে সদগুরু দত্ত অমূল্য নাম পেয়েও তাতে মগ্ন হচ্ছে না। **যা সত্য তার বিনাশ নেই, ধর্ম্ম সত্য বস্তু, নাম সত্য বস্তু, দেহ মিথ্যা আজ আছে কাল নেই- মিথ্যা জিনিস স্থায়ী হয় না, এইজন্যই দেহের পতন হয়। দেহের যত্ন নিতে হয় ভগবৎ আরাধনা করার জন্য, ভোগের জন্য নয়, ভোগেই সব বেশী রত হচ্ছে।** কলির প্রতাপ সর্ব্বত্র ছেয়ে পড়েছে, সেইজন্য কত বলা হচ্ছে, সাবধান করা হচ্ছে, লোকে শোনে না।

**৩১শে আষাঢ় ১৩৫৮ (৫৪)**

মহাপ্রভুর সময়ে তাঁর বহু অন্তরঙ্গ ভক্ত এই পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভের প্রার্থী ছিলেন তখন তাঁরা পাননি, সেই প্রার্থীরা এবার এসে সদগুরু দত্ত সাধন পান, যাঁরা বিশেষ অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন তাঁরা সদগুরু দত্ত নাম পেয়ে তাঁর আদেশ মত চলে কৃপা লাভ করেছিলেন, সেই সময় যাঁরা কৃপা লাভ করেছেন, সংখ্যায় কম। ক্রমে ঠিকমত সাধন না করাতে ও দেশে অনাচার প্রবেশ করাতে ধর্ম্মভাব ম্লান হয়ে গিয়েছে ; এর মধ্যে যারা সত্যধর্ম্ম আশ্রয় করে আছে, তারা সাধন ধরে থাকাতে কালে কৃপা লাভ করবার অধিকারী হবে।

**৩২শে আষাঢ় (৫৫)**

আমি - সেদিন যে বললেন আমাদের এই সাধন গোপনে চলছে, সে কোথায় চলছে বা কার দ্বারা চলছে ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - প্রয়াগে কুম্ভমেলার সময় যে সব সাধুরা সাধন পেয়েছিলেন তাঁরা গোপনে যোগ্যস্থানে বিতরণ করছেন, দ্রাবিড় দেশের লোক এই সাধন পাচ্ছে, হিন্দুস্থানীদের মধ্যেও কেউ কেউ পাচ্ছে, বাঙালীদের মধ্যে এখন কেউ পাচ্ছে না, পরে প্রচার হবে। সদগুরু যোগ্য ব্যক্তি ছাড়া আদেশ করেন না ; এই সাধন দেবার যোগ্যতা থাকা চাই । নামব্রহ্ম প্রচারে উপকার হবে যা মহাপ্রভু নিজে বলে গেছেন। যাঁরা সাধন পান নি নামব্রহ্ম জপ করতে পারেন।

**১লা শ্রাবণ ১৩৫ ৮ (৫৬)**

যখন যা প্রশ্ন মনে হবে, যে সব উপদেশ লেখা হয়েছে, তার মধ্যেই উত্তর পাবে, আলোচনার দরকার, সত্যধর্ম্ম যার মধ্যে বিকাশ হবে বুঝতে পারবে।

আমি - আপনি যে বলেছিলেন বহু দীক্ষার্থী সাধন পাবে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে দীক্ষা আরম্ভ হয়েছে কি ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - গোপনে চলছে, প্রকাশ্যে এখনও হয় নি, হবে কিছু সময় সাপেক্ষ। ক্ষেত্র তৈরী করার প্রয়োজন হয়েছে, ক্রমে সাধন দেবার ব্যবস্থা হবে। সত্য বস্তুর সন্ধান অনেকেই জানেনা। বাহ্য আড়ম্বরকেই ধর্ম্ম মনে করে। যখন সে ভুল ভেঙ্গে যাবে , তখন প্রকৃত ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতা আসবে, সেই সময় আবার

এই সাধন চলবে। এই সব উপদেশ প্রচার হলে সময়ে বহুলোক ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হবে, মিথ্যার আবরণ সরে যাবে, গুরু-শিষ্য সংবাদ প্রচারে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকেরই উপকার হবে। জগদ্বন্ধুর লেখা জীবনীখানি প্রকাশ হলে ধর্ম্মার্থীরা সত্য জিনিসের সন্ধান পাবে। যখন ধর্ম্ম ম্লান হয়ে যায়, তপস্যালব্ধ সত্য দ্বারা তাকে জাগাতে হয়।

**২রা শ্রাবণ (৫৭)**

যখন দিব্য দৃষ্টি খুলে যায়, তখন ইহকাল ও পরকালে প্রভেদ থাকে না, সবই সমজ্ঞান হয়, সর্ব্বদাই সর্ব্বভূতে ইষ্ট দর্শন হয়। প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তরা পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ করেছিলেন, তার জন্য কলিযুগে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। এই দেবদুর্লভ সাধন লাভ করে সদগুরুর কৃপা লাভ হলে এই প্রেমভক্তি লীলারস আস্বাদন হয়, যাঁরা পেয়েছেন ডুবে আছেন। সদগুরুদত্ত এই পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি এই কলিযুগেই লাভ হয়, পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে তপস্যা দ্বারা ক্ষেত্র তৈরী হলে যাঁরা এই জিনিস পান তাঁরা এই পথে ঠিকমত চলে নিত্যানন্দে ডুবে থাকেন। এখন এসব কেউ চিন্তা করেনা পার্থিব সুখেই সব রত, দেহের সুখকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে তাতেই মগ্ন আছে, বড়ই দুঃখ হয় অনিত্য সম্পদে বদ্ধ হয়ে সত্যধর্ম্ম নিত্যবস্তু ভুলে আছে। সেদিকে একেবারে দৃষ্টি নেই, এমন জিনিস পেয়েও ধরে নিতে পারলে না। বৃথা কাজে সময় নষ্ট করছে। নিয়ম হচ্ছে আলগা ভাবে সংসার করতে হয়। মন তাঁর চরণে ফেলে রাখলে তিনি সব ঠিক করে দেন। তা তো কেউ করেনা, সংসারেই ষোল আনা মন ফেলে রাখে, নাম করতে হবে বলে মনকে ফাঁকি দিয়ে এক এক বার সময় মত করে। তখন মনের সঙ্গে কোন যোগ থাকেনা, বিষয়-বাসনা প্রভৃতি এরা সকলে মনপ্রাণ দখল করে বসে আছে, ভগবানের কাছে বসবার সময় কৈ ?

আমি - এসব তো আপনার মায়াতে বদ্ধ হয়ে করছে ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - সবই তো বলা হচ্ছে কিন্তু রোগী যেমন কুপথ্য করতে বেশী আগ্রহ করে, অনিষ্ট জেনেও লোভ সংবরণ করতে পারে না, পরে তার জন্য নানা কষ্ট ভোগ করতে হয়, এও তাই। সংসার সুখে মত্ত হয়ে সত্য জিনিসে অবহেলা করছে এতেই তাদের আনন্দ, পরে অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করে ; প্রলোভন সম্বরণ করতে পারে না।

**৩রা শ্রাবণ (৫৮)**

এইসব কথা যা বলা হচ্ছে, ধর্ম্ম পিপাসুরা লিখে নিয়ে কণ্ঠহারের মত সর্ব্বদা ধারণ করে প্রাণে গেঁথে নিতে পারলে সমস্ত সত্য উপলব্ধি করবে। প্রাণ ঢেলে দিতে হবে, মুখের কথা নিয়ে কিম্বা সাময়িক একটা ভাব নিয়ে কোন কার্য্য সফল হয় না। ফাঁকিতে সত্য জানা যায় না। **মহাত্মারা সর্ব্বদা জীবের কল্যাণ কামনা করছেন। যখনই জীব অধর্ম্মে রত হয় তাঁরা মঙ্গলের জন্য নানা ব্যবস্থা করেন, একটী জীবও যদি উদ্ধার হয় তাঁরা অসীম আনন্দ পান।** এখন নানাদিকে নানাভাবে কল্পিত ধর্ম্ম ছড়িয়ে পড়েছে, কলির প্রতাপে লোক অধর্ম্মে ডুবে সত্যপথ ধরতে পারছে না। **সদগুরুদত্ত অমূল্য নাম সাধন করা বা তাঁর আদেশ পালন করা যে একমাত্র কর্ত্তব্য, তা কেউ বুঝতে চায় না।** এক এক স্থানের লোক ঠিক পথ ধরে চলছে। তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বা বিলাসিতা প্রবেশ করেনি, খাওয়ার অনাচারও নেই অথচ তারা বিদ্বান নয় সরল জাত। গুরু আদেশ প্রাণপন চেষ্টায় পালন করে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় এদেশের ধর্ম্মভাব ম্লান হয়ে গেছে, বিদেশীর অনুকরণে এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে নিজেদের পুরুষানুক্রমে যে সব রীতিনীতি ছিল সব বিসর্জ্জন দিয়েছে। সত্যধর্ম্ম এই সাধন ঋষিদের বহু তপস্যার অমূল্য রত্ন , এর মর্য্যাদা তারা কি করে দেবে! ভোগের পথে চললে কি ত্যাগের পথের সন্ধান পাওয়া যায় ? ঠিক পথে চললে তবে তো ঠিকানায় পৌঁছান যায় ; রাস্তা ভুল হলে যেমন ঘুরে বেড়াতে হয় এও তাই হয়েছে। সেইসব পথভ্রান্তদের সজ্জন লোক যেমন ঠিকানায় পৌঁছে দেয় এখন তাই করতে হবে, পথভ্রান্তদের ভুল পথ থেকে সরিয়ে সত্য পথ দেখাতে হবে।

আমি - এইসব লোক কতদিনে ভুল বুঝতে পারবে ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - কার্য্য আরম্ভ করতে দেরী হয়, আরম্ভ হয়ে গেলে তখন তাড়াতাড়ি স্রোতের মত চলবে। প্রথম প্রথম খুব ধীরে ধীরে চলে। ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম , ধীর ভাবে লক্ষ্য করে যাও সবই বুঝতে পারবে, **এইসব উপদেশ যা দেওয়া হচ্ছে ব্যাকুল ধর্ম্মার্থীদের যার যা প্রশ্ন জানবার ইচ্ছা হবে, এতেই সব মীমাংসা**

**হবে। বিচার করে দেখলে সবই জানতে পারবে, ভাসা ভাসা পড়লে হবে না, গভীর ভাবে চিন্তার সঙ্গে বুঝবার চেষ্টা করলে বুঝতে পারবে।**

**৪ঠা শ্রাবণ ১৩৫৮ (৫৯)**

জটাজুটধারী জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তিন জন ঋষি এসে শ্রীশ্রীগোঁসাইজীকে ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করে স্তব করতে লাগলেন। দুজনে তাঁদের আশীর্ব্বাদ করলেন। তাঁরা বসে কথা বলতে লাগলেন সব সংস্কৃত ভাষা, তাঁরা জিজ্ঞাসা করছেন, শ্রীশ্রীগোঁসাইজী উত্তর দিচ্ছেন, পরে তাঁরা আবার প্রণাম করে চলে গেলেন।
শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - এঁরা ত্রিকালদর্শী ঋষি, ভারতে সনাতন ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠা কি উপায়ে হতে পারে তাই জানতে এসেছিলেন। এই সব ঋষিরা সর্ব্বদা জীবের মঙ্গলের জন্য সাধনে মগ্ন আছেন, ভগবৎ কৃপা লাভ করে প্রেমানন্দে ডুবে গেছেন। ধর্ম্ম ম্লান হয়ে গিয়েছে, এখন আবার নূতন করে নানাভাবে যাতে লোক আকৃষ্ট হয়, সেইভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এই সনাতন ধর্ম্ম অনাচার করাতে লোপ পাচ্ছে, কলিতে এইসব অধর্ম্ম হবে জানেন বলেই সদগুরু অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অক্ষয় কবচের মত এই শক্তিপূর্ণ নাম অকাতরে দিয়ে গেছেন, কিন্তু সকলের ক্ষেত্র তৈরী না থাকায় সেখানে কলি তার আধিপত্য বিস্তার করে মোহ ভ্রান্তিতে ডুবিয়ে রেখেছে। কিছু ধর্ম্মার্থী যাদের আন্তরিক ব্যাকুলতা আছে তারা আবার এই সাধনের মর্ম্ম বুঝতে পেরে পথ পাবে।

আমি - **পূর্ব্ব জন্মের সাধন যাদের আছে তারা কেন অনাচারে রত হচ্ছে ?**

উত্তরে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বল্লেন - **মা, সব দেবমায়াতে পড়ে যায়, নাম ধরে থাকলে কেউ কিছু করতে পারে না, একটু অসাবধান হলেই, সত্যধর্ম্ম ভুলে কল্পিত মনগড়া ধর্ম্মকে আশ্রয় করে। সুবিধা সুযোগ আসে ধরতে পারে না, সর্ব্বদা সেজন্য সজাগ থাকতে হয়, ভোগেই রত হয়ে পথ হারাচ্ছে।** এই সব উপদেশ শীঘ্রই নানাস্থানে প্রচার হবে, সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

**৬ই শ্রাবণ ১৩৫৮ (৬০)**

**নাম করার সময় মনকে বাহ্য বিষয় হতে টেনে নিয়ে নামে যুক্ত করতে হয়, তখন কোনদিকে মন চঞ্চল না হয় লক্ষ্য রাখতে হয়। আসনে বসে নামের সঙ্গে যুক্ত হতে না পারলে ঠিকমত সাধন হয় না। আসনের একটা মর্য্যাদা আছে, সবাইকে নিয়ম অনুসারে চলতে হয়, ঠিকমত আসনে বসা হলে মন বাইরের দিকের কিছুই জানতে পারবে না। আসনে বসে যদি মন বাইরের দিকে থাকে তাতে অপরাধ হয়। যে সময়টুকু সম্পূর্ণ নামে মগ্ন থাকতে পারবে, সে সময় আসনে বসে নাম করবে। সর্ব্বদা অজপা সাধন, সে তো শ্বাস-প্রশ্বাসে করা গুরুআজ্ঞা, গভীর ভাবে ডুবতে হলে আসনে বসা প্রয়োজন। কম্বল আসনই প্রশস্ত ।** জানে সবাই মন দেয় না, সব কাজই শৃঙ্খলার সঙ্গে করা প্রয়োজন, নিয়ম মত করলে তবে উপকার হয়, তখন আসন স্থির হয়। এই সাধনের প্রত্যেকটি নিয়ম অন্তরের সাথে করতে হয়। **যাঁরা ধর্ম্মজীবন লাভ করতে চান তাঁদের জন্যই এসব বলা হচ্ছে, ইচ্ছা থাকলে সকলেই পারেন, কঠিন কিছুই নয়। নিজেকে বশ করতে পারলে সবই সহজ হয় যায়। নাম ধরে সদগুরুর কৃপা প্রার্থনা করতে হয় ও সদগুরুর আদেশমত চলতে হয়।** মানুষ যদি সর্ব্বদা আত্ম-অনুসন্ধান করে আর পরলোক চিন্তা করে তখন সব বুঝতে পারে। ভোগের বাধাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে, চেষ্টা করে কমাতে হয়, ঋষিদের আদর্শ সর্ব্বদা স্মরণ করতে হয়, ক্রমে সাত্ত্বিক ভাব উদয় হয় ।

**৭ই শ্রাবণ ১৩৫৮ (৬১)**

এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে ভগবান অনন্ত লীলা করছেন। এই ভারতবর্ষ চিরদিনই ধর্ম্মের দ্বারা রক্ষিত ছিল। সেই ধর্ম্ম ম্লান হওয়াতে নানারূপ অধর্ম্মের সৃষ্টি হয়েছে। যারা স্বধর্ম্মে রত, বিশ্বাসী, ভগবৎ পরায়ণ, তারা সদগুরুর কৃপা লাভের অধিকারী হবে।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - নানামত, নানাপথ প্রচার হচ্ছে, প্রকৃত তত্ত্ব লাভ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বাহ্য আড়ম্বর সকলকে আকর্ষণ করে সত্য ভুলিয়ে দিচ্ছে, যেখানে সত্য বস্তু বর্ত্তমান সেখানে বাহ্য প্রলোভন নেই, বাজিকর যেমন নানা ভেল্কি, বুজরুকি দেখিয়ে দর্শকের মন মোহিত করে, সেইরূপ নানা সম্প্রদায়ে মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছে। ঋষিদের পথ অনুযায়ী চলতে হয়। বড় দুঃসময় এসেছে, নীরব উপাসকের সংখ্যা কমে গিয়েছে। পূর্ব্বে যেভাবে ঋষিরা ভগবৎ আরাধনা করে গিয়েছেন সেই পথই প্রশস্ত। নির্জ্জন স্থান, সঙ্গ রহিত, সাত্ত্বিক আহার, মৌনী হয়ে সর্ব্বদা ভগবৎ প্রেমে মগ্ন , সে সবই আছে, মানুষ কলির বশে চলে দেখতে পারছে না। এই আবরণ সরে গেলে নিজের নিজের ভ্রম বুঝতে পারবে, তখন আবার সত্যের সন্ধান পাবে। এইসব উপদেশ সদগুরুর আদেশে প্রচার হবে, শক্তি থাকায় ধর্ম্মার্থীদের হৃদয় স্পর্শ করবে। প্রাণ ঢেলে কেউ আরাধনা করে না, বাইরের অনুষ্ঠানেই সবাই ভুলে আছে। **একটি গুহ্য কথা সর্ব্বদা স্মরণ করবে, এই যে সদগুরু দত্ত নাম, জপ করতে বসলেই নামী উপস্থিত হন। কিন্তু প্রকৃত কেউ তার প্রাণের মাঝে আসন পাতে না, নানারূপ বাসনা-কামনা দ্বারা সে স্থান পূর্ণ হয়ে আছে। তখন নামী ফিরে আসেন। আবার সেই সব সন্তানদের কল্যাণ কিসে হবে, কি করে মোহ দূর হবে, তার ব্যবস্থায় রত হন । প্রাণ ঢেলে তাঁর সেবা করতে হয় তবে কৃপা লাভ হয় ।**

**৮ই শ্রাবণ ১৩৫৮(৬২)**

যজ্ঞেশ্বরের আরাধনার জন্য সব মহাত্মারা সমবেত হয়ে, তাঁকে স্মরণ করে নাম যজ্ঞে রত হয়েছেন, জগতের কল্যাণ কামনাই তাঁদের উদ্দেশ্য, বিশেষ এই ভারতবর্ষ।

আমি - কোথায় হচ্ছে ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - প্রত্যেক স্থানে তাঁরা অলক্ষ্য ভাবে বিচরণ করেন, এ যজ্ঞ ভারতের কোন এক শেষ প্রান্তে হচ্ছে, ত্রিকালদর্শী ঋষিরা সব সময়ই বর্ত্তমান আছেন। কলির প্রতাপে মানুষ অধর্ম্মে রত হওয়াতে তাঁরা হিমালয়ের শেষ প্রান্তে লোক চক্ষুর আগোচরে সাধনে মগ্ন ছিলেন, এই দেশের দুরাবস্থা জানতে পেরে ভগবানের কাছে প্রতিকার প্রার্থনায় যজ্ঞ করছেন। ভগবান যুগে যুগে এই ভাবেই ধর্ম্ম রক্ষা করেন। এবার কিছু লোক অধর্ম্মের আশ্রয় নেওয়াতে হত হবে, ভগবৎ বিশ্বাসী, স্বধর্ম্মে রত, সদগুরুর আশ্রিত যারা তারাই রক্ষা পাবে। ভক্তের বিনাশ নেই। এইজন্য যারা পথভ্রান্ত হয়েছে তাদের উদ্ধারের জন্য নানা উপায় করা হচ্ছে, প্রকৃত ভক্ত ভগবৎ পরায়ণরা সদগুরুর আদেশ মত চলে রক্ষা পাবে, ধর্ম্মের আশ্রয়ে কোন আশঙ্কা নেই, সব সময় তিনি রক্ষা করেন।

এদিকে চেয়ে দেখ, কোন ভয় নেই। **কথামত চেয়ে দেখলাম প্রলয় ধ্বংসলীলা হচ্ছে। বললেন- এরা স্বধর্ম্মত্যাগী পাশ্চাত্য শিক্ষায় অভ্যস্ত, অভক্ষ্য ভোজনকারী, স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ নেই, ব্যাভিচারে রত। তারপর বললেন-এদিকে চেয়ে দেখ। দেখলাম-কি শান্তির রাজ্য, প্রাণ স্নিগ্ধ হয়ে গেল, সেখানে সবাই মহা আনন্দে মহা সংকীর্ত্তনে মগ্ন , কেউ কেউ সচ্চিদানন্দে গভীর ভাবে ডুবে আছেন, কি দেখছি মনোহর অপূর্ব্ব স্থান। তখন বললেন- দুটি পথই জীবকে দেখান হচ্ছে, কর্ম্ম অনুসারে নিজ নিজ পথ বেছে নিয়েছে।**

আমি - যারা ধ্বংসের পথে চলছে তাদের কি রক্ষার কোন উপায় নেই ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - চেষ্টা খুবই হচ্ছে, জীবকে যে স্বাধীন ভাবটুকু দেওয়া হয়েছে তাতেই তারা নিজেকে কর্ত্তা মনে করে ভগবানের আদেশ অমান্য করছে, অধর্ম্মের স্রোতে ভেসে চলেছে। যদি কখনো সৎসঙ্গ হয়, তখন তাদের কথা মত চললে পথ পাবে, সবই তো দেখলে, এইরূপ জগতে ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের খেলা চলছে।

**৯ই শ্রাবণ ১৩৫৮ (৬৩)**

**মহাপ্রভুদত্ত এই নামব্রহ্ম শক্তিশালী ; যাঁরা সাধন পাননি তাঁদের মধ্যে এই নামজপ প্রচার হলে সদগুরুর কৃপালাভ করবার অধিকারী হবে । এই যে একটা মহাদুর্লভ রত্ন বিতরণ করে গেছেন, ধরে নিতে পারছে না। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সব সম্প্রদায়েরই জন্য এই নাম দেওয়া হয়েছে, কলিযুগে জীবের হরিনাম ছাড়া গতি নেই, ভগবানের নামের কি সীমা আছে, অনন্ত নাম। এই মন্ত্রে নিজ নিজ মনের ভাব অনুসারে যে দেব দেবীকে আরাধনা কর সেই পুরুষোত্তমেরই আরাধনা হবে। লোকে হরি, কালী ভেদ করে, ভগবানকে ডাকলে তিনি কখন কি রূপে আসেন তাতো বোঝা যায় না। সবসময় নাম ধরে থাকলে**

**গুরুকৃপা অনুভব হয়।** এইস্থানে মনকে গভীর ভাবে ডুবিয়ে দিতে হয়, এলোমেলো ভাবে থাকলে মন স্থির হয় না। শাস্ত্র অনুযায়ী ঋষিদের পথ মেনে সর্ব্বদা চলতে হয়, সাধারনের মধ্যে অনেক লোক আছে, যারা এসব কিছু জানে না। এইসব উপদেশ প্রচার হলে যারা প্রকৃত ধর্ম্মার্থী অথচ ঠিক পথ পায়নি তারা পথের সন্ধান পাবে।

আমি - কখন প্রচার হবে ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - পূর্ব্বে হস্ত লিখিত পুঁথিই ব্যবহার হত। এখন তার চলন নেই ছাপার অক্ষরে প্রচার হচ্ছে, সময় হলেই সুযোগ হবে। ধর্ম্মের জন্য তখন কঠোর তপস্যা করতে হয়েছে, কলিতে মহাপ্রভু একমাত্র হরিনাম দিয়ে জগতের উদ্ধারের উপায় করে গেছেন, কাল প্রভাবে ধরতে পারছে না।

## ১১ই শ্রাবণ ১৩৫৮ (৬৪)

ধর্ম্মের নামে যে সব প্রচার হচ্ছে ভ্রান্ত মত, সেজন্য ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়, মহাপ্রভুর ধর্ম্ম তিনি নিজে যা শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, নিজের জীবনে দেখিয়ে গিয়েছেন সে সব আদর্শ কি কেউ নিতে পেরেছে, স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে মেলামেশা একেবারে নিষেধ করেছেন, এখন সেই মহান পবিত্র ধর্ম্মকে মনগড়া কল্পিত অধর্ম্ম দ্বারা কি ভাবে সমাজে প্রবেশ করিয়ে অনিষ্ট করাচ্ছে সে তো দেখতে পাচ্ছ। একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় দেশে সনাতন ধর্ম্ম লোপ পাচ্ছে, আর একদিকে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের সৃষ্টি হয়ে স্ত্রী-পুরুষে অবাধে মেলামেশার ফলে সমাজের ঘোর অনিষ্ট হচ্ছে- সেসব দিকে কারও দৃষ্টি পড়ে না। মহাপ্রভুর ধর্ম্ম যারা যাজন করবে বিষয়ীর সংস্পর্শ বিষবৎ পরিত্যাগ করতে হবে, এখন সব শিষ্য শিষ্যা করছে ধনবান দেখে, প্রতিষ্ঠার জন্য সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই ভাব প্রবেশ করেছে। ধর্ম্মই একমাত্র অর্থ উপার্জ্জনের ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে। মহাপ্রভুর সময় তাঁর ভক্তরা কি ভাবে আদেশ পালন করে গিয়েছেন সমস্তই তো পুস্তকে লেখা আছে, পাঠও হচ্ছে কিন্তু সে মতে চলছে কে ? কেবল ফাঁকির রাজ্য। নিজেদের কল্পনা মত সব মত চালাচ্ছে।

আমি - রূপ গোস্বামী বা সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর কাছে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি পেয়েছিলেন ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - **মহাপ্রভু তাঁদের দ্বারা যে সব কার্য্য করিয়েছিলেন, তার জন্য তাঁদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে ব্রজলীলা দর্শনের অধিকার দিয়েছিলেন, তারপর জন্মান্তর গ্রহণ করে এই পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি সদগুরুর কাছে লাভ করেন। মহাপ্রভুর সময় যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন তাঁরা সদগুরুর কৃপালাভ করেছিলেন, তার জন্য জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল।** সব সম্প্রদায়ই স্বার্থে পরিপূর্ণ সবই কাল প্রভাবে হচ্ছে। এই মহাপ্রভুর ধর্ম্ম, সবাই যদি তাঁর আদেশ মত চলতো তা হলে সত্যধর্ম্ম চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে দেশের এই দুর্দ্দিন ঘুচে যেত। কতক দেশে যারা প্রকৃত ধর্ম্ম যাজন করে, স্বধর্ম্ম পরায়ণ, তারাই রক্ষা পাবে। সত্যধর্ম্ম প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু কাল বিরোধী, কার্য্যে বাধা দেবার চেষ্টা হচ্ছে। সত্য চিরদিনই জয়লাভ করেছে বা করবে। দেখে যাও কোন ভয় নেই।

## ১২ই শ্রাবণ ১৩৫৮ (৬৫)

এই যে সনাতন ধর্ম্ম, কলিযুগে একমাত্র নামযজ্ঞ দ্বারা আরাধনা করে জীবের মঙ্গল লাভ হবে। সদগুরু দ্বারা সাধন প্রাপ্তরাও কলির প্রতাপে নানারূপ ভোগে রত হয়ে আদেশ পালনে অবহেলা করছে। যেখানে ঠিক মত নাম সাধন হয় বা যারা গুরু আদেশ মত চলে তাদের উপর কলির প্রতাপ স্পর্শ করতে পারে না। দেশের দুরাবস্থা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বা পাবে, শেষ পরিণাম অতি ভয়াবহ। মাত্র ধর্ম্মার্থীরা যারা সত্যপথ ধরে ঠিকমত সদগুরুর নির্দ্দেশ অনুসারে চলছে বা চলবে তারাই রক্ষা পাবে, এইজন্য আবার যাতে ধর্ম্ম জেগে ওঠে, মানুষ স্বধর্ম্মে রত হয় তার চেষ্টা করার প্রয়োজন হয়েছে। যেমন কলিযুগকে ঋষিরা শ্রেষ্ঠ যুগ বলেছেন তেমনি জীবের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ, **হরিনাম মহামন্ত্র দিয়ে জগতের উদ্ধারের উপায় করেছেন, কত সহজ পথ তাও লোক ধরতে পারছে না। খাওয়ার লোভ অত্যন্ত বেড়েছে, সাত্ত্বিক খাদ্য বহু আছে, মানুষ সে সব ত্যাগ করে পশুদের মত জীবদেহ ভক্ষণেই বেশী অভ্যস্ত হচ্ছে। পশুদের মধ্যেই ব্যাভিচার দৃষ্ট হত, এখন মানুষে পশুতে কোন বিভেদ নেই।** বরং মানুষ আরও অত্যাচারী। কলির পূর্ণ প্রভাব দেখা দিয়েছে সেইজন্য নানারূপ অশান্তি দৃষ্ট হচ্ছে, এই শেষ ফল যুগে যুগে যা হয়েছে। একমাত্র ধর্ম্মবলে যারা বলীয়ান তারাই রক্ষা পাবে। ধ্বংসলীলার সময় এসেছে, জগতের কল্যাণের জন্য মহাত্মারা নানা উপায় বলেছেন। প্রলোভন পড়ে খাদ্যাখাদ্যের বিচার নেই, ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে। এমনই বহুলোক বিনাশ প্রাপ্ত হবে, যারা একেবারে অধর্ম্মের স্রোতে চলেছে। নাম ধরে সদগুরুর আদেশ মত চললে কোন অমঙ্গল স্পর্শ করতে পারবে না।

**১৩ই শ্রাবণ ১৩৫৮ (৬৬)**

জগদ্বন্ধুর লেখা জীবনীখানি প্রকাশ হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, সত্য বস্তুর বড়ই অভাব, সব গোঁজামিল দিয়ে ইচ্ছামত চলছে, প্রকৃত ধর্ম্ম চাপা পড়ে গিয়েছে বাহ্য আড়ম্বর বেড়েছে।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - এইসব উপদেশ নানাভাবে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যদি পড়তে পড়তে সাধারনের মধ্যেও কারও মন আকর্ষণ হয়। অবাধ্য সন্তানদের যেমন পিতামাতা নানাভাবে শিক্ষা দিয়ে সৎপথে আনবার চেষ্টা করেন, সেইসব অবাধ্য সন্তানরা পিতামাতার বাধ্য হলে তাঁরা কত সুখী হন ও আন্তরিক স্নেহ বশতঃ তাদের মঙ্গল প্রার্থনা করেন। এইসব ধর্ম্মপথ ছেড়ে অধর্ম্মে রত সন্তানরা যখন প্রাণের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্ম উপলব্ধি করবে, নিজ নিজ হৃদয় মন্দিরে সদগুরুদত্ত নাম দ্বারা তাঁর পূজা অর্চ্চনা করে জীবন সার্থক করে তুলবে, তখন আবার সেই সত্যধর্ম্ম ফুটে উঠবে।

আমি - বাইরের অনুষ্ঠান না থাকলে কি ধর্ম্ম লাভের কোন ক্ষতি হয় ?

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - **বাইরের অনুষ্ঠানে সাধারণ লোকের উপকার হয়, যারা সদগুরুদত্ত সাধন পেয়েছে তাদের বাইরের কিছুই আবশ্যক হয় না। সাধনের সময় অমূল্য নাম দিয়ে যা আদেশ করেছেন বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করতে পারলে আর কোন কিছু বাহ্য আড়ম্বর প্রাণ স্পর্শ করবে না। নাম সাধন, আদেশ পালন, মাত্র দুটি নিয়ম পালন করা, তাতেই সব লাভ হয়, সেভাবে না চলায় নানা অনর্থের সৃষ্টি হচ্ছে। পুরাকালে মুনিঋষিরা যেভাবে তপস্যা করে সত্য উপলব্ধি করেছেন তাতে তো কোনই বাহ্য অনুষ্ঠান ছিল না, সদাচার সাত্ত্বিক আহার সঙ্গবর্জ্জিত হয়ে সমস্তই ভগবৎ পাদপদ্মে নিবেদন করে, তাঁর নামে মগ্ন হয়ে গভীরভাবে ডুবে যেতেন। এই যে সাধন - একমাত্র নাম করা ও আদেশ পালন করা।** ভোগ লালসাতে বহু ক্ষতি হচ্ছে। ঠিকমত চললে ভোগ বাসনা নিবৃত্তি হয়ে যায়, চেষ্টা থাকা চাই। সুসন্তান যেমন পিতামাতার প্রাণে শান্তি দেয়, তেমনি এইসব অবাধ্য সন্তান যদি এইসব উপদেশ মেনে চলে, আমাদের প্রাণ আনন্দে ভরে যায়। আমি কর্ত্তা যেখানে, সেখানে সত্য প্রকাশ হয় না।

**১৪ই শ্রাবণ ১৩৫৮ (৬৭)**

কতকদেশে এই মহাপ্রভুদত্ত নাম চলছে, **এ সাধন ভিতরের জিনিষ, গোপনে সাধন করবার প্রণালী গুরু দেখিয়ে দেন, বাইরের সঙ্গে কোন সংস্রব নেই।** প্রথম অবস্থায় নিজেকে সম্বরণ করা কঠিন হয়, গুরুশক্তি প্রকাশ হলে স্থির থাকতে পারে না, নানারূপ প্রক্রিয়া দেখা দেয়, ক্রমে সে ভাব সম্বরণের ক্ষমতা আসে, তখন আর চাঞ্চল্য থাকে না। **নিজেকে সর্ব্বদা পবিত্রভাবে রাখতে হয়।** এসব বাণী প্রথম অবস্থার লোকের জন্য বলা হচ্ছে। **খুব সাবধান হয়ে লোকের সঙ্গে মিশতে হয়, বড় বড় আশ্রম করে অনেকেই গুরু হয়ে বসেছেন, কিন্তু কি উপদেশ পাওয়া যাচ্ছে ? কোন মতেই শাস্ত্র অনুযায়ী নয়। এই যে মহাপ্রভুর সঙ্গীরা স্বপ্নেও স্ত্রী-সম্ভাষণ পরিত্যাগ করতেন, স্ত্রীলোকের সঙ্গে কোনরূপ বাক্যালাপ করতেন না, আর এখন সেই আদর্শ ধরে যারা চলছে সমস্তই বিপরীত ভাব, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।**

**১৬ই শ্রাবণ ১৩৫৮ (৬৮)**

সৎকার্য্যে বহু বাধা আসে সে জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকতে হয়, ধর্ম্মজীবন যাঁরা চান তাঁদের প্রত্যেক কার্য্য বিচার করে করা আবশ্যক, খুঁটিনাটি সব কাজই লক্ষ্য রাখতে হবে। বাইরের প্রলোভনে আসক্ত হয়ে সত্য ধর্ম্ম ভুলে যাচ্ছে। এই গুরু-শিষ্য সংবাদ খানিতে সমস্ত বিষয় পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে। সকল সম্প্রদায়ের লোকই উপকার পাবে, আহার সম্বন্ধে কোন নিয়ম না করায় এই সাধনের গুণ চাপা পড়ে গিয়েছে, সেই সব গুণ আবার যাতে বিকাশ পায়, মানুষ জাগ্রত হয় সেই জন্যই সব বলা হচ্ছে। এখন একমাত্র সত্যধর্ম্ম রক্ষা করে চলতে হবে। গোঁজামিল দিয়ে সত্যপথে চলা যায় না। খুব সাবধান হয়ে কার্য্য করতে হয়। মানুষ ভুল পদে পদে করে, সর্ব্বদা গুরুকৃপা প্রার্থনা করতে হয়।

**১৭ই শ্রাবণ (৬৯)**

**এই যে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি-দেবতারাও লাভ করতে পারেন না। এই ব্রজলীলা সম্ভোগ করা সদগুরু কৃপা করে যাকে দেন সেই পায়। এই সাধন যারা পেয়েছে নাম ধরে নিয়ম মত আদেশ পালন করলে কৃপা লাভ করবে।** সৎসঙ্গ হলে সৎ আলোচনা হয়, **মনকে সর্ব্বদা নামে যুক্ত রাখতে হয়, সবসময় লক্ষ্য সেই**

**গুরুবাক্য।** কর্ম্ম যা করতে হবে, অনাসক্তভাবে। **বৃথাচিন্তা, অথবা কথা বলা সর্ব্বদা পরিহার করে চলতে হয়। যে সব উপদেশ বলা হয়েছে ঐগুলি বার বার পড়া ও সেইমত চলতে চেষ্টা করা।** মানুষ জীবনে কতই না ভুল করে, নানাগ্রন্থ পাঠ করছে, নানা উপদেশ শুনছে কিন্তু ধরে নিতে পারে না। **ভাবে পাঠ করলেই হল সেইমত যে চলতে হবে সে কথা মনেও স্থান দেয় না বা সেসব উপদেশ প্রাণেও ধারণ করে না।** পাঠের মূল উদ্দেশ্য কি অনেকেই জানেন না, পড়তে ভাল লাগে পড়ে গেল, কিন্তু নিজের জীবনে যে সেগুলি কার্য্যে পরিণত করতে হয় সেগুলি ভুলে যায়। **প্রত্যেকটি উপদেশ পড়ে বা শুনে সেইমত চলবার চেষ্টা করতে হয় সেজন্য পাঠ মুখস্থের মত বার বার পড়ার দরকার, কিছু কিছু উপদেশ পাঠ করে সেইভাবে চলা অভ্যাস করতে হয়। এইসব উপদেশে শক্তি থাকায় বিশ্বাসীর হৃদয় স্পর্শ করবে।** সত্য ধর্ম্ম যেখানে, সেখানে সর্ব্বদাই আনন্দ।

**১৮ই শ্রাবণ ১৩৫৮ (৭০)**

**মহাপ্রসাদ ভক্ষণের স্থানাস্থান নেই, কালাকাল নেই। যেখানে যে অবস্থায় পাবে ভক্ষণ করবে, এতে কোন বিচার নিষ্প্রয়োজন।** এ ধাম অপ্রাকৃত, এ স্থানের মহিমা বলে শেষ করা যায় না। যাঁরা মহাপ্রভুর ধর্ম্ম যাজন করছেন তার প্রকৃত মর্ম্ম সবাই ধরে নিতে পারেনি। অনেক বিষয় ভুল আছে, **যে সব উপদেশ লেখা হয়েছে সময়ে সাধারনের মধ্যে যারা বিশ্বাসী, যাদের ধর্ম্মপিপাসা আছে, তারা জানতে পারবে।** গুরু-শিষ্য সংবাদ খানি, জগদ্বন্ধুর লেখা জীবনী, শীঘ্র প্রকাশ করা আবশ্যক, তারপর এইসব উপদেশ প্রকাশ হবে। কলির জীব মোহবদ্ধ, ভোগে রত, নানারূপ অধর্ম্মপরায়ণ হয়ে সত্যধর্ম্ম ভুলে যাচ্ছে, কতক ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। **স্থির ভাবে নামে মগ্ন হয়ে সর্ব্বদা সদগুরুর আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য, একটু সময়ও বৃথা না যায়।** যেখানে অনাচার, ব্যাভিচার, অধর্ম্মে রত সে সব স্থান ধ্বংস হয়ে যাবে। সরল বিশ্বাসীদের মধ্যে এইসব আলোচনা করবে।

**১৯শে শ্রাবণ (৭১)**

যেসব উপদেশ বলা হয়েছে সে সব কণ্ঠহারের মত হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। মহাপ্রভু যেমন এক একটি শ্লোকের বহু অর্থ করেছিলেন, **তেমনি এই উপদেশগুলিতে মাত্র দুটি কথায় মূল উদ্দেশ্য সরল ভাবে জানান হয়েছে - সদগুরুদত্ত নাম সাধন করা আর তাঁর আদেশ পালন করা।** নানা সম্প্রদায়ের নানা মত প্রকাশ হয়ে জীব ভ্রান্ত পথে চলছে। **এই উপদেশগুলি পাঠে তাদের মধ্যে অনেকের ভ্রম ঘুচে যাবে।** ভজনের দেহকে ভোগের উপাদান করে তুলেছে। নরদেহ ধারণের সার্থকতা লাভ হয় একমাত্র ভগবৎ ভজন দ্বারা, কিন্তু কাল প্রভাবে বিপরীত হচ্ছে , ভোগেই দেহের সার্থকতা মনে করছে। এইভাবে চলায় সত্ত্বগুণ নষ্ট হয়ে রজোগুণ তমোগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, এইসব অজ্ঞানতা নষ্ট হয়ে আবার যাতে সত্ত্বগুণ বিকাশ পায় তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

**২০শে শ্রাবণ ১৩৫৮ (৭২)**

সব কার্য্যই নিয়মমত করতে হয়, সময়ের স্থিরতা রাখা প্রয়োজন হয়, ভগবৎ আলোচনা করতে করতে উপাসনার কাজ হয়ে যায়, যে স্থানে যে সময়ে ভগবানের কৃপা উপলব্ধি হয়, সেই স্থান সেই সময় পরিবর্ত্তন করতে নেই, তাতে ক্ষতি হয়, এইজন্যই আসনে বসতে হয়। ঋষিদের মধ্যে ভজনের স্থান ও সময় নির্ধারিত ছিল। খাওয়ার নিয়ম ও পরিমাণ ঠিক রাখা দরকার, খাওয়ার দোষে ভজনের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ঘরে ঘরে এই বাণী প্রচার হওয়ার প্রয়োজন, অন্তরের সঙ্গে কেউ উপদেশ শোনে না সেইজন্য এবার শক্তি দিয়ে বলা হচ্ছে। দেশের এই সঙ্কটজনক সময়ে মিতব্যায়ী হওয়া বিশেষ দরকার, অপব্যায় করলে তার ফল ভোগ করতে হয়, বিলাসিতা স্বেচ্ছাচারিতা সাধক জীবনের কন্টকস্বরূপ। যারা সাধন পেয়েছে তাদের প্রত্যেক কার্য্য বিচার করে করতে হয়। এখন সবাই নিজেকে কর্ত্তা মনে করে, ন্যায় অন্যায় বিচার করে চলেনা, সব স্বার্থে পরিপূর্ণ।

**২২শে শ্রাবণ (৭৩)**

এখন নানা স্থানে যেসব কল্পিত মনগড়া ধর্ম্মের প্রচার চলছে এসব ঋষিদের মত অনুযায়ী নয়। আমি - **এই সাধন দেবার ক্রম কিভাবে চলে আসছে গুরু বংশ পরম্পরা কিংবা শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরা ?**

উত্তরে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন - মা, কুলগুরু বলে যাঁরা খ্যাত, তাঁরা বংশ অনুযায়ী দীক্ষা দেন, **সদগুরুর সাধন বংশ অনুযায়ী নয়। ঋষিদের সময় থেকে চলে আসছে। উপযুক্ত ব্যক্তির উপর সাধন দেবার ভার থাকে। শিষ্য-প্রশিষ্যের মধ্যে ক্রমে ক্রমে চলে আসে। অনেক ক্ষেত্রে সন্তান শিষ্য হলেও সাধন দেবার অধিকারী হননি, উপযুক্ত শিষ্যই সাধন দেবার অধিকার পেয়েছেন। এ সাধন দেবার অধিকারী যাঁরা সর্ব্বদা**

**ব্রহ্মে যুক্ত হয়ে নামে মগ্ন আছেন।** এ জিনিষ ঋষিদের মধ্যেই ছিল, জীবের মঙ্গলের জন্য সকলের মধ্যেই বিতরণ হয়েছিল, কিন্তু সকলের ক্ষেত্র তৈরী না থাকায় পেয়েও ধরে নিতে পারলে না। সেইজন্য এবার ক্ষেত্র তৈরী করে সাধন দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ আছে পাঠও অনেকেই করেন কিন্তু কাল প্রভাবে লোকে ঠিকপথ ধরতে পারছে না। গুরু-শিষ্য সংবাদখানি জগদ্বন্ধুর তপস্যালব্ধ অমূল্য রত্ন , পাঠে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকেই উপকার পাবে। **যাদের দিয়ে জগতের মঙ্গলজনক কার্য্য করান হয় তারা সৌভাগ্যবান, কোন বিচার না করে গুরু বাক্য পালন করতে হয়, প্রভূত কল্যাণ লাভ করে ।**

**২৩শে শ্রাবণ ১৩৫৮ (৭৪)**

এই সাধন যারা পেয়েছে অধিকাংশ লোক ঠিক ধরতে পারেনি। সাধনের সময় প্রথমেই যে উপদেশ দেওয়া হয়, অন্তরের সঙ্গে ধরে নিতে পারেনা। খাওয়ার সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ মেনে চলেনা। মুসলমান রাজত্বের সময় হতেই হিন্দুরা পথভ্রষ্ট হলেও ইংরাজ রাজত্বের সময় বিশেষভাবে অনুকরণ শিক্ষায় অভ্যস্ত হয়েছে, সেই সময় হতে খাওয়ার অত্যাচার ও বিলাসিতা বেড়েছে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় দেশ ধ্বংসের পথে চলেছে, ধর্ম্মপরায়ণ লোকেরা যাতে রক্ষা পায় তার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করার বিশেষ প্রয়োজন। এইজন্য নানাস্থানে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এদেশের জন্য এই গুরু-শিষ্য সংবাদ , জগদ্বন্ধুর লেখা জীবনী আর এইসব উপদেশ প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছে, সময়ও ঠিক আছে, সেই সময় মত কার্য্য নিষ্পন্ন করতে হবে। সময়গত হলে বিলম্ব পড়ে যায়, আবার সময়ের জন্য বহুদিন অপেক্ষা করতে হয়। সৎকার্য্য শীঘ্র সমাধা করতে হয়।

**২৪শে শ্রাবণ ১৩৫৮ (৭৫)**

মহাপ্রভু পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি আস্বাদন করে জীবের কল্যাণের জন্য প্রকাশ করে গিয়েছেন, এমনি জীবের কর্ম্ম, ধরে নিতে পারলে না। প্রাণের গোপন জিনিষ জীবের দুঃখে কাতর হয়ে এই অমূল্য ধন লাভ করবার পথও দেখিয়েছেন, কলির বশে বদ্ধ হয়ে সত্য পথ ধরতে পারলে না। ভোগ লালসায় বদ্ধ হয়ে সংসার সুখেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। এখন এই পরিবর্ত্তনের সময় নানারূপ অশান্তির সৃষ্টি হয়ে কতক দেশ ধ্বংস হবে। যারা ধর্ম্মজীবন যাপন করে ধর্ম্মের আশ্রয়ে আছে তারা রক্ষা পাবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু - চেষ্টার অভাব হয়ে পড়েছে, চেষ্টা থাকলে সুবিধা-সুযোগমত সাহায্য পায়। কেউ চায় না, নানাভাবে জীবের উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, লোভের বশবর্ত্তী হয়ে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে অধর্ম্মে রত হচ্ছে, এইসব জীবের জন্য আবার নতুন করে শক্তি সঞ্চার করে এই উপদেশ গোঁসাইজী প্রচার করছেন।

**২৫শে শ্রাবণ (৭৬)**

সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই মূল জিনিষ চাপা পড়ে গিয়েছে, অনুষ্ঠান অত্যন্ত বেড়েছে, বাহ্য ব্যাপারে বেশী মন দিলে কি করে ভিতরে ডুববে ! যদি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে আসল লক্ষ্য বস্তু কি, কিসে লাভ করা যায় এসব আলোচনা হয়, কিভাবে চললে ধর্ম্ম লাভ করা যায়, যোগী-ঋষিরা যে জিনিস লাভ করবার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন, কলিযুগে একমাত্র হরিনাম, জীবের কল্যাণের জন্য মহাপ্রভু দিয়ে গিয়েছেন, কত সহজ পথ, সেই অমূল্য নাম পেয়েও ধরে নিতে পারলে না। কতকগুলি কাল্পনিক ভাব ও অনুষ্ঠান নিয়ে এমন মহান আদর্শ ভুলে নিজেদের মনমত নূতন সব ব্যবস্থা করছে, দেখতে হয় কি ভাবে তিনি চলেছিলেন, কি উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন, আমরা তার কোনটী পালন করছি। ত্যাগ, বৈরাগ্য এই দুটি মহাপ্রভু দেখিয়ে গিয়েছেন, মুখে বলছে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম যাজন করছে, তাঁর আদর্শ নিয়ে কেউ কি চলছে? বাইরের অনুষ্ঠানে আসল ভজন চাপা পড়ে যাচ্ছে। **ভগবানকে লাভ করবার পথ একমাত্র তাঁর সাধন ও আদেশ পালন।** বাইরের অনুষ্ঠান বাহ্য, প্রাণের ভিতর তাঁর আসন পড়েনা, **প্রকৃত পূজা অন্তরে সর্ব্বদা তাঁকে বসিয়ে প্রাণ মন ঢেলে তাঁকে ডাকা, তাঁর প্রিয় কার্য্য করা, তাঁর কথা আলোচনা করা, সেই আদর্শ মেনে চলা।** বাইরের কোলাহল ভিতর স্পর্শ করেনা। এখন আশ্রমে, মঠে প্রত্যেক স্থানে সামাজিক ভাব দাঁড়িয়েছে, সে আনন্দ সে সত্ত্ব ভাব নেই। ভগবৎ লাভের উদ্দেশ্য ছেড়ে লোকের মনোরঞ্জন করতেই ব্যস্ত। কিসে নাম হবে, লোকে প্রশংসা করবে, খাতির পাব এই সব নিয়েই ব্যস্ত। সবই তো অনিত্য ক্ষণস্থায়ী , একমাত্র নামই সত্য। বিচার করে দেখে না, বুঝতে চায় না। দেশের বড় দুঃসময়।

**২৭শে শ্রাবণ ১৩৫৮ (৭৭)**

এই অসার অনিত্য সংসারবদ্ধ জীবের জন্য মহাত্মারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। স্বধর্ম্ম ত্যাগী বহু ব্যক্তি নিদ্রামগ্ন জীবের মত মহাঘোরে মগ্ন আছে। তুচ্ছ ভোগ বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য ব্যস্ত। কতক ধ্বংসের পর ক্রমে

ক্রমে আবার কতকলোক ধর্ম্মের পথে আসবে। **গুরুর আদেশমত চললে পথ ভুল হয় না।** নানা সম্প্রদায় যেখানে, সেখানেই মনগড়া নিজ নিজ সুবিধামত নানা মত চালাচ্ছে। আন্তরিক ধর্ম্মে ব্যাকুলতা কজনের আছে ? সব বাহ্য প্রলোভনে আকৃষ্ট হচ্ছে। **প্রাণের গোপন জিনিস লাভ করতে হলে গভীর ভাবে ডুবতে হবে। বাইরের কোন অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁর কৃপা পাওয়া যায় না।** সাধারণ লোকে জানে না তারা ভুল করছে, কিন্তু সাধন প্রাপ্ত লোক জেনে শুনেও ভুল করছে। **এমন অমূল্য রত্ন পেয়েও তাতে ডুবতে পারলে না। কোলাহলে মত্ত হয়ে আসল বস্তু লাভ করতে পারছে না।**

**২৮শে শ্রাবণ ১৩৫৮ (৭৮)**

ভক্ত ছাড়া ভগবানকে কেউ হৃদয়ে ধারণ করতে পারে না, যতক্ষণ পৃথক ভাব থাকে মিলন হয় না। **সব ছেড়ে একমাত্র তাঁর চরণ সম্বল করতে হয়, কলির জীবের জন্য কত সহজ সাধন মহাপ্রভু দিয়ে গিয়েছেন, প্রাণ ঢেলে সর্ব্বদা শ্বাস-প্রশ্বাসে তাঁর দেওয়া নাম জপ করা আর তাঁর আদেশ পালন করা ।**

**২৯শে শ্রাবণ (৭৯)**

যারা বাইরে আছে এখনও ভিতরের খবর জানে না তারা ঠিক পথ ধরতে পারছে না, আসল বস্তুর সন্ধান পাচ্ছে না। ভাল কাজে বহু বাধা হয়। সংসারের লোক ভাল বলতে সংসারের ভালই মনে করে, কিন্তু প্রকৃত মঙ্গল ভগবৎ কৃপা লাভ করা সবাই বুঝতে পারে না, ত্যাগ করতে হবে, ভোগের পথ ধর্ম্ম পথের বিঘ্নকারী । **কঠিন কিছুই নয়, চেষ্টা থাকা চাই, নাম ধরে আদেশ মত চললে বাইরের অন্তরায় সরে যায়। তখন সম্মুখে উজ্জ্বল প্রশস্ত পথ চোখে পড়ে, সত্য মিথ্যা সব বুঝতে পারে, সেজন্য বার বার গুরু আদেশ মত চলতে বলা হচ্ছে ।**

**৩১শে শ্রাবণ ১৩৫৮ (৮০)**

**সবসময় লক্ষ্য রাখতে হয় বৃথা চিন্তা বা বৃথা কার্য্য না করি। ভগবৎ উদ্দেশ্যে যা করা হয় তাই মানব জীবনের সার্থকতা ; প্রতিষ্ঠা, যশ, ধন, মান যা কিছু ধর্ম্ম পথের অন্তরায়, সেইগুলি যাতে আকৃষ্ট না করে সর্ব্বদা স্মরণ রেখে চলতে হয়। সদগুরু যাকে আত্মসাৎ করেন তার সব ভার তিনিই গ্রহণ করেন।**

**১লা ভাদ্র (৮১)**

এই সৌর জগতে জীব নিজ নিজ কর্ম্ম অনুযায়ী ফলভোগ করছে। কলির প্রভাবে অধর্ম্মে রত এইরূপ সংখ্যাই বৃদ্ধি পাচ্ছে আসল বস্তু চাপা পড়ে গিয়ে মনগড়া কল্পনা নিয়ে সকলেই চলছে। নানা সম্প্রদায়ে নানামত প্রকাশ হয়ে অনিষ্ট হচ্ছে ; স্বার্থে ভরা জগৎ , মানব নিজ যশ, মান প্রতিষ্ঠার বশবর্ত্তী হয়ে সত্য ধর্ম্ম নিজেও ভুলেছে অপরকেও সেই পথে চালিত করছে। খুব সাবধান হয়ে বিচার করতে হয়, ঋষিদের পন্থাই একমাত্র পথের সন্ধান দেয়, সেইজন্য তাঁদের আদর্শ মেনে চলতে হয় ।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - **এইসব উপদেশ যা বলা হচ্ছে, বহু লোকের উপকার হবে। মোহবদ্ধ জীব দেহের ভোগেই আসক্ত হয়ে পড়েছে, দেহ ক্ষণস্থায়ী, অনিত্য । ভগবৎ উপাসনা ভুলে জীব সেই ক্ষণভঙ্গুর দেহের জন্যই সদা ব্যস্ত। সদগুরুদত্ত সাধন পেয়ে ঠিকমত চলছে না।** এত ভ্রমে বদ্ধ হয়েছে সত্য মিথ্যা বুঝবার শক্তি নেই। **ঠিকমত নাম করলে তার কাছে সবই প্রকাশ হয়, কেউ ঠকাতে পারে না। অপরিচিত স্থানে, অজানা লোকের কাছে যখন উপস্থিত হতে হয়, সদগুরুদত্ত নাম শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ করলে তার কোন ক্ষতি হয়না, কেউ অনিষ্ট করতে পারেনা। অনেক স্থলে নাম করতে ভুলে যায়, সবসময় লক্ষ্য রাখতে হয় নাম ঠিকমত চলছে কিনা ।**

**২রা ভাদ্র ১৩৫৮ (৮২)**

কর্ত্তব্য একদিকে, গুরু আদেশ একদিকে, সেই এক মহাপরীক্ষা যখন আসে অনেকেই ঠিক বুঝতে পারে না। গুরু আদেশ পালন করতে হলে বাহ্য লোকাপেক্ষা ত্যাগ করতে হবে ।

**৩রা ভাদ্র (৮৩)**

এই সব উপদেশ যা লেখা হয়েছে, ছাপা হলে বহু লোকের আবরণ সরে যাবে। এক সময় এক জিনিস

সকলে ধরতে পারে না, সেইজন্য মূল উদ্দেশ্য নানাভাবে ব্যক্ত করা হচ্ছে। গুরু-শিষ্য সংবাদ পাঠে যাদের সত্ত্বগুণ জেগে উঠবে তারাই আবার এইসব উপদেশ পড়ে সত্য জিনিসের সন্ধান পাবে। নিজ নিজ কর্ত্তব্য স্থির করে সেইমত চলবে, অনেক সংশয় পরিষ্কার ভাবে মীমাংসা হয়ে যাবে। জগবন্ধুর লেখা জীবনীখানি প্রকাশ হলে ধর্ম্মার্থীদের মধ্যে সত্য আবিষ্কার হয়ে পথ পাবে ; এই সাধনের প্রকৃতধর্ম্ম উপলব্ধি করবে। জগতের পরিবর্ত্তনের সময় একমাত্র ধর্ম্ম দ্বারা রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়। শীঘ্রই একটা ভীষণ ঝড় উঠবে, সেই সময় ধর্ম্মই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, এইজন্য বার বার এইসব উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। **নামব্রহ্ম যে কি অমূল্য ধন, যা মহাপ্রভু দিয়ে গিয়েছেন সকলে জানে না। এইবার নামব্রহ্ম প্রচারের আবশ্যক হয়েছে চেষ্টা তো হচ্ছে জীব মোহবদ্ধ হয়ে ধরে নিতে পারছে না।** পার্থিব সুখেই মগ্ন হয়ে আছে। ঘরে ঘরে যাতে আবার সত্য ধর্ম্ম প্রকাশ পায়, জীব জেগে ওঠে, তার জন্য মহাত্মারা নানা উপায় করছেন।

### ৪ঠা ভাদ্র (৮৪)

এই সত্য ধর্ম্ম প্রকাশ দ্বারা মোহবদ্ধ জীবের উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী বহু ব্যক্তি এবার সত্যের সন্ধান পাবে। এসব উপদেশ যোগ্য ব্যক্তি দ্বারা প্রকাশ হবে, যুগে যুগে এইভাবে ধর্ম্মার্থীরা সত্য ধর্ম্ম ধরে থাকায় রক্ষা পেয়েছে, মহাপ্রভুর দেওয়া এই হরিনাম জয়যুক্ত হোক, সত্য প্রকাশ হওয়া বিশেষ আবশ্যক হয়েছে। নানাস্থানে নানাভাবে কার্য্য চলছে। অন্য স্থলে যাদের যা ধর্ম্ম তারা সে পথ ভ্রষ্ট হয় নি। এই দেশেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় বংশানুগত ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়ে বিদেশীর অনুকরণ করছে। প্রত্যেকের মধ্যে এই ভাব প্রবেশ করে তাদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। ভারতের মানব শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চস্থান লাভ করেছে কিন্তু নিজেকে ভুলে যাচ্ছে। ভারতবর্ষ ঋষিদের বংশ, ত্যাগের পথ কত উচ্চ আদর্শ, সে পথে না গিয়ে বিলাসিতা ও নানারূপ ভোগ লালসার ভিতর চলছে। নিজ নিজ অবস্থার অতিরিক্ত অপব্যয়ে রত হয়ে অশান্তি ভোগ করছে। কোন সংসারে শান্তি নেই, তার মূল কারণ বিলাসিতা আর অপব্যয় । অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য করে চলতে হয়, সাধারণ নিয়মে যার যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী খরচ হলে তার ফল ভোগ করতে হয়। ঘরে ঘরে এ কারণে অশান্তি হচ্ছে। বিচার করে ঠিকমত চললে জীবন শান্তিময় হয়।

### ৫ই ভাদ্র ১৩৫৮ (৮৫)

এই যে অনাচার ব্যাভিচারে দেশ ছেয়ে পড়েছে একমাত্র আহারের দোষে। হিন্দুর পক্ষে যা অভক্ষ্য অস্পৃশ্য সেইসব আহার করায় রক্তের সঙ্গে মিশে সত্ত্বগুণ নষ্ট হয়ে রজোগুণী হয়ে পড়েছে। সাত্ত্বিকভাবে আহারাদি করলে ক্রমে রজোগুণ নষ্ট হয়ে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায়। এইসব আলোচনা করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

আমি - সবাই তো জানেন, ভাল মন্দ বিচারশক্তি তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট আছে, তবে কেন বিদ্বান জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিজেরা বিচার করে কার্য্য করেন না, অপরকেও সে শিক্ষা দেন না ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - পাশ্চাত্য শিক্ষায় সব নষ্ট করলে, দেশবাসী নিজের নিজের আচার বিচার ভুলে বিদেশীর অনুকরণে অভ্যস্ত হয়ে সেই পথে চলছে। একটা খন্ড প্রলয়ের পর আবার চেতনা ফিরে আসবে এইসব উপদেশ সেইজন্য দেওয়া হচ্ছে। শক্তি থাকায় স্পর্শ করবে। আহারের সংশোধন প্রথমে আবশ্যক ; সত্ত্বগুণ জাগলে বিলাসিতাও দূর হয়ে যাবে, আর আকৃষ্ট করতে পারবে না তখন ধর্ম্মের দ্বারা রক্ষিত হবে। নিয়ম মত যাঁরা নাম সাধন করেন, আহারের অনাচার নেই, তাঁদের মধ্যে এই সাধন যে কি, সময়ে প্রকাশ পাবে। ঠিক আদেশ মত চলা চাই ।

### ৬ই ভাদ্র ১৩৫৮ (৮৬)

কাল বিলম্ব না করে গুরু-শিষ্য সংবাদ বইখানি ছাপবার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। সৎকার্য্যে বহু বাধা আসে। **গুরু কৃপার উপর নির্ভর করে সমস্ত কার্য্য করলে কোন বিঘ্নই হয় না। খুব সাবধান হয়ে গুরুবাক্য পালন করতে হয় । এই সাধন ভিতরের জিনিস, ঋষিদের তপস্যালব্ধ অমূল্য রত্ন প্রাণের মাঝে গোপনে লুকিয়ে রেখে গুরুদত্ত নামে শ্বাস-প্রশ্বাসে তাঁর পূজা করতে হয়। বাহ্য অনুষ্ঠান যা দেখছ সাধারণ লোকের জন্য। প্রকৃত পূজা হৃদয় মন্দিরে, সর্ব্বদাই তাঁর শরণাপন্ন হয়ে আদেশ অনুসারে চলতে হয়। এইসব উপদেশ বার বার পাঠ করা আবশ্যক।**

### ৭ই ভাদ্র (৮৭)

এইসব উপদেশ শীঘ্র বের হবার ব্যবস্থা হবে। ছাপা না হলে প্রচার হবে না। প্রচারের এইবার বিশেষ প্রয়োজন হবে। এই অবিশ্বাসের যুগে খুব সাবধানে চলতে হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধের কথাকে লোকে উপহাস করে,

অবিশ্বাসের চক্ষে দেখে, এই যুগধর্ম্মে আসল জিনিস পরিত্যাগ করে নকলেরই বেশী আদর, চারিদিকে নানা সম্প্রদায়ের নানা ফাঁদে মানুষ পড়ছে, একে তো কলির জীব অজ্ঞ, মোহবদ্ধ, তার ওপর এই ধর্ম্মধ্বজীদের নানারূপ সময়োপযোগী প্রলোভন দেখে দলে দলে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, কি লাভ হল একবারও সেকথা বিচার করে দেখেনা। সেই নানামত ধর্ম্মের স্রোতে সব ভেসে চলেছে। ধর্ম্মের এই অবমাননা দেখে মহাত্মারা বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। একটা ধ্বংসলীলার পর আবার কতক লোক ধর্ম্মের সন্ধান পাবে। **মহাপ্রভুর এমন পবিত্র ধর্ম্মকে নিজেদের মনমত করে প্রচার করছে, সেই ত্যাগ বৈরাগ্যের আদর্শ আজ কোথায় বিসর্জ্জন দিয়ে যা তিনি বর্জ্জন করেছিলেন সেইসব বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়েছে।** খুব সাবধান হয়ে চলতে হয়।

### ১০ই ভাদ্র ১৩৫৮ (৮৮)

দেশের এই দুঃসময় কখন কি হয় তার কিছুই নির্ণয় নেই, সত্য ধর্ম্ম প্রকাশ হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সময়োপযোগী এইসব উপদেশ, জগবন্ধুর লেখা জীবনী, গুরু-শিষ্য সংবাদ পাঠে বহুলোক সত্যধর্ম্ম উপলব্ধি করবে। গ্রাম্য লোক সরল, তারা বিচার করে ধরতে জানে না। ভ্রমে পড়ে আছে। এইসব উপদেশ তাদের ভ্রম নষ্ট করবে। পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিরাও ক্রমে সত্যধর্ম্মে অনুরাগী হবে।

### ১১ই ভাদ্র (৮৯)

এই যে চারিদিকে মঠ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে সবের মধ্যেই সব স্বার্থ আর গোঁজামিল চলছে। খুব সাবধানে মিশতে হয়। **এই উপদেশ স্বতন্ত্র, লেখা হলেই ছাপা হবে। কতকগুলি লোকের মধ্যে ব্যাকুলতা আছে তারা এসব উপদেশ যত্নের সহিত পালন করবে। অনিত্য সংসার মায়ায় বদ্ধ হয়ে, ভোগ বাসনায় ডুবে সত্য বস্তু যারা ভুলে আছে, তারা জাগ্রত হবে। শক্তি থাকায় চুম্বক পাথরের মত আকর্ষণ করবে। পাঠে রজোগুণ, তমোগুণ নষ্ট হয়ে সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হবে। বাহ্য অনুষ্ঠান বৃদ্ধি হয়ে নাম সাধন কমে গিয়েছে, নামে ডুবে যেতে হবে।** সর্ব্বদা বিচার করে কার্য্য করতে করতে বুঝার শক্তি হয়। **অনুষ্ঠান কম করে বেশী সময় নামে মগ্ন হতে হবে। বাহ্য আড়ম্বর যতদূর সম্ভব কম করতে হয় একটু একটু করতে করতেই বাহুল্য হয়ে পড়ে। এও একটা বন্ধন ও আসক্তি। নাম ছাড়া কিছুতেই বাধ্য হতে নেই, সব সময় নামের সঙ্গ করতে হয়।**

### ১২ই ভাদ্র ১৩৫৮ (৯০)

এই অবিশ্বাসের যুগে সনাতন ধর্ম্ম লোপ পাচ্ছে। বাঙ্গলা দেশেই বেশী পাশ্চাত্য শিক্ষায় অভ্যস্ত হয়ে বিদেশীর অনুকরণ করছে, সেইজন্য শিক্ষিত মান্যগণ্য ব্যক্তিদ্বারা এই উপদেশ প্রকাশ করা প্রয়োজন। সময়োপযোগী কার্য্য করতে হয়। এই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার জন্য ত্রিকালদর্শী ঋষিরা সমবেত হয়ে এইসব ব্যবস্থা করেছেন।

### ১৩ই ভাদ্র (৯১)

এখন লোকের মনোভাব স্বার্থপরায়ণ, উদার ভাবের অভাব। স্বার্থে আঘাত লাগলেই দলাদলীর সৃষ্টি হবে। সত্যধর্ম্ম যাতে লোকে বুঝতে পারে সেইমত ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। প্রকৃত ধর্ম্মতো কেউ চায় না, নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা পরায়ণ হয়ে যশ ও অর্থ উপার্জ্জনে বশীভূত, তাতেই সব বদ্ধ হয়ে আছে। এইসব স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তিরা ধর্ম্মপথের কন্টকস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রমে ক্রমে লোকের মনকে ফেরাতে হবে, সত্যের সন্ধান পেলে তখন মিথ্যার আবরণ সরে যাবে।

### ১৪ই ভাদ্র (৯২)

এই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা করতে হচ্ছে, কলির প্রভাবে জীব অজ্ঞ হয়ে, স্বধর্ম্ম ত্যাগী হয়ে কাল বশে চলছে। এই অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর দেহ নিয়ে সর্ব্বদাই ভোগে রত হয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যেও মিল নেই, সেখানেও ভিন্ন ভিন্ন মত নিয়ে দলাদলীর ভাব চলছে। **এক সম্প্রদায়ের তখন একজন দীক্ষা দিতেন, এখন সবাই গুরু সেজে বসেছেন।** পুরাকালেও ঋষিদের মধ্যেও যোগ্যতা অনুসারে সাধন দেবার রীতি ছিল। সর্ব্ব অংশে যিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁকেই সকলে গুরুর আসনে স্থান দিতেন। আর এখন যে যার ইচ্ছা মত চলছে। এইসব বিশৃঙ্খলার জন্য সত্যধর্ম্ম চাপা পড়ে যাচ্ছে, তার উপর অনাচার, খাদ্যাখাদ্যের বিচার নেই। পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকরণ করে তাতে ডুবে গিয়েছে। **কতকগুলি উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি তারা দীক্ষা গ্রহণ আবশ্যক মনে করেনা, সেইখানে তাদের কতবড় ভুল সে কথা তারা বুঝতে পারেনা। উপযুক্ত**

**গুরুর অভাব হলেও যদি ইচ্ছা বা ব্যাকুলতা থাকে, কোন না কোন উপায়ে সদগুরু লাভ হয়।** তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, কৃপা প্রার্থনা করলে কৃপা পাওয়া যায়। **মানুষ তাঁকে চায় না, নিজেকেই বড় মনে করে ও মনে করে দীক্ষার আবশ্যক নেই, কিন্তু মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য যেমন ভগবৎ আদেশ পালন করা তেমনি তাঁর অমূল্য নাম গ্রহণ করে জীবনকে সার্থক করা।** কর্ম্ম জীবন দেহের সুখ-দুঃখ ভোগ করার জন্য, **আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ করার উপায় একমাত্র সদগুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করা,** গুরু-শিষ্য সংবাদ খানিতে অনেক ভাবে পরিষ্কার করে লেখা আছে। দীক্ষা গ্রহণ খুবই আবশ্যক, তবে খুব বিচার করে দেখতে হবে, নানা সম্প্রদায়ে যে সব মনগড়া ধর্ম্ম প্রচার করছে, নানারূপ গুরুর সৃষ্টি হয়েছে, সেসব স্থান বর্জ্জন করতে হবে। **মহাপ্রভু যে নামব্রহ্ম দিয়ে গিয়েছেন, মহাপ্রভুকেই উপদেষ্টা করে তাঁর দেওয়া নামব্রহ্ম জপ করলে সময়ে সদগুরুদত্ত সাধন লাভ হবে। যাঁরা সাধন পাননি, উপযুক্ত গুরুরও অভাব তাঁদের জন্য এই নামব্রহ্ম জপ করবার আদেশ রইল। অনেকেই নিজ নিজ প্রার্থিত বস্তু লাভ করবে।**

### ১৫ই ভাদ্র ১৩৫৮ (৯৩)

এই সাধন সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হল। মূল উদ্দেশ্য যাতে বুঝতে পারে তাও জানান হল ; জীবের জন্য মহাত্মারা সর্ব্বদাই কল্যাণ কামনায় রত আছেন। এই যে নামব্রহ্ম দিয়ে গিয়েছেন, কয়জন ধরে নিতে পেরেছে ? লোকচক্ষুর অন্তরালে যে সব দিব্যদর্শী সাধকরা বাস করেন, তাঁরাই এই জিনিস পেয়েছেন। কলিতে তারকব্রহ্ম নাম আর এই মহাপ্রভুদত্ত নামব্রহ্ম বৈষ্ণব সাধুরা জপ করেন, সাধারনের মধ্যে নামব্রহ্মের মর্ম্ম গুপ্ত থাকায় কেউ জানতে পারেনি। সময় না হলে কিছু প্রকাশ হয় না। এমন লোক আছে, যাদের সাধন পাবার আকাঙ্খা আছে কিন্তু উপযুক্ত গুরুর অভাব, এই অবস্থার মধ্যে নামব্রহ্ম প্রচার হওয়ার আবশ্যক বিবেচনায় সাধারনের মধ্যে প্রকাশ করা হল। দেশে সদাচার, স্বধর্ম্ম স্থাপন হওয়া বিশেষ দরকার। আদেশ পালনকে জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য মনে করতে হবে, লোকাপেক্ষা চলবে না, গুরুবাক্য অবিচারে পালন করতে হয়, নির্ভরতা বিশেষ প্রয়োজন, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোন কার্য্য হয় না।

### ১৬ই ভাদ্র (৯৪)

এই যে সত্যধর্ম্ম কলির প্রভাবে ম্লান হয়ে গিয়েছে, আবার সব জাগাতে হবে। একথা বহুস্থানে বলেছি, মনগড়া কল্পিত ধর্ম্ম সর্ব্বত্র ছেয়ে পড়েছে, প্রতিষ্ঠাপরায়ণ হয়ে তাতেই বদ্ধ হয়ে পড়েছে। এই সময় পরিবর্ত্তন করার বিশেষ আবশ্যক। কালোপযোগী ব্যবস্থা করতে হচ্ছে লোকের ভ্রম নষ্ট করে সত্য প্রচার করা, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দিয়ে প্রচার হলে বিশেষ ফল হবে। সত্যধর্ম্ম কল্পিত নয়, জীবন্ত ; সাধনে প্রাণে সত্য উপলব্ধি হবে। **ধর্ম্মার্থীরা সদগুরুদত্ত নাম সাধন ও সদগুরুর আদেশ পালন করে চললে এ সাধন যে কি জানতে পারবে। যারা ধর্ম্মজীবন লাভ করতে চায় তারা এসব পাঠে বিশেষ উপকার পাবে।** লেখা শেষ হলে এই উপদেশগুলি ছাপা হবে, সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোকেই উপকার পাবে। দেশে দেশে প্রচার হয়ে যাবে, শক্তি থাকায় প্রাণ স্পর্শ করবে।

### ১৭ই ভাদ্র ১৩৫৮ (৯৫)

এই যে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি মহাপ্রভুই প্রকাশ করে ছিলেন, বিশেষ বিশেষ ভক্ত ছাড়া কেউ ধরে নিতে পারেনি, কি ভাবে সাধন করে এই জিনিস লাভ হবে তাও ইঙ্গিতে বলে দিয়েছেন, নামব্রহ্মের প্রকৃত মর্ম্ম লোকের অগোচরে ছিল, জীবের দুর্দ্দশা দেখে এতদিনে প্রকাশের প্রয়োজন হয়েছে, এই নাম জপের ফলে সদগুরুলাভ হবে ও প্রেমভক্তি লাভের অধিকারী হবে।

### ১৮ই ভাদ্র (৯৬)

মহাপ্রভুর ধর্ম্ম যে কি , ঠিক পথ কেউ দেখায় নি, নিজ নিজ মনমত করে প্রচার করছে। সত্যপথ ধরতে পারলে তাঁর কৃপা উপলব্ধি করবে। **কলির জীবের মহাপ্রভুর অনুগত হয়ে তাঁর দেওয়া হরিনাম সাধন করা একমাত্র কর্ত্তব্য ।** তাঁর ত্যাগী ভক্ত, গৃহস্থ ভক্ত তাঁদের সব আদর্শই দেখিয়ে গিয়েছেন। সেসব আদর্শ না নিয়ে নিজেদের মনগড়া প্রণালী মত চলছে। মহাত্মাদের আদেশ অনুযায়ী এই সব উপদেশ তাড়াতাড়ি প্রকাশের ব্যবস্থা হল। লেখা শেষ হলে ছাপা হয়ে বের হবে।

আমি - কি ভাবে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছেন ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, পরে জানতে পারবে। ভক্তিগ্রন্থ পাঠের সময় প্রাণ ঢেলে মিশে যেতে হয়, তাতে তার প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যায়।

**১৯শে ভাদ্র ১৩৫৮ (৯৭)**

নানা শাস্ত্রেতে নানা মত ঋষিরা প্রকাশ করে গিয়েছেন। সাধারনের পক্ষে বোঝা কঠিন, সেজন্য ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করা উচিত। মোহবদ্ধ জীব মায়ায় বদ্ধ হয়ে সংসারেই সর্ব্বদা লিপ্ত থাকে। কি কাজের জন্য এই নরদেহ ধারণ করতে হয়েছে বিচার করে দেখেনা, ভগবৎ বিধানে কর্ম্মজীবনে মানব মাত্রই রত আছে। এই কর্ম্ম যদি নিঃস্বার্থ ভাবে ভগবৎ উদ্দেশ্যে হয় তবেই জীবন সার্থক হয় নতুবা বৃথা জীবন যাপন করে। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই সর্ব্বদা বিচার করে কার্য্য করা বিশেষ প্রয়োজন। **যার যা কর্ত্তব্য অনাসক্ত ভাবে করে যেতে হবে। উদ্দেশ্য রাখা সৎ আলোচনা, সৎসঙ্গ, ভগবৎ উপাসনা, তাঁর আদেশ পালন ও নাম সাধন। ভগবৎ ভাবে মনকে সর্ব্বদা মনকে নিযুক্ত রাখতে হয়।** ক্রমে সত্ত্বভাব প্রকাশ হয়। **কিছুই কঠিন নয়, চেষ্টার অভাবে ধরতে পারছে না। নানারূপ শিক্ষায় যে উন্নতি লাভ করছে সে তো চেষ্টা করেই মানুষ করছে, অনিত্য সংসারের জন্য। যে শান্তির আধার হরিনাম, যার সাধনে জীব আনন্দ সাগরে ডুবে যায় ; প্রাণ ঢেলে চেষ্টা করলেই এই আনন্দের সন্ধান পাবে।** মিথ্যা নিয়ে সব ভুলে আছে। এইসব উপদেশ প্রকাশ হলে ধর্ম্মার্থীরা উপকার পাবে।

**২০শে ভাদ্র (৯৮)**

এই যে হোটেলে খাওয়া হয়েছে, তাতে সদাচার একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অনাচার আহারে তার গুণ রক্তের সঙ্গে মিশে সত্ত্বভাব নষ্ট করে দিচ্ছে, বাইরে খাওয়াতে ধর্ম্মজীবনের বিশেষ ক্ষতি হয় ; দিন দিন এইসব অনাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অকাল মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। দেশের অবস্থা অতি শোচনীয় দাঁড়িয়েছে। ধর্ম্ম একটা উপহাসের বস্তু হয়েছে। অনাচার আহার প্রত্যেক গৃহে একটা দৈনিক ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে, সব ম্লেচ্ছ ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে, পরিবর্ত্তন বিশেষ দরকার। এইসব উপদেশে অনেকস্থলে অনাচার নিবারণ হবে। গুরু-শিষ্য সংবাদ পুস্তকে আহার সম্বন্ধে যে সকল স্থানে বিধি-নিষেধ লেখা আছে, প্রত্যেক ব্যক্তি যারা পাঠ করবে, সে মত চলতে চেষ্টা করা বিশেষ আবশ্যক। সত্যধর্ম্ম নামব্রহ্ম কলিযুগে মহাপ্রভু দিয়ে গিয়েছেন ; সময়োপযোগী এখন একমাত্র সেই ধর্ম্ম যাজন করা জীবের রক্ষার উপায়। ঘরে ঘরে এইভাবে প্রচার হলে আবার শান্তি ফিরে আসবে।

**২১শে ভাদ্র ১৩৫৮ (৯৯)**

এই কলির প্রভাবে মিথ্যার প্রাধান্য বিস্তারিত হয়েছে, সত্যবাক্য যদি কেউ বলে, বিশ্বাস করে না। যুগধর্ম্মে অধর্ম্মে লিপ্ত হয়ে কালবশবর্ত্তী মানব সত্য ভুলে গিয়েছে। খুব সাবধানে বিচার করে সর্ব্বদা চলতে হয়। সদগুরুদত্ত নাম সাধন তাঁর আদেশ মত করলে সত্যধর্ম্ম জাগ্রত হয়, মিথ্যার আবরণ সরে যায়। **আহার সম্বন্ধে সমস্ত অনাচার বর্জ্জন করতে হবে।** সাত্ত্বিক ভাবে চললে সত্ত্বগুণ বিকাশ হয়। ভোগেই সব বদ্ধ হয়ে ত্যাগের পথ ভুলে গিয়েছে। এইসব উপদেশ প্রচার হলে অনেকের ভ্রম নষ্ট হয়ে যাবে।

**২৩শে ভাদ্র (১০০)**

ব্যাকুলতা সাধক জীবনের সোপান, যখন হৃদয় বৃন্দাবনের প্রেম সরোবরে মনোহংস বিচরণ করে, তখন সাধক প্রেমানন্দে ডুবে পূর্ণ আনন্দ সম্ভোগ করে।

**২৪শে ভাদ্র (১০১)**

আমাদের এই সাধন যাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, কিছু লোকের ক্ষেত্র তৈরী থাকায় ঠিক ধরে নিয়ে সদগুরুর আদেশ অবিচারে পালন করেছিল ও নিয়মমত সদাচার রক্ষা করে চলতো। ক্রমে লোকের সেই অবস্থা চলে গিয়ে নিজ নিজ মনগড়া কল্পনার আশ্রয় নিয়ে সেইভাবে চলছে। মহাপ্রভু যখন নামপ্রচার করেন তখন দেশে এত অনাচার ছিল না, খাদ্য সম্বন্ধে বিচার ছিল, ক্রমে দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হয়ে, উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অনাচার ঘরে ঘরে প্রবেশ করে এইভাবে পতন আরম্ভ হয়। যে সব সম্প্রদায়ে আচার নিষ্ঠা আছে, তারা আবার সনাতন ধর্ম্মকে নিজের মনমত করে প্রচার করছে। আসল বস্তু , যা মহাপ্রভুর নিজস্ব ধর্ম্ম, তিনি যা নিজে করে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, সে জিনিস আর সাধারনে জানতে পারলে না। বড়ই পরিতাপের কথা, বিচার করে দেখে চললে ভ্রমে পড়েনা, তা কেউ করেনা। কালধর্ম্মে সবই পরিবর্ত্তন হচ্ছে ; **মহাত্মারা এইসব দেখে আবার যাতে মহাপ্রভুর দেওয়া নামে জীবের উদ্ধার হয় তার জন্য মহাপ্রভুর কৃপা প্রার্থনা করেন, তখন মহাপ্রভুর ইচ্ছা অনুসারে এই নামব্রহ্ম প্রচারের ব্যবস্থা করতে হল,** আবার সত্যধর্ম্ম ঘরে ঘরে

জেগে উঠুক, মহাপ্রভু যখন নিজে নামব্রহ্ম প্রচার করেছিলেন, অন্তরঙ্গ ভক্ত ছাড়া কেউ জানতে পারেনি। যাঁরা জেনেছিলেন তাঁরা নিজেরা গোপনে ভজন করতেন, সাধারনে প্রকাশ হয়নি। জীবের দুঃখ দেখে আবার সেই দুর্লভ জিনিস মহাপ্রভু প্রকাশ করলেন, যাদের সৌভাগ্য হবে তারাই পাবে বা ধরে নেবে।

**প্রথম খন্ড সমাপ্ত**

# শ্রীশ্রী সদগুরু উপদেশামৃত

(মা-মণি কর্তৃক প্রাপ্ত)

## দ্বিতীয় খন্ড

১ম সংস্করণ - শ্রীপঞ্চমী ১৩৫৮ (প্রকাশক শ্রী সুধীর কুমার বসু),
২য় সংস্করণ - ঝুলন পূর্ণিমা ১৩৬৫ (প্রকাশক শ্রী অমিয় চরণ ভট্টাচার্য্য),
৩য় সংস্করণ - শিব চতুর্দ্দশী ১৩৬৮ (প্রকাশক শ্রী অমিয় চরণ ভট্টাচার্য্য),
৪র্থ সংস্করণ - দোল পূর্ণিমা ১৩৯৭ (প্রকাশক শ্রী সুধীর কুমার বসু)

(শ্রী অরণ্য কর্ত্তৃক সফট কপি লেখা তাং ০৩/০৯/২০১৬, শনিবার,শুক্লা তৃতীয়া থেকে শুরু)

ওঁ হরি

শ্রীশ্রীমন মহাপ্রভুদত্ত

# নামব্রহ্ম

**হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম ।**
**কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।।**

---

শ্রীশ্রী গোস্বামী প্রভুর ঢাকা গেন্ডারিয়া আশ্রমের ভজন কুটির গাত্রে স্ব-হস্ত লিখিত উপদেশ :-

১। এইসা দিন নাহি রহেগা ।
২। আত্ম প্রশংসা করিও না ।
৩। পরনিন্দা করিও না ।
৪। অহিংসা পরমোধর্মঃ ।
৫। সর্ব্বজীবে দয়া কর ।
৬। শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর ।
৭। শাস্ত্র ও মহাজনের আচারের সঙ্গে যাহা মিলিবে না তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর ।
৮। নাহংকারাৎ পরোরিপুঃ ।

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

**শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ**

**" প্রেমভক্তিপ্রদাতারং আনন্দানন্দবর্দ্ধনং ।**
**স্বর্ণময়ীসুতং বন্দে যোগমায়ামনোহরং ।।**
**বিজয়বল্লভাং দেবীং বিজয়ানন্দবর্দ্ধিনীং ।**
**সদানন্দময়ীং সাধ্বীং যোগমায়াং নমাম্যহং ।।"**

## শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমধাম

### ৬ই আশ্বিন ১৩৫৮ (১)

যতদিন জীব আমি'র মধ্যে থাকে , নিন্দা প্রশংসার অধীন হয়, যখন নিজের অস্তিত্ব ভুলে সদগুরুর চরণ আশ্রয় করে তখন নিন্দা প্রশংসা যা হয় সবই সদগুরু গ্রহণ করেন। 'আমি' মনে আসলে পৃথক ভাব আসে , সবকিছুই যখন গ্রহণ করেছি তখন কোন চিন্তা নেই। লজ্জা, ভয়, মান , অপমান সবই ত্যাগ করতে হবে। এই অবিশ্বাসের যুগে সত্যধর্ম্ম কেউ বিশ্বাস করে না, যারা স্বধর্ম্মপরায়ণ, ভগবদবিশ্বাসী তারা এসব ধরে নেবে। এই উপদেশ ছাপানোতে যারা সাহায্য করবে তারা ভাগ্যবান ভাগ্যবতী আমার আশীর্ব্বাদ লাভ করবে।

### ৭ই আশ্বিন (২)

উপদেশগুলি যেভাবে লেখা হয়েছে ঠিক হয়েছে, প্রথম সংস্করণ এই ভাবেই বের হবে। এই অবিশ্বাসীর যুগে সত্যধর্ম্ম ম্লান হওয়াতে লোকে সত্যকে ভুলে গিয়েছে, একটা কিছু অলৌকিক দেখলে সেখানেই আকৃষ্ট হয়। সরল বিশ্বাসীর সংখ্যা কম, এইসব কারণে এবার তোমাদের সমস্ত কথা গোপন রাখা হল, পরে প্রকাশ করতে হবে। প্রকাশ না হলে সত্য অপ্রকাশ থেকে যাবে। যারা বিশ্বাসী, সত্যপরায়ণ, তারা আনন্দের সঙ্গে এইসব উপদেশ গ্রহণ করবে।

### ৯ই আশ্বিন ১৩৫৮ (৩)

শ্রীবৃন্দাবনলীলাও প্রকাশ হবে। মহাপ্রভুর ধর্ম্ম আবার জেগে উঠুক, এই বাঙলার দুর্দ্দিনে একমাত্র হরিনামই রক্ষার উপায়। **ঋষিদের পথ অনুযায়ী চলে নাম সাধন ও আদেশ পালন করলে জীবের মঙ্গল লাভ হবে।** অযাচিতভাবে আসক্তিশূন্য হয়ে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করা একমাত্র গুরুকৃপাতেই সম্ভব হয়। অনেককেই এই সূযোগ দেওয়া হল,ধরে নিতে পারলে না, গুরুকৃপা ছাড়া দৃষ্টি খোলে না। **সবসময় নাম ধরে গুরুপাদপদ্মে সমস্ত সমর্পণ করতে বলবে। লোকসঙ্গ যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করে নির্লিপ্ত হয়ে সব কার্য্য করবে, এই কথাগুলি যেন মনে রাখে।**

**১০ই আশ্বিন (৪)**

এখনও যে সেই শ্রীবৃন্দাবনলীলা প্রত্যক্ষ দর্শন হয়, জানানো আবশ্যক, অবহেলা করে এমন অমূল্য রত্ন থেকে সব বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। **আমাদের এই সাধনে গুরুর আদেশমত চললে সবই লাভ হয়, এইটাই জানা বিশেষ প্রয়োজন। ক্ষণভঙ্গুর দেহ যেকোন সময় বিনাশপ্রাপ্ত হবে, একমাত্র ভগবৎ আরাধনা দ্বারা তাকে সার্থক করতে হয়। যারা সদগুরুদত্ত সাধন পেয়েছে, ঠিকমত আদেশ পালন না করাতে কিছুই উপলব্ধি করতে পারছে না।** আমার আমার করে সব বদ্ধ হয়ে আছে, বিচার করলে আমার বলে কিছুই নেই সবই মায়ার খেলা।

**১১ই আশ্বিন ১৩৫৮ (৫)**

এই যে শ্রীবৃন্দাবনলীলা, যা মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রকাশ করেছিলেন, তখন তাঁর কাছে যে দুজন ভক্ত সর্ব্বদা থাকতেন তাঁরা সেইসময় ভাব অনুযায়ী সমস্ত লীলা লিখে নিয়েছিলেন, ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ভক্তরা নানা গ্রন্থে নানাভাবে প্রকাশ করে গিয়েছেন। এখনও যে সেই লীলা সদগুরুর কৃপায় দর্শন হয়, লোকে জানে না বা বিশ্বাস করে না। মোহবদ্ধ জীব অহংভাবে মত্ত হয়ে সব উড়িয়ে দিচ্ছে। মহাপ্রভু যা প্রকাশ করে গিয়েছেন সবই জীবন্ত সত্যরূপে এখনও কোন কোন ভক্তের হৃদয়মাঝে প্রকাশ হচ্ছে। তাঁরা নির্জ্জনে লোকচক্ষুর অন্তরালে, বহুদূরে সাধনে মগ্ন আছেন, তাঁরা প্রকাশ না করায় এই ব্রজলীলা আস্বাদন জীবের পক্ষে দুর্লভ হয়েছে। মহাপ্রভু কৃপা করে আবার প্রকাশ করবার ইচ্ছা করেছেন। তোমাকে যখন শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজলীলা দর্শন করানো হয়, প্রকাশ হবে বলে লিখতে বলেছিলাম। **আমাদের এই সাধনে গুরু আদেশমত চললে অমূল্য সম্পদের অধিকারী হয়, এই সাধনের প্রত্যেকটি নিয়ম পালন করা চাই ; সমস্তই ত্যাগ করতে হবে, দীনহীন কাঙাল হতে হবে।**

শ্রীবৃন্দাবনলীলা দর্শন, আস্বাদন করা সেই ব্রজগোপীর ভাবে মগ্ন হতে হবে। যেমন এক কৃষ্ণ ছাড়া দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল না। বাহ্য সব ত্যাগ করতে হবে, তখন মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করে ব্রজলীলা দর্শন ও আস্বাদনের অবস্থা আসবে।

**১২ই আশ্বিন (৬)**

প্রত্যেক যুগেই সময়োপযোগী উপদেশ দেবার ব্যবস্থা আছে, যখনই ধর্ম্ম ম্লান হয়ে যায় ভগবৎ শক্তি দ্বারা জাগাতে হয়। **এইসব উপদেশ যা তোমার মধ্যে আমি শক্তি সঞ্চার করে প্রকাশ করলাম, গীতার মতই অমূল্য বাণী। সদগুরু বলে যাচ্ছেন , তুমি প্রত্যক্ষ শুনে দেখে লিখছো। এই উপদেশ যা প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছে, যারা ভক্তি সহকারে ধরে নেবে অমূল্য জিনিসের সন্ধান পাবে। বারে বারে পাঠে হৃদয় স্পর্শ করবে।** শ্রীবৃন্দাবনলীলাও যা দর্শন করেছো তাও প্রত্যক্ষ দেখেছো ; জীবন্ত সত্য। সেইজন্য আর গোপন রাখা চললো না। চারিদিকে মিথ্যার প্রলোভনে সব জড়িয়ে পড়েছে। সময়োপযোগী সত্যপ্রচার করা বিশেষ আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

আমি - এসব আমার প্রাণের জিনিস, গোপনে রেখেছিলাম, আপনি তো তখন দিয়ে , গোপনে রাখতে বলেছিলেন আবার আপনিই প্রকাশ করতে আদেশ করলেন, আপনার আদেশ যেন পালন করতে পারি এই আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী যোগমায়াদেবী - প্রথমে যখন দর্শন হয় গোপন রাখতে হয়, পরে প্রকাশ হলে ক্ষতি হয় না। এসব অমূল্য কথা শুনে পড়েও যদি জীবের কল্যাণ হয় সর্ব্বদাই সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। সবসময়ই মুনি,ঋষি, যোগীরা নিজ নিজ তপস্যালব্ধ ফল জীবের জন্য দিয়ে গিয়েছেন। তাঁরা প্রকাশ না করে গেলে আজ কত সত্য জিনিসের সন্ধান লোকের অগোচরে থেকে যেতো। এই যে উপদেশগুলি কিভাবে দেওয়া হয়েছে সাধারনের বুঝবার ক্ষমতা নেই, ভক্তের কাছে গোপন থাকে না, প্রকাশ হয়ে যায়।

আমি - শ্রীবৃন্দাবনলীলা তো আপনারা শক্তি দিয়ে কৃপা করে সব দেখিয়েছেন, আমার কি যোগ্যতা আছে প্রকাশ করবার, আপনাদের ইচ্ছা হলে প্রকাশ হবে। আশীর্ব্বাদ করুন যেন সবসময় আপনাদের দর্শন পাই, নামে মগ্ন থাকি। আমার সর্ব্বদাই আপনাদের কাছে বসে আপনাদের মধুমাখা বাণী শুনতে ইচ্ছা করে, বাইরে থাকতে ইচ্ছা হয় না।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - এখন কিছুদিন সেভাবে মগ্ন হলে এসব প্রকাশের গোলমাল হবে, এ ধারে মন দিতে পারবে না। আসনে বসলেই দেখা পাবে।

## ১৩ই আশ্বিন ১৩৫৮ (৭)

বেশী আড়ম্বর ভাল নয়, সত্য আপনিই প্রকাশ হয়, সেখানে বিজ্ঞাপন দরকার নেই। এসব জিনিস বাহ্য নয়, প্রাণের আকর্ষণ চাই, আসল জিনিস সব ধরতে পারে না অহংভাবে বদ্ধ জীব। নিজেকে ভুলে যেতে হবে। এসব উপদেশ ছাপা হয়ে বের হলে অনেক বিষয় বুঝতে পারবে। **ধর্ম্মপুস্তক মন দিয়ে পাঠ করতে হয়, সাধন হিসাবে পড়ে পড়ে আলোচনা করতে হয়, ক্রমে দৃষ্টি খুলে যায়।** গুরুশিষ্য সংবাদে যেখানে প্রকাশকের নিবেদন লেখা হয়েছে তা ঠিক হয়েছে, উপদেশগুলিতেও প্রকাশকের নিবেদন যা লেখা আছে, সেই ছাপা হবে। সত্য স্বপ্রকাশ ; যারা যথার্থ প্রার্থী, প্রাণে ব্যাকুলতা আছে, তারা ধরে নেবে, **এই সত্য মহাপ্রভুর ইচ্ছায় প্রকাশ হচ্ছে, এখানে কোনরূপ মিথ্যা বা কল্পনা প্রবেশ না করে, খুব সাবধানে চলতে হয়। প্রত্যেকটি উপদেশ খাঁটি সত্য লেখা হয়েছে, জীবের পরম সৌভাগ্য মহাপ্রভু কৃপা করে এইসব দুর্লভ বস্তু দান করলেন।**

## ১৪ই আশ্বিন (৮)

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - **কলির জীবের পরম সৌভাগ্য এইসব তপস্যালব্ধ দুর্লভ রত্ন , অযাচিতভাবে তাদের দান করা হচ্ছে। এইসব উপদেশ পাঠে জীবের ক্ষেত্র তৈরী হবে ও নামব্রহ্ম সাধনে সদগুরুর কৃপালাভ করবার অধিকারী হবে। কৃপা মানে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি। যারা সদগুরুদত্ত সাধন লাভ করেছে তারা এইসব মূল্যবান বাণী উপলব্ধি করবে।** যারা প্রকৃত প্রার্থী ধর্ম্মলাভের ব্যাকুলতা আছে, তারা শুনে পরে ধরে নেবে, আর যারা অজ্ঞান সংসারে বদ্ধ তাদের বুঝতে দেরী হবে।

## ১৫ই আশ্বিন (৯)

আমাদের এই সাধন যে কি সকলে বুঝতে পারে না। সেইজন্য এবার এইসব উপদেশে সব তত্ত্ব বিস্তারিত করে বুঝিয়ে দেওয়া হল। তোমার যা সব দর্শন হয়েছে বা হচ্ছে লিখে রাখ।

আমি - সবাই কি এসব বিশ্বাস করবে ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, বিশ্বাস অবিশ্বাস নিজ নিজ কর্ম্ম অনুযায়ী হয়। **যারা ভাগ্যবান ভাগ্যবতী গুরুকৃপায় তারা ধরে নেবে। সব জিনিস পাবার অধিকার সকলের হয় না। অন্য কোন যুগে এ জিনিস কেউ পায়নি, মহাপ্রভুই প্রথম প্রচার করেন। নামব্রহ্ম মহাপ্রভু দিয়ে গেলেন, সাধারনে কেউ নিতে পারল না।** এবার আবার জীবের মঙ্গলের জন্য প্রকাশ করা হল, অর্থও বুঝিয়ে দেওয়া হল। এই সাধন যারা পেয়েছে ক্ষেত্র তৈরী না থাকায় ঠিক আদেশমত চলতে পারলে না, তাই যতদিন না ক্ষেত্র তৈরী হয় ততদিন সাধন দেওয়া বন্ধ থাকবে। **যাদের ব্যাকুলতা আছে, প্রকৃত ধর্ম্মার্থী তারা পাবে।** প্রথমে যেমন আচন্ডালে দেওয়া হয়েছিল সেভাবে দেওয়া হবে না, মর্য্যাদা দিতে পারলে না।

## ১৬ই আশ্বিন (১০)

এই অবিশ্বাসের যুগে ধর্ম্ম ম্লান হওয়াতে লোকের ধর্ম্মভাব চলে গিয়েছে। অধিকাংশ লোকই পাশ্চাত্য শিক্ষার বশবর্ত্তী হয়ে পড়েছে, শাস্ত্র সদাচারের উপর বিশ্বাস শ্রদ্ধা নেই, সত্য পথ সব ভুলে যাচ্ছে। এই যে ভারতবর্ষের হিন্দুদের সত্য ধর্ম্ম , ঋষিদের আদর্শ অনুযায়ী চললে প্রকৃত ধর্ম্ম তখন উপলব্ধি হয়। এই সাধনে ঋষিবাক্যই আদেশ করা হয়েছে, যে নাম সাধন করে তাঁরা ভগবানকে লাভ করেছেন, সেইসব দেবদুর্লভ অমূল্য নাম সদগুরু দিয়েছেন। যাঁরা তখন আদেশমত চলেছিলেন তাঁরা কৃপা লাভ করেছিলেন, কিন্তু যারা নিজ নিজ কল্পনা অনুযায়ী এক এক ভাব নিয়ে চলছে তারা কিছুই বুঝছে না। বড়ই দুঃখের কথা এমন জীবন্ত সত্য জিনিস ধরে নিতে পারলো না। মহাত্মারা এবার ক্ষেত্র তৈরী করার জন্য নানারূপ চেষ্টা করেছেন যাতে জীবের চেতনা ফিরে আসে।

## ১৭ই আশ্বিন ১৩৫৮ (১১)

যারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক করে সেসব তার্কিকদের সঙ্গ বর্জ্জন করবে, ধর্ম্ম চিরদিন চিরকাল সত্যপথ ধরে চলছে, যারা বিশ্বাসী তাদের কাছে ধর্ম্ম প্রাণের বস্তু। এখন কলির প্রভাবে লোক উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার বশবর্ত্তী হয়ে চলছে ; সব জিনিসের মধ্যে সারটুকুই গ্রহণ করতে হয়, এখন সার ত্যাগ করে অসারে মগ্ন হয়ে আছে। স্বার্থপরায়ণ কলির জীব এই অনিত্য পার্থিব সম্পদ নিয়ে ভুলে আছে, যা ক্ষণস্থায়ী, দেহ যতদিন ততদিন সম্বন্ধ, দেহের বিনাশের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। শেষের দিন একমাত্র সদগুরুই

রক্ষাকর্ত্তা, আশ্রয়দাতা। মিথ্যা মায়াতে পড়ে সর্ব্বদা সংসার চিন্তাতেই মানব রত আছে একবারও পরলোক চিন্তা করেনা। **যারা সদগুরুদত্ত সাধন লাভ করেছে, তারাও সংসার মায়াজালে পড়ে আমার আমার করছে। সংসারে অনাসক্তভাবে থাকতে হয়।** পুরাকালে ঋষি, মহর্ষিরাও সংসার করে গিয়েছেন, তাঁরা আসক্তিশূন্য ছিলেন, তাঁদের উপর মায়ার অধিকার ছিল না। চিত্তজয়ী, জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, স্ত্রীরাও তেমনি সহধর্ম্মিনী আদর্শ মহিলা ছিলেন।

### ১৮ই আশ্বিন (১২)

**সমস্ত কার্য্যই বিচার করে করতে হয়, হঠ করে ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়ে কোন কাজ করা উচিত নয়, সাধন পথে চলতে চলতে সমস্ত রিপু বশ হয়, তার জন্য চেষ্টা করা চাই, বাক্যদ্বারা কারও মনে আঘাত দিতে নাই। সর্ব্বদাই জিহ্বাকে সংযত রাখতে হয়। যখন যার উপর রাগ হয় সেখান থেকে সরে যেতে হয়, কিছুক্ষন নাম করে কর্ত্তব্য স্থির করে নিতে হয়। সহ্যগুণ মানব জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য**, বিশেষ বিশেষ দোষ দেখলে প্রথমে মিষ্টি কথায় সংশোধনের চেষ্টা করবে, তাতেও যদি সংশোধন না হয় তখন শাসন করতে হয়। কারও দোষগুণের বিচার নিয়ে থাকলে নিজের সময় নষ্ট হয়, গৃহ কিংবা আশ্রম সর্ব্বত্রই শান্তি রাখার প্রয়োজন, যাতে অশান্তির সৃষ্টি হয় সেসব বর্জ্জন করে চলতে হয়, সহ্যগুণের বড়ই অভাব হয়েছে, **অপ্রিয় বাক্য বলা একেবারে পরিত্যাগ করতে হবে।** প্রত্যেক বিষয় বিচার করার প্রয়োজন, যে গৃহ বা যে আশ্রম শান্তিপূর্ণ হয়, সেখানে ভগবান বাস করেন। যেখানে কলহ বিবাদ সেখানে তিনি থাকেন না। এখন প্রত্যেক সংসারে, মঠে, আশ্রমে শান্তির অভাব হয়েছে, **যার যতটুকু ক্ষমতা, সাধ্য অনুসারে সামঞ্জস্য করে সেইভাবে চলতে হয়** ; মানুষ নিজে কর্ত্তা হয়ে অনেক স্থলে সত্যের অপব্যবহার করছে, ধর্ম্মার্থীদের সব সময় সতর্ক থাকা বিধেয়। সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে কখন কি করছি, আত্ম-অনুসন্ধান করা এই জন্য বিশেষ আবশ্যক। **মানব নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করছে, তাদের সংশোধন একমাত্র সদগুরুর উপর ছেড়ে দেবে, শান্তভাবে সব সময় থাকতে হয়, নির্লিপ্তভাবে কার্য্য করে যাবে।**

### ১৯শে আশ্বিন ১৩৫৮ (১৩)

কলির জীব এই অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর দেহ নিয়ে ব্যস্ত আছে, এ দেহ তো একদিন ছেড়ে যেতে হবে, জেনে শুনেও এর মমতা ত্যাগ করতে পারে না। কি নিয়ে ভুলে আছে একবারও চিন্তা করেনা। ষড়রিপুর বশ হয়ে সর্ব্বদা আমার আমার করে দিন কাটাচ্ছে, গোণা দিন ফুরিয়ে যাবে তখন কোন উপায় থাকবে না। এত বলা হচ্ছে শোনে না। **এই দেবদুর্লভ সাধন কত জন্মের তপস্যার ফলে জীব লাভ করেছে, কিন্তু সদগুরুর আদেশমত না চলায় কিছু জানতে পারলে না** ; জীবের এই পরিণাম দেখে মহাত্মারা নানা উপায়ে তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করছেন, আর মোহবদ্ধ মানব সত্য ভুলে অসত্যে রত হচ্ছে। কত উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, কত বলা হচ্ছে, কাল প্রভাবে ধরতে পারছে না। ঠিকমত সাধন না করে পথ হারিয়ে ফেলেছে।

### ২০শে আশ্বিন ১৩৫৮ (১৪)

**ভগবৎ উদ্দেশ্য ছাড়া কোন কার্য্য করা উচিত নয়। সর্ব্বদাই সতর্ক থাকতে হবে, শান্তভাব সাধকজীবনের ভিত্তিস্বরূপ, মন উচাটন চঞ্চল থাকলে কি করে নামে মগ্ন থাকবে।** সুপ্ত অবস্থা না হলে আত্মা-পরমাত্মার মিলন হয়না, **মনস্থির না হলে লীলা দর্শন হয়না।** সবই নিয়মের মধ্যে হচ্ছে, **সংসার আসক্তি যাদের বেশী, জোর করে ত্যাগ করবার চেষ্টা করতে হবে। তখন গুরু কৃপা করে সাহায্য করেন।** দিন দিন মানুষ সংসারমায়াতে বদ্ধ হয়ে তাতে ডুবে যাচ্ছে। নির্লিপ্তভাবে কর্ম্ম করে যাবে, বদ্ধ হবে না। **নামের স্বাদ পেলে তখন আর মন চঞ্চল হয় না, স্থির হয়ে গভীরভাবে ডুবে যায়। জীবকে এমন অমূল্য ধন দেওয়া হয়েছে, সদগুরুর আদেশমত চলে তাকে সার্থক করতে পারলে না।**

### ২১শে আশ্বিন (১৫)

এই সাধনের প্রধান উদ্দেশ্য কি কেউ বোঝে না,সংসার বুঝতে দেয় না, সর্ব্বদা আকর্ষণ করে। সদগুরুর আদেশমত আসক্তিহীন হয়ে নাম করলে পথ পায়। **বাসনা কামনা সব ত্যাগ করে গুরুকৃপা একমাত্র সম্বল করতে হবে। জীবনের পরিবর্ত্তন আনতে চেষ্টা থাকা চাই**, যে আবরণে সব বদ্ধ হয়ে আছে সরে গেলেই সত্য প্রকাশ হবে, **মন কোথায় বদ্ধ প্রত্যেক সময় লক্ষ্য রাখতে হবে।**

### ২২শে আশ্বিন (১৬)

সব স্থানেই আসল জিনিস ধরে নিতে হয়। বাহ্য কোলাহলে বেশী রত হয়ে পড়েছে, নানারূপ ভুল ধারণার বশে চলছে।

আমি - অনেকে বলেন ''আমাদের দীক্ষার আবশ্যক নেই'', সত্যই কি তাদের দীক্ষা দরকার নেই ?

**শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - প্রত্যেক মানবের দীক্ষার প্রয়োজন, সদগুরুদত্ত সাধন না পেলে, যতই পূজা অর্চ্চনা করুক ভুল করছে, পার্থিব জগতে মায়ার বন্ধনে বদ্ধ হয়ে আমার আমার করছে। সদগুরুদত্ত নামে সর্ব্বদাই তাঁর সেবা পূজা করতে হয়। যারা সাধন পায় নি তারা কি দিয়ে তাঁর আরাধনা করবে ? এই উপদেশগুলি ছাপা হয়ে বের হলে অনেকে উপকার পাবে।**

**২৩শে আশ্বিন ১৩৫৮ (১৭)**

জগতের কল্যাণের জন্য এই যে অমূল্য নাম মহাপ্রভু দিয়ে গিয়েছেন কিন্তু কাল প্রভাবে জীব মোহবদ্ধ হয়ে সে জিনিস চিনতে পারলে না। সাধারণের লেখা ধর্ম্মপুস্তক সকল শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হয়, অনেক স্থানে বহু মনগড়া কল্পনার সাহায্য নিয়ে লেখা হয়েছে। সাবধানের সহিত বিচার করে চলতে হয়। যেসব লেখায় ভগবৎ শক্তি নেই সেসব পাঠ প্রাণহীন মনে হবে। ভিতর স্পর্শ করবে না, সাধারণে বুঝতে পারবে না। এই যে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি সবাই ধরতে পারছে না। **আসক্তিহীন হয়ে, অনাসক্তভাবে , বাসনা কামনা সমস্ত ত্যাগ করে, সদগুরুর আদেশমত চললে তাঁর কৃপা লাভ করবার অধিকার পাবে।** প্রত্যেক কার্য্য নিয়ম মত হচ্ছে। শ্রীবৃন্দাবনে গিয়ে তোমাকে যেভাবে চলতে হয়েছে, সাধারণে পারবে না, মহাপ্রভুর কৃপা ছাড়া এ অবস্থা হয়না, যেরূপে যিনি যা প্রকাশ করে গিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কেউ সে জিনিস দিতে পারে না। **যতদিন না সদগুরুদত্ত সাধন লাভ হয় ততকাল এই পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি পাবার অধিকার হয় না। সাধন লাভ হলে তাঁর আদেশমত চলতে হয়, তবে সদগুরুর কৃপায় এই দুর্লভ ধনের অধিকারী হয়ে ব্রজমাধুর্য্যরস আস্বাদন করে।**

**২৪শে আশ্বিন (১৮)**

দয়া যেখানে ধর্ম্ম সেখানে, জীবে দয়া নামে রুচি, এই সত্য মহাপ্রভু প্রকাশ করে গিয়েছেন, পাঠ মুখস্থের মত সব করে যাচ্ছে, প্রকৃত তার উদ্দেশ্য বুঝে কেউ কি চলছে ? **নামে রুচি হলে তখন বাইরের কিছু ভাল লাগবে না। নামেই ডুবে থাকতে প্রাণ চাইবে, বাইরের কোলাহলে জ্বালা অনুভব হবে, যারা বাইরের অনুষ্ঠানে বদ্ধ, তাদের নাম সরে যাবে। নামের মত কেউ আপন নয়, যখন জীব মহা দুঃখে কষ্টে পড়ে, তখন নামকে একমাত্র সম্বল মনে হয়, নামের কৃপায় শান্তি লাভ করে। মনুষ্য জীবনে যারা একান্ত প্রিয়, নামকে তাদের চেয়েও আপন মনে করে গভীরভাবে ডুবতে হবে। সাধারণভাবে নাম করলে আসল জিনিস লাভ করতে বহু বিলম্ব হবে।** কলির জীব সত্য বস্তু চায় না, মিথ্যা সংসার নিয়ে তাতেই বদ্ধ হয়ে সময় নষ্ট করছে। নিজ নিজ কর্ম্মফল অনুযায়ী ভোগ হচ্ছে, চেষ্টা করে মায়ার বন্ধন কাটাতে হয়, সংসার আনন্দে ডুবে আছে, এ স্বপ্ন যেদিন ভাঙবে তখন আর উপায় থাকবে না, একটা জন্ম এই ভাবেই যাবে। **যতদিন না নামে রুচি হয় জানতে হবে, তাঁকে ভালবাসতে পারিনি, তাঁর সঙ্গে প্রেমে মিশে গেলে তখন কি ছেড়ে থাকা যায়, না বাইরের কোলাহল ভাল লাগে ?**

**২৫শে আশ্বিন ১৩৫৮ (১৯)**

শ্রীবৃন্দাবনলীলা দর্শন শ্রীরাধারাণীর কৃপা ছাড়া হয়না, শ্রীবৃন্দাবনে তোমাকে যে ব্রজমায়ী বলেছিলেন, ''নির্জ্জনমে ভজন কর, রাধারাণীকা কৃপা মিলেগা'' তিনি দেবী যোগমায়া পূর্ণমাসী, গোপীভাবে দেখা দিয়েছিলেন।

আমি - যখন ব্রজলীলা দর্শন করি তখন আমার ৮/৯ বছরের বালিকার মত মনে হত, এর মানে কি ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - শ্রীবৃন্দাবনলীলায় প্রবেশ করতে হলে বালিকা বেশেই যাবার অধিকার হয়। এ স্থুল দেহের সঙ্গে পার্থিব জগতের সম্বন্ধ, এ দেহ একমাত্র ভগবৎ ভজন করে জীব কৃতার্থ হয়, দেহ ছাড়া সাধন হয়না এইজন্য মহাত্মারা লীলারস আস্বাদনের জন্য দেহ ধারণ করেন। দেহকে নির্ম্মল পবিত্র ভাবে রাখতে হবে, মুনি-ঋষিরা কত কঠোর সাধন করে দেহমন্দিরে ভগবানের প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন; এখন জীব সেই দেহকে ভোগের উপাদান করে তুলছে, ভজন ছেড়ে ভোজনে বেশী রত হচ্ছে। সব কলির প্রভাব, **যারা সদগুরুর আশ্রয় পেয়েছে মাত্র চেষ্টার অভাবে অগ্রসর হতে পারছে না, এমন দুর্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়ে সদগুরুর কাছে সাধন পেয়ে যদি একভাবেই জীবন কাটলো তবে কি হলো, বিচার করে দেখা আবশ্যক** ; অবহেলা করে আদেশ পালনে অমনোযোগ, ভোগ-লালসার বৃদ্ধিতে মূল জিনিস হারিয়ে যাচ্ছে, একবার চিন্তাও করে না।

**২৬শে আশ্বিন ১৩৫৮ (২০)**

এইসব উপদেশ আবার যা দেওয়া হচ্ছে, ছাপানোর উপযুক্ত করে লিখতে বলো। **এই যে নাম সদগুরু দিয়ে গিয়েছেন শক্তিপূর্ণ। এতে জীবনের পরিবর্তন আসতেই হবে। তাঁর আদেশমত নাম করা চাই, প্রাণ ঢেলে কেউ ডাকে না, গুরু নাম করতে বলেছেন করছে, সংসার চিন্তাতেই মগ্ন হয়ে আছে।** ধর্ম্ম অনুষ্ঠান যারা করে বাহ্য ব্যাপারেই বেশী রত, মানব জীবন কতটুকু সময়ের জন্য, বাইরেই যদি দিন কেটে গেল কখন সাধন করবে। **যদি নাম করে অনুভূতি না হয়, জানতে হবে ঠিকমত নাম করা হচ্ছেনা।** গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থতে সবই বোঝান হয়েছে, পড়ে ধরতে পারেনা, নিষ্কামভাবে সব কর্ম্ম করতে হবে। **আমাদের এই সাধন গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ রাজযোগে যা বলেছেন সেই জিনিস, সব কর্ম্মই অনাসক্তভাবে করবে, যেখানে প্রতিষ্ঠা বিষবৎ পরিত্যাগ করবে।** বাইরের আড়ম্বর সাধারণের জন্য, **এই সাধন যারা পেয়েছে তাদেরকে গুরুর আদেশমত চলতে হবে , এখন সব নিজের মনমত করে কল্পনার সাহায্যে নানারূপ ব্যবস্থা করছে। সদগুরুর আদেশ, তাঁর আদর্শ সব ভুলে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী চলছে। এইসব অজ্ঞান জীব যাতে পথ পায়, তার জন্য নানাভাবে চেষ্টা হচ্ছে। এসব লিখে রাখ, প্রকাশ হলে কতক লোক ধরে নেবে।**

**২৭শে আশ্বিন ১৩৫৮ (২১)**

**ভক্তিগ্রন্থ প্রাণ ঢেলে পাঠ করতে হয়,** সংসারের আবহাওয়াতে মানুষ এত বদ্ধ হয়, বাইরেই দেখে, ভিতরে আর দৃষ্টি খোলে না। **শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্দে উদ্ধবকে যেসব উপদেশ শ্রীমুখে ভগবান দিয়েছেন সেইসব স্থান পড়তে হয়, শুধু পড়লে হবে না, সাধন মনে করে পড়তে হবে। সদগুরুদত্ত নামে ডুবতে পারলে পূজা, পাঠ কিছুই করার প্রয়োজন হয় না।** নামে ডুবতে পারে কৈ, দৃষ্টি খুলে গেলে সংসার আলগা হয়ে যাবে। যতক্ষন আমি কর্ত্তা, আমিই সব করছি এইভাব থাকে ততদিন সংসার চক্রে ঘুরপাক খেতে হয়, চেষ্টা থাকলে ক্রমে সহজ হয়ে যায়, যার যা কর্ম্মফল নিজ নিজ কর্ম্ম অনুসারে ভোগ করবে। মাত্র কর্ত্তব্য হিসাবে যেটুকু প্রয়োজন করে যাবে। মানুষ অহং ভাবেই সর্ব্বদা আমার আমার করে, কে কার, সব মায়ায় জড়িত হয়ে সত্য পথ ভুলে যাচ্ছে, জীবের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত আছি, এত ভ্রান্ত কিছুতেই চোখ মেলে দেখে না। এমন দেবদূর্লভ সদগুরুদত্ত সাধন পেয়েও মর্য্যাদা দিতে পারলে না। সংসার সুখকেই সার মনে করছে, **এইসব উপদেশ শক্তি দিয়ে এবার প্রকাশ করলাম, বার বার পড়তে পড়তে সমস্ত তত্ত্ব বুঝতে পারবে।** অনেক উপদেশ, অনেক ধর্ম্ম কথা পুস্তকে লেখা আছে বটে, তবে সব উপদেশে তো শক্তি সঞ্চার করা নেই, সেইজন্য সেসবে প্রাণ স্পর্শ করেনা। **কৃপা করে জীবের জন্য এইসব উপদেশ প্রচার করা হল বা এখনও হবে।**

**২৮শে আশ্বিন (২২)**

**মানুষের এখন অর্থাসক্তিই বেশী প্রবল হয়েছে, সেখানে ন্যায় অন্যায় নেই, বিচার নেই। অপব্যয় করাতে অভাব পূরণ করা অসাধ্য হয়েছে, ধর্ম্মজীবন লাভ করতে হলে আসক্তি ত্যাগ করতে হবে। মানুষ যা কামনা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে তিনি তা দেন, অর্থ,যশ,মান সবই ক্ষণস্থায়ী, সবাই তাই ই চায়, তাঁর দান ধরে নিতে পারেনা। ভগবান ধরা দিতে চান, মানুষ নিতে পারে না। সকলেই নিজ নিজ কর্ম্ম অনুসারে চলছে, কত সুযোগ চলে যায়, আর সেদিন আসেনা। কারও কারও একটা জন্মই এভাবে কেটে যায়, যার অর্থ নিঃস্বার্থভাবে ভগবৎ উদ্দেশ্যে ব্যয় হয় তার সৌভাগ্য ,সেসব ভগবান গ্রহণ করেন, মানুষ জেনেও জানতে চায় না।**

**২৯শে আশ্বিন ১৩৫৮ (২৩)**

এই সদগুরুদত্ত সাধন পেয়েও যারা মায়াতে , ভোগে বদ্ধ হয়ে আছে, তারা ঠিক আদেশমত চলে না ; আজ্ঞা লঙ্ঘনের অপরাধে পড়ে যায়। সত্যবস্তু লাভ করতে হলে সত্য পথে চলতে হবে। মনগড়া কল্পনা নিয়ে যারা আছে, তাদের কাছে সত্য প্রকাশ হতে বহু বিলম্ব হবে। **বাহ্য আনন্দের সুখ ক্ষণিক, নামানন্দে মগ্ন হতে পারলে তখন আর কিছুতেই বদ্ধ হবে না, সব তত্ত্বই ভিতরে স্ফূরণ হবে, ভাব কল্পনা এসব আমাদের সাধনের পক্ষে বিষবৎ পরিত্যাগ করতে হবে। খাঁটি হতে হবে। আসক্তি বন্ধনের মূল, তাকে ছেদন করার একমাত্র উপায় সদগুরুদত্ত নাম সাধন ও আদেশ পালন।** সংসার চিন্তাতেই ষোল আনা মন পড়ে আছে , ভগবৎ চিন্তার সময় কৈ ! **সব ভার সদগুরুর উপর ছেড়ে দিতে হয়, তখন তিনি ইহকাল পরকাল সবই গ্রহণ করেন, ব্যাকুল হয়ে তাঁর কৃপা চাইতে হয়, সর্ব্বদা সমস্ত মনটিকে তাঁর চরণে ফেলে**

**রেখে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা মনটি চরণে আছে কি না ? চেষ্টা করতে করতে মন বশ হয়ে যায়, চেষ্টা কারও নেই। এ সাধনের প্রত্যেকটি নিয়ম পালন করতে হবে, তা তো কেউ করবে না, সব ফাঁকি দিয়ে সারতে চায়, এ পথে গোঁজামিল চলে না।** ত্রিকালদর্শী ঋষিদের তপস্যালব্ধ অমূল্য সম্পদ, তাঁদের পন্থা অনুসরণ করে চলতে হয়।

### ৩০শে আশ্বিন ১৩৫৮ (২৪)

প্রত্যেক স্থানেই অনুষ্ঠান বেড়েছে, সনাতন ধর্ম্ম ঋষিদের সময় হতে ভারতে প্রচলিত। তাঁরা নিজ নিজ আশ্রমে ভগবৎ সাধনে মগ্ন হয়ে সেই পুরুষোত্তমের আরাধনা করতেন, সেখানে শান্তি, ক্ষমা, দয়া, ধর্ম্মে সেই পবিত্রস্থান পূর্ণ থাকতো। এখন কলির প্রভাবে সেসব গোপন হয়ে গিয়েছে, আছে সবই, মানুষ তার মর্য্যাদা দিতে পারেনা, তাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালে সাধনে মগ্ন আছেন । বাহ্য ব্যাপারে বেশী মন দিলে তাতেই বদ্ধ হয়ে যায়, সেইজন্য এই কলিযুগে মহাপ্রভু কেবলমাত্র হরিনাম মহামন্ত্রে জীবের উদ্ধারের ব্যবস্থা করে গিয়েছেন, সদগুরু এসে সেই নাম শক্তিপূর্ণ করে জগতে অকাতরে বিলিয়ে গেলেন, কিন্তু ধরে নিতে পারলে না। যে স্বাধীনতাটুকু মানুষকে দিয়েছেন তাতেই সে নিজে কর্ত্তা সেজে নানারূপ মত, পথ বের করছে, ভক্তির নাম গন্ধও নেই। বাহ্য কোলাহল, প্রতিষ্ঠা, আত্মপ্রশংসা এই সবের বশবর্ত্তী হয়ে তাতেই বদ্ধ হচ্ছে। আসল জিনিসের আর সন্ধান পেলে না। সদগুরুর আদেশমত চললে সময়ে পথের সন্ধান পায় কিন্তু জীব অহংভাবে এত মত্ত হয়েছে, মনগড়া কল্পনা নিয়ে সদগুরুর আদেশ ভুলে গিয়েছে। একান্তভাবে গুরুর শরণাগত হয়ে নাম করতে হবে যাতে প্রাণ স্পর্শ করে, নামে আসক্তি হয়। যে জিনিস ছেড়ে থাকা যায়না তারই নাম আসক্তি, অনেক জিনিস আছে না পেলে কষ্ট হয়, কিন্তু কৈ নাম করতে না পেলে তো প্রাণে যাতনা হয়না। যাদের সেভাবে কষ্ট হয় তারা নামের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, নামে আসক্তি হয়েছে জানতে হবে। এ যাদের হয়না, নাম করতে হবে বলে করে তারা বহুদূরে আছে, নামের সঙ্গ হয়নি। নাম নামী এক, নাম ঠিকমত করলে নামীকে পাবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হবে। শ্রীবৃন্দাবনে যখন পূর্ণমাসী যোগমায়া শ্রীরাধারাণীর প্রাণে কৃষ্ণনাম বীজ রোপন করলেন, নাম পেয়েই তিনি কৃষ্ণ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, যতদিন না হৃদয় মাঝে পেলেন ততদিন অস্থির হয়ে সেই নাম, সেই ধ্যান , সর্ব্বদা তাতেই বিভোর হয়ে থাকলেন। আমাদের এই সাধন সেই পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ করবার পথ, সেই ভাবে সাধন প্রণালীর দীক্ষা দেওয়া হয়েছে, কলির জীব নিতে পারলে না। মহাপ্রভু নিয়ে পেয়ে আস্বাদন করে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন, জীবের দুঃখে কাতর হয়ে অমূল্য রত্ন বিলিয়ে গেলেন, তাঁর কৃপায় কেউ কেউ পেয়ে জীবন সার্থক করে চলে গিয়েছেন। এখনও মহাপ্রভু সেই জিনিস দেবার জন্য নরনারীকে আহ্বান করছেন, তারা সংসার মায়ায় বদ্ধ, সে ডাক শুনেও শুনছে না। বড়ই পরিতাপের কথা, সত্য ছেড়ে অসত্যে রত হচ্ছে। এইসব উপদেশ পড়ে লোকের সত্য ধর্ম্ম জেগে উঠুক।

### ৩১শে আশ্বিন (২৫)

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - প্রাণ ঢেলে যা করবে তাতেই সত্য প্রকাশ হবে, বাসনা কামনা নিয়েই সবাই ধর্ম্ম কার্য্য করে, এই করলে এই ফল হবে এই ভাবে। নিঃস্বার্থ ভাবে কামনা শূন্য হয়ে ডাকতে পারে না, সেইজন্য সংসারেই বদ্ধ হয়ে যায়, যেখানে শোক, দুঃখ, অভাব , নানারূপ ব্যাধির প্রকোপ, সেইসব জ্বালা পেতে হয়। অনাসক্তভাবে থাকতে পারলে কোন তাপই থাকে না। এই সদগুরুদত্ত সাধনে তাঁর আদেশমত করলে সবই লাভ হয়, তোমাকে তো পথ দেখান হচ্ছে, জীবন্ত সত্যধর্ম্ম, জীব সত্য বস্তু নিতে পারছে না, মায়াতে বদ্ধ হয়ে আমার আমার করছে। একটা দিক নিয়ে ভুলে আছে যেখানে মিথ্যা তার মায়াজাল বিস্তার করে জগতকে ভুলিয়ে রেখেছে, সেই সত্যস্বরূপ আনন্দধামের আর দর্শন পেলে না, চেষ্টার অভাবে ।

### ১লা কার্ত্তিক (২৬)

মানুষ সংসারের সেবায় অকাতরে ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয়না, সমস্ত জীবনই তাই করে যায়, সৎকার্য্যে ব্যয় করার সুযোগ জীবনে সকলের আসেনা, যার আসে তার উপর অসীম কৃপা জানতে হবে। সংসারে যখন মানুষ জন্মগ্রহণ করে, সব বিষয়ে রিক্ত হয়ে- পরমহংস অবস্থার মধ্যে আসে, আবার যখন মানুষ চলে যায় সেই অবস্থার মধ্যে সমস্ত ফেলে দিয়ে নিঃসম্বল হয়ে চলে যায়, যা কিছু এখানে এসে লাভ হয় সবই ভগবদ দত্ত, তাঁর দেওয়া অর্থে তাঁর কার্য্য হলে অর্থ সার্থক হয়। বিদ্যা, যশ, মান , অর্থ কিছুই সঙ্গে আসেনা আবার কিছুই সঙ্গে যাবেনা। তাঁর দেওয়া জিনিস অপব্যয় করতে যখন সংকোচ আসেনা তাঁর আদেশমত সৎকার্য্যে

ব্যয় করার সময় সংকোচ করা উচিত নয়। যেখানে অপব্যয় সেখানে হিসাবের প্রয়োজন। সদগুরুর উপর সব ছেড়ে দিতে পারলে কোন অভাব হয় না। ভগবৎ আদেশ বিনা বিচারে পালন করতে হয়, আমি করছি এভাব ত্যাগ করতে হবে। ভগবৎ ইচ্ছায় যে কার্য্য হয় অর্থ কোনরকমে জোগাড় হয়ে যায়, ঋণ করে করলেও শোধ হয়ে যায়, তাঁর কার্য্যে যা ঋণ হয় সে ঋণ তিনিই শোধ করেন, যে চায়না তাকেও কোন রকমে দিয়ে দেন।

**২রা কার্ত্তিক ১৩৫৮ (২৭)**

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - এই অবিশ্বাসের যুগে প্রায় সকলেই বিশ্বাসহীন হয়ে পড়েছে, সেইসব অজ্ঞানতা দূর করবার জন্য এবার অনেক সহজভাবে, সরল ভাষায় এইসব উপদেশ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। .......কে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হল , ও নিজের প্রতিষ্ঠা চায় না, ভক্তির সঙ্গে আদেশ পালনে খুব আগ্রহ আছে। প্রতিষ্ঠার জন্য লোকে কি না করছে, এই সূক্ষ্ম বিচারে ও জয়লাভ করল, ওর সামনে তো যশের প্রলোভন ধরে দেওয়া হল কিন্তু সে সেখানে সত্যকে বড় করে সে প্রলোভন থেকে মুক্ত হল এইভাবে সূক্ষ্ম বিচার করে সবসময় চলতে হয়, সবাই কি তা পারে, মানুষ যশের কাঙাল, কত মিথ্যা কল্পনা দিয়ে যশ অর্জ্জন করছে। এমন কত লোক আছে যারা জ্ঞানদাতা, মন্ত্রদাতা গুরুকে সরিয়ে নিজে গুরু হয়ে তাঁর স্থান অধিকার করে বসেছে, প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ সত্য ত্যাগ করে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে। গুরু-শিষ্য সংবাদখানি আর এইসব উপদেশ প্রকাশ হলে সত্য বস্তুর সন্ধান আবার মানুষ পাবে, নিতান্ত দুর্ভাগ্য যাদের তারাই অবিশ্বাস করে এই দুর্লভ রত্ন থেকে বঞ্চিত হবে। যারা সদগুরুর কৃপা লাভ করেছে তাদের কাছে মিথ্যার স্থান নেই তারা সদগুরুর উপর সমস্ত ভার দিয়ে পরমানন্দে আছে। দেবতারাও এ অবস্থা লাভ করেন না।

**৩রা কার্ত্তিক (২৮)**

এই যে সনাতন ধর্ম্ম ঋষিদের মধ্যে চার যুগেই বর্ত্তমান আছে। কলির প্রভাবে আকৃষ্ট হয়ে কলিযুগের জীব এই সনাতন ধর্ম্মের মর্য্যাদা দিতে পারছে না, এমন বহুলোক আছে তারা এসব উপহাস করে উড়িয়ে দেয়, কাল উপযোগী ব্যবস্থা করতে হয়েছে, শিক্ষা বিভাগের মধ্যে দিয়ে প্রচার করা। বাহ্য আড়ম্বর এত বেশী হয়েছে, আসল সত্য চাপা পড়ে যাচ্ছে। সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই বাহ্য অনুষ্ঠান দিন দিন বাড়ছে, তাই লোক চায়, বসে নাম করাই তাদের কষ্ট, **এই যে আমাদের সাধন, দীক্ষা দেবার সময় কি বলা হয়েছিল ? কয়েকটি আদেশ পালন করা আর নামের সহায়তার জন্য প্রাণায়াম ও কুম্ভক করা, যখন নাম করতে না পারবে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করা, তার বেশী কিছুই বলা হয়নি,** নিজ নিজ মন মত করে কতকগুলি ভাব নিয়ে সব চলছে।

মহাপ্রভুও জীবের জন্য নিজে তাই করে সেই আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন। এখন লোকের প্রধান কার্য্য প্রকৃত যাতে ধর্ম্ম লাভ হয় সেইমত সদাচারী হয়ে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করে সত্যপথে চলা।

কতকগুলি মঠ আশ্রম করে কেবল কলহের সৃষ্টি করছে, দলাদলির ভাব ঢুকছে। যেখানে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে সে স্থান সর্ব্বদা শান্তিপূর্ণ রাখতে হয়। আসল পূজা গুরুদত্ত নামে। বাহ্য যেটুকু করা বিশেষ প্রয়োজন সাত্ত্বিক ভাবে ভক্তির সঙ্গে করতে হয়। নিষ্ঠাবান হয়ে প্রাণ ঢেলে তাঁর সেবাকার্য্য করতে হয়।

**৪ঠা কার্ত্তিক ১৩৫৮ (২৯)**

এই ধর্ম্মজগতে যারা ধর্ম্মকে আশ্রয় করে আছে, কালে তারা সেই অপার্থিব আনন্দের অধিকারী হবে, দুঃখ-কষ্ট যতই হোক জীব যদি ধর্ম্মপথে চলে তার কখনও বিনাশ নেই, সুখ দুঃখ মনোবিকার মাত্র। দেহের সঙ্গে মাত্র সম্বন্ধ, সুখ দুঃখের অতীত যে আত্মা, অজর অমর, সদগুরুর কৃপায় পরমাত্মার সহিত যোগ হয়ে নাম সমাধিতে ডুবে থাকেন। এই সাধন গুরু আদেশমত করে যেতে হয়। মনগড়া মনমত একটা পথ তৈরী করে নিয়ে যারা চলছে তারা এ জিনিষের সন্ধান কোথায় পাবে। সদগুরু ভান্ডার উজাড় করে প্রেমভক্তি দিবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন, নেবার লোক নেই। কল্পনার বশবর্ত্তী হয়ে নানা ভ্রমে পড়ে যাচ্ছে। ভাব, কল্পনা, বাহ্য অনুষ্ঠান, গৈরিক ধারণ এসব আমাদের এপথে একেবারে বর্জ্জন করতে হবে। ঋষিদের আদর্শ নিয়ে চলতে হবে। জীবন ধারণের জন্য সাত্ত্বিক খাদ্য যথেষ্ট আছে, যাতে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে। মানুষ রজোগুণী হয়ে রাজসিক আহারে বেশী আকৃষ্ট হচ্ছে। অবস্থা অনুযায়ী খাদ্য সকলের জন্যই ব্যবস্থা আছে, চেষ্টা থাকা চাই। আহারের অনাচারে শরীরে রোগের উৎপত্তি হয়। যারা সাধন পথ ধরে আছে তাদের কোনমতেই সহ্য হবে না,

সাধন না করলে কিছুই বোঝা যায়না। মন যেমন নামে নির্ম্মল হয় শরীর তেমন খাদ্য বিশেষে নির্ম্মল হয়, বাহ্য অন্তর দুইই শুদ্ধ রাখতে হবে, তা তো এখন করছে না, নামের কৃপা কি করে জানতে পারবে । অহংভাব থাকতে কিছু লাভ হয়না, আমিত্ব ছাড়তে হবে চেষ্টা থাকা চাই, প্রত্যেক কার্য্যে বিচার চাই, যারা সাধন পেয়েছে তাদের সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে, আমার নিজের কোন স্বাধীনতা নেই, সদগুরুর আদেশমত চলতে হবে। নিজে কর্ত্তা হয়ে সব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠাতে এত আসক্ত হয়ে গিয়েছে বিচার করার শক্তি নেই, শক্তিপূর্ণ নাম করলে কলির প্রভাব স্পর্শ করতে পারে না। আদেশ অনুযায়ী চলতে হয়, সদগুরু নিজে যা আদেশ করে গিয়েছেন সেইটি সাধন পথে প্রধান লক্ষ্য করতে হয়।

## ৫ই কার্ত্তিক (৩০)

নিয়ম অনুযায়ী সব কাজ করতে হয়। ভগবান যখনই যে অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই অবতারেই যে উদ্দেশ্যে এসেছেন সময় উপযোগী সেই কার্য্য করেছেন। মহাপ্রভু জীবের দুঃখে কাতর হয়ে হরিনাম মহামন্ত্র জগতে বিলিয়ে গেলেন, সবাই নিতে পারলে না, তখন সদগুরু এসে সেই অমূল্য রত্ন শক্তিসঞ্চার করে ত্রিতাপদগ্ধ নরনারীকে বিতরণ করলেন, কিন্তু সকলের ক্ষেত্র তৈরী না থাকায় তারা এই সাধনের মূল প্রেমভক্তি আস্বাদনের অধিকার লাভ করল না। সাধন অভাবে সব চাপা পড়ে গেল। আবার সেই শক্তি জাগাবার জন্য এইসব উপদেশ সদগুরু কৃপা করে শক্তিসঞ্চার করে প্রচার করলেন। বহুলোক এবার কৃপালাভের অধিকারী হবে। কত কঠোর সাধন করে ঋষিরা এই সত্যধর্ম্ম প্রাণে অনুভব করে প্রকাশ করে গিয়েছেন, আর সেই অমূল্য রত্ন পেয়ে জীব সাধন করে জাগাতে পারলে না। আদেশমত সাধন করতে হবে, তবে এই সাধনের সমস্ত তত্ত্ব উপলব্ধি করবে। দেহপ্রাণ পাত করতে হবে, নিজেকে বশ করে সত্যপথে চলতে হবে। কল্পনা বা মিথ্যার আশ্রয় পরিত্যাগ করতে হবে, নিয়ম মত চললে সব বুঝতে পারবে।

## ৬ই কার্ত্তিক ১৩৫৮ (৩১)

এইসব উপদেশ বাহির হয়ে গেলে ক্রমে লোকের বিশ্বাস আসবে, যারা ভগবৎ বিশ্বাসী তারা তো বিশ্বাস করবেই। এই যে সদগুরুর সাধন গুরু অনুগত হয়ে তাঁর আদেশমত চলতে হয়। এই সাধনের প্রধান লক্ষ্য পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ, ভগবৎ লীলা দর্শন, ব্রজ মাধুর্য্য সম্ভোগ,সবই সাধক লাভ করবে। ঠিকমত ক্ষেত্র তৈরী না থাকায় বুঝতে পারছে না, ত্যাগ বৈরাগ্য এই দুটিই বিশেষভাবে পালন করতে হবে। এমন অমূল্য রত্ন পেয়ে তাঁর কৃপালাভ করতে পারলে না। অহংভাব জীবের বিশেষ অনিষ্টকারী, নিজের কোন ক্ষমতা নেই, সবই ভগবৎ ইচ্ছায় সম্পাদিত হচ্ছে, মিথ্যা মোহে বদ্ধ হয়ে দিন কাটাচ্ছে। একটা নিয়ম ঠিক রাখতে হয়, যেসময় যা করতে হবে, সময় নির্দ্ধারিত থাকলে ঠিক সেইসময় সে কার্য্য করবার প্রবল ইচ্ছা হয়, তেমনি যাদের মন অস্থির তারা সেইমত সময় ঠিক করে সাধন করলে উপকার পাবে। কর্ম্ম করলেও মনকে নামে যুক্ত রাখতে হবে, বৃথা সময় নষ্ট না হয়, বাজে কথা বলা, বাজে গল্প করা একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত, দূর্লভ সময় বৃথা সব নষ্ট করছে, একবারও চিন্তা করেনা। ক্ষণভঙ্গুর দেহ লইয়াই সব ব্যস্ত। অনিত্য সম্পদের জন্য মানুষ সারাজীবন খাটছে কিন্তু যাহা নিত্য সত্য চিরস্থায়ী সেই অমূল্য নাম সদগুরুর আদেশের সঙ্গে পালন করতে পারছে না। গুরু আজ্ঞা মনে করে চেষ্টা করতে হবে। মহাপ্রভুর ভক্তরা কত কঠোর নিয়ম পালন করতেন, এখন তার কোন আদর্শ ধরে কেউ চলছে না। সব মনমত নতুন মত সৃষ্টি করে সেইমত চলছে অপরকেও তাই শিক্ষা দিচ্ছে। মহাপ্রভুর প্রত্যেক আজ্ঞা তাঁর আদর্শ মেনে চলা, বিশেষ আবশ্যক। এখন সব কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করছে, ফল ভয়াবহ, পরিণামে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয়। অজানিত অপরাধের ফল ভোগ করতে হয়, আর ইচ্ছাকৃত যে অপরাধ তার শাস্তি পেতেই হবে। মানুষ নিজেই নিজেকে বঞ্চনা করে ফাঁকি দিচ্ছে, বড়ই দুঃখ হয়, যে জীবের জন্য বার বার জন্মগ্রহণ করে তাদের উদ্ধারের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে, তারা কলির প্রভাবে অধর্ম্মে রত হয়ে সত্যপথ চিনতে পারলে না।

## ৭ই কার্ত্তিক (৩২)

................. পঞ্চযজ্ঞ ............... প্রত্যেক সংসারীর প্রত্যেকদিন করা উচিত। গুরু-শিষ্য সংবাদের প্রত্যেক কথাটি মূল্যবান, গভীরভাবে মন দিয়ে পড়তে হবে। গুরুকৃপা যাদের আছে তারা বুঝতে পারবে, সাধারণের পক্ষে কিছু কঠিন মনে হবে। এইসব উপদেশ যাহা ছাপানোর ব্যবস্থা হচ্ছে সকলেই বুঝতে পারবে, ভাগ্যহীনরা অবিশ্বাস করে এ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে। ভগবৎ

ভক্তি লাভ করতে হলে সত্যপথে চলতে হয়। সদগুরুদত্ত সাধন ছাড়া কেউ সৎচিৎ আনন্দময়ের দর্শন পায়না। নিয়মমত সদগুরুর আদেশ পালন করতে হয়। এখন অনেকেই গুরু আদেশ লঙ্ঘন করে কল্পনার আশ্রয় নিয়ে নিজ নিজ নতুন মত প্রচার করছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নব কলেবর ধারণ করেছে। ঋষিদের সেই তপস্যালব্ধ পথ কোথায় ভেসে গিয়েছে, শাস্ত্র অমান্য করে নিজেরা পান্ডিত্য প্রকাশ করেছে, এইসব করাতে সত্য গোপন হয়ে মিথ্যার প্রাদূর্ভাব বৃদ্ধি হচ্ছে শীঘ্র প্রতিকার আবশ্যক হওয়াতে নানারূপ ব্যবস্থার আয়োজন হচ্ছে। বাংলা দেশেই বেশীলোক সত্যপথ ত্যাগ করে প্রতিষ্ঠাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। ধর্মের নামে যা কিছু করছে সবের ভিতরে গলদ আছে। সেই পবিত্র মহান ধর্ম্ম যাহা মহাপ্রভু জীবকে অকাতরে দিয়ে গিয়েছেন মানুষ তার সে শিক্ষা, সে উপদেশ ধরে নিতে পারলে না। ধর্ম্মের স্থানেও বিলাসিতা ও নানারূপ ভোগের ব্যবস্থায় বড় বড় আশ্রম ও মঠকে স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত করেছে। নিয়মমত ধর্ম্ম আলোচনার কোন ব্যবস্থা নেই। পুরাকালে ঋষিদের আশ্রমে কিভাবে তাঁরা নিয়মের মধ্যে সমস্ত পরিচালনা করতেন, প্রত্যেক কাজের সময় নির্দিষ্ট ছিল, শৃঙ্খলার সহিত সব কার্য্য সমাধা হত, এখন যত মত তত পথ বাহির হয়েছে। বড় দুঃসময়, খুব সাবধান হয়ে চলতে হবে।

### ৮ই কার্ত্তিক ১৩৫৮ (৩৩)

হৃদয়মন্দিরে ইষ্টমন্ত্রে যে পূজা সেইই শ্রেষ্ঠ পূজা, মন স্থির করে সদগুরুদত্ত নামে ডুবতে হয়, আদেশমত নামসাধন করতে হয়।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - যাদের আদেশ পালনে আন্তরিক চেষ্টা আছে, করে উঠতে পারে না, সমস্ত ছেড়ে দিয়ে শরণাগত হয়ে কাতরে প্রার্থনা করতে হয়, অহংভাব নিয়ে যারা চলে তাদের অপরাধ হয় শাস্তিও ভোগ করতে হয়। মানুষের নিজের শক্তি কিছুই নেই সবই ভগবৎ ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়, যারা এই সাধন পেয়েছে সমস্ত নিয়মও তারা জানে, সেইমত না চলে নিজের ইচ্ছামত যারা চলছে তারা আদেশ পালনে অবহেলা করে অপরাধ করছে। এই ধর্ম্ম জগতে যাদের দ্বারা ভগবৎ কার্য্য সম্পন্ন করানো হয় তারা তাঁর আদেশই পালন করছে। অন্তরের সঙ্গে যোগ থাকাই সাধন, যা করবে সবই তাঁকে মনে করে তাঁর আদেশ মনে করে করবে। নিজের ইচ্ছায় যা করা হয় সেই হল বন্ধন, ভগবৎ ইচ্ছায় যা করা হয় তাঁর কার্য্যই করা হয়। আধার সকলের সমান নয়, অবস্থা অনুসারে চলতে হয়। যে যে কাজের জন্য এখানে এসেছে সেই কাজই প্রাণ ঢেলে করতে হবে। সাধকদের ভিন্ন ভিন্ন পথ, সকলের একরকম নয়। সমস্ত আসক্তিশূন্য হয়ে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করে সর্বদা আদেশ পালনে রত থাকতে হয়। এক এক জনের উপর এক এক কাজের ভার আছে সেই কার্য্যই সাধন মনে করে করতে হবে। নাম ধরে সর্ব্বদাই চলবে এভাবে চলতে চলতে সবই লাভ হবে।

### ৯ই কার্ত্তিক (৩৪)

জীব সামান্য একটু স্বাধীনভাব পেয়ে অযথাভাবে তার অপব্যবহার করছে, কলির প্রভাবে জীবের পরিণাম শোচনীয় হবে জেনেই মহাপ্রভু হরিনাম প্রচার করে গেলেন, এমনি ভাগ্যহীন মানব সবাই সে জিনিস পেয়েও নিতে পারলে না। কর্ম্মফলে বদ্ধ হয়ে পথ হারিয়ে ভুল পথে চলছে। যেখানেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কলির প্রাদূর্ভাবে সবাই অহংভাবে মত্ত হয়ে পড়েছে। আসল বস্তু যেখানে, সেখানে কলির অধিকার নেই। সত্য মিথ্যা সব প্রকাশ হয়। সেইজন্য সবসময় বলা হচ্ছে ঋষিদের পথ অনুযায়ী চলতে, সত্যের সন্ধান তাঁরাই দিয়ে গিয়েছেন যা কঠোর তপস্যা করে তাঁরা লাভ করেছিলেন, ঋষিরা জীবের দুঃখ নিবারণের চেষ্টায় সর্ব্বদাই রত আছেন, নানা উপায় করে গিয়েছেন এখনও করছেন। মানুষ সে পথ ধরতে পারছে না। যেখানে বাহ্য আড়ম্বর নানারূপ ভোজবাজীর ক্রীড়ায় দর্শকের মন মোহিত করছে, সেখানেই সব ছুটে চলছে, বিচার শক্তির একেবারেই অভাব। ঋষিদের পথ কি এই ; সেখানে মানুষকে যেভাবে তাঁরা শিক্ষা

দিয়েছিলেন সত্য, ধর্ম্ম, দয়া, অহিংসা মন্ত্রে তাদের ক্ষেত্র তৈরী করে ব্রহ্মবিদ্যা দান করতেন। ভারতবর্ষ অমূল্য সম্পদের ভান্ডার, ভক্তিধন দিয়ে কিনতে হয়, ফাঁকিতে এ বস্তু লাভ হয়না। এখন যেমন লোক ঠকানো ব্যবসা ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে চলছে তাতেই লোক মুগ্ধ হচ্ছে।

## ১০ই কার্ত্তিক ১৩৫৮ (৩৫)

সদগুরুদত্ত সাধন যারা সেইসময় পেয়ে তাঁর সঙ্গ করছিল অন্তরঙ্গ কতকগুলি ভক্ত তাঁর কৃপা লাভ করে চলে গেছে, তাদের আর জন্ম হবে না। যাদের এই প্রথম সাধন লাভ হল তাদের এখনও দু-জন্ম আসতে হবে, সেইমত লোকের সংখ্যাই বেশী যারা এখন বর্ত্তমান আছে। নিয়মমত সব কাজ করতে হয়, ফাঁকি দিয়ে ধর্ম্মলাভ হয় না। সদগুরুর হাতেই তাদের পাপ পূণ্যের বিচার হয়। তাঁর প্রত্যেক উপদেশ হৃদয় মাঝে গেঁথে নিয়ে সেইমত চলতে হবে, মনগড়া কল্পনা নিয়ে যারা তাঁর আদেশ অবহেলা করছে, তারা কি করে কৃপালাভ করবে ? ধর্ম্মরাজ্যের নিয়ম বড়ই কঠিন, সম্পূর্ণ ত্যাগের পথ। ঋষিবাক্য স্মরণ করে তাঁদের আদর্শমত তৈরী হতে হবে। প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয় বিচারের দ্বারা নির্ণয় করে চলতে হয় । কেউ কিছু করছে না। অনাচারে দেশ ছেয়ে গেল, পূর্বে অনেক বলা হয়েছে, বক্তৃতা-উপদেশখানি পড়ে পড়ে দেখতে হয় নিজের কোথায় ত্রুটি রয়ে গিয়েছে, মন দিয়ে পড়লে নিজের ভুল ধরা পড়ে, মানুষ নিজের দোষ চাপা দিয়ে চলে, জেনেও জানতে চায়না, কি করে আনন্দ পাবে ; হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, অহংভাব এসব নিয়ে কি ভগবৎ আরাধনা হয় ? এসব মন থেকে দূর করতে হবে। ভোগের পথে চলে সব অন্ধ হয়ে গিয়েছে, সত্যের আলো দেখতে পাচ্ছে না।

## ১১ই কার্ত্তিক (৩৬)

এই সত্যধর্ম্ম রক্ষার জন্য নানা উপায় করা হচ্ছে , যারা প্রকৃত সত্যধর্ম্ম চায় বিনয়ী সদাচার রক্ষিত ভগবৎবিশ্বাসী এরা কলির প্রভাব কাটিয়ে পথ পাবে। যারা অহংভাবে সর্ব্বদা মত্ত কল্পনা নিয়ে আছে , প্রতিষ্ঠার বশীভূত এসব স্থান কালে ধ্বংস হয়ে যাবে। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শঠতা করে যারা ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্মের সৃষ্টি করে নানা সম্প্রদায় গড়ে তুলেছে, এসব কিছুই থাকবে না, একমাত্র সত্য রক্ষা পাবে, মহাপ্রলয়েও তার বিনাশ হবেনা। যেসব পুস্তকে খাঁটি সত্যধর্ম্ম আছে সেইগুলিই থাকবে, সেইজন্য এখন মহাপ্রভু সত্যপ্রচারের আদেশ প্রদান করেছেন। সমস্ত নরনারী আবার জেগে উঠে সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করে তার জন্য এসব উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। সত্য ধরে অনুসন্ধান করলেই মিথ্যার আবরণ সরে যাবে। কামিনী-কাঞ্চন এই দুটিই পতনের মূল, ধর্ম্মার্থীদের খুব সাবধানে চলতে হয়, নাম ধরে থাকলে কোন ভয় নেই। ভোগে রত হয়ে আসল বস্তু হারিয়ে ফেলেছে, সকলকেই ত্যাগের পথ নিতে হবে। সত্যধর্ম্ম আবার জাগাতে হবে, মহাপ্রভু নিজে আদেশ করছেন। কলির জীবের মহা সৌভাগ্য একমাত্র হরিনাম দিয়ে তাদের উদ্ধারের পথ করে দিয়ে গিয়েছেন, তার মধ্যে যে কতবড় সত্য রেখে গিয়েছেন তা কেউ ধরতে পারেনা, তার মূল উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে ভ্রমে পতিত হচ্ছে। নাম শক্তিপূর্ণ হওয়া চাই, তার সঙ্গে ত্যাগ-বৈরাগ্য চাই, নামকে মনের সঙ্গে যোগ করতে হবে। সব অপেক্ষা বেশি অনিষ্টকারী হচ্ছে যেখানে কল্পিত ধর্ম্ম ধর্ম্মের নামে প্রচার করা হচ্ছে। যেমন অন্ধকারে পথ চললে গর্ত্তে পড়ে যেতে হয় তেমনি ধর্ম্মের পথও দেখেশুনে ঋষিদের পথ অনুযায়ী মিলিয়ে দেখে চলতে হয়, সেভাবে না চললেই গর্ত্তে পড়ার মত হয়। বিচার করে কাজ করতে করতে বোঝার শক্তি আসে তখন সত্য মিথ্যা ধরা পড়ে।

## ১২ই কার্ত্তিক (৩৭)

ধর্ম্মের এত অবমাননা হচ্ছে চারিদিকে চেয়ে দেখলে দেখতে পাবে। এই যে গেরুয়া বস্ত্র যোগ বস্ত্র, ঋষিরা যাহা মন্ত্রপূত করে ধারণ করার ব্যবস্থা দিয়ে গিয়েছেন, গৃহস্থদের ব্যবহার একেবারে নিষেধ করে গিয়েছেন, এখন তার কোন মর্য্যাদা নেই, একখানা গেরুয়া ছাপিয়ে পরে সাধুর বেশ ধরছে ভ্রান্ত লোক বুঝতে না পেরে তাতেই আকৃষ্ট হচ্ছে। মহাপ্রভুও বলে গিয়েছেন সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করলে তবে গেরুয়া ধারণ করবার অধিকার হয়, এখন পথেঘাটে সব গেরুয়া পরে বেড়াচ্ছে, আমাদের এই সাধনে গেরুয়া পরা নিষেধ। শ্রীবৃন্দাবনলীলা মহাপ্রভু নিজে সম্ভোগ করে প্রকাশ করলেন কিন্তু পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি মাত্র চারজনকে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রূপে দ্বাপরলীলা করলেন, তখন কিছুই প্রকাশ হলনা, আবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতার গ্রহণ করে সেইসব স্থান ভক্তের দ্বারা শক্তিসঞ্চার করে প্রকাশ করে প্রচার করলেন। তখন এই পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তি গোপন রইল, আবার সদগুরুরূপে এসে সেই জিনিষ বিতরণ করলেন কিন্তু তপস্যা না থাকায় সকলে ধরে নিতে পারলে না , বীজ পড়ে রইল, উপযুক্ত সময় হলে তখন ফল প্রসব করবে। যাদের ক্ষেত্র তৈরী ছিল তাদের বীজ পড়া মাত্র অঙ্কুরিত হয়ে প্রেম আস্বাদনের অধিকার লাভ করল। প্রথম প্রথম লোকের চেষ্টা ছিল, তাতেও অনেক অগ্রসর হত; ক্রমে সব চেষ্টার অভাবে লুপ্ত হয়ে গেল, যারা বিশ্বাসী সংসারী এমনও বহু লোক সাধন প্রাপ্ত আছে, তারা এই যে পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভই মুখ্য উদ্দেশ্য তা জানেনা, কিভাবে আদেশ পালন করতে হয় তাও জানেনা, আবার যারা জানে তারা নানারূপ কল্পনার আশ্রয় নিয়ে নিজ নিজ মতে চলছে। এইসব কারণে আমাদের এই জিনিষ গোপন হয়ে রয়েছে। এইসব উপদেশ পাঠ করে অনেকের জ্ঞান হবে যাতে আবার লোকে এইসব জানতে পারবে।

## ১৩ই কার্ত্তিক ১৩৫৮ (৩৮)

সংসারী লোকেরা নিজেদের মধ্যেই আছে তাদের দ্বারা অন্যের অনিষ্ট হয়না। কিন্তু এই যে সব বড় বড় মঠ, আশ্রম করে নিজেরা গুরু সেজে বসেছে এতে বহুলোক প্রতারিত হয়ে ভুল পথে চলছে। যে সম্প্রদায়ের আদিগুরু যা আদেশ করে গিয়েছেন তার প্রতিনিধি স্বরূপ সেইসব আদেশ লোককে জানাতে হয়, কিছু পরিবর্ত্তন করলেও অপরাধ হয়, তাতো করছে না, নিজেদের ইচ্ছামত মত প্রচার করছে। গুরু যাকে দীক্ষা দেবার আদেশ করেন সে দীক্ষা দিতে পারে তাঁরই প্রতিনিধি হয়ে। নিজে যারা গুরু সেজে বসেছে সেইসব গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করা একেবারে উচিত নয়। সেসব ভ্রান্ত পথ ঋষিদের পথ নয়। মানুষ প্রলোভনের বশীভূত হয়ে অর্থোপার্জ্জনের গুরু সেজে বসেছে। গুরু-শিষ্য সম্পর্ক যেখানে সেখানে অর্থের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, অর্থ দ্বারা কি ভগবৎ লাভ হয় ? যোগী-ঋষিদের কঠোর সাধনের অমূল্য সম্পদ, অর্থের বিনিময়ে এ জিনিস পাওয়া যায়না। নিজেকে সদগুরুর চরণে সমর্পণ করতে হবে ; সর্ববিষয়ে আসক্তহীন হয়ে সমস্ত ত্যাগ করতে হবে। তখন সদগুরু কৃপা করে এই অমূল্য রত্ন ভক্তকে দেন। আমিত্ব থাকতে ভগবানকে লাভ করা যায়না। সদগুরুই কৃপা করে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি দেন। এখন লোকের বিশ্বাস ভক্তি সব অর্থের ওপর নির্ভর করছে, যে যত ধনী যত টাকা দিতে পারবে সেই তত ভক্ত বলে পরিচিত হবে। কলির প্রভাবে জেনেশুনেও লোক ভ্রমে পড়ে যাচ্ছে। সাধন পেয়েও ভুল পথে চলছে ধরে নিতে পারছে না, মন দিয়ে পড়েনা বা শোনে না , অনেক বলা হয়েছে। এবার সহজ করে সরলভাবে সব উপদেশ প্রচার করা হল, ভাগ্যবানেরা যাদের সৌভাগ্য হবে তারা ধরে নেবে কতকলোক প্রাণে গেঁথে নেবে, কতকগুলি ভাগ্যহীন অবিশ্বাস করে হেলায় হারাবে।

### ১৪ই কার্ত্তিক (৩৯)

একটা পরিবর্ত্তনের সময় আসছে, সবই সত্যাসত্য প্রকাশ হয়ে যাবে, সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে, মিথ্যা কখনও স্থায়ী হয় না, সত্য প্রচারের সময় এসেছে ক্রমে ক্রমে প্রচার হবে। কলি তার প্রভাব চারিদিকে বিস্তার করেছে, যারা অধর্ম্মচারী তারা কলির বশে চলছে, যাঁরা ধার্ম্মিক তাঁরা অন্তরালে আছেন সময়ের প্রতীক্ষা করছেন। জীব কালের অধীন, তার বশেই চলছে, যে যা কর্ম্ম করছে তার ফল ভোগ করতেই হবে, **পুণ্য দ্বারা পাপের বিনাশ হয় না।** এই সাধন যারা পেয়েছেন তাদের সব বিচারের ভার সদগুরুর হাতে, প্রত্যেক কাজের হিসাব করে বিচার হবে। যারা আদেশ পালনে অবহেলা করে যে অপরাধ সঞ্চয় করছে , কঠিন শাস্তি দিয়ে সংশোধন করবেন। তিন জন্মের সব কর্ম্ম শেষ করিয়ে তবে তাকে গ্রহণ করবেন, মানুষ বুঝেও জানতে চায় না নিজেকেই ফাঁকি দিচ্ছে, পরিণাম ভয়াবহ।

### ১৫ই কার্ত্তিক ১৩৫৮ (৪০)

এই যে ভগবানের অনন্ত ভান্ডার, যা জীবের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত আছে ভাগ্যহীন মানব নিতে পারছে না, প্রতিষ্ঠাতে এত বদ্ধ হয়ে পড়েছে নিজেকে কর্ত্তা করে অশাস্ত্রীয় কার্য্য করছে। প্রত্যেক মঠে, আশ্রমে এই ভাব ঢুকে, সত্য গোপন হয়ে গেছে। নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে সবাই ব্যস্ত, ঋষিদের তপস্যালব্ধ যে সনাতন ধর্ম্ম একমাত্র সত্যের উপর তার ভিত্তি ; সেই সত্য সরিয়ে সেই স্থানে মিথ্যা প্রতিষ্ঠা করছে। আমাদের এই সাধনেরও অনেক লোক প্রতিষ্ঠার বশবর্ত্তী হয়ে সত্যের নামে মিথ্যা প্রচার করছে, খুব সাবধান হয়ে চলতে হয়। লোকে এই পবিত্র দুর্লভ বস্তুর কোন মর্য্যাদা রাখলে না, অনিত্য সম্পদে মত্ত হয়ে নিত্য বস্তুকে চিনতে পারলে না। ভগবৎ আদেশ ছাড়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন মত প্রচার হতে পারে না। একমাত্র ঋষিদের মত গ্রহণ করে চল্‌তে হয়, যারা যশ, মান, অর্থের বশীভূত হয়ে নানারূপ কল্পনার সাহায্যে লোককে বশীকরণ দ্বারা মুগ্ধ করছে, তারা যে কতবড় অন্যায় অপরাধ করছে একবার চিন্তা করলে বুঝতে পারবে। সে সব তো এই দেহের সঙ্গেই শেষ হবে! কর্ম্মফল ভোগ করতেই হবে সেখানে কোন ফাঁকি চলবে না, একটুও এদিক ওদিক হবার যো নেই । এত ভ্রান্ত জীব সব স্বার্থপরায়ণ হয়ে জেনে শুনেও ভুল করছে, সত্য পথ ছাড়া ভগবৎ লাভ অসম্ভব।

### ১৬ই কার্ত্তিক (৪১)

সত্য সদাচার লুপ্ত হয়ে এবার মিথ্যা অনাচারে দেশ ছেয়ে যাবে, সব একাকার হবে ; সেইজন্য সত্যপ্রচার বিশেষ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সত্য ধরে থাকলে সেখানে কলির প্রভাব বিস্তার হবে না । যেসব মঠ , আশ্রম, দেবালয় শান্তিপূর্ণ ছিল, লোক সংসারের জ্বালাতে সেইসব স্থানে গিয়ে শান্তিলাভ করত, এখন এমন করে তুলেছে, শান্তি তো নেইই তার উপর মিথ্যা, শঠতা, ব্যাভিচারে সেসব স্থান কলুষিত হয়ে যাচ্ছে। আশ্রম মানে কি ? সেখানে কোনরূপ সাংসারিক বুদ্ধি থাক্‌বে না, হিংসা, দ্বেষ, লোভ, প্রতিষ্ঠা, ভোগ কিছুই থাক্‌বে না,সর্ব্বজীবে সমান দয়া করতে হবে, গভীরভাবে ভগবৎ আরাধনায় মগ্ন থেকে আনন্দের সহিত নিঃস্বার্থ ভাবে ভগবৎ উদ্দেশ্যে সমস্ত কার্য্য করে যাবে। যেখানে দলাদলির ভাব, একতা নেই সেখানে ধর্ম্মলাভ করা কঠিন।মঠে, আশ্রমে যারা থাকবে তাদের ব্রহ্মচর্য্য ভাবে থাকা প্রয়োজন, তখন সত্যধর্ম্ম, সদাচার সর্ব্বদা বিরাজ করবে। এভাবে সব তৈরী হলে আবার সত্য প্রকাশ হবে। সকলেরই চেষ্টা করে করা উচিত। অপব্যয় অনাচার যতদুর সম্ভব বর্জ্জন করা উচিত। **শিষ্য করা গুরু আদেশ ছাড়া একেবারে অকর্ত্তব্য, ধর্ম্মের নামে লোক ঠকানো মহাপাপ।** এমন অনেক আশ্রম, মঠ আছে যেখানে দলে দলে লোক ঝাঁপিয়ে পড়ছে। পরে সব প্রকাশ হবে।

**১৭ই কার্তিক (৪২)**

পুরাকালে যেসব তপস্যাপরায়ণ ঋষিদের আশ্রম ছিল, সেখানে সত্যধর্ম্ম, ইন্দ্রিয়জয় প্রভৃতি নানারূপ সৎশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। কলির প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সেসব পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, সেই সত্যধর্ম্ম ফিরিয়ে আনতে হলে তপস্যালব্ধ শক্তির দরকার কিন্তু কলির জীবের সে ক্ষমতা নেই। সেইজন্য মহাপ্রভু জীবের জন্য সহজসাধ্য করে হরিনাম মহামন্ত্র প্রচার করে গেলেন, আবার সদ্‌গুরুরূপে এসে সেই নাম শক্তিসঞ্চার করে বহু জীবকে দান করলেন কিন্তু অধিকাংশ লোক ধরে নিতে পারলে না। কতকগুলি লোক আত্ম-অভিমানের বশীভূত হয়ে সেই দুর্লভ বস্তুর
মর্য্যাদা দিতে পারলে না, নিজেদের মনগড়া কল্পনার সাহায্যে মিথ্যাকে আশ্রয় করে সেই ধর্ম্ম প্রচার করেছে বা করছে।আসল সত্যবস্তু কেউ পাচ্ছে না।সদ্‌গুরু যা দিয়ে গিয়েছেন বা আদেশ করে গিয়েছেন সেই খাঁটি সত্য, তাতে গোঁজামিল দিয়ে নিজ নিজ মত প্রকাশ করা মহা অপরাধ। কলির প্রভাব হলেও যেখানে সদ্‌গুরুদত্ত নাম আছে সেখানে কলির কোন ক্ষমতা নেই। নিজ নিজ মত মিশিয়ে সেই আসল বস্তুকে চাপা দিয়েছে। সকল ধর্ম্মার্থীকেই সেই ঋষিদের পথ অনুযায়ী চলতে হবে,যা ঋষিদের পথ নয় সে পথে ধর্ম্ম লাভ হবে না। বিচার করে মিলিয়ে দেখে নিতে হয়। এই যে সব নিজ নিজ নানা মত প্রকাশ করে প্রচার করছে এতে ধর্ম্মের অবমাননা তো হচ্ছেই অধিকন্তু গুরুর অবমাননা করা হচ্ছে, তাঁর মতের উপর শ্রদ্ধা বিশ্বাস নেই,নিজেরা কর্ত্তা হয়ে নতুন মত সৃষ্টি করেছে বা করছে। সাবধান হয়ে চলা বিশেষ প্রয়োজন প্রত্যেক ধর্ম্মার্থীকে এই সতর্ক বাণী বলা হচ্ছে।ঋষিদের মত অনুযায়ী পথ যেন গ্রহণ করে,যা মিল্‌বে না বিষবৎ ত্যাগ করবে।

**১৯শে কার্তিক (৪৩)**

এ ধর্ম্ম জগতে প্রবেশের দুটি পথ আছে - একটি বাহ্য পথ আর একটি সাধন সাপেক্ষ - জন্ম জন্মান্তরের তপস্যা ব্যতীত কেউ সে পথ পায় না। সদ্‌গুরু কৃপা করে সেই দুর্লভ বস্তুর সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন। এই বাঙলার মধ্যে অনেকে নিতে পারলে না। বিহার, দক্ষিণ, পশ্চিম দেশের লোক যারা এ সাধন পেয়েছিল, তারা ঠিকমত আদেশ পালন করে কৃপালাভ করেছে, কাহারও কাহারও উপর সাধন দিবার আদেশ আছে, তারা প্রতিষ্ঠাপরায়ণ নয়, প্রকৃত ধর্ম্মযাজন করে গুরু আদেশ মত সাধন দিয়ে যায়; কোন বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর নেই, আশ্রম মঠ করে লোক সংগ্রহ করেনা,তারা নীরব উপাসক,খাঁটী সত্যটুকু নিয়ে আছে, অনেক সাধুর মধ্যেও এই ভাব আছে।আমাদের এই সাধন যার মূল উদ্দেশ্য পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ, সে জিনিষ সদ্‌গুরুর আদেশ ছাড়া কেউ দিতে পারে না, কাহারও দিবার অধিকার নেই।

**২০শে কার্তিক ১৩৫৮ (৪৪)**

এই যে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে বা হয়েছে এতে অনেক মিথ্যা প্রকাশ হয়ে যাবে, তাতে যারা প্রকৃত ধর্ম্মার্থী ব্যাকুলতা আছে তারা সত্যপথ ধরে নিতে পারবে। যারা ধর্ম্মের নামে লোককে প্রতারিত করছে এমন বহু সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, সে সব আকর্ষণে যারা পড়েছে তাদের সত্যপথে আনতে অনেক সময় লাগবে, তবে আর কেউ না যায় তাদের জন্য এসব উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। বিচার করে সাবধান হয়ে চল্‌লে সব বুঝতে পারবে।

মহাপ্রভুর ধর্ম্ম - সত্য, ত্যাগ, বৈরাগ্যের উজ্জ্বল আদর্শ, আসক্তিহীন হয়ে নাম করলে নামের ফল বুঝতে পারবে। সব বাহ্য নিয়ে ছুটোছুটি করছে, নিজের নিজের অন্তর অনুসন্ধান করে দেখবে কি লাভ হয়েছে, বাসনা কামনারূপ ছিদ্র দিয়ে সব বাহির হয়ে গিয়েছে, এক বিন্দুও ভিতর স্পর্শ করেনি। ভগবানকে লাভ করতে হলে ভক্তিধন দিয়ে হৃদয় মন্দিরে তাঁর প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কাতরে তাঁর কাছে কৃপা প্রার্থনা করতে হবে।

**২১শে কার্তিক ১৩৫৮ (৪৫)**

মানুষ সংসারের জন্য সমস্ত সময় অকাতরে দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ভগবৎ আরাধনার সময় হিসাব করে চলে। সংসারের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করছে, ভগবৎ উদ্দেশ্যে ব্যয় করবার সময় হিসাব করে। সত্য, মিথ্যা, দুটি পথ - মানুষ মিথ্যাকে সম্বল করে চল্‌ছে। সংসার ভোগকেই জীবন ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য মনে করে কত বড় ভুল করছে, চিন্তা করেও দেখে না। সংসারে অনাসক্ত ভাবে থাকতে হয়, সেখানে এমন বদ্ধ হয়ে পড়েছে, নিজেকে তারমধ্যে হারিয়ে ফেলেছে। এই ভাব যদি ভগবানের উপর হয় মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়। এই দেহকে ভগবৎ সেবায় দান করতে হবে। চন্দন যেমন নিজেকে ভগবৎ সেবায় ক্ষয় করে তেমনি এই দেহ তাঁর সেবায় ক্ষয় করতে হবে। স্‌দগুরুদত্ত যে অমূল্য নাম সেই নাম করা আর তাঁর আদেশ পালন করাই প্রকৃত সেবা। অর্থও সৎকার্য্যে যা ব্যয় হয়, সেইটুকুই সার্থক হয়, তাঁর দেওয়া জিনিস দিয়েই তাঁর সেবা করতে হয়। দেহও তাঁর দেওয়া, অর্থও তাঁর দেওয়া, নিজের কিছুই নেই, সবই ভগবৎদত্ত, সর্ব্বদা বিচার করে দেখে চল্‌তে হয়, আমার আমার বলে এই যে ভ্রম, আদেশ মত চল্‌লে নষ্ট হয়। মানুষ তা ভাবে না, মিথ্যা মায়াকে নিজের বলে জড়িয়ে ধরে নানারূপ কষ্ট পায়, তবুও ছাড়তে পারে না। যারা এই সাধন পেয়েছে ঠিকমত বুঝে সবাই চল্‌তে পারছে না, সাধারণের কথা স্বতন্ত্র।

**২২শে কার্তিক (৪৬)**

মানুষের ভোগ-আসক্তিই ধর্ম্মপথের প্রধান বাধা। সদ্‌গুরুদত্ত নাম আদেশ মত করলে সমস্ত রিপুই বশ হয়, তা না করাতেই মানুষ ষড়রিপুর অধীন হয়েছে। ভগবৎ প্রেম লাভ করতে হলে বাইরের খুঁটিনাটি ত্যাগ করতে হয়, ত্যাগ ছাড়া এ পথে আসার উপায় নেই। বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভৃতি অবতাররাও ত্যাগের দ্বারা নিজ নিজ আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন, ঋষিদের পথও ত্যাগের পথ। ভোগের মধ্যে থাকলে ভগবৎ দর্শনের ব্যাকুলতা আসে না, ভোগে বদ্ধ হয়ে যায়, ত্যাগে মুক্ত হয়ে ভগবৎ কৃপায় তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন প্রত্যেক দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন গুণ, তেমনি ধর্ম্মলাভ করতে হলে নিয়ম মত সেই পথে যেতে হবে। আমাদের এই সাধন সম্পূর্ণ ত্যাগের পথ , অনাসক্ত ভাবে সংসারে থাকতে হবে , চেষ্টার অভাবে অগ্রসর হতে পারছে না। এই যে নিষ্কামধর্ম্ম যা সদ্‌গুরু উপদেশের সঙ্গে সমস্তই বলে দিয়েছেন, সেকথা মত চলে কৈ ? সকাম ধর্ম্মেই সব রত, একমাত্র সদ্‌গুরুর আদেশ মত চল্‌লে কিছুই করার প্রয়োজন হয় না। যার যা দরকার সবই তিনি দেন এই বিশ্বাস নিয়ে চলতে পারলে বদ্ধ হয় না । সংসারের মঙ্গলের জন্য মানুষ সর্ব্বদাই প্রার্থনা করে, চাইলেই কি পাওয়া যায়? নিজ নিজ কর্ম্ম অনুসারে প্রত্যেক জীব ফল লাভ করে। এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হবার যো নেই, মোহবদ্ধ হয়ে আমার আমার করে মিথ্যাকে সত্য বলে মনে করছে । ভোগের আসক্তি ত্যাগ করতে পারলে ক্রমে সব ত্যাগ

হয়। সেইজন্য বার বার ঋষিদের পথ অনুযায়ী চলতে বলা হচ্ছে। এমন সদ্‌গুরুদত্ত সহজসাধ্য পথ, জীবের মঙ্গলের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে, বহুলোক আছে যারা নিতে পারলে না। সাধ্যমত দান করাও ধর্ম্মের অঙ্গ, প্রত্যেকদিন কিছু কিছু দান করতে হয়, আয় অনুসারে দানের নিয়ম রাখতে হয়, সব কাজই নিয়মের মধ্যে করা যুক্তিসঙ্গত। নিয়ম করে চল্‌লে ভোগ বিলাসও কম হয়। নিজের যতটুকু বিশেষ প্রয়োজন তার বেশী নিতে নেই। সংসারের মধ্যেও এই নিয়ম করতে হয়। যে যত অপব্যয় করে তাকে তত অভাবের কষ্ট ভোগ করতে হবে। প্রত্যেক ধর্ম্মার্থীর কিভাবে চলা উচিত বিচার করার দরকার, সব কাজেই নিয়ম করে চল্‌লে ঠিক পথ পাওয়া যায়।

**২৩শে কার্তিক (৪৭)**

মানুষ বাইরের ধর্ম্মভাব যা সমাজের সঙ্গে জড়ান, তাই নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে আছে, আসল জিনিসের আর সন্ধান পেলে না। আমাদের এই সাধনের একমাত্র লক্ষ্য সেই সৎ চিৎ আনন্দময় সচ্চিদানন্দ। ধরে নিতে পারলে না। যারা সেই সময় সাধন পেয়ে সদ্‌গুরুর আদেশ মত চলেছিল তারা পথ পেয়ে চলে গিয়েছে, তাদের ক্ষেত্র তৈরী ছিল। এই যে দুর্লভ রত্ন সদ্‌গুরু দিলেন, চিন্‌তে পারলে না। সাধারণ নাম মনে করে সেই ভাবেই সাধন করল, যেমন কুলগুরুর কাছে দীক্ষা পেয়ে চলে, এও সেই ভাবেই চলছে। এ সাধন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী- এই যে অনিত্য সংসার, যার মায়াতে বদ্ধ হয়ে সদ্‌গুরুদত্ত নাম পেয়েও জাগাতে পারলে না। সবই তো কালের বশে চলছে, যাওয়া আসাতে জীবের কোন স্বাধীনতা নেই, সময় হলেই সব ফেলে চলে যেতে হবে। এই নামের শক্তি যারা অনুভব করেছে তারা অনিত্য সংসারে বদ্ধ হয়নি, পথ ধরে চলছে। যারা পেয়েও আদেশ মত সাধন না করায় এই জীবন্ত সত্যবস্তু উপলব্ধি করতে পারল না, মিথ্যা মায়াতে সব ভুলে আছে। ধন, যশ, মান, পুত্র পরিবার কিছুই স্থায়ী নয়, তবুও এই নিয়েই সব ভুলে আছে। কতভাবে বলা হয়েছে, কত উপদেশ দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে কিন্তু সংসার আসক্ত জীবকে টেনে তোলা দুষ্কর। তাদের বাসনা কামনা প্রবল। এই যে সদ্‌গুরুদত্ত শক্তিপূর্ণ নাম, আদেশ মত সাধন করলে বাসনা কামনা সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়, মন নির্ম্মল হয়ে সেখানে সর্ব্বদা আনন্দ বিরাজ করে। সংসারে কি আছে, তবু তাতেই ডুবে আছে, এই যে আমার আমার বলে ধরে আছে, ধরে কি রাখতে পারবে ? যার যখন সময় হবে সে চলে যাবে। ক্ষণস্থায়ী জীবন বা সম্পদের জন্য এমন অমূল্য রত্ন পেয়েও হেলা করে হারাল। এই সব দেখে বড়ই দুঃখ হয়, কাল প্রভাবে হচ্ছে বটে কিন্তু সদ্‌গুরুদত্ত সাধনের কাছে কাল তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। প্রথমেই সব ভুল করে আসল বস্তুর আর সন্ধান করল না। নাম পেয়ে মনে করল আমাদের আর কিছু করার নেই, সব হয়ে গেল; কিন্তু কি হল তাতো বিচার করে দেখলে না। এই নামের শক্তিতে সমস্ত রিপু বশ হয়ে বাসনা কামনা কিছুই থাকবে না, সদ্‌গুরুর আদেশ মত চলতে হবে, তবে তো নামের ফল পাবে; সেইখানেই সব আটকে গিয়েছে নিজেরা মনগড়া কল্পনায় নানা মত সৃষ্টি করে সেই পথে চলছে অপরকেও সেই ভুল পথ দেখাচ্ছে। পরিণাম বড়ই শোচনীয়। দেখতে তো পাচ্ছ কি ভুল নিয়ে তাতেই সব বদ্ধ হয়ে আছে; চেষ্টাও নেই, চেষ্টা থাকলে আশা হয় একদিন সত্য পথ পাবে। এই সব উপদেশ প্রচার হলে কতক লোক সত্য পথের সন্ধান পাবে।

**২৪শে কার্ত্তিক ১৩৫৮ (৪৮)**
এই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার জন্য ত্রিকালদর্শী ঋষিরা কাল উপযোগী ব্যবস্থা করেন। জীবের মঙ্গলের জন্য তাঁরা সর্ব্বদাই ব্যস্ত আছেন। কলির প্রভাব থেকে রক্ষা করবার জন্য সদ্‌গুরু দ্বারা চারিদিকে নানা স্থানে শক্তিপূর্ণ নাম প্রচার করলেন, তাও সবাই ধরে নিতে পারল না। এখন আবার মহাপ্রভুদত্ত **নামব্রহ্ম (হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ / কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা//)** প্রচার করলেন। এইভাবে কতক রক্ষা পাবে, কতক ধ্বংস হয়ে যাবে; তখন আবার নূতন করে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হবে। মহাপ্রভুদত্ত হরিনাম তাঁর উপদেশ মত তাঁর আদেশ ধরে চললে জীব উদ্ধার হয়ে যেতো, ঠিকমত নাম না করায় মানুষ কলির অধিকারে চলে গেল সেখানে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি ষড়রিপুর বশ হয়ে ধর্ম্মপথ পরিহার করে অধর্ম্মে রত হল; এইভাবে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে কলির কবলে পড়ছে। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই সত্য প্রচার হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন, নিজেদের মত ত্যাগ করে আদি গুরু যে পথ দেখিয়ে গিয়েছেন, ঋষিদের মত অনুযায়ী সেই পথ গ্রহণ করে অপর সকলকে সেই শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। এসব কথা সমস্ত মহাত্মারা সমবেত হয়ে এই উপদেশ মত চলতে বলছেন; এইভাবে চললে দেশের মঙ্গল হবে আবার সত্য ধর্ম স্থাপন হবে।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু - এই যে সব উপদেশ দেওয়া হল, সকল সম্প্রদায়ের লোকের জন্যই। উপদেশ মত চলা প্রত্যেক লোকের প্রয়োজন। এসব অমূল্য উপদেশ গোঁসাইজী জীবের দুঃখে কাতর হয়ে প্রচার করছেন, এই দুর্দিনে সত্যধর্মই একমাত্র রক্ষার উপায় ।
শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী- তোমরা আদেশ মত কাজ করে যাও, নিজ নিজ কর্ম্ম অনুসারে জীব ধরে নেবে। মনকে একস্থানে রেখে কর্ম করে যাবে, কোন চিন্তা নেই। সকাম কাজে বন্ধন হয় , নিষ্কাম কাজে মুক্ত হয়। আমার,আমি এইসব নিয়ে যারা আছে তাদের বদ্ধ অবস্থা, সদগুরুদত্ত সাধন যারা পেয়েছে ক্রমে গুরু ঠিক করে নেবেন। তিনজনে কর্ম্ম শেষ হবে. হাতের কাছে পেয়েও তো নিতে পারল না।তখন এই সংসার আসক্ত জীবদের জন্য অন্য ব্যবস্থা করে সংসারের বাসনা কামনা ছাড়াতে হবে। এইভাবে সব কার্য্য করা হচ্ছে বা হবে।

**২৫ শে কার্তিক (৪৯)**
এই যেসব উপদেশ তোমাকে বলা হচ্ছে, এই ভাবেই ধর্মজগতে অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রকাশ হয়। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলে গিয়েছেন, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রকে বশিষ্ঠ ঋষি বলেছেন, তুলসীদাসরামায়ণে ভগবান্ মহাদেব ভবানীকে বলেছেন, সেই সব কথা ভরদ্বাজ মুনিকে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি বলেছেন,রাজা পরীক্ষিতকে শুকদেব শ্রীমদ্‌ভাগবতে বলেছেন,সত্যযুগে এইভাবে কপিলমুনি দেবহুতিকে সাংখ্য যোগে বহু উপদেশের কথা বলেছেন। এসব উপদেশ যুগ উপযোগী, সব সময়েই চলে আসছে। এই কলিযুগে সেই সবই প্রকাশ করা হয়েছে। নানা শাস্ত্র,নানা গ্রন্থপাঠ করেও কলির প্রভাবে সেসব বস্তুর মর্যাদাই দিতে পারল না, তখন সহজসাধ্য এই হরিনাম মহাপ্রভু জগতে প্রচার করলেন,

তাও কালে ম্লান হয়ে যাওয়াতে আবার সদ্‌গুরু এসে সেই অমূল্য নাম অকাতরে দিলেন। ক্রমে লোকে তারও মর্যাদা দিতে পারল না, নানারূপ প্রতিষ্ঠার বশবর্তী হয়ে নিজে গুরু হয়ে ব্যবসা আরম্ভ করেছে। কলি তার পূর্ণপ্রভাব বিস্তার করছে। আসল সত্যবস্তু গোপন করে কল্পনা অনুযায়ী সব চলছে। এইসব উপদেশ আবার শক্তি সঞ্চার করে প্রকাশ করা হলো। সর্ব সম্প্রদায়ই ঋষিদের মত পরিত্যাগ করে নিজের মত প্রচার করছে, এতেই বিষময় ফল ফলছে , সত্য গোপন হয়ে মিথ্যার জয় হচ্ছে। বহু ভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে এখনও যদি মোহবদ্ধ মানব সত্যপথ গ্রহণ করে তারা রক্ষা পাবে, কিছুতেই যখন কিছু হবে না তখন ধ্বংস করা ছাড়া উপায় নেই। কতক দেশ এইভাবে ধ্বংস হবে। বারবার বলা হচ্ছে, সতর্ক করা হচ্ছে, সত্যপথ ধরে আদিগুরুর আদেশ অনুযায়ী চল্‌লে আবার ঘরে ঘরে, আশ্রমে, মঠে সেই সত্যধর্ম ফুটে উঠবে। এইসব বাণী যারা ধর্মের নামে অধর্মের প্রচার করছে তাদের বিশেষভাবে বলা হচ্ছে।

**২৬শে কার্ত্তিক ১৩৫৮ (৫০)**
কলির জীব কালবশে নিষ্কামধর্মে মতিহীন হয়ে ঐশ্বর্য পেয়ে ভোগে জীবন অতিবাহিত করছে। সৎকাজে ব্যয় করে না,অতিরিক্ত অপব্যয়ী হয়ে উঠেছে, সাধ্য অনুসারে দান না করাও যেমন পাপ অপব্যয় করাও তেমনি পাপ।কৃপণ ব্যক্তিকে হতভাগ্যদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। সব কাজই নিয়মমতো করতে হয়, পুরাকালে সব কাজের একটা নিয়ম ছিল। প্রত্যেক সংসারে অবস্থা অনুযায়ী দানের ব্যবস্থা ছিল, আত্মীয়স্বজন দুঃস্থ হলে ধনবানদের উপর তাদের ভরণপোষণের ভার ছিল, এখন এমন হয়েছে প্রকৃত অধিকারীকে বঞ্চিত করে নিজেরা তার ধন আত্মসাৎ করছে, সবলেরা দুর্বলের উপর পীড়ন করছে, বিলাসিতাতে আকৃষ্ট হয়ে বহু অর্থ অপব্যয় করছে ; সব কলির প্রভাবে হচ্ছে, সত্য ধর্ম ধরে থাকলে তাকে কালের প্রভাবে পড়তে হয় না। সদ্‌গুরুদত্ত শক্তিপূর্ণ নাম ও তাঁর আদেশ পালন করে চললে মায়ার বন্ধন কাটানো যায়, তাতো করে না কাজেই সংসার চক্রে ঘুরপাক খাচ্ছে। নানা দিকে নানা সম্প্রদায় হয়ে জনসাধারণের বেশি অনিষ্ট হচ্ছে, বাংলাদেশেই বেশি লোকের এইভাবে পতন হচ্ছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজে নিজ মত প্রকাশ করে মানুষকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে দলে টানছে ; অজ্ঞান মানব বাইরের অনুষ্ঠানে মুগ্ধ হয়ে সত্যভ্রমে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আমাদের এই পথে ঋষিদের আদর্শ নিয়ে চলতে হবে। এ অমূল্য রত্ন তাঁরাই জীবের জন্য দান করে গিয়েছেন, ধূর্ত মানব সেইসব পন্থা পরিবর্তন করে নিজেদের কল্পনাপ্রসূত নানারূপ চিত্তআকর্ষণকারী কৌশলদ্বারা লোককে বশ করছে। সত্যপথ গোপন হয়ে মিথ্যার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। এইসব উপদেশ পাঠ করে ধার্মিকেরা যেন সাবধান হয়ে চলে,সত্যপথ যারা চাইবে ঋষিদের পথ অনুযায়ী চল্‌লে সত্যের সন্ধান পাবে।

**২৭শে কার্তিক (৫১)**
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চারযুগে ভগবানকে লাভ করার পথ পৃথক পৃথকভাবে নির্দিষ্ট আছে, সেইপথ ধরে চলতে হয়, তবে ভগবানকে লাভ হয়। যুগে যুগে ভক্ত সেইভাবেই আরাধনা করে তাঁকে পেয়েছে। কলিযুগে সেবা দ্বারা তাঁর দর্শন পাওয়া যায় না ; তাঁর দেওয়া নাম সাধন, তাঁর আদেশ পালন এই কলির তপস্যা। সেবা-পূজা নিজের তৃপ্তির

জন্য করে, তাতে ধর্মভাব জাগ্রত হয় ভগবৎ দর্শন হয়না। নিয়মমত চলতে হয়, সদ্‌গুরুদত্ত নাম সর্বদা শ্বাসে-প্রশ্বাসে জপ করাই জীবের ভগবৎ দর্শনের উপায় নির্ধারিত আছে। সেবা-পূজায় সমস্ত সময় নির্বাহ করা কলি যুগের ধর্ম নয়। নামই একমাত্র উপাস্য। সদ্‌গুরুর আদেশমত চললে ক্রমে তাঁর কৃপালাভ করে পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ করবার অধিকার পাবে। যুগোপযোগী ধর্মযাজন করতে হয়। প্রথমে ব্রজলীলা দর্শন হয়ে পরে আস্বাদন হয়। মা যশোদার বাৎসল্য, সখাদের সখ্যভাব প্রথমে দর্শন হয়, শেষে মধুরে যখন মিশবে তখন ভক্তের সেই চিরবাঞ্ছিত বাসনা পূর্ণ হবে। রাসলীলায় প্রবেশের অধিকার পাবে। মহাপ্রভুর আরাধনা করতে হয় তাঁর দেওয়া নামজপ করে। এই পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তি কৃষ্ণ অবতারে লীলা করে আবার গৌরাঙ্গ আবতারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আস্বাদন করে জীবকে এই জিনিস পাবার সন্ধান বলে দিলেন। ভাগ্যহীন কলির জীব আসল বস্তু ধরে নিতে পারলে না, প্রাণ দিয়ে তাঁর নামের পূজা করতে পারলে না। আবার সদ্‌গুরুরূপে এসে সেই নাম সাধন করবার প্রণালী দেখিয়ে জীবকে শক্তিপূর্ণ নাম দিলেন, মানুষ সে দুর্লভ নামও ছেড়ে বাইরের আড়ম্বরে লিপ্ত হল।

আমি - এই যে ভোগ-পূজা হয়, যার যা উপাস্য দেবতা তিনি গ্রহণ করেন কি না ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী – ভোগ পূজা বাইরের অনুষ্ঠান, এসব সাধারণের জন্য করা প্রয়োজন, তাতে কতক লোক বৃথা সময় নষ্ট না করে সেবাপূজা নিয়ে থাকে, কিন্তু ভগবৎ প্রার্থীদের জন্য এ নিয়ম নয়, তাঁকে পাবার জন্য প্রাণের আকুল প্রার্থনা চাই। তাঁর দর্শন পেলে তখন পূজা করে জীবন সার্থক হয়। যতদিন না দর্শন হয় ততদিন ব্যাকুল প্রাণে শবরীর মত অপেক্ষা করতে হবে। প্রাণের ব্যাকুলতার সঙ্গে ভক্তের সামান্য দ্রব্যও তাঁর প্রিয়, সেসব তিনি গ্রহণ করেন। যেখানে ঐশ্বর্যভাব, বাহ্য অনুষ্ঠান সেখানে আসল সেবা পূজা হয়না। ভক্তির বশীভূত হয়ে রাজভোগ ত্যাগ করে বিদুরের খুদ খেয়েছিলেন। "বক্তৃতা ও উপদেশে" এসব কথা ভালোভাবেই প্রকাশ করা হয়েছে, পড়ে তো সবাই, বোঝে কজন। "বক্তৃতা ও উপদেশ" যদি মন দিয়ে পড়ে, সব তত্ত্ব জানতে পারে। জীবের জন্য নানা উপায় করা হয়েছে এখনও হচ্ছে, কিন্তু ঠিক পথে না চলে জীব কালের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। আবার এই নতুন উপদেশ সৃষ্টি করা হলো, এই উপদেশ মত চললে সত্য রক্ষা হবে, পথ পাবে।

**২৮শে কার্তিক (৫২)**

প্রত্যেক স্থানে, আশ্রমে, মঠে, গৃহে যেসব দেবালয়ে ধর্ম অনুষ্ঠান আছে, সত্ত্ব ভাবের যথেষ্ট অভাব হয়ে পড়েছে, রাজসিক ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে, করতে হবে, করে যাচ্ছে, সবই প্রাণহীন। পুরাকালে সবই জীবন্ত ছিল, সাধন মনে করে প্রাণ ঢেলে তাঁরা করে গিয়েছেন, প্রত্যক্ষ হয়ে দেবতাও দর্শন দিয়েছেন। সে প্রাণের আবেগও নেই সে একাগ্রতাও নেই, নানাদিকে নানা প্রলোভনে মন বিচলিত হয়ে তাতেই বিচরণ করছে। শক্তিপূর্ণ নাম যারা পেয়েছে তারাও ঠিকমত সে পথ ধরে চলতে পারল না। ভোগ-বিলাসই জীবকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, ত্যাগ একেবারে নেই চেষ্টাও করে না। যেসব নিয়ম-নিষ্ঠা ছিল ক্রমে ক্রমে সব লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, কোন কিছুতেই সংযম নেই ; মোহ, মায়া, লোভ, ক্রোধ প্রভৃতি সবাই যদি তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে লাগলো সাধন-ভজন করে কি লাভ হলো। জানতে হবে ঠিকমতো করা হয় না, তাই এখনো ষড়রিপুর

বশবর্তী হয়ে রয়েছে, নিজেকে ফাঁকি দিয়ে মনে করে আমরা ঠিক কাজ করছি, কিন্তু কি পরিবর্তন হলো তাতো কেউ দেখেনা, বিচার করে মিলিয়ে দেখতে হয়। ঠিকমত সদ্গুরুর সাধন আর তাঁর আদেশমত চললে নিশ্চয়ই পরিবর্তন দেখতে পাবে। যারা ভুল করছে বিচার করে দেখে নিজের ভুল সংশোধন করার আবশ্যক। অনিত্য বিষয়ের মোহতে আকৃষ্ট হয়ে তাতেই মত্ত হচ্ছে, নামেতে ডুবতে পারলে ক্রমে সবই বশে আসে। চেষ্টা করতে হয়, তাও যে নেই, এত সহজ সরলভাবে বলা হচ্ছে মন দিয়ে যদি পড়ে, আলোচনা করে সমস্ত সত্য প্রকাশ হবে।

**২৯শে কার্তিক ১৩৫৮ (৫৩)**

সত্যলোকে যখন ভারতের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা ভারতের অবনতি দেখে কল্যাণ কামনায় সদ্গুরুর আরাধনা করেছিলেন, সে যজ্ঞ তো তুমি দেখে এসেছো ; সে সময় সমস্ত সত্য প্রচার করার জন্য তাঁরা প্রার্থনা করেন। তারপর মহাপ্রভু সত্য প্রচারের আদেশ করেন, সেইজন্য যেসব সত্য এতদিন গোপন আছে এখন সবই প্রকাশ হবে। জগবন্ধু** তাঁর সমস্ত স্বরূপ গোপন করে গিয়েছেন, তখন প্রকাশের সময় হয়নি, হিংসাপরায়ণ লোক স্বার্থের বশীভূত হয়ে তাঁর মর্যাদা দিতে পারেনি। এখন চারিদিকে মিথ্যার প্রাদুর্ভাবের সত্যের সন্ধান কেউ জানতে পারছে না, সেইজন্য সত্য প্রচার হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে। সর্বত্রই সত্যের অপলাপ করে মিথ্যার জয় হচ্ছে। সত্যবস্তু প্রকাশ হলে মিথ্যার আবরণ সরে যাবে। যেসব কথা তোমাকে বলা হচ্ছে সবই প্রকাশ হবে। 'প্রথম খন্ড' শেষ হয়ে বের হলে 'দ্বিতীয় খন্ড' ছাপাতে দেবে, এসব তাড়াতাড়ি প্রকাশ হওয়ার দরকার। আমাদের এই সাধন একমাত্র সত্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেখানেও গোঁজামিল আরম্ভ হয়েছে, সত্য ভুলে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে, নানা মত-পথ বের করছে। মহাপ্রভুদত্ত সেই অমূল্য নাম তাও পরিবর্তন করে নিজেদের মনমত করে মত প্রকাশ করছে। স্ত্রীলোক হতে প্রত্যেকের সাবধান হওয়া উচিত সেসব কথা কেউ পালন করছে না, বিষময় ফল ফলছে। এসব পরিবর্তন বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

**[** শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুর শিষ্য ও জামাতা শ্রীশ্রীঁজগবন্ধু মৈত্র মহাশয়, মা-মণি'র গুরুদেব]**

**১লা অগ্রহায়ণ (৫৪)**

এই কলিযুগে নামসাধন করে অনেকেই সিদ্ধিলাভ করেছেন, আরাধিত দেবতার দর্শনও পেয়েছেন, কিন্তু এই পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি সদ্গুরুর কৃপা ছাড়া কেউ পায়না। আমিত্ব থাকতে গুরুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেনা। 'বক্তৃতা ও উপদেশে' আছে ভগবান্ বলছেন আমি ভক্তের হৃদয় ছাড়া অন্য কোথাও থাকি না, ভক্ত হৃদয়েই আমি বাস করি। ভক্ত যখন সমস্তই ভগবানকে দান করে তখন আর পৃথকভাব থাকেনা। আসক্তি যতদিন থাক্‌বে ততদিন জীব ত্রিগুণের বশীভূত হয়ে মায়াতে বদ্ধ হবে। আমাদের এই সাধনে নামে সদ্গুরুদত্ত শক্তি থাকায় তাঁর আদেশ পালন করে চল্‌লে মায়া-মোহ'র হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। মানুষ তা চায় না, সংসারমোহপঙ্কেই ডুবে থাকতে চায়, তাই পায়। ভক্ত যখন হৃদয়ে সেই সৎ চিৎ আনন্দময়কে দর্শন করে তখন ভক্ত ভগবান এক হয়ে যায়, সে আনন্দের তুলনা নেই। সেই অবস্থায় ব্রজলীলার মধুর রস সম্ভোগ হয়, কিছুই তখন অপ্রাপ্য থাকেনা। এই যোগীজনবাঞ্ছিত দুর্লভ বস্তু পেয়েও ধরে

নিতে পারলে না, মিথ্যা নিয়ে সব ভুলে আছে, ছায়াবাজি এই সংসার সুখেই আসক্ত হয়ে সব বদ্ধ হচ্ছে, যেমন স্বপ্ন ভেঙে গেলে সব মিথ্যা হয়ে যায়, এ সংসার স্বপ্ন যেদিন ভাঙ্‌বে সব মিথ্যা হয়ে যাবে। জেনেশুনেও সেসব চিন্তা কেউ করে না। এই সাধনপ্রাপ্ত লোকেরাও অনিত্য সম্পদে মুগ্ধ হয়ে সংসার মায়াতে বদ্ধ হয়ে আছে। এখনও যদি এই উপদেশ মত চলে পথ পাবে, আবার সত্যজ্যোতি ফুটে উঠবে। সংসারে অনাসক্তভাবে থাকতে বলা হচ্ছে, প্রত্যেকের চেষ্টা করা বিশেষ প্রয়োজন।

**২রা অগ্রহায়ণ ১৩৫৮ (৫৫)**

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভগবান্ ভক্তপ্রধান উদ্ধবকে যেসব উপদেশ দিয়েছেন, তাতে সংসারবদ্ধ জীবকে অনাসক্ত ভাবে সংসারে থাকতে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। **পঞ্চাশ বৎসরের পর সংসার থেকে অবসর গ্রহণ করতে হয়, যদি মানুষের সে সময় পর্যন্ত আয়ু থাকে। বৃথা সময় নষ্ট না করে বাকি সময়ে ভগবৎ আরাধনায় মগ্ন হয়ে সংসারবন্ধন কাটাবার চেষ্টা করতে হয়।** মনুষ্যজন্ম দুর্লভ জন্ম ; তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যারা সৎকুলে সৎবংশে জন্মগ্রহণ করেছে, ভালো-মন্দ বিচার করে চল্‌বার তাদের জ্ঞান বুদ্ধি আছে। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে যদিও জ্ঞান বুদ্ধির অভাব, কিন্তু তাদের মধ্যেও সরল ধর্মবিশ্বাসী আছে। সর্বদা বিচার করে চলতে হয়। সংসার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ভগবৎ উদ্দেশ্যে সময় যাপন করতে হয়। আমাদের এই সাধনে সদ্‌গুরুর আদেশ মত চললে মায়ার বন্ধন গুরু কাটিয়ে দেন। এত সুবিধা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, কত ভাবে বলা হচ্ছে, কিছুতেই সংসার আসক্তি ত্যাগ করতে পারছে না। এই অসার সংসারকেই সার মনে করে তাতেই ডুবে আছে।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী – সদ্‌গুরুদত্ত সাধন পেয়ে অবহেলা করে কৃপালাভ করতে পারল না। যে বস্তু দেওয়া হয়েছে অমূল্য রত্ন, নামসাধন করা আর তাঁর আদেশ পালন করা, যতক্ষণ আমিত্ব থাকে ভগবানে যুক্ত হতে পারে না। তাঁর সঙ্গে মিশে যেতে হবে, পৃথকভাব থাকবে না তখন তিনি হৃদয়ে প্রকাশ হবেন। যুগে যুগে এইভাবে ভক্ত ভগবানে লীলা চলে আসছে। কণামাত্র বিষয়রস থাক্‌তে তাঁর দর্শনলাভ হয় না। শুদ্ধ সত্ত্ব ভাবে অন্তঃকরণ নির্মল হলে সেখানে তাঁর আবির্ভাব হয়। এই সদ্‌গুরুদত্ত নামে, সর্বদা তাঁর আদেশ অনুযায়ী চললে, মনের মলিনতা নষ্ট হয়, তাঁর প্রতি অনুরাগ জন্মে, ক্রমে ভালোবাসা হয়, তখন আপন যারা তারা পর হয়ে যায়, তিনিই সর্বময় হয়ে প্রাণে বিরাজ করেন। একবার সেভাবে যুক্ত হলে আর বিচ্ছেদ হয় না, সবসময়েই তাঁর সঙ্গ হওয়াতে প্রাণ আনন্দে পূর্ণ থাকে, নাম-নামী-নামদাতা এক হয়ে হৃদয়-বৃন্দাবনে রাসলীলা করেন। সেই অসীম, অনাবিল আনন্দ যার তুলনা আজ পর্যন্ত ধারণার অতীত, সেই রসে ভক্ত ডুবে লীলারস আস্বাদন করে, যা মহাপ্রভু নিজের সম্ভোগ করে প্রকাশ করে গিয়েছেন ও জীবের পাবার উপায় করে গিয়েছেন। ভাগ্যহীন মানব নিতে পারল না, এখনও চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে আবার সত্যধর্ম প্রচার করা হয়।

**৩রা অগ্রহায়ণ (৫৬)**

কলি নিজ প্রভাব বিস্তার করে যেভাবে সনাতনধর্মকে লোপ করছে তাতে লোকের ধর্মভাব রক্ষা করা বড়ই কঠিন হয়ে পড়েছে, উপায় একমাত্র ভগবৎশক্তি দ্বারা যেসব

নাম বা উপদেশ প্রচার করা হয়েছে বা এখনও হচ্ছে সেইপথ ধরেই চলা। যারা সত্যপথ ধরে চল্‌বে তাদের রক্ষাকর্তা সদ্‌গুরু-রূপী ভগবান্‌। যে নামে বন্ধন কাটে না জানতে হবে, হয় নামে শক্তি নেই কিংবা ঠিকমত নাম করা হয়না। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, শবরী প্রভৃতি ভক্তরা এই নামসাধন করেই ভগবানের দর্শন পেয়েছেন। সেইসব শক্তিপূর্ণ নামই সদ্‌গুরু বিতরণ করেছেন। শক্তিপূর্ণ নাম যেখানে নিয়মমত সাধন হয় সেখানে আরাধ্য দেবতা সাক্ষাৎ হয়ে দর্শন দেন। মহাভারতে আছে কুমারী অবস্থায় কুন্তী যখন পিতার গৃহে ছিলেন, দুর্বাসা ঋষি অতিথি হওয়াতে কুন্তী তাঁর সেবা করেন, সন্তুষ্ট হয়ে ঋষি পাঁচটি বর দেন, যখন যে দেবতাকে স্মরণ করবে এই মন্ত্রপ্রভাবে সেই দেবতা তোমার বশীভূত হবেন। এই বলে শক্তিসঞ্চার করে মন্ত্র দিলেন, সেই মন্ত্রবলে কর্ণ ও পঞ্চপান্ডবের জন্ম হয়। শক্তিপূর্ণ নাম বৃথা হয়না। ঠিক সদ্‌গুরুর আদেশমত না চলাতে নামের মহিমা জানতে পারলো না। যারা ঠিকমতো আদেশ পালন করে চলেছে তারা প্রকৃত বস্তু পেয়ে ধন্য হয়ে গিয়েছে। আজকাল লোকের ধর্মভাব হ্রাস হওয়াতে এইসব সত্য গোপন হয়ে যাচ্ছে। বড়ই দুর্দিন এসেছে। এই জীবন্তধর্ম সাধন অভাবে ম্লান হয়ে গেল। উপদেশমত সাধন করে গুরুশক্তিকে জাগিয়ে রাখতে হয়, এইজন্যই সর্বদা শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ করা প্রয়োজন, কেউ শুনছে না। বড়ই পরিতাপের কথা।

**৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩৫৮ (৫৭)**

যেমন মহা অরণ্যের ভেতর দিয়ে গম্য স্থানে যেতে হলে চলার পথে আবর্জনা-আগাছা পরিষ্কার করে চলতে হয়, তেমনি মানুষের ভেতর নানা বাসনা-কামনারূপ জঞ্জাল পরিপূর্ণ হয়ে আছে। সেইসব দূর করবার উপায় সদ্‌গুরুদত্ত নাম সাধন করা। হৃদয় মন্দির বিশুদ্ধ নির্মল হলে তখন নানারূপ ভজনবিরোধী আবর্জনা দূর হয়। যোগক্রিয়া, সাধন-ভজন সব নিজেকে নির্মল করার জন্য। সংসার ত্যাগ করে আসা সহজ, কিন্তু দেহের মধ্যে যেসব রিপু আধিপত্য করে বসেছে তাদের ত্যাগ করা কঠিন। সদ্‌গুরুদত্ত নামসাধন ও তাঁর আদেশমত চললে কোন রিপুই আর অত্যাচার করতে পারেনা। এইজন্য সর্বদা সদ্‌গুরুর অনুগত হয়ে নাম করার প্রয়োজন। ভগবান স্বপ্রকাশ, তিনি বাহির দেখেন না, ভিতর দেখেন, তাঁকে লাভ করতে হলে বাহিরের অনুষ্ঠান দিয়ে হবে না। প্রেম-ভালোবাসা দিয়ে তাঁর আরাধনা করতে হবে। এই যে দেবদূর্লভ পথের সন্ধান সদ্‌গুরুই দেখিয়ে দিয়েছেন, সে পথে না চলে কল্পনা অনুযায়ী ভাব নিয়ে সব চলছে, সেইজন্য সব রিপুই আধিপত্য করছে। সকলকেই বলা হচ্ছে, এইসব উপদেশ পড়ে চলতে। সর্বসম্প্রদায়ের লোকই উপকার পাবে। যেসব লোক ভুল পথে চল্‌ছে, বিচার করে দেখে সত্যপথ চিনে নেবে।

**৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৮ (৫৮)**

ভারতের এই সনাতনধর্ম ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের দ্বারা রক্ষিত হয়ে আসছে ; দেশের এই দুরবস্থা দেখে তাঁরা বিচলিত হয়ে ভগবানের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করেছিলেন, এরজন্য ভগবানকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। কলিযুগে নামই একমাত্র জীবের গতি। প্রথমে মহাপ্রভু হরিনাম দিলেন, ধরে নিতে পারল না, তারপর সদ্‌গুরু নামে শক্তিসঞ্চার করে অকাতরে দান করলেন, লোকে তারও মর্যাদা দিতে পারল না। সদ্‌গুরুদত্ত নাম

জীবন্ত সত্যবস্তু, তাঁর আদেশ অমান্য করে নিজেরা নানারূপ মত সৃষ্টি করে লোককে বশীভূত করছে। এইজন্যই সত্য প্রচার করা বিশেষ আবশ্যক হয়েছে। এবার যেসব উপদেশ লেখা হচ্ছে ২০শে অগ্রহায়ণ শেষ হবে, এগুলি দ্বিতীয় খন্ডে প্রকাশ হবে। প্রথম সংস্করণ শেষ হলে দ্বিতীয় সংস্করণ যখন ছাপা হবে, সেইসময় তোমার কথা থাকবে।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - সত্য প্রচার করতে যখন আদেশ পেয়েছো গোপন করা চলবে না। তোমাদের কোন সংকোচের কারণ নেই সবই ভগবৎ আদেশে হচ্ছে। আমার বলে কিছুই নেই, আদেশমত কাজ করে যাও, কোন চিন্তা নেই। এসব উপদেশ প্রকাশ হয়ে সর্বসাধারণে প্রচার হবে। দিন দিন অনাচার অত্যাচারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**৬ই অগ্রহায়ণ (৫৯)**

মহাপ্রলয়ে সমস্ত ধ্বংস হবার পর আবার নতুন করে যখন সৃষ্টি করা হল, মানুষকে ত্রিগুণের অধীন করে স্বাধীনভাব দেওয়া হলো। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চার যুগেই এইভাবে সৃষ্টি হলো। আমি – “মানুষের মধ্যে কর্মের সৃষ্টি কখন কি করে হলো ?”

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী – “সত্যযুগে মানুষ ধর্মপরায়ণ সত্ত্বগুণী হয়ে ভগবৎ আরাধনায় রত ছিল, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে সত্ত্ব ও রজো এই দুইগুনের মানুষ অধীন ছিল, কলিতে রজো ও তমো গুণের বশীভূত হয়ে কর্মে বদ্ধ হল, সেই যে সীমাবদ্ধ স্বাধীনভাব দেওয়া হয়েছে তার দ্বারা কর্মের সৃষ্টি করল, সেই কর্মই জীবের সুখ-দুঃখের কারণ। সত্যযুগে ঋষিরা যখন আবির্ভূত হয়েছিলেন, নানাভাবে তাঁরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সকলেই ভগবৎপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা করে ভগবানকে লাভ করেছিলেন। অল্প আয়ু, ক্ষীণপূণ্য কলির জীবের উদ্ধারের জন্য তাঁরা কাতরভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। তখন এই যুগ উপযোগী হরিনাম প্রচার করবার জন্য ভগবান অবতীর্ণ হলেন। কলিযুগে বার বার জন্মগ্রহণ করে কত সহজসাধ্য করে এই দেবদূর্লভ নাম দিলেন, কলিযুগ শ্রেষ্ঠ যুগে পরিণত হল। কিন্তু মানুষ এমনই ভাগ্যহীন, এই অমূল্যরত্ন চিনতে পারল না। সেই স্বাধীনভাব যা জীবকে দেওয়া হয়েছে, তার দ্বারা নানারূপ কল্পিত মনগড়া নিজমত সৃষ্টি করল, ভগবানকে ভুলে নিজে কর্তা হল। সত্যপথ ধরে চল্‌লে ভ্রম হয় না, তা তো কেউ চলে না, মানুষ অহংভাবে মত্ত হয়ে, আমার আমি এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সত্যধর্ম ভুলে মিথ্যার আশ্রয় নিলে। মানুষ যে শক্তি বলে নিজেকে বড় মনে করে সে তো সেই ভগবানই দিয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলে যেমন দিতে পারেন আবার ইচ্ছা করলে নিতেও পারেন। এখানে ‘আমি’ ‘আমার’ ভাবই অজ্ঞানতার পরিচয়। যারা মূর্খ তারাই এই ভ্রমে পড়ে। যা কিছু লাভ হচ্ছে সবই ভগবৎদত্ত, তাঁর দান সদ্ব্যবহার করে জীবন সার্থক করে তুলতে হয়। ধন-রত্ন যাদের দিয়েছেন তাঁরই আদেশ অনুযায়ী সৎকার্যে ব্যয় করতে হয়, যার যা প্রকৃত অভাব থাকে তাকে তা দান করলে ভগবানের প্রকৃত আদেশ পালন করা হয়। নিজ নিজ সংসারেও যার যতটুকু অভাব, প্রয়োজনমত সেইটুকুই দিতে পারে। সর্বদা বিচার করে দেখে চলতে হয়। ভোগবিলাসে যারা ব্যয় করে অপব্যয় অপরাধ হয়। বাজে কথা বলা যেমন নিষেধ, অপব্যয় করাও নিষেধ। মেনে চলছে না কর্ম বৃদ্ধি করছে। ভালো-মন্দ সব ফলই ভোগ করতে হবে।

**৭ই অগ্রহায়ণ (৬০)**

দ্বিতীয় খন্ড উপদেশামৃততে জগবন্ধুর কথা কিছু কিছু থাকবে। দ্বিতীয় সংস্করণে সমস্ত বাহির হবে, তোমাদের কথাও পরে বাহির হবে। অবিশ্বাসী যুগে সত্যের মর্যাদা দিতে পারেনা। শ্রীবৃন্দাবনে আমি যখন মহাপ্রভুর দর্শন পেয়ে সে কথা প্রকাশ করলাম এক বৈষ্ণব অবিশ্বাস করাতে মহাপ্রভু তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। সত্য নিয়ে যারা উপহাস করে, অবিশ্বাস করে, তাদের কঠিন শাস্তি পেতে হয়, সেইজন্য বিচার করে চলতে হয়। প্রত্যক্ষ দর্শনও অবিশ্বাসীর কাছে বলতে নেই। তোমার যখন শ্রীবৃন্দাবনে লীলা দর্শন হয় এইসব কারণে গোপন রাখতে বলেছিলাম। সময় বুঝে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হলো। এইসব উপদেশ বে'র হলে অনেক লোকের মতের পরিবর্তন হবে, সত্য বস্তুর উপর শ্রদ্ধা আসবে, তখন যারা প্রকৃত ধর্মপরায়ণ তারা বিশ্বাস করবে বা এই সাধনের সমস্ত গুহ্যরহস্য জানতে পারবে। সত্য প্রচার হলে ক্রমে লোকের ভ্রম ঘুচে বিশ্বাস আসবে। সব কাজেরই নিয়ম আছে, সেই নিয়মমত চলতে হয়। (১) ভগবানকে লাভ করার জন্য সদ্গুরুর আশ্রয়লাভ করা, (২) তাঁর আদেশমত চলা, (৩) তাঁর দেওয়া শক্তিপূর্ণ নাম সর্বদা শ্বাসে-প্রশ্বাসে জপ করা, (৪) তখন তাঁর কৃপায় সমস্ত লাভ হয় ; এই নিয়ম মত চলতে হবে। সদ্‌গুরু কৃপা না করলে ভগবান দর্শন দেন না, এই নিয়ম নির্দিষ্ট করা আছে। সদ্গুরু অপ্রকট হলে যার উপর সাধন দেবার আদেশ করেন সেই দিতে পারে, তাঁর আদেশমত যেস্থানে যাদের সাধন দেওয়া হয়েছিল, সদ্‌গুরুই শক্তিসঞ্চার করেছিলেন, তারা সদ্‌গুরুদত্ত নামই পেয়েছে। অনেক প্রশিষ্য-প্রশিষ্যা সত্যবস্তু পেয়ে ধন্য হয়ে গিয়েছে। এখন নিজেরা গুরু হয়ে তাঁর আদেশ না পেয়ে যারা সাধন দিচ্ছে, তাতে পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ হবেনা। মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনলীলার সমস্ত রস আস্বাদন রায় রামানন্দের সঙ্গে করেছিলেন, তাঁর সেই সময়ের ভাব উপযোগী সঙ্গী একমাত্র রায় রামানন্দ ছিলেন, সেই কৃষ্ণপ্রেমরস ভাবে মগ্ন, রায় রামানন্দই জগবন্ধু। এ সবই পরে প্রকাশ হবে। জগবন্ধু নিজেকে গোপন করে রেখেছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভুর যখন আদেশ হয়েছে সত্য প্রচার করা, তখন সবই প্রচার হবে, সময় সাপেক্ষ। নানাভাবে কাল উপযোগী ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। তোমরা অন্য যা জানবার আবশ্যক হবে আলোচনা করো জানতে পারবে।

**৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৮ (৬১)**

এই ভারতবর্ষ চিরদিনই ত্যাগে উচ্চস্থান লাভ করেছিল। যত রাজা-মহারাজা জন্মেছিলেন সবাই ত্যাগের মহান আদর্শ রেখে গিয়েছেন। রাজা পরীক্ষিত স-সাগরা পৃথিবীর অধিপতি, যেমনি মুনিপুত্রের মুখে শুনলেন সাতদিনের দিন তক্ষক দংশনে মৃত্যু হবে, সেই অবস্থাতেই অমনি সিংহাসন ত্যাগ করে গঙ্গাভিমূখে চললেন, পিছন ফিরে একবারও চাইলেন না। সাতদিন আয়ু আছে, আমার পরম সৌভাগ্য, আমি যা গর্হিত কাজ করেছি এখনই বিনষ্ট না করে সাত দিনের সময় দিয়েছেন, মুনিপুত্র পরম দয়ালু তাঁর চরণে কোটি কোটি প্রণাম। সাতদিন আমি হরিনাম করতে সময় পাব, আমার উপর ভগবানের অপার করুণা। সেই ত্যাগের দ্বারা পরীক্ষিত ভগবানকে লাভ করেছিলেন। সাতদিন আয়ু আছে এক নিমেষও না বৃথা যায় সেই চিন্তা করে সমস্ত মন, প্রাণ, দেহ ভগবৎ চরণে অর্পণ করে ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন। আর এখন সেই দেশের মানুষ হয়ে কলির প্রভাবে ভোগবিলাসে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেও তাদের আশা মেটে না। সব

ফেলে চলে যেতে হবে, যে কোনো মুহূর্তে সে সময় আসতে পারে, একবারও পরলোক চিন্তা করেনা। ক্রমে এত ভোগবিলাস বাড়ছে ন্যায় অন্যায় বিচারহীন হয়ে স্বার্থের বশে চলছে। যে দেশে আজ অন্ন বস্ত্রের অভাবে হাহাকার উঠ্‌ছে, সেই দেশেই অপব্যয় ও বিলাসিতার স্রোতে হাজার হাজার টাকা ব্যয় হচ্ছে, কেউ ছিন্ন বস্ত্রের অভাবে লজ্জা নিবারণ করতে পারছে না আবার কেউ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করছে। জীবের দুঃখ দেখে বিচলিত হয়ে পড়েছি। ত্যাগ না থাকায় এই চরম অবস্থায় দাঁড়িয়েছে ; যে সব শক্তিপূর্ণ নাম দেওয়া হয়েছে, সদ্‌গুরুর আদেশমত চললে সত্য, ধর্ম, ত্যাগ সবই লাভ হত। দীন দুঃখীকে কাঙাল দেখে ঘৃণা করে অবহেলা করছে, কিন্তু মানুষ নিজের ভিতর অনুসন্ধান করে দেখলে দেখবে, সেখানে একেবারে নিঃস্ব কিছুই সঞ্চয় নেই, চিরদরিদ্রতা বিরাজ করছে। বাইরের মিথ্যা জাঁকজমক নিয়ে ভুলে আছে, চেতন যখন হবে সময় থাকবে না, এখনও পথভ্রান্ত জীবকে পথ দেখানো হচ্ছে। এমন দুর্লভ অমূল্য নাম সদ্‌গুরুদত্ত সাধন দেওয়া হয়েছে। মহাপ্রভু এসে হরিনামের স্রোতে বাংলাদেশকে ভাসালেন, কোন কিছুরই মর্যাদা দিতে পারলে না, আবার এইসব উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, ধরে নিতে পারলে জীবনের গতি ফিরে যাবে।

**৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৮ (৬২)**

ত্রেতাযুগে যখন দণ্ডকারণ্যের ঋষিরা শ্রীরামচন্দ্রকে পতি ভাবে পাবার প্রার্থনা করেন, তখন তিনি বলেছিলেন দ্বাপরযুগে কৃষ্ণ অবতারে তোমাদের বাসনা পূর্ণ হবে। দ্বাপরে তাঁরা গোপী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবানকে পাবার জন্য কঠোর সাধন করতে হয়েছে। যুগে যুগে এইভাবে তিনি ভক্তের কাছে প্রকাশ হয়েছেন। যে ভক্ত যেভাবে তাঁকে কামনা করেছে সেই ভাবেই ধরা দিয়েছেন। তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে হবে। তাঁর নির্দিষ্ট পথে চলতে হবে। আমাদের এই সাধন ঋষিদের তপস্যালব্ধ অমূল্য রত্ন ; তাঁরা জীবের দুঃখে কাতর হয়ে দিয়ে গিয়েছেন। কষ্টলব্ধ বস্তুর প্রতি মানুষ যেমন যত্নবান হয়, বিনাকষ্টে যে জিনিস লাভ হয় তার প্রতি কোন যত্ন থাকেনা। এই সাধনেও তাই হয়েছে, এমন দুর্লভ বস্তু অনায়াসে পেয়ে তার মর্ম বুঝলে না। অনাদরে অবহেলা করে সেই দুর্লভ রত্ন হেলাতে হারাল। যে নামের শক্তিতে ভগবান ধরা দেন সেই ভগবানের শক্তিপূর্ণ নাম দেওয়া হয়েছে, সবাই নিতে পারলে কৈ ? অন্তরঙ্গ ভক্তরা সেইসময় কৃপা লাভ করে চলে গিয়েছে। কতক লোকের মনে অহংকার এসে নিজেরা কর্তা হয়ে বসেছে। গুরুপ্রণালী মত যারা চলছে তারা ঠিক পথ পাবে। নিজের মনগড়া পথে যারা চলছে তারা অন্ধকারে পথ হারাবে। যেখানে সত্যধর্ম বিরাজ করে সেখানে লোক আকর্ষণের জন্য কোন কৌশলের ফাঁদ পাতা থাকবে না। যারা নাম ধরে সর্বদা শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করে তাদের কাছে সত্য-মিথ্যা প্রকাশ হয়ে যাবে। ধর্মের নামে অনেকস্থানে এইভাবে মঠ, আশ্রম স্থাপন হয়েছে, এও এক প্রকার ব্যবসা আরম্ভ করেছে ; লোককে প্রতারিত করে ধন উপার্জন করছে। অর্থ, যশ, প্রতিষ্ঠা অনিষ্টের মূল, মানুষকে অধর্মে ডুবিয়ে দেয়। নাম ধরে সত্যপথে চললে অর্থাসক্তি, যশ, প্রতিষ্ঠা এরা আসতে পারে না। প্রণালীমত নাম না করায় এরা আধিপত্য বিস্তার করেছে। জীব সেই আনন্দে মগ্ন হয়ে আসল বস্তু ভুলে, অসারে মত্ত হয়ে আছে। সমস্ত শাস্ত্র পুরাণে নানাভাবে সব কথাই প্রকাশ করা হয়েছে। আমাদের এই সাধনের লক্ষ্য কি, কি নিয়ম- সবই বিস্তারিতভাবে জানান হয়েছে। এখন

আবার এইসব উপদেশ দিয়ে সমস্ত বলা হয়েছে বা এখনো হচ্ছে। শেষফল ধ্বংস করা ছাড়া উপায় নেই। আরও কিছুদিন চেষ্টা হবে, তাতে ধর্মার্থীরা রক্ষা পাবে।

**১০ই অগ্রহায়ণ (৬৩)**

মায়ার বন্ধন কাটানো বড়ই কঠিন, কত সাধকের উচ্চ অবস্থায় উঠেও পতন হয়েছে। রাজা ভারত স্ত্রীপুত্র, রাজ্য সমস্ত ত্যাগ করে বনে গেলেন, কঠোর তপস্যায় রত হলেন, কত উচ্চ অবস্থা লাভ করলেন, তাঁর নামে এই ভারতবর্ষ আজও তাঁকে অমর করে রেখেছে, শেষে একটি হরিণ শিশুর মায়াতে বদ্ধ হয়ে তাঁকে আবার দুইজন্ম আসতে হল। প্রথম জন্ম হরিণশিশু চিন্তা করতে করতে মৃত্যু হল সেই চিন্তার ফলে হরিণ দেহ ধারণ করলেন। কাল পূর্ণ হলে সে দেহ ত্যাগ করে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম হল। পূর্বস্মৃতি থাকায় জড়ের মত থাক্‌তেন, কথা বলতেন না, সর্বদা ভগবৎ আরাধনা করতেন। শ্রীমদ্ভাগবতে জড় ভরতের কথা সমস্তই আছে। শেষে এই জন্মেই ভগবৎ কৃপা লাভ করলেন।

হেসে, খেলে, শুয়ে, ঘুমিয়ে কি ভগবানকে পাওয়া যায় ? কত বাধা আসে, দেবমায়ায় পড়ে। সব কাটিয়ে যখন নিরাপদ অবস্থা লাভ হয় তখন তাঁর দর্শন হয়। আমাদের এই সদ্‌গুরুদত্ত সাধনে সদ্‌গুরুর আদেশমত চললে সমস্তই লাভ হয়, কোন বাধা এসে অনিষ্ট করতে পারে না, গুরু সব রক্ষা করেন। কলির জীবের মহাসৌভাগ্য এমন দুর্লভ বস্তু সদ্‌গুরুরূপে ভগবান দিয়ে গিয়েছেন। ক্ষেত্র তৈরি না থাকায় বহুলোক নিতে পারলে না। তার জন্য কত চেষ্টা হচ্ছে। অন্যসব যুগে কত কঠোর তপস্যা করতে হয়েছে, কলিযুগে ভগবান যেচে যেচে নাম দিলেন তাও কেউ নিলে, কেউ নিলে না। আবার সেইসব সন্তানদের সৎপথে আনবার জন্য নানা উপায় করছেন। অন্য যুগে তপস্যা করে তবে তাঁর কৃপালাভ করতে হয়েছে, কলিযুগে ভগবান নিজে, কি করে জীবের কল্যাণ হবে, কি করে এই দুস্তর ভবসাগর পার হবে, সর্বদাই তাদের মঙ্গলকামনায় রত আছেন। কলির প্রভাব চারিদিকে বিস্তার করে নর-নারীকে অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অজ্ঞান মানব, শুভ অশুভ জ্ঞানহীন, ভোগ সুখকেই চরম মনে করে তাতেই ডুবে আছে। একবার চেয়ে দেখে না কি করছি। বিচার করে দেখলে নিজের দোষ ধরা পড়ে, তা কেউ করে না। অহংভাবে মত্ত হয়ে সত্যপথ ভুলে যাচ্ছে, দিন দিন এইসব অন্যায়-অনাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইসব উপদেশগুলি প্রকাশ হয়ে ঘরে ঘরে প্রচার হলে কতক ধর্মপরায়ন ব্যক্তি অন্তরের সহিত গ্রহন করবে, অজ্ঞানী অধার্মিকেরা উপহাস করে অপরাধ বৃদ্ধি করবে। নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী লোকের মনোভাব। সত্ত্বগুণীরা প্রকৃত মর্ম বুঝে উপদেশমত চলতে চেষ্টা করবে, রজোগুণীরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবেনা, তাদের অহংভাব আছে। এইসব উপদেশ প্রকাশ হলে কতক লোকের স্বরূপ ধরা পড়বে, যারা সত্যকে মিথ্যার আবরণ দিয়ে ঢেকে রেখেছে তারা এই খাঁটি সত্য সহ্য করতে পারবে না। আমাদের সাধনের অনেক লোক আছে তারা কল্পনার রাজ্য বিস্তার করে তাতে বিচরণ করছে, মিথ্যা প্রকাশ হওয়াতে তাদের স্বার্থে আঘাত লাগবে। ভয় পেওনা, সত্য স্বপ্রকাশ, নিজে ইচ্ছা করে প্রকাশ হচ্ছেন, যাতে জীবের মোহ দূর হয়, সত্যপথ চিনতে পারে।

**১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৮ (৬৪)**

'গুরু-শিষ্য সংবাদ' খানি বের হলে, প্রত্যেক ধর্মার্থীর পাঠ করা উচিত, যদিও সাধারণে সব বুঝতে পারবে না। যারা শিক্ষিত, ধর্ম অনুরাগী তারা বুঝতে পারবে। আর যারা গুরুকৃপা লাভ করেছে, তাদের কাছে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ হবে। সাধন হিসাবে প্রাণ ঢেলে পড়তে হবে। সামান্য বই নয়, জগবন্ধুর তপস্যালব্ধ শক্তি, প্রত্যেকটি অক্ষর শক্তিসম্পন্ন। এইসব উপদেশ যা দেওয়া হয়েছে, এখনও হচ্ছে সবাই বুঝতে পারবে না, বুঝতে চায়না, আত্মপ্রতারণা করে চলে। আমাদের এই সাধন যারা পেয়েছে ঠিক আদেশমত না চলায় কোন তত্ত্বই জানতে পারল না। কলির প্রভাবে নানারূপ আসক্তির বশবর্তী হয়ে সত্য তো ভুলে যাচ্ছে অধিকন্তু প্রতিষ্ঠাতে বদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাস ভক্তির যথেষ্ট অভাব হয়েছে। এক মুহূর্তও সময় বৃথা না যায় সর্বদা সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে, সেসব চিন্তা কেউ করেনা। সদ্গুরুর উপদেশ মত না চলে নিজেদের কল্পনামত নতুনমত সৃষ্টি করে চলেছে। সদ্‌গুরু যখন সাধন দিয়েছিলেন, বাইরের কোন আড়ম্বরই করতে বলেননি, মনকে অন্তর্মুখী করে শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করতে বলেছিলেন, তাতে সাধকের একাগ্রতা আসতো, বাইরের কিছুতেই মন আকর্ষণ হত না। এখন চারিদিকে মঠ, আশ্রম হয়ে তাতেই সব লিপ্ত হয়ে সময় কাটাচ্ছে। আসলবস্তু গুরু যা দিলেন, সে আর সাধন করা হলনা, চাপা থাকলো। যেখানে ভগবানের আসন পড়বার কথা, সেখানে নানারূপ বাসনা, কামনা, প্রতিষ্ঠা এসে সেস্থান পূর্ণ হয়ে গেল। তখন ভগবৎ পূজা ছেড়ে, তাদের সেবাতেই মগ্ন হল। সদ্‌গুরুদত্ত পথ হারিয়ে গেল। এইভাবে সব পথভ্রষ্ট হচ্ছে। কত বলা হচ্ছে, বদ্ধ জীবকে উদ্ধার করার জন্য কত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এমনি দুর্ভাগ্য, জীব তা ধরে নিতে পারলে না। আহারের দোষেও রজোগুণী হয়ে যাচ্ছে। সাত্ত্বিক আহারে সত্ত্বগুণ প্রকাশ পায়, সাত্ত্বিক আহার একেবারে উঠে গিয়েছে। 'বক্তৃতা ও উপদেশে'** লেখা আছে প্রহ্লাদকে আহারের সঙ্গে রজোগুণী খাদ্য খেতে দিয়ে তার সত্ত্বগুণ নষ্ট করেছিল। খাদ্যের এমনই শক্তি, যে প্রহ্লাদ হরির পরম ভক্ত, সম্পূর্ণ নির্ভরতা, জলে, আগুনে, পর্বতে, হস্তিপদতলে, সর্পদংশনে নানারূপ বিপদেও ধৈর্য হারায়নি। হরিনাম করে সব জয় করেছিল। দেবর্ষি নারদ প্রহ্লাদকে মাতৃগর্ভে থাকাকালে দীক্ষা দেন, সেই মন্ত্রশক্তি প্রভাবে রক্ষা পেয়েছিল। প্রহ্লাদের সত্ত্বগুণ বর্ধিত ছিল, এমন যে ভক্ত আহারের দোষে তারও সত্ত্বগুণ নষ্ট হল। খুব সাবধান হয়ে চলতে হয়। ধর্মজীবন লাভ করতে হলে আহারের বিষয়ে খুব সংযত হতে হবে। এখন কোন কিছুরই নিয়ম নেই। নিজ নিজ ইচ্ছামত সব চলছে। সত্য, ধর্ম দুইই লোপ পাচ্ছে, প্রকৃত ধর্মার্থী অতি বিরল। সত্য, ধর্ম যেখানে বিদ্যমান, সেখানে ধর্ম বিরাজ করেন, তাদের কোন ভয় নেই, সদগুরু সর্বদা রক্ষা করেন।

[** বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত " বক্তৃতা ও উপদেশ" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত]

**১২ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৮ (৬৫)**

একুশ-বাইশ তারিখের মধ্যে দ্বিতীয় খন্ডের লেখাগুলি পাঠিয়ে দিতে বলবে। এইসব উপদেশ যতশীঘ্র প্রচার হয় তার চেষ্টা হচ্ছে, সবই সময়ের অপেক্ষা করতে হয়।

সংসারের মায়াতে একেবারে সব ডুবে আছে যা। সবচেয়ে দেহের মায়া জীবকে বেশী বদ্ধ করে রেখেছে, যা ক্ষণভঙ্গুর, যেকোন সময় ছেড়ে যেতে হবে। সত্যের অপলাপ করাতে নানাভাবে কর্মে জড়িয়ে যাচ্ছে। স্বার্থের বশ হয়ে লঘু গুরুজ্ঞান নেই, কর্তব্য ভুলে যাচ্ছে, কতক স্থানে মহৎ লঙঘনের দোষে নানারূপ কষ্ট পাচ্ছে। কর্তব্য পালন না করাতে অপরাধে পড়ছে। প্রত্যেকের সর্বদা বিচার করে চলা উচিত। এই মায়াময় জগতে সত্যপথ আশ্রয় করে চললে তার কোন তাপ লাগেনা। অতিরিক্ত অপব্যয়ী হয়ে অভাব পূরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। অর্থ সম্পর্ক ছাড়া কারও সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও সেই পবিত্র নির্মল প্রেমের অভাব হয়েছে, অর্থাসক্তিই সর্বশীর্ষস্থান অধিকার করে বসেছে। স্ত্রীরা এখন স্বামীর সহধর্মিনী হয়ে সুখে-দুঃখে সমান অংশ ভাগিনী হতে চায় না। তারা ভোগ-বিলাসিতাকেই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য মনে করে সেইসব বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য স্বামীদের উপর যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করে। বহু ঘরে এইসব অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। মহামায়ার অংশ মায়ের জাত যে রমণীরা, কলির প্রভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে বিলাসিতার স্রোতে ভেসে চলেছে। বংশগত কোন নীতিই তারা মানতে চায় না। ভগবানদত্ত যে অমূল্য সতীত্বরত্ন তারও আর কোনো মর্যাদা নেই, স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে ইচ্ছামত সব চলছে। সত্যধর্মের অভাবেই আজ দেশের এই অধঃপতন হয়েছে। পুরাকালে এই ভারতবর্ষেই বহু বিদুষী রমণী জন্মগ্রহণ করে মহৎ আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন। তাঁরাও জ্ঞানে ঋষিদের সমান উচ্চস্থান লাভ করেছিলেন। সত্যধর্ম তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, সেই তেজে তাঁরা শক্তিশালিনী ছিলেন। সেইসব আদর্শ মহিলারা ভারতের গৌরব। আর এখন যা হচ্ছে দেখে দেখে প্রাণে দারুন আঘাত লাগছে। জগজ্জননীর জাত মায়েরা এই সত্যধর্ম গ্রহণ করে ভগবৎ কৃপা লাভ করুক। আবার দেশে, ঘরে ঘরে সেই সত্য ফুটে উঠুক।

**১৩ই অগ্রহায়ণ (৬৬)**

পাশ্চাত্য শিক্ষা মেয়েদের মধ্যে বেশি বিস্তার করছে। ভারতের নারীধর্ম তারা বর্জন করে বিদেশীর নীতি অবলম্বন করে চলছে। সত্য, ধর্ম, ন্যায়, কর্তব্য সব বিসর্জন দিয়ে ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হয়েছে। যে ভারতবর্ষ মেয়েদের গৌরবে গৌরবান্বিত ছিল, সেই দেশের মেয়েরা আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা, লজ্জা, সৌজন্য সব ত্যাগ করেছে। তখন ঘরে ঘরে গৃহিণীরা গৃহলক্ষীরূপে বিরাজ করতেন, আবার প্রয়োজনমতো স্বামীর সর্বকার্য্যে সাহায্যও করতেন। তার মধ্যে বীরঙ্গনাও ছিলেন, আবার ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেছিলেন এমন আদর্শবতী নারী সব ভারতের রত্নস্বরূপ হয়ে ভারতের গৌরববৃদ্ধি করে গিয়েছেন। দরকার হলে তাঁরা ব্রহ্মবিচারেও প্রবৃত্ত হয়েছেন। আবার লক্ষ্মীস্বরূপিনী হয়ে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে ধর্মের সাহায্যকারিণী হয়ে আশ্রম উজ্জ্বল করেছেন। সেসব আদর্শ ভাসিয়ে দিয়ে কদর্য্য বিদেশীর অনুকরণ নিয়ে সেসব ভুলে গেল, পরিতাপের কথা। কলির প্রভাবে এইসব হবে শাস্ত্রকর্তারা পূর্বেই এসব নির্ধারিত করে গিয়েছেন। শাস্ত্র-সদাচার মান্য করে সত্যপথে চললে প্রলোভনে পড়তে হয় না। পাশ্চাত্য শিক্ষাই সব নষ্ট করল। ভারতের নারীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা চিরদিনই ছিল। তাঁরা এখনও

যশস্বিনী হয়ে আছেন, ভারতের ইতিহাসে তাঁদের নাম জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে। দেশের এই সঙ্কট সময়ে সত্য ধরে চলতে পারলে কতকলোক রক্ষা পাবে। বাকি অধর্মের স্রোতে ভেসে ধ্বংস হয়ে যাবে। পরে আবার ধর্মস্থাপন হবে, লোক সত্যপরায়ন হয়ে ন্যায়বান্ হবে, স্বার্থত্যাগী হবে।

**১৪ই অগ্রহায়ণ (৬৭)**

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু - দেশের লোকের মধ্যে তপস্যার অভাব হয়েছে, কলিযুগের তপস্যা হরিনাম সাধন করা। সদ্‌গুরু যে সব নামে শক্তিসঞ্চার করে নর-নারী প্রভৃতি সর্বজীবের মধ্যেই বিতরণ করে গিয়েছেন, আদেশমত সাধন না করাতে সে বস্তু চাপা পড়ে গিয়েছে। এইসব শক্তিকে জাগাবার জন্য এইসব উপদেশ বিতরণ করছেন। প্রথম খন্ডে যে নামব্রহ্মের কথা প্রকাশ করা হয়েছে, **যারা সাধন পায়নি, উপযুক্ত গুরুর অভাবে দীক্ষা গ্রহণ করেনি, তারা এই নামব্রহ্ম নাম সাধন করে সদ্‌গুরুর আদেশমত চললে সদ্‌গুরুদত্তসাধন পাবার অধিকার লাভ করবে**। ঘরে ঘরে নাম প্রচার হলে সত্যধর্ম বর্ধিত হবে। নামের অভাবে ধর্ম ম্লান হয়ে গিয়েছে। ধর্মার্থীদের সকলেরই দীক্ষা গ্রহণের বিশেষ আবশ্যক। এখন উপযুক্ত ব্রহ্মবিদ্ গুরুর অভাব। এই নামব্রহ্ম সাধন করবার আদেশ রইল।

আমি - এইভাবে কি সকলেই বিশ্বাস করে গ্রহণ করবে ?

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু – গোঁসাইজী শক্তিসঞ্চার করে তোমার দ্বারা প্রকাশ করছেন; প্রত্যেক উপদেশ শক্তিপূর্ণ, সত্যাশ্রয়ী ধর্মপরায়ণরা বিনা বিচারে সব গ্রহণ করবে। অবিশ্বাসী, শঠ, প্রবঞ্চক, অধার্মিকেরা এই উপদেশ লাভ করা থেকে বঞ্চিত হবে। কর্মফল অনুযায়ী জীবের ভাব প্রকাশ হয়। তোমাদের উপর যেসব কাজের ভার আছে তোমরা করে যাও। ভাগ্যবান ভাগ্যবতীরা গোঁসাইজীর এই অমূল্য উপদেশ সাদরে হৃদয়ে ধারণ করে ধন্য হবে। জীবনের গতি পরিবর্তন হয়ে আনন্দের অধিকারী হবে।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী – মহাপ্রভু যা বলে গেলেন সবই দ্বিতীয় খন্ডে প্রকাশ হবে। নামব্রহ্ম শ্লোকগুলিও দ্বিতীয় খন্ডে লিখে দিতে বলবে। নাম প্রচার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে, নাম প্রচার হলেই আবার সত্যধর্ম জেগে উঠবে, যারা প্রকৃত ধর্মার্থী তাদের রক্ষার জন্য এইসব ব্যবস্থা করান হচ্ছে। অধার্মিকেরা তো ধ্বংস হবেই। চিরকালই এইভাবে জগতের শাসনকার্য চলছে। ধর্ম চিরদিনই জয়লাভ করেছে। ধর্মের জয় অধর্মের ক্ষয় এই সাধুবচন শাস্ত্রকর্তারা বলে গেছেন।

আমি - এইসব প্রকাশ হলে আমাদের নিয়ে কোনো গোলমাল হলে সেইসব আপনি দেখবেন। আমি তো আপনার আদেশমত লিখে যাচ্ছি, সবই আপনি। আমি বলে কেউ নেই।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - ধর্মের অভাব হয়েছে তাকে আবার জাগাতে হবে। পরিবর্তন আসবে বৈকি, স্থির হয়ে থাকবে। ধৈর্য্য, সহ্য সাধকজীবনের ভূষণ, কোন চিন্তা নেই, তোমাদের রক্ষাকর্তা আমি। ধীরভাবে কাজ করে যাবে, প্রতিষ্ঠা প্রলোভন যতই আসুক কিছুই করতে পারবেনা। সত্য ধরে আমাকে স্মরণ করলে ঠিকমত নাম যেখানে হয়, আমি উপস্থিত থাকি।

**১৫ই অগ্রহায়ণ (৬৮)**

দেখলাম্ – জটাজুটধারী, উন্নতকায়, জ্যোতির্ময়রূপে শ্রীশ্রীব্যাসদেব বসে আছেন।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - এইসব উপদেশে আবার অনেক স্থানে সত্য প্রচার হবে, ব্যাসদেব আনন্দ করে আশীর্বাদ করতে এসেছেন।

শ্রীশ্রীব্যাসদেব – এই যে সব উপদেশ গোঁসাইজী জীবের কল্যাণ কামনায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন, সদগুরু ছাড়া কারোও এ শক্তি নেই। প্রত্যেক উপদেশে শক্তিসঞ্চার করে আবার মায়ামুগ্ধ জীবকে উদ্ধারের পথ দেখালেন। এই দুই খন্ডে যতগুলি উপদেশ আছে গণনা করে সংখ্যা নির্দেশ করে, কত উপদেশ দেওয়া হয়েছে লিখতে বলবে। এই সত্য প্রচারে যারাই সাহায্য করবে, সমস্ত মহাত্মারই আশীর্বাদ লাভ করবেন। ভগবানের আদেশে কার্য করার সৌভাগ্য জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যা ছাড়া হয় না। গোঁসাইজী যখনই মানবজন্ম ধারণ করে লীলা করেন, তোমরাও সেই সময় জন্মগ্রহণ করে তাঁর লীলার যা অসম্পূর্ণ থাকে তোমাদের দ্বারা সেসব শেষ করান। আমি যখন মহাভারত রচনা করি সিদ্ধিদাতা গণেশ লেখক হয়ে আমার সাহায্য করেছিলেন। ভগবৎ উদ্দেশ্যে যে কাজই করা হয় সঙ্গী দরকার হয়, এইভাবেই সব নিয়ম ও লীলা চলে আসছে। যেদিন আবার লুপ্ত সত্যধর্ম ঘরে ঘরে প্রচার হবে সেদিন মহা আনন্দের সঙ্গে সবাই শান্তি লাভ্ করবে।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - সেই যে একদিন ব্যাসদেব এসেছিলেন কি করে সত্য ধর্ম রক্ষা পাবে, এখন এসব প্রকাশ হওয়া দেখে আনন্দ করে গেলেন। এইসব ত্রিকালদর্শী ঋষিরা জীবের কল্যাণ কামনাতে সর্বদাই মগ্ন আছেন। তাঁরা তো নিজেরা ব্রহ্মে যুক্ত, সবসময়েই ভগবৎ সঙ্গে আনন্দে আছেন। কিন্তু কলির প্রভাবে মানুষ দিন দিন অধঃপতনের পথে যাচ্ছে দেখে তাঁরা অস্থির হয়ে আসন ত্যাগ করে গোঁসাইজীর কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করতে এসেছিলেন। এঁরাই সমস্ত তপস্যালব্ধ শক্তি জীবের মঙ্গলের জন্য দান করেছেন। সদগুরু ছাড়া এই যে পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তি কারোও দেবার অধিকার না থাকায় গোঁসাইজীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। এখন আবার ঠাকুর এইসব উপদেশ দিয়ে কলির জীবের মঙ্গল করলেন। মহাসৌভাগ্য যে ব্যাসদেব কৃপা করে দর্শন দিলেন। মণিপুরীদের মধ্যে অনেক ধর্মপরায়ণ মহাপ্রভুর ভক্ত আছেন। এই বাংলা দেশই বেশী উচ্ছৃংখল হয়ে উঠেছে। এইসব উপদেশে অনেক ধর্মার্থীর উপকার হবে।

**১৬ই অগ্রহায়ণ (৬৯)**

যুগ উপযোগী এই যেসব উপদেশ দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে, প্রকৃত ধর্মভাব যাদের আছে তারা উপলব্ধি করবে। এইসব উপদেশ কালে গীতা, শ্রীমদ্ভাগবতের মত লোকের মন আকৃষ্ট করবে। বহুলোক আসক্তিশূন্য হয়ে বন্ধনমুক্ত হবে। মায়াজাল ছেদন করার একমাত্র উপায় সদগুরুদত্ত নাম সাধন করা ও তাঁর আদেশ পালন করা। যখন প্রথমে এই সাধন প্রচার করা হয়েছিল, যাদের জন্ম জন্মান্তরের তপস্যা দ্বারা ক্ষেত্র তৈরি ছিল, তারা পাবা মাত্র কৃপালাভ করে চলে গিয়েছে।

আমি - এত লোককে সাধন দিয়েছিলেন তার গণনা করে শেষ করা যায় না, অনেক শিষ্য- শিষ্যা জীবিত রয়েছেন ; সাধারণের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে কোন প্রভেদ দেখা যায় না। এই যে শক্তিপূর্ণ নাম যার শক্তি প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে অনুভব হচ্ছে, এ শক্তি কি তাদের ঘুমিয়ে গিয়েছে ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - ঠিক বলেছ মা, আদেশ পালন করে ঠিকমতো নাম না করাতে গুরুশক্তি জাগ্রত থাকতে পারলে না, ঘুমিয়ে পড়েছে। শক্তির যে ক্রিয়া, তাদের মধ্যে আর প্রকাশ হচ্ছে না, এজন্ম এইভাবেই যাবে। নিয়মমত সাধন করলে শক্তি জেগে থাকে। প্রাণের ব্যাকুলতার সঙ্গে গুরুকৃপা প্রার্থনা করতে হয়। এখন আর কি, সেভাবে তারা করতে পারলে না, অন্য অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল। চেষ্টা থাকলে আবার এইসব বন্ধন কাটিয়ে ওঠে, কিন্তু সে অবস্থা লাভ করতে চায় না। সংসারেই ডুবে থাকতে ভালোবাসে। যেচে যেচে যে মহারত্ন দেওয়া হল মোহবশে চিনতে পারলে না। কলির প্রভাবে এসব হবে বলেই জীবের উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভু এসে হরিনাম প্রচারের ব্যবস্থা করে গেলেন ; তখনও কতক লোক নিতে পারলে না। আবার সদ্গুরু এসে শক্তিসঞ্চার করে নাম দিলেন, কতক লোক ধরে নিলে কতক লোক নিতে পারলে না। কর্ম অনুযায়ী ফল লাভ করছে। আবার এইসব উপদেশ কতক লোক গ্রহণ করবে, কতক লোক উপেক্ষা করে এই রত্ন থেকে বঞ্চিত হবে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে ক্ষেত্র তৈরি হবে। সবাই কি আর একদিনে ধর্মলাভ করে ! যার যেমন জন্মান্তরের তপস্যা সে সেই অনুসারে ফল লাভ করেছে। এমনও সব ভগবৎপরায়ণ ভক্ত ছিলেন তাঁরা নাম পাবামাত্র কৃপালাভ করেছিলেন, তাঁদের আর সাধন করার দরকার হয়নি সমস্তই প্রস্তুত ছিল। নাম, নামী ও নামদাতা যে এক তাঁরা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছিলেন। যে উদ্দেশ্যে জীবন ধারণ করে সদ্গুরু লাভের আশায় বসে ছিলেন, প্রার্থিত বস্তু লাভ করে নিত্যলীলায় ডুবে গিয়েছেন।

**১৭ই অগ্রহায়ণ (৭০)**

মহাপ্রভু যখন এই নামব্রহ্ম প্রকাশানন্দের কাছে প্রকাশ করে বললেন সবাই ধরে নিতে পারলে না, আসল বস্তু গোপনে থেকে গেল। **নামব্রহ্মতেই শক্তিসঞ্চার করা ছিল, অন্য যেসব নাম তাতে শক্তি দেওয়া নেই**। মহাপ্রভু যখন দেশে দেশে নাম প্রচার করেছিলেন কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি সেইসময় তাঁর কৃপা লাভ করেছিল, তাঁরাও গোপন করে গিয়েছেন, তখন প্রকাশের সময় হয়নি। সদ্গুরুদত্ত নাম সাধন অভাবে ম্লান হয়ে গিয়েছে। উপযুক্ত গুরুরই অভাব হয়েছে। এখন আবার লুপ্ত ধর্ম জাগাবার জন্য ক্ষেত্র তৈরি করার প্রয়োজন হয়েছে। যারা সদ্‌গুরুদত্ত সাধন পায়নি তাদের জন্য নামব্রহ্ম দেওয়া হল। যারা সদ্‌গুরুদত্ত সাধন পেয়েছে আদেশমত না চলাতে নামের শক্তি ঘুমিয়ে পড়েছে, তাদের জন্য এই উপদেশ শক্তিসঞ্চার করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়েছে। পাঠ করতে করতে অনেক তত্ত্ব বুঝতে পারবে। পড়ে পড়ে আলোচনা করা অবশ্যক, তাতে অনেক কথার মানে প্রকাশ হবে। মহাপ্রভু তো নামব্রহ্ম সাধারণের মধ্যেই প্রকাশ করে জানিয়েছিলেন, কিন্তু ভ্রান্তমতি সংসারবদ্ধ মানব ধরে নিতে পারলে না। যেসব সত্য গোপন আছে এবার সব প্রকাশ করতে হবে। জগবন্ধুর লেখা "গুরু-শিষ্য সংবাদ" বের হলে, এই উপদেশামৃত'র দ্বিতীয় সংস্করণ যখন বের হবে, তখন জগবন্ধুর সমস্ত কথা প্রচার হবে। চারিদিকে মিথ্যার প্রকোপে সত্যধর্ম লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কলির প্রতাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সত্য জিনিসের আর কোনো মর্য্যাদা নেই। এই যে মহাপ্রভু কত সত্যের নিদর্শন রেখে গিয়েছেন, সাধারণের কাছে সবই অপ্রকাশ হয়ে আছে। এখন লোকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া কিছু বিশ্বাস করতে চায় না। যারা মহাপ্রভুর ভক্ত বলে পরিচয় দেয় তাদের এইসব গোপন স্থান সাধারণে যাতে জানতে পারে তার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। সত্য প্রকাশে করোও

আগ্রহ নেই, নিজ নিজ দল পরিপুষ্ট করাই এখন তাদের উদ্দেশ্য, স্বার্থ নিয়েই সবাই চলছে। ত্যাগ না থাকলে সত্য প্রচার কি করে করবে ? প্রথম প্রথম সত্য ধরে চলে, যখন প্রতিষ্ঠা-প্রলোভন আসে আর নিজেকে সংযত করতে পারে না, তাতেই বদ্ধ হয়ে যায়। আমাদের এই সাধনেরও কেউ কেউ প্রতিষ্ঠার বশবর্তী হয়ে তাতেই আবদ্ধ হয়ে সদ্গুরুর আদেশ লঙঘন করে তাঁর কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। লোকও প্রতারিত হচ্ছে। যেখানে সত্যগোপন করা হয় সেখানেই অধর্ম আশ্রয় করে। সদ্গুরুদত্ত নাম তাঁর আদেশ মত যারা দিয়েছে, সদ্গুরুই তাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করেছেন। যে আদেশমত সাধন করে নামের শক্তি জাগিয়ে রেখেছে, সে সত্য উপলব্ধি করে কৃপালাভ করবে। যারা আদেশ অবহেলা করে নিজের মন মত চলছে তারা কিছুই জানতে পারবে না। এইসব উপদেশ বিশেষভাবেই প্রচার হবে।

**১৮ই অগ্রহায়ণ (৭১)**

ধর্মলাভের জন্য যে সব পথ শাস্ত্রকর্তারা নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, সেই পথ অনুসরণ করে চলতে হয়। তাতে ধৈর্য্য থাকা চাই, ক্রমে ক্রমে সব অনুভব হয়। এখন লোকের যেমন বিশ্বাসের অভাব হয়েছে, ধর্মলাভ করাও তেমনি দুর্লভ হয়েছে। ভগবানকে আপন করে নিতে হয়, ঠাকুর মনে করে সেবাপূজা দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না। তাঁকে পাবার একমাত্র উপায়- ব্রজভাবই শ্রেষ্ঠ, আর তাঁকে পায় ভক্ত ভগবানে মিশে যেখানে এক হয়ে গিয়েছেন, সেখানে কোনো পার্থক্য নেই। ঠাকুর ভেবে যারা সেবাপুজা করে তারা বহু দূরে আছে। নিজের যেমন দশ ইন্দ্রিয় সবচেয়ে আপন, তেমনি এই দেহমন্দিরে প্রানের প্রান মনে করে তাঁকে আপন করে নিতে হবে। দশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোনটি না থাকলে যেমন দুঃখ পেতে হয়, তেমনি যতক্ষণ না আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যোগ হয় নিজেকে অসম্পূর্ণ মনে করে তাঁর জন্য ব্যাকুল হতে হবে। সেইভাবই শ্রেষ্ঠ সেবা। ফুল জল দিয়ে সেবা করলাম, ভোগ দিলাম, এসব বাহ্য - সাধারণের জন্য দরকার। প্রথম স্তরের লোকদের জন্য এসব ব্যবস্থা আছে। যারা সদগুরুদত্তসাধন পেয়েছে তাদের জন্য নয়। যুগে যুগে ভক্তরা কি করেছে ? নিজেদের জন্য যা খাদ্য জুটেছে, সেইগুলিই তাঁকে দিয়ে প্রসাদ খেয়েছে। খেতে খেতে যা ভাল লেগেছে আবার সেই উচ্ছিষ্টই তাঁর মুখে তুলে দিয়েছে, সেখানে পৃথকভাব নেই।

আমি - এইসব দেবমন্দিরে সেবাপূজা এর কি কোন সার্থকতা নেই ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - এসবেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে, মা। এতেও কতক ধর্মপথে সাহায্য হয়। এসব দ্বারা ধর্মকে জাগিয়ে রাখা হয়েছে, লোকের বিশ্বাস-ভক্তি আসে। আমাদের এ সাধন যারা পেয়েছে তাদের জন্য নয়। ভগবৎ লাভের জন্য বাহ্য অনুষ্ঠান আবশ্যক হয়না। এ সাধন ভিতরের জিনিস, ঋষিদের তপস্যালব্ধ অমূল্য রত্ন, সদ্গুরুর আদেশমত নাম সাধন করা, তাঁর উপদেশ মত চলা- এই হল ভগবত লাভের প্রকৃত উপায়। সবাইকে নাম দেওয়ার সময় এই সবই বলা হয়েছে। যাদের তপস্যাদ্বারা ক্ষেত্র তৈরি ছিল, তারা ধরে নিয়েছে। বাকি যারা, ক্ষেত্র তৈরি না থাকায় নাম পেয়েও ঠিক পথ ধরে চলতে পারলে না, পথ ভুলকরে নানারূপ অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল। এ সাধনের প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারলে না।

শ্রীশ্রীগুরুদেব – শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর আদেশমত সব কাজ করে যাও, তাঁর ইচ্ছায় সত্য প্রচার হচ্ছে, কোনো বাধা বিঘ্ন কিছুই করতে পারবে না। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী যেদিন যখনই যেসব উপদেশ দেন সে স্থান শ্রীবৃন্দাবনে পরিণত হয়। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শক্তি ও শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর শক্তি এক। এই যে সব উপদেশ দান করলেন, এ যে কি অমূল্য রত্ন দিয়ে গেলেন, যারা শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপায় পাবে তারাই বুঝবে, দুই শক্তি এক হয়ে আজ জীবের উদ্ধারের জন্য অতি আশ্চর্যভাবে নতুন উপায় দ্বারা প্রচার করলেন। এই কার্যগুলি সম্পন্ন করার ভার নির্ধারিত ছিল।

**১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৮ (৭২)**

এইসব উপদেশ প্রচার হয়ে গেলে শ্রীবৃন্দাবন লীলা প্রকাশ করার ব্যবস্থা হবে। যতক্ষণ আসক্তি থাকে নিরাপদ অবস্থা আসে না। ভগবৎ আদেশে যে কাজ করা হয় সেখানে সবই তাঁর ইচ্ছায় সম্পন্ন হচ্ছে জানবে। কর্ম শেষ হলেও ভগবৎ আদেশ কর্মে লিপ্ত থাকতে হয়, অনাসক্ত ভাবে কার্য্য হয় বলে তাতে বদ্ধতা থাকে না। কর্মযোগের কথা গীতাতে শ্রীভগবান সবই বুঝিয়ে বলেছেন, যখন যে অবস্থা আসবে আনন্দ করে গ্রহণ করবে। আনন্দময় যার হৃদয়ে বাস করেন সবসময়ই তার আনন্দধামে বাস হচ্ছে। আত্মা পরমাত্মায় যখন যোগ হয়ে যায় তখন স্থানাস্থান, কালাকাল, কোন বিচারই থাকে না।

সাধন অভাবে এই যে দূর্লভ রত্ন যা সদ্‌গুরু অযাচিতভাবে বিতরণ করে গিয়েছেন, তার শক্তি বিকাশ হতে পেল না। বীজ পড়ে রইল, যদি কখনো সদ্গুরুর আদেশমত চলে, নামসাধন করে সেই শক্তি জাগাতে পারে, তখন এই সাধনের মধ্যে কি বস্তু যে সদগুরু দিয়ে গিয়েছেন, ক্রমে ক্রমে অনুভব করবে। এইসব উপদেশমত চললে গুরুশক্তি জেগে উঠবে। মীননাথ গোরক্ষনাথের কথা তো পড়েছ। মীননাথের গুরুশক্তি যখন বিষয়স্পর্শে ঘুমিয়ে গেল, তখন তারই শিষ্য গোরক্ষনাথ সেই শক্তি জাগ্রত করে দেওয়াতে আবার তিনি পূর্ব অবস্থা লাভ করেছিলেন। গুরুশক্তি যাদের ঘুমিয়ে পড়েছে, তারা যদি এই সব দেশ পড়ে সেইমত চলে, আবার সেই শক্তি জেগে উঠবে। জীবের উদ্ধারের জন্য কত ভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। ভগবানকে বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। দেবের দেব মহাদেব ভোলানাথ, যিনি সর্বদাই সমাধিতে মগ্ন আছেন তাঁকেও জন্ম নিতে হয়েছিল। মানবের কল্যাণ কামনাতে অনাসক্তভাবে সংসার করে, সংসারে থেকেও যে ধর্মলাভ হয়, সে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। কলির প্রভাবের সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা মিশে মানুষের সত্ত্বগুণ নষ্ট হয়ে গেল। যার মধ্যে যতটুকু সার থাকে নিতে হয়, তাতো করলে না, ইংরাজ জাতির বহু গুণ ছিল সেসব নিতে পারলে না, যেগুলি দোষের সেইগুলিই ধরে নিলে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিলাসিতার স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দিলে। পুরুষদের দেখাদেখি মেয়েরাও সেই স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার ফলে গৃহলক্ষ্মীদের মধ্যে যে ধর্মভাব ছিল তাও চলে গেল। অধর্মের জয় হল, রোগ, শোক, অভাব, দুঃখ, নানারূপ কষ্টের মধ্যে ডুবে গেল।

**২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৫৮ (৭৩)**

কপিলদেব যখন দেবহুতিকে সাংখ্যযোগ উপদেশ দিয়েছিলেন, তাতে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন, দেবহুতির সমস্ত মায়া দূর হয়ে পরাশান্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর তপস্যার প্রভাবে ভগবান যুগে যুগে তাঁর গর্ভে সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে তাঁর বাসনা পূর্ণ

করেছিলেন। বিশ্বাস, ভক্তি- এই দুটি তাঁর ভগবৎ লাভের প্রধান উপাদান ছিল। এখন সেই বিশ্বাস-ভক্তির অভাবেই দেশের ঘোর দুর্দিন এসেছে। ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে তপস্যালব্ধ ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের কি করে মিল হবে ? ঋষিদের মত সত্য, যা তাঁরা কঠোর তপস্যা করে জ্ঞাত হয়ে নিজেরা অনুভব করে জীবন্ত সব সত্য, যা ভাষায় প্রকাশ করে গিয়েছেন। পাশ্চাত্যশিক্ষা তপস্যা ছাড়া গঠিত। সনাতন হিন্দুধর্মের সঙ্গে কোন সংশ্রবই থাকতে পারেনা। এ জিনিসের সন্ধান তারা কোথায় পাবে ? দেশের লোকের এমনি দুর্ভাগ্য তারা নিজেদের ঘরের সাচ্চা রত্ন চিনতে পারলে না, পরের দেশের ঝুটা পাথর আদরে তুলে নিলে। এমন মহান আদর্শ যা ঋষিরা অকাতরে নানাভাবে প্রচার করে দেখিয়ে গিয়েছেন। সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য ঋষিরা যা উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন সেইসব শাস্ত্র মান্য করে চলা প্রত্যেক ধর্মার্থীর উচিত। আমাদের এই সাধন সেই ঋষিদের তপস্যালব্ধ শক্তি, কলির জীবের উদ্ধারের জন্য দিয়ে গিয়েছেন। যে সাধন ভগবান সদ্‌গুরুরূপে এসে সর্বজীবের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করে দান করে গেলেন, ক্ষেত্র অনুযায়ী সে সাধনের ক্রিয়া কতকলোক অনুভব করলে, কতকলোক উপদেশ মত সাধন না করায় কিছুই বুঝতে পারল না, সদ্‌গুরুদত্ত সাধন চাপা পড়ে গেল। আবার এইসব উপদেশে শক্তিসঞ্চার করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়েছে। বিশ্বাস ভক্তি করে যারা ধরে নিয়ে সদ্‌গুরুর আদেশমত চলবে তারা সত্যের আলো পেয়ে পথ দেখতে পাবে ও কৃপালাভের অধিকারী হবে।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - এখন সব লোকে মনে করে- আমরাই যা করছি ঠিক করছি, ধর্মের নামে যেসব লেখা আছে ভুল। এত বড় দাম্ভিক হয়ে উঠেছে, সনাতন ধর্মের মর্যাদা দিতে চায় না। নিজেরা তো ধ্বংস হবেই, সেইসঙ্গে কুশিক্ষা দ্বারা যাদের ধর্মভাব নষ্ট করছে সেইসব ম্লেচ্ছাচারীরাও ধ্বংস হবে। নানাভাবে ধর্মের অবমাননা হচ্ছে। এইসব উপদেশে কতক লোকের ধর্মভাব জাগ্রত হবে, সময়ের অপেক্ষা করতে হচ্ছে। যখন ধ্বংসলীলা আরম্ভ হবে, তখন মাথা খুঁড়লেও কোন উপায় থাকবে না। এখন সত্যপথে আসবার জন্য পথ দেখানো হচ্ছে, শেষ উপায় ধ্বংস করা। মানুষের এত চেষ্টার অভাব হয়েছে- বাজে কথায়, বাজে কাজে সময় নষ্ট করবে তবু নাম করবেনা, কি করে উদ্ধার হবে ? জীবের দুঃখে কাতর হয়ে নানাভাবে ব্যবস্থা করা হচ্ছে, ভাগ্যহীন সন্তানরা চেয়ে দেখছে না। স্বপ্ন ঘোরে আপন আপন করে মায়াবদ্ধ হয়ে আছে। যেদিন ঘুম ভাঙবে, দেখবে সব ফাঁকি, সব শূন্য।

## দ্বিতীয় খন্ড সমাপ্ত

# অতিরিক্ত

# যোগীরাজ শ্রীশ্রীমৎবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের কথা

**২৯শে ভাদ্র ১৩৬৭**

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন – মা, শ্রীমৎবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের সঙ্গে কথা বলে জানলাম উপযুক্ত ব্যক্তির উপর দীক্ষা দেবার ভার পড়বে, সময়ের প্রতীক্ষা করা হচ্ছে। শ্রীমানসরোজ দীক্ষা দিতে পারে। প্রত্যক্ষভাবে আদেশ দেওয়া এখন বন্ধ আছে, পরোক্ষ চলছে। এসব দুর্লভ বস্তুর মর্যাদা দিতে পারছে না। সংযমী, চিত্তজয়ী হয়ে দীক্ষা প্রদান করতে হবে। যিনি দীক্ষা গ্রহণ করবেন তাঁরও উপযুক্ত আধার হওয়া চাই। এইসব বিবেচনা করে কার্য্য করতে বলো। যোগীজন-বাঞ্ছিত দুর্লভ বস্তু তপস্যা করে লাভ করতে হবে। সময়ে জানতে পারবে, প্রেরণা আসবে। সরোজকে আমাদের আশীর্বাদ দিয়ে লিখো- যোগীরাজ পরমহংসদেব বলেছেন শ্রীমান সরোজ নিজেকে উপযুক্ত মনে করলেই দীক্ষাদান আরম্ভ করতে পারে, বিচার করে উপযুক্ত পাত্রে দীক্ষা দেবে।

**৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৭**

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন - মা, আমার সঙ্গে একবার কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটে চল, শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব তোমার সঙ্গে দেখা করবেন, তিনি কাশী ছেড়ে কোথাও যান না।

তাঁর সঙ্গে গেলাম, দশাশ্বমেধ ঘাটে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, আমি যেয়ে প্রণাম করলাম, আশীর্বাদ করে বললেন – মা, গোঁসাইজীর কৃপালাভ করে জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছে। কৃষ্ণপ্রেমরস আস্বাদন কর। ......তোমাকে চিঠি দেয়, গোঁসাইজীর বই নিয়েছে, আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি, আমার আশীর্বাদ দিও, বাড়ির সকলকেও যেন আশীর্বাদ জানায়। দীক্ষা নেওয়া প্রত্যেক নরনারীর কর্তব্য। যতক্ষণ না দীক্ষালাভ হয় জীবন অপূর্ণ থাকে। যে ভোগ সুখে মানুষ বদ্ধ হয়ে আছে সে তো অনিত্য, ক্ষণিকের। সত্যবস্তু নাম। নিত্য বস্তু কখনও লয় হয় না। এই কথাগুলি ......কে লিখে দিও। মা, আনন্দ কর। প্রয়োজন হলে আবার দেখা হবে।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন – মা, ......কে দিয়ে ......কে এই সব কথা লিখে দিও।

তারপর আমরা চলে এলাম।

**১৫ই বৈশাখ ১৩৬৮**

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন – মা, যোগীরাজ পরমহংসদেব বললেন - কলিকালে হরিনাম সাধনই জীবের উদ্ধারের পথ, হরিনামেই মুক্তি। ......কে আমাদের আশীর্বাদ দিয়ে এই কথা লিখে দিও।

**৩২শে আষাঢ় ১৩৬৮**

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন – মা, ......কে বলবে ...... যা জানতে চেয়েছে, যোগীরাজ পরমহংসদেবের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা হল। সরোজ দীক্ষা দিতে পারে, তবে অবস্থা লাভ করতে বিলম্ব আছে। শিষ্যপরম্পরায় দীক্ষাদান সনাতন নিয়ম- এই নিয়ম অনুসারে দিতে পারে। ঁদুর্গাপূজায় মহাষ্টমীর দিন কুমারী পুজা করে মায়ের শ্রীচরণে অনুমতি নিয়ে দীক্ষাদান আরম্ভ করতে পারে, আমার আদেশ রইল। আমাদের ও যোগীরাজের আশীর্বাদ জানাবে।

যোগীরাজ আরও বলছেন - এখন কলিকালে যুগ উপযোগী হরিনামই জীবের উদ্ধারের পথ। আমি যে শক্তি দিয়ে দীক্ষা দিয়ে গিয়েছি বর্তমানে এখন আর তা কারও দ্বারা দেওয়া সম্ভব নয়।

--------

## স্বামী অসীমানন্দজীর রামচন্দ্রপুর শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রম হইতে পদব্রজে ঁপুরীধাম যাত্রা

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করে কাছে বসলাম, তাঁরা আশীর্বাদ করলেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন – মা, কাল এখানে নাম কীর্তন হওয়াতে আমরা পরম আনন্দ লাভ করেছি। শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছিল, দরবেশও* ছিলেন। যেখানে হরিনাম হয় দেবর্ষি নারদও উপস্থিত থাকেন। অসীমানন্দ আমার নিজজন, আমার প্রিয়কার্য সম্পাদন করেছে। হাঁটা পথে আসার সময় রাস্তায় আমি, শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভু, দরবেশ, আমার শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীপরমহংসজী** সঙ্গে ছিলেন। ব্রজধামে যখন রথ এলেন আমরা সবাই ভিতরে এসেছিলাম। মা, যারা ভগবৎ বুদ্ধিতে দর্শন করেছে তারা রথে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনের ফললাভ করেছে।

হরিবোল হরিবোল বলতে বলতে প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভু এলেন, প্রণাম করলাম আশীর্বাদ করে বললেন – মা, আমিই সেদিন রথ নিয়ে এসেছিলাম, গোঁসাইজী তোমাকে কৃপা করেছেন, তোমার কোন বাসনাই অপূর্ণ থাকবে না। কাল নামকীর্তনে পরম প্রীতি লাভ করেছি। নামকীর্তনের সময় এস্থান বৃন্দাবনে পরিণত হয়েছিল। ভাগ্যবান ভাগ্যবতীরা দর্শন করে ধন্য হয়ে গিয়েছে। অসীমানন্দের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আমার ইচ্ছাতেই হয়েছে। ধর্মজগতে এই অপূর্ব লীলারসমাধুরী তাপিত নর-নারীর প্রাণে অমিয় সিঞ্চন করবে। যারা এখানে এসেছিল বা আসছে আমাদের আশীর্বাদ পাবে।

গোপাল*** বলছে - কাল বাঁশি লুকিয়ে রেখে মজা করলাম। তুমি খুঁজে পেলে না, নবদ্বীপের মা রাত্রে বার করল। কাল খুব নৃত্য করেছি, অসীমানন্দ ভাইজী**** আমার গান করছিল, আমাকে ভালবাসে কিনা। এরা যে আমার অন্তরঙ্গ ভক্ত।

------------------------------------------------------------------------------

*শ্রীশ্রীদরবেশজী - শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর শিষ্য ও স্বামী অসীমানন্দজীর গুরুদেব।

**শ্রীশ্রীপরমহংসজী – শ্রীশ্রীমৎব্রহ্মানন্দ পরমহংসদেব, আকাশগঙ্গা পাহাড়ে শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুর শ্রীশ্রীগুরুদেব (দীক্ষাগুরু)।

***শ্রীশ্রীগোপাল – শ্রীশ্রীবৃন্দাবন থেকে আনীত একখানি শ্রীশ্রীগোপালের চিত্রপটে তাঁর আবির্ভাব ও লীলাপ্রকাশ।

****স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতীজী – রামচন্দ্রপুর শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রম (পোঃ- রামচন্দ্রপুর,জেলা- পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২৩১৪৪) থেকে শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীমৎগোস্বামীপ্রভু ও তাঁদের প্রিয়ভক্ত-শিষ্যগনের প্রতিকৃতি একটি সুদর্শন রথে স্থাপন করে বহু ভক্ত ও শিষ্যসহ কীর্তন করতে করতে ১৩৬৮ ,২০শে কার্তিক পদব্রজে যাত্রা করেন ও ১০ই অগ্রহায়ন শ্রীধামপুরী পৌঁছিয়ে শ্রীশ্রীমৎগোস্বামীপ্রভুর আশ্রম, ব্রজধাম, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভুর গম্ভীরা ইত্যাদি দর্শন করেন ও সাষ্টাঙ্গ দেন। পরে শ্রীশ্রীসীতারামবাবাকে দর্শনে যান। তিনিও মৌনী অবস্থার মধ্যে স্বামীজীকে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করেন ও খুব আদরযত্নের সঙ্গে কয়েকদিন সকলকে ভজন করান।

# শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপ্রভুর উপদেশ

১। আহারে সহিত মনের খুব নিকট সম্বন্ধ, আহারটি সাত্ত্বিক হলে মনটিও সাত্ত্বিক হয়। রাজসিক ও তামসিক আহারে মনটিও সেইরূপ হয়ে পড়ে।

২। কারও আকাঙ্খার বস্তু, লোভের বস্তু, তাকে না দিয়ে খেলে অনিষ্ট হয়। কোনও তমোগুণাক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে এক আসনে বসে আহার করলেও অনিষ্ট হয়, এমন কি, একস্থানে বসে খেলেও হয়। আহারের বস্তুতে তমোগুণীর দৃষ্টি পড়লেও ক্ষতি হয়। আহারের বস্তুতে লোকের সংস্পর্শে ও দৃষ্টিতে বিশেষ অপকার করে। তমোগুণাক্রান্ত ব্যক্তির দৃষ্টি আহার্যে পড়লে উহা ভোগে লাগে না, নষ্ট হয়। ভাবদুষ্ট, স্পর্শদুষ্ট ও দৃষ্টিদুষ্ট বস্তু আহার করলে ক্ষতি করে, দেবতাকে দিলেও অপরাধ হয়। আহারের দোষে অনেক প্রকার উৎপাতের সৃষ্টি হয়, ওতে সমস্ত রিপুরই উত্তেজনা জন্মে। আহারটি সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন। প্রণালীমত আহার করতে পারলে তাতেই সব হয়, আর কিছুই করতে হয় না।

৩। শ্রাদ্ধে আহার করলে বিশেষ অনিষ্ট হয়ে থাকে ; ভক্তিভাব একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করলে সকল প্রকার দুষ্কার্য্যই তাহা দ্বারা সম্ভব হইতে পারে।

৪। গুরুতে বিশ্বাস হলেই ধর্মলাভ হয়। কিন্তু তা তো আর সহজে হয় না। ধর্মসাধন করলে, অর্থাৎ গুরু যাহা বলেন সেইরূপ করলে ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস জন্মে।

৫। নিজেকে অভক্ত, দীনহীন, কাঙ্গাল মনে করে যদি ভগবানের চরণে পড়ে থাকেন, তা হলে ভক্তিদেবী অবশ্যই কৃপা করবেন।

৬। যতদিন মান-অপমান, সুখ-দুঃখ, কাম-ক্রোধে – এ সমস্ত আছে, ততদিন নিজের চেষ্টা করতে হবে। এই চেষ্টাই সাধন- নামকরা। আমি পারি না- এসব কথা ভাবুকতামাত্র।

৭। দিবসটিকে নানা কার্য্যে বিভাগ করে খুব নিষ্ঠার সহিত তাতে নিযুক্ত থাকতে হয়। কিছুতেই ঐ সব নিয়মের অন্যথা আচরণ করতে নাই। এই প্রকার চললেই ক্রমে ত্রিতাপ নষ্ট হয়ে যায়।

৮। কাম শারীরিক গুণের সামিল। বহির্মুখ থাকলেই কাম, শরীর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্তর্মুখ হয়ে পড়লেই প্রেম। তখন আত্মার সঙ্গ হয়। শারীরিক গুন সহজে ছাড়েনা। আহার সংযম একমাত্র ব্যবস্থা।

৯। দীনহীন, বিনীত হওয়া অপেক্ষা ভগবানকে লাভের আর সহজ উপায় নাই। সেবা-বন্দনা ও অধীনতা ইহাই সকল প্রকার সাধন হতে শ্রেষ্ঠ ও সহজ। অনেক লোককে, অনেক মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে কিন্তু তাঁহারা ইহা হইতে ভগবান লাভের আর সহজ উপায় বলিতে পারেন নাই। আমারও বিশ্বাস, ইহা হইতে আর সহজ কিছুই নাই। এই শ্রেষ্ঠ সাধন। এতে ভগবানের প্রতি মহাভাব এনে দেয়।

১০। সর্বদা নিজেকে ছোট ভেবো। কারও অপেক্ষাই কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করো না। নিজকে ছোট বলিয়া না জানা পর্যন্ত হাজার সাধন, ভজন, চেষ্টা, তপস্যায়ও কিছুই হবে না।

১১। ধর্মকে সতীর মতো, দাতার মতো, ভক্তের মতো এবং বীরের মতো রক্ষা করিতে হইবে। যেস্থানে ধর্ম, সেস্থানেই জয়। মানুষে কি করিতে পারে ? স্বয়ং ভগবান ধর্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

১২। টাকা, শরীর, ধর্ম - উহাদের উপযুক্ত ব্যবহারেই ধর্ম। সকল বিষয়ে অপব্যবহার, অপব্যয়ই মহাপাপ।
১৩। শ্বাস-প্রশ্বাসে এই নাম সাধনই যথার্থ সাধন। ইহাতে কামাদি-সমস্ত রিপুর বিনাশ হইবে। প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা আসিবে, বিশ্বাস পাইবে।
১৪। মনুষ্যের সহস্র দোষ থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু তাহার মধ্যে যেটুকু গুণ তাহাই ধরিয়া তাহার প্রশংসা করিতে হইবে। লোকের প্রশংসা সরল হৃদয়ে করিলে ঈশ্বরের উপাসনার কার্য্য হয়। গুণকীর্তন করিলে নিজের পাপ তাপ পলায়ন করে। শান্তি আনন্দ আগমন করে। নিন্দা করিলে নিজের সদ্‌গুণ নষ্ট হইয়া নরক ভোগ হয়।
১৫। পরনিন্দা মহাপাপ, নরহত্যা অপেক্ষাও অধিক পাপ। পরনিন্দুকের মত কুসঙ্গ আর নাই। পরনিন্দুকের হৃদয় এত অন্ধকার যে ভগবান তাহাতে বাস করিতে পারেন না।

----------

# শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু উপদেশামৃত

## (শ্রীশ্রীগোঁসাইজী কথিত ও মা-মণি কর্তৃক প্রাপ্ত)

## ৩য় খণ্ড

**ওঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ**

# শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর বাণী

১। মনুষ্যের সহস্র দোষ থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু তাহার মধ্যে যেটুকু গুণ, তাহাই ধরিয়া তাহার প্রশংসা করিতে হইবে। লোকের প্রশংসা সরল হৃদয়ে করিলে ঈশ্বরের উপাসনার কার্য্য হয়। গুণ কীর্ত্তন করিলে নিজের পাপ তাপ পলায়ন করে। শান্তি, আনন্দ আগমন করে। নিন্দা করিলে নিজের সদ্‌গুণ নষ্ট হইয়া নরক ভোগ হয়।

২। সর্বদা নিজেকে ছোট ভেবো, কারো অপেক্ষাই কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করো না। নিজেকে ছোট বলিয়া না জানা পর্য্যন্ত হাজার সাধন, ভজন, চেষ্টা তপস্যায়ও কিছুই হবে না।

৩। গুরুতে বিশ্বাস হলেই ধর্মলাভ হয়। কিন্তু তাতো আর সহজে হয় না। ধর্ম সাধন করলে, অর্থাৎ গুরু যাহা বলেন সেইরূপ করলে ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস জন্মে।

৪। যতদিন মান-অপমান, সুখ-দুঃখ, কাম-ক্রোধ – এ সমস্ত আছে, ততদিন নিজের চেষ্টা করতে হবে। এই চেষ্টাই সাধন- নাম করা। আমি পারি না – এসব কথা ভাবুকতা মাত্র।

৫। টাকা, শরীর, ধর্ম – উহাদের উপযুক্ত ব্যবহারই ধর্ম। সকল বিষয়ের অপব্যবহার, অপব্যয়ই পাপ।

--------

**ওঁ হরিঃ**

# শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুদত্ত নামব্রহ্ম

**হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।**
**কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।।**

-----------------------------------------------------------------------------------

## শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুর ঢাকা গেন্ডারিয়া আশ্রমের ভজনকুটির গাত্রে স্ব-হস্ত লিখিত উপদেশঃ-

১। এইসা দিন নাহি রহেগা ।
২। আত্মপ্রশংসা করিও না ।
৩। পরনিন্দা করিও না ।
৪। অহিংসা পরমধর্ম্মঃ ।
৫। সর্ব্বজীবে দয়া কর ।
৬। শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর ।
৭। শাস্ত্র ও মহাজনের আচারের সহিত যাহা মিলিবে না তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর ।
৮। নাহংকারাৎ পরোরিপুঃ ।

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

**শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ**

**প্রেমভক্তিপ্রদাতারং আনন্দানন্দবর্ধনম্ ।**
**স্বর্ণময়ীসুতং বন্দে যোগমায়া মনোহরম্ ।।**
**বিজয়বল্লভাং দেবীং বিজয়ানন্দবর্দ্ধিনীম্ ।**
**সদানন্দময়ীং স্বাধ্বীং যোগমায়াং নমাম্যহম্ ।।**

**২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮ (১)**

ভক্তমালে আছে রানী মদালসার সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই সিদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত করে সংসার মোহ থেকে উদ্ধারের পথ দেখিয়ে দিতেন। পিতা-মাতার কর্তব্য সন্তান পালনের সঙ্গে সন্তানকে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া, এখন সেসব কিছুই নেই। এখনকার শিক্ষা যাতে অর্থ ও যশ উপার্জন করতে পারে। বংশগত ধর্মও বিসর্জন দিয়েছে, অর্থই একমাত্র কামনার বস্তু হয়েছে। ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে পিতা-মাতার সত্যধর্ম শিক্ষা দিয়ে, নানাভাবে পুরাণের কথা বলে, তাদের মনে বিশ্বাস ভক্তি জাগ্রত করতে হয়। যে পিতা-মাতা সন্তানকে সত্যপথ দেখায়, তারাই প্রকৃত কর্তব্য পালন করে। যুগোপযোগী শিক্ষা প্রয়োজন বটে ; স্বধর্মে থেকে শিক্ষালাভ অনায়াসে হয়। ভারতে উচ্চ শিক্ষার আদর্শ চিরকালই আছে। সত্যধর্ম আশ্রয় করে চললে সব কাজেই সাফল্য লাভ হয়। কবি জয়দেব তাঁর অমর লেখনি দিয়ে যা সত্য প্রকাশ করে গিয়েছেন, তার তুলনা নেই। এখনো পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে জয়দেবের মধুর পদাবলী গান হয়। বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবি'রা রাধাকৃষ্ণলীলা সাধন দ্বারা প্রত্যক্ষ করে, সত্যবস্তু দিয়ে গিয়েছেন। সাধক রামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি ভক্তরাও সাক্ষাৎভাবে কৃপা লাভ করে সব প্রকাশ করে গিয়েছেন। এমন জীবন্ত সত্য ভারত ছাড়া কোথাও নেই। জীবের দুর্ভাগ্য আসল বস্তু নিতে পারল না। মিথ্যা যা অস্থায়ী, আজ আছে কাল থাকবে না

তার পেছনে ছুটছে। শেষে হতাশ হয়ে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হবে। ভারতবর্ষ তপস্যার স্থান। যে দেশে ঋষিরা হাজার হাজার বৎসর সাধনায় মগ্ন থাকতেন, সেসব তপস্যালব্ধ শক্তিদ্বারা ভারতের সত্যধর্ম রক্ষা করে আসছেন। কলির প্রভাবে সত্যধর্ম ম্লান হয়ে যাওয়াতে তাঁরা বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়েছেন ; দেশে যাতে সত্য রক্ষা হয় তাঁদের উপর সেই কাজের ভার আছে। তাঁরা সদ্‌গুরুর আরাধনা করে আবার এইসব উপদেশ দেবার জন্য প্রার্থনা করেন। সদ্‌গুরু ছাড়া জীবের উদ্ধার সাধন করা অন্য কারোও অধিকার নেই।

**২২শে অগ্রহায়ণ (২)**

ভগবানকে লাভ করার উদ্দেশ্যে কম লোকেই তাঁর আরাধনা করে। সকাম উপাসকই প্রায় সব, অল্পসংখ্যক নিষ্কাম উপাসক। আমাদের এই সাধনের প্রধান লক্ষ্য ভগবৎ চরণারবিন্দ দর্শন করা আর যোগীজনদূর্লভ সেই প্রেমভক্তি লাভ করা। প্রথম অবস্থায় দর্শন হলে তখন সদ্‌গুরুর আদেশমত চলতে হয় ; বদ্ধ হলেই সেই অবস্থায় থেকে যায়, আর অগ্রসর হতে পারে না। যতক্ষণ না সেই সচিদানন্দময়ের দর্শন হয় ততক্ষণ জীব মায়ার বন্ধন কাটাতে পারে না। আসক্তিশূন্য না হলে দর্শনের অবস্থা আসে না। সব ছেড়ে দিতে হয় ; পারে না বলেই বার বার জন্ম নিতে হয়। যেসব ঋষিরা ভগবানকে পাবার উদ্দেশ্য করে কঠোর তপস্যা করে সিদ্ধ অবস্থা লাভ করেছিলেন, সেই তপস্যালব্ধ দূর্লভ বস্তু, যা দেবতারাও পাননি, কলির জীবের দুঃখে কাতর হয়ে দিয়ে গিয়েছেন, সেই অমূল্য রত্নের মূল্য বুঝল না, হেলাতে হারাল। মহাপ্রভু যখন প্রথমে নাম দিলেন, তাও সবাই পেল না। তারপর সদ্‌গুরু এসে অকাতরে বিতরণ করলেন। তাঁর অপ্রকট অবস্থায় তিনি যাঁদের আদেশ করলেন তাঁরাও বহুলোক'কে সাধন দিলেন, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য সবাই ধরে নিয়ে চলতে পারল না। আবার এইসব উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। ত্যাগ বৈরাগ্য, বিশ্বাস, ভক্তি সবই অভাব হয়েছে। বাইরের অনুষ্ঠান যেখানে যত বেশি সেইখানেই লোকসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হচ্ছে। কতকস্থানে ধর্মক্ষেত্রকে কর্মক্ষেত্রে পরিণত করেছে। এ সবই তো ইহকালের জন্য, ভগবান লাভের জন্য কোন ব্যবস্থাই সেখানে নেই। লোকশিক্ষার জন্য তো নানাস্থানে নানাভাবের প্রতিষ্ঠান রয়েছে ; নিষ্কামধর্ম কেউ লাভ করতে চায় না, সকামেই তাদের আনন্দ। যেদিন ভুল ধরা পড়বে, তখন আর উপায় থাকবে না, একটা জন্ম বৃথাই যাবে।

**২৩শে অগ্রহায়ণ (৩)**

স্থানে স্থানে মহাত্মারা সত্যকে জাগিয়ে রেখেছেন, সাধারণে সেসব স্থান জানতে পারে না। যেখানে ভগবানের প্রকাশ হয়, সাধন দ্বারা সাধক-সাধিকা তাঁর কৃপা উপলব্ধি করে। সে স্থানে গেলেই যাদের গুরুশক্তি জাগ্রত আছে, তারা মহিমা অনুভব করবে। এমন অনেক নির্জন স্থান আছে, গেলে হঠাৎ প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হয়, নামের কৃপা বোঝা যায়। যেখানে শক্তিপূর্ণ নামসাধন করা হয় সেখানে নামের শক্তি ছড়িয়ে পড়ে, যাদের গুরুশক্তি জাগ্রত আছে, তারা সে শক্তি অনুভব করে। আমাদের এই সাধনে সদ্‌গুরুর আদেশ মত চললে সবসময় একটা আনন্দ ভেতরে প্রকাশ হয়। এই অনিত্য দেহ দ্বারা ভগবৎ আরাধনা করে তাকে সার্থক করতে হয়। ত্যাগের মধ্যে দিয়ে সত্যপথে যেতে হয়। সব

কথাই বলা হয়েছে, মন দিয়ে শোনে না, মিথ্যা নিয়ে সত্যকে ভুলে আছে। দেওয়া তো হয়েছে, এখনও হচ্ছে ; নিতে পারলে কৈ, সেই আঁধারে, বিষয়রসে ডুবে রইল।

**২৪শে অগ্রহায়ণ (৪)**

যখনই ধর্মরক্ষার জন্য সত্য প্রচার করা হয়েছে, যুগধর্মের প্রভাবে নানারূপ বাধা পেতে হয়েছে ; কিন্তু ধর্মের জয় চিরদিনই হয়ে আসছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আদিগুরু যেভাবে পথনির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, ঠিকমত যারা ধরে নিয়ে সেই পন্থায় চলছে তারা প্রকৃত বস্তুই পাবে। সাধন করে জাগিয়ে রাখলে কালে সদ্গুরুর কৃপালাভ করবে। সব জিনিসের মধ্যেই সার-অসার দুইই আছে ; বিচারের দ্বারা সারটুকু ধরে নিতে হয়, অসার বিষবৎ পরিত্যাগ করতে হয়। যেমন কোন খাঁটিদ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত হয়ে সে জিনিস অসার হয়ে যায় তেমনি এই ধর্মরাজ্যেও যেখানে সত্য গোপন করে মনগড়া কল্পনার আশ্রয় নিয়ে চলছে সেসব স্থানেও আসল বস্তুর অভাব হয়েছে, বিচার করে ঋষিদের মতের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়। যাদের উপর সদ্গুরুর কৃপা আছে, তাদের সেসব বিচার অনুভব শক্তি জাগ্রত থাকে। ধর্ম সম্বন্ধে নানাভাবে বহু গ্রন্থে নানা উপদেশ শাস্ত্রকর্তারা দিয়ে গিয়েছেন ; কিন্তু মন দিয়ে পড়ে না, সার গ্রহণের চেষ্টা নেই। ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করবার সময় মনকে পাঠে সংযুক্ত করে তার মূল উদ্দেশ্য বুঝে তাতে মগ্ন হতে হয়, তখন সমস্ত সত্য প্রকাশ হয়ে প্রত্যেক অক্ষর যে সজীব, দেখা যায়। ধর্ম সম্বন্ধে যা কিছু করা হয়, প্রাণ ঢেলে করতে হয়, ধর্মরাজ্য ফাঁকে চলে না। যেমন বিদ্যাশিক্ষার সময় মন দিয়ে যারা লেখাপড়া করে তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, যারা ফাঁকি দেয় তারা ফাঁকে পড়ে। ধর্মপথও তাই, একটুও ফাঁকি চলে না। ভগবানকে লাভ করতে হলে সদ্গুরুর আদেশ অনুযায়ী চলতে হবে। সদ্‌গুরু তো অযাচিতভাবে বহুলোককে সাধন দিলেন, কিন্তু তাঁর আদেশ পালন না করাতে সে জিনিস উপলব্ধি করতে পারল না। মানুষের মধ্যেই জ্ঞান-বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত শক্তিই দিয়েছেন, কিন্তু সবাই তার সদ্ব্যবহার করে না ; রজোগুণী হয়ে সেই শক্তির অপব্যবহার করে। কতকলোক সত্ত্বগুণী হয়ে সেইসব শক্তি ভগবৎ উদ্দেশ্যে ব্যয় করে সার্থকতা লাভ করেছে। এই ভাবে জীব কর্ম অনুযায়ী পথে চলছে। যাতে কালে পরিবর্তন হয়ে ধর্ম জাগ্রত হয় সেইজন্যে এসব নতুন ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।

**২৯শে অগ্রহায়ণ (৫)**

ধর্মজগতের এবার বিশেষ পরিবর্তন হবে। মহাপ্রভুর আদেশ মত সত্য প্রচার করার ব্যবস্থা হল, সবাই কি নিতে পারবে ? নানারূপ গোলযোগের সৃষ্টি করবে। এমন অনেক লোক আছে যারা সত্য পালন একেবারে করে না। আবার কতকলোকের চেষ্টা আছে, পথ জানে না। যাদের চেষ্টা আছে, তারা এসব উপদেশ মন দিয়ে পড়বে ও উপকার পাবে। কলির প্রভাবে অহংভাবে মত্ত হয়ে সবাই সময় নষ্ট করে ; সকলেই সকাম উপাসক, নিষ্কামভাবে তাঁকে কজন ডাকে? মানুষের নিজের কোনো শক্তি নেই, সবই ভগবৎ দত্ত, তাঁর ইচ্ছায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীব নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করছে। প্রতি নিঃশ্বাসে আয়ুঃ কমে আসছে। সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হয়। সময় বৃথা না যায়, ভগবৎ উদ্দেশ্য ছাড়া যা করা হয় সবই বৃথা। স্থিরভাবে কাজ করে যাও, সত্যের জয় হবেই।

**৩০শে অগ্রহায়ণ (৬)**
পুরাকালে ঋষিরা তপঃপ্রভাবে যে সত্য বস্তু লাভ করেছিলেন, বহুকাল সেই সাধনায় তাঁরা মগ্ন ছিলেন। কলির জীবের শোচনীয় পরিণাম দেখে প্রকাশ করলেন ; কিন্তু সদ্‌গুরু ছাড়া শক্তিসঞ্চার করে জীবকে প্রেমভক্তি দেবার আর কারও ক্ষমতা না থাকায় ভগবানকে বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। কাল প্রভাবে নানারূপ অনাচার অত্যাচার বৃদ্ধি হয়ে সত্যধর্ম লোপ পেতে বসেছে। একটা ধ্বংসলীলার পর আবার সত্যধর্ম লোকের মধ্যে জাগ্রত হবে। সংসার সুখে মানুষ এতদূর আসক্ত হয়ে আছে, সাধনে যে ভগবৎ লাভ হয় সে কথা মনে স্থান দেয় না; সংসার সুখকেই তারা মানব জীবনের চরম সুখ মনে করে।

**১লা পৌষ (৭)**
উপদেশামৃত দুই খন্ড ছাপা হলে ধর্মার্থীদের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত হবে। অনেকে নিজেদের ভ্রম বুঝতে পারবে ও সতর্ক হবে। মানুষ মোহতে বদ্ধ হয়ে ভগবৎ আদেশ লঙঘন করে চলছে, এ যুগধর্ম। মহাভারতে আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন রাজভোগে মত্ত হয়ে তাতেই বদ্ধ হয়েছিলেন, তখন অনাসক্ত পুরুষ ধর্মপুত্র বিদুর তাঁকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করে সংসার আসক্তি ত্যাগ করিয়ে বনে গিয়ে যোগ অবলম্বন পূর্বক ভগবৎ আরাধনায় নিমগ্ন হবার পথ দেখিয়েছিলেন। যারা ডুবে আছে তাদের জাগাতে হবে, তাতে অনেক সময় অপ্রিয় ব্যবহার করারও প্রয়োজন হয়। যে ধর্মপথ দেখায় সেই প্রকৃত বন্ধুর কাজ করে। সংসারকে যারা সার মনে করে তাতেই ডুবে থাকে তাদের উদ্ধার করার বিশেষ প্রয়োজন। সর্বত্রই এখন সময়ের অপব্যবহার যথেষ্ট হচ্ছে। ধর্ম আলোচনার কোনো ব্যবস্থাই নেই। এইসব জীবের অবস্থা অতি ভয়াবহ, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করা আর সংসার যন্ত্রণা ভোগ করা। মুক্তির কোনো চেষ্টা নেই।

**২রা পৌষ (৮)**
পূর্বে যে শ্রীরাধারাণী'র স্তোত্র শুনেছিলে, দেবর্ষি নারদকে নারায়ন ঋষি বলেছিলেন। স্তোত্রটি লিখে রাখ, শ্রীবৃন্দাবনলীলার প্রথমপাতায় শ্রীরাধার স্তোত্রটি লিখে লীলা দর্শন যা হয়েছে লিখো। পুরাণে সবই আছে, ভক্তের কাছ ছাড়া প্রকাশ হয় না। অবিশ্বাসীর যুগে লোক বিশ্বাস করে না, সবই উড়িয়ে দেয়। কাল প্রভাবে অধর্মে রত হয়ে নানারূপ অনাচার ব্যভিচারে সব লিপ্ত হচ্ছে। পৃথিবীর ভার যখনই বৃদ্ধি হয়, ভগবান তখন কতক ধ্বংস করে ভার লাঘব করেন। আবার কতক ধ্বংসের সময় এসেছে।

**৩রা পৌষ (৯)**
শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী যোগমায়াদেবী – ত্যাগ না থাকায় জীব ভোগে ডুবে যাচ্ছে। অভ্যাস দ্বারা চেষ্টা করতে হয় ; যারা ধর্মপথে চলছে, ব্যাকুলতা আছে, এই সাধন পেয়েছে, তাদের চেষ্টা করে ত্যাগের পথে আসা বিশেষ প্রয়োজন। অভ্যাস দ্বারা ভাল মন্দ দুই পথেই যাওয়া যায়। মোহবশে মন্দ পথটিই মানুষ বেছে নিচ্ছে। সাধন দেবার সময় প্রথমেই সত্যের সন্ধান দেওয়া হয়েছে, এখন সেই সত্য ভুলে মিথ্যাকে সত্য মনে করে তাতেই বদ্ধ হচ্ছে। প্রতিদিন প্রতিক্ষণ সত্য মিথ্যার খেলা চোখে দেখেও দেখছে না। জীবের উদ্ধারের

জন্য চিরকালই যুগোপযোগী ধর্মযাজন করার ব্যবস্থা আছে। কলিকালের জন্য মহাপ্রভু নামব্রহ্ম দিয়ে গিয়েছেন। কেউ ধরে নিতে পারল না, ভ্রমে পড়ে গেল। কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম যা, তাই সব প্রচার করে জপের ব্যবস্থা করল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃততে যেখানে মহাপ্রভু নিজ মুখে প্রকাশানন্দের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন সে কথা সকলেই পাঠ করে বা করছে ; মহাপ্রভুর বলার উদ্দেশ্য সাধারণে কেউ বুঝতে পারল না। সেইসময় তাঁর অন্তরঙ্গ কতকভক্ত বুঝে তাঁরা নামব্রহ্ম জপ করে সদ্গুরুর কৃপালাভ করেছেন। মহাপ্রভুর সময় যাঁরা নামব্রহ্ম সাধন করেছিলেন, তাঁরাই জন্মান্তরে সদ্গুরুর কাছে সাধন পেয়ে কৃপা লাভ করেছেন। আবার তাই মহাপ্রভু নামব্রহ্ম প্রচার করলেন।

**৪ঠা পৌষ (১০)**

সত্যধর্ম দিন দিন লোপ পাচ্ছে। পুরাকালে সত্য পালনই প্রধান কর্তব্য ছিল ; সত্যরক্ষার জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত দান করেছিলেন। এখন একটা সত্যবাক্য দুর্লভ হয়েছে ; সত্যের পথ আলোময়, মিথ্যার পথ অন্ধকার, সেইজন্য অধিকাংশ জীবই অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহাভারতে যে আছে রাজা যুধিষ্ঠির " অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ " বলে নরক দর্শন করেছিলেন, সেইসব আদর্শ শিক্ষার জন্য দেখিয়ে গিয়েছেন। কলির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সত্য গোপন হয়ে মিথ্যার রাজ্য বিস্তার হয়েছে ; প্রত্যেক ধর্মার্থীর সর্বদা সত্যপথে চলা একান্ত প্রয়োজন। সত্য ধরে থাকলে পতন হয় না। মহাপ্রভুর ইচ্ছাতে আবার সত্য জাগ্রত করবার জন্য এইসব উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। শক্তি থাকায় ধর্মাশ্রয়ীদের স্পর্শ করবে। তমোগুণীরা ধরতে পারবেনা। উপযুক্ত গুরুর অভাবে ঠিক পথ পাচ্ছে না। নানা সম্প্রদায় নানা মত প্রচার করে ভ্রান্তপথ দেখাচ্ছে।

**৫ই পৌষ (১১)**

এই দুস্তর ভবসাগর পার হওয়া বড়ই সংকট। এই ভবপারের কান্ডারী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনি প্রথমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে ও পরে সদ্গুরুরূপে অবতীর্ণ হয়ে কলির জীবকে যমের অধিকার থেকে মুক্ত করবার ব্যবস্থা করেছেন। পাপ-পূণ্যের সমস্ত বিচার সদ্গুরুই করেন। হরিভক্তের বিনাশ নেই, ভগবান সর্বদা তাকে রক্ষা করেন- পুরাণে এ সম্বন্ধে বহু দৃষ্টান্তও আছে। মানুষ সংসারের মায়াতে বদ্ধ হয়ে এসব চিন্তা একেবারে করেনা। বিশ্বাস ভক্তির অভাবে অধর্মাচারী হয়ে নানারূপ পাপকার্য্যে রত হয়ে আছে। যাদের দীক্ষাগ্রহণ হয়নি তারা নিকৃষ্ট পশুর মধ্যে গণ্য, তাদের উদ্ধারের কোনো উপায় নেই। সনাতন নিয়ম পালন করা প্রত্যেক ধর্মার্থীর কর্তব্য। গুরুকরণ বিশেষ আবশ্যক, তবে এখন যেসব মঠে, আশ্রমে দীক্ষাদান করা হচ্ছে সেসব স্থান বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। যেসব স্থানে আদিগুরুর নির্দেশ অনুসারে চলছে, সেখানে নিতে পারে। বিচার করে নিতে হয়।

**৬ই পৌষ (১২)**

ভগবৎ কৃপা লাভ করা সাধন ছাড়া হয়না। কলির জীবের পক্ষে কৃচ্ছসাধন সম্ভব নয়, সেইজন্য মহাপ্রভু যুগ উপযোগী হরিনাম সাধনের ব্যবস্থা দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু তখন চারজন ছাড়া শক্তিপূর্ণ নাম কেউ পায়নি। তখন যাঁরা প্রকৃত প্রার্থী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে

নামব্রহ্ম জপের আদেশ করেছিলেন, তাঁরাই জন্মান্তর গ্রহণ করে সদগুরুদত্ত নাম পেয়ে প্রেমভক্তি লাভের অধিকারী হয়েছিলেন। বাকি যাঁরা নাম পেলেন, ক্ষেত্র তৈরি না থাকায় মূল উদ্দেশ্য ধরে নিতে পারল না। শক্তিপূর্ণ নাম, যে নামে গুরু শক্তিসঞ্চার করে দান করলেন, নিয়মমত সাধন না করাতে নামের শক্তি ঘুমিয়ে গেল।

**৭ই পৌষ (১৩)**

সত্যপথের সন্ধান অনেক পরীক্ষা, বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে তবে পাওয়া যায়। কিছুতেই বিচলিত হতে নেই, ধরে থাকতে হয়। যারা শক্তিপূর্ণ নাম পেয়েছে, তাদের আহার বিষয়ে খুব সংযত হওয়ার প্রয়োজন। এখন সব যেখানে সেখানে খাওয়ার সম্বন্ধে কোন বিচার নেই। আমাদের সাধনে ভগবৎ নিবেদিত দ্রব্য ছাড়া খাওয়া নিষেধ, যা খাবে ইষ্টমন্ত্রে নিবেদন করে খাবে। কোন সমারোহ বাড়িতে খাওয়া উচিত নয়। ভগবৎ আশ্রয়ীরা নির্জনে ভোজন করবে। এ সম্বন্ধে ভক্তমালে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। গল্পটি এই - যখন রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন, যজ্ঞ শেষে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, মহারাজ! আপনার যজ্ঞে একটিও বৈষ্ণব ভোজন হল না, যজ্ঞ অসম্পূর্ণ হল। রাজা যুধিষ্ঠির বললেন, এত লোক আহার করল একজনও বৈষ্ণব ছিল না ? শ্রীকৃষ্ণ বললেন, না মহারাজ! যারা প্রকৃত বৈষ্ণব, আমার ভক্ত, তারা যজ্ঞে কেন খাবে? রাজা যুধিষ্ঠির বললেন, তবে কি উপায় হবে? শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আপনার এই নগরের মধ্যে একজন বৈষ্ণব আছে, তার নাম বাল্মিকী, জাতিতে হাড়ি ; তাকে যদি আনতে পারেন তবে আপনার যজ্ঞ পূর্ণ হবে। ভীম ও অর্জুনকে পাঠালেন, তখন ভীম-অর্জুন গিয়ে বাল্মিকীকে ধরে আনলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বললেন, তুমি এই বৈষ্ণবের জন্য পৃথক সব রান্না কর। তারপর তাকে খেতে দেওয়া হল। সমস্ত নিবেদন করে খেতে বসেছে ; একবার শাক খাচ্ছে, একবার পায়েস খাচ্ছে, একবার ব্যঞ্জন খাচ্ছে, ক্রম মত খাচ্ছে না। তখন দ্রৌপদীর জাতি বুদ্ধি এলো; মনে করলেন নীচ জাত, খাবার ক্রম জানে না। যেই এই কথা মনে হলো তখন প্রতি গ্রাসে যে শঙ্খ বাজছিল, বন্ধ হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খকে বেত্রাঘাত করে বললেন, বৈষ্ণবের প্রতি গ্রাসে শঙ্খবাদ্য করতে হয় জাননা ? শঙ্খ বলল, আমার প্রতি ক্রোধ করছেন কেন ? দ্রৌপদী জাতি বুদ্ধি করায় শঙ্খ বাজা বন্ধ হয়ে গেল। তখন দ্রৌপদী নিজের দোষ বুঝতে পেরে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। আবার প্রতি গ্রাসে গ্রাসে শঙ্খধ্বনি হতে লাগল। ভক্তের মহিমা প্রকাশ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই লীলা করলেন। প্রকৃত ভক্ত কিছুই চায় না, নামানন্দেই ডুবে থাকে। আজ নানারূপ রাজভোগ, উপাদেয় সামগ্রী ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করে এত আনন্দ হয়েছিল ; কোন দ্রব্য ঠাকুরের প্রিয়, তিনি কি খাচ্ছেন – এই ভাবে বিভোর ছিল, নিজে কি খাচ্ছে তার ঠিক ছিল না। এইভাবে বৈষ্ণবের মহিমা প্রচার করলেন।

**৮ই পৌষ (১৪)**

সংসারে আসক্ত জীবকে উদ্ধার করার জন্যে ভগবানকে এই কলিযুগে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। যেসব তপস্যাপরায়ণ ত্রিকালদর্শী ঋষিরা ভগবৎ সঙ্গে প্রেমানন্দে মগ্ন ছিলেন, তাঁরাও জীবের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এ দেশের লোকেরা এ পথের সন্ধান জানেনা, সংসার ছাড়া তারা কিছুই বোঝেনা, বৃথা সময় নষ্ট করছে।

ভগবানের কাছে কেবল সকাম প্রার্থনা করতে হয় তাই জানে, তাদের একটা দিক একেবারে বন্ধ আছে।

**৯ই পৌষ (১৫)**

সন্ন্যাস ধর্মে ভিক্ষা উপজীবিকা একটা নিয়ম আছে, অযাচিতভাবে কিছু দিলে নিতে পারে; তবে প্রয়োজনের বেশি নিতে নেই, খাদ্য ছাড়া অন্য কোন জিনিস নেওয়া নিষেধ। প্রথম অবস্থাতে সংযম শিক্ষার জন্য কারোও কোন দ্রব্য গ্রহণ করা নিষেধ থাকে; সেইভাবে চলে যখন সমস্ত বাসনা, কামনা, রিপু বশ হয়, তখন সাধকের একটা অবস্থা আসে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যায়। আশা আসক্তির মূল; কারোও কাছেই কোন বিষয়ের আশা করতে নেই, সবই ভগবানের কৃপায় লাভ হচ্ছে এইভাব মনে আনতে হয়। সমস্ত ভার যখন সদ্‌গুরু গ্রহণ করেন, তখন যেখান থেকে যা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন তিনিই দিচ্ছেন জানতে হবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রঘুনাথ দাসের বৈরাগ্যের কথা অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত হয়েছে। মানুষের মধ্যে যতদিন না ত্যাগ বৈরাগ্য আসে, ততদিন তাকে সাবধানে গুরু আদেশমত চলতে হয়। অলস ভাবে যারা দিন কাটায় তারা আত্মঘাতী। তমোগুণীরা দলবদ্ধ হয়ে বৃথা কাজে সময় নষ্ট করে। সংসারের জন্য প্রয়োজন মতো সময় ব্যয় করে বাকি সময় ভগবৎ উদ্দেশ্যে মগ্ন হতে হয়।

**১১ই পৌষ (১৬)**

গুরু-শিষ্য সংবাদ আর উপদেশামৃত একসঙ্গে বের হয়েই প্রচার হবে, আগে একদিন বলেছিলাম। সব কাজেরই সময়ের প্রতীক্ষা কর্‌তে হয়। সত্যধর্ম সাধকের ধৈর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, ধর্মের পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হয়, ধীরভাবে অপেক্ষা করে যেতে হয়। কত সিদ্ধ তপস্যাপরায়ন মহাযোগী যাঁরা অধ্যাত্ম জগতে অসীম ক্ষমতা লাভ করেছিলেন, পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ করবার জন্য যুগের পর যুগ সদ্‌গুরুর আগমনের প্রতীক্ষায় বসেছিলেন। লক্ষ্য স্থির থাকলে মন বিচলিত হয় না। সাধনার পথে নানা পরীক্ষা আসে; ধৈর্য্য ধরে থাক্‌তে থাক্‌তে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সদ্‌গুরু যখন কৃপা করেছেন, সবই সময়মতো লাভ হবে।

**১২ই পৌষ (১৭)**

এই কলিযুগে মানুষকে অমূল্য রত্ন দান করা হয়েছে। অন্য যুগে তপস্যাদ্বারা ভগবানের দর্শন পেয়েছে, প্রার্থনা অনুযায়ী বর লাভ করেছে, কিন্তু বৃন্দাবন লীলার মাধুর্য্য আস্বাদন জীবের ভাগ্যে এই প্রথম। দ্বাপরের পরই কলিযুগ আরম্ভ হল, তখন মহাপ্রভু সেইসব লীলা সম্ভোগ করে প্রকাশ করে গেলেন। কোন কোন ভক্তের হৃদয়ে এখনো সেই লীলা প্রকাশ হচ্ছে। বিশ্বাসহীন হয়ে সত্য উপলব্ধি করতে পারছে না। যারা প্রকৃত সত্যধর্ম যাজন করে তারা নিজেদের গোপন করে রেখেছে, সাধারণে চিনতে পারে না। বেশিরভাগ মানুষই বাইরের কোলাহলে মত্ত হয়ে ডুবে আছে। যারা এই সত্য বস্তু পেয়েছে তারা নির্জনে সরে আছে। আমাদের সাধনে এই বাংলাদেশ ছাড়া অন্য দেশের লোক অনেক উন্নতি করেছে; তাদের মধ্যে কল্পনার দ্বারা অতিরঞ্জিত ধর্ম ম্লান হয়নি। পরিব্রাজক বেশে ভ্রমণ করলে কোন কোন স্থানে সেইসব সাধকদের দর্শন পাওয়া যায়। এইসব উপদেশ

প্রকাশ হলেই একটা আন্দোলন হবে; নীরব থাকবে। ভগবৎ কৃপা ছাড়া এই সত্য সবাই ধরতে পারবেনা। ধর্মের জয় চিরদিনই হয়ে আসছে। এইভাবে ধর্ম রক্ষা হয়।

**১৩ই পৌষ (১৮)**

সত্যযুগে ভক্ত প্রহ্লাদকে গুরুপুত্রেরা প্রশ্ন কর্‌ছে তার উত্তরে প্রহ্লাদ যা বলেছেন শ্রীমদ্‌ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায় আছে। মনুষ্য জন্ম দুর্লভ, সর্বপ্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সাধন, ভজন,বিদ্যা,অধ্যয়ন প্রভৃতি সবকিছুই করার শক্তি ভগবান দিয়েছেন, মূঢ় মানব কলির প্রভাবে মুগ্ধ হয়ে তার অপব্যবহার করছে। ভগবৎ আরাধনাই হচ্ছে মনুষ্য জন্মের শ্রেষ্ঠ কর্ম। ধর্মপথে থাকলে সবই লাভ হয়। ইহলোকে যা কামনা করে তাও পূর্ণ হয়। ভগবৎ চরণে মন নিবিষ্ট করে অনাসক্ত ভাবে সংসারে থাকতে হয়, নশ্বর দেহ কে ভগবৎ সেবায় নিয়োগ করতে হয়। সে আর কেউ করছে না। তাই দুঃখ কষ্টের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

**১৪ই পৌষ (১৯)**

জগবন্ধুর সঙ্গে আমার কোন প্রভেদ নেই, তবে লীলা প্রকাশ করার জন্য ভিন্ন দেহ ধারণের আবশ্যক হয়। ভগবান এক, কিন্তু নানাভাবে ব্যক্ত হয়ে লীলা করেন। প্রকৃতির নিয়মে দ্বিতীয় ছাড়া কোন লীলাই হয়না। যখনই ভগবান অবতীর্ণ হয়ে মর্ত্যলীলা করেন, তাঁর শক্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ হয়। রাধাকৃষ্ণ এক, কোন প্রভেদ নেই; কিন্তু লীলা করার জন্য দুই হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। হরিহর অভেদ আত্মা, কিন্তু সময় সময় দুই হয়ে লীলা করেন। সবই সেই পূর্ণব্রহ্মের অনন্ত খেলা। বহুরূপ হয়ে জগতে বিলাস করেন বা করছেন। ভক্ত দিয়েই তাঁর সমস্ত লীলা প্রকাশ করেন। প্রেমভক্তি লীলারস আস্বাদন করা দেবেরও দুর্লভ। ভগবান সদ্‌গুরুরূপে এসে জীবের জন্য কৃপা করে এই অমূল্য রত্ন বিলিয়ে গিয়েছেন। ভাগ্যদোষে সবাই নিতে পারলে না। অহংভাবে মত্ত হয়ে এ পথে আস্‌তে পারল না।

**১৫ই পৌষ (২০)**

ভগবান স্বপ্রকাশ, তিনি যখন যে ভক্তকে কৃপা করে দর্শন দেন বা লীলা করেন, সবই সত্য; অবিশ্বাস করতে নেই। এ সম্বন্ধে ভক্তমালে অনেক দৃষ্টান্ত আছে।
আমি (মা-মণি) - লোকে যে প্রত্যক্ষ ছাড়া বিশ্বাস করতে চায় না।
শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - সবাইকার ভাগ্যে কি এসব প্রত্যক্ষ হয়? যার যেমন সাধনবল সে সেইভাবে তাঁকে দেখতে পায়। তারা দেখতে পায়না বলে তো আর সত্য মিথ্যা হতে পারে না। এমন তো বহু জিনিস আছে অনেক লোকে দেখতে পায়না; কিন্তু যারা জানে বা দেখেছে তাদের কাছে শুনে তো বিশ্বাস করতে হয়। আর এই অধ্যাত্ম জগতের কথা যুগে যুগে তপস্যা দ্বারা মুনি-ঋষিরা যে সত্য লাভ করে প্রকাশ করে গিয়েছেন, সেসব কি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে। ভাগ্যহীন যারা, তারাই এসব অবিশ্বাস করে; ভক্তের কাছে তাঁর মহিমা অপ্রকাশ থাকে না। তাঁর ভক্তরা তাঁকে সাক্ষাৎ ভাবে দর্শন পেয়ে তাঁর কৃপাতে ব্রজমাধুর্য্যরস আস্বাদন করে মানব জীবনের যা চরম উদ্দেশ্য তা লাভ করেছেন; তবে

তাঁরা এসব প্রকাশ করেছেন। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, অম্বরীশ, বলি, হনুমান প্রভৃতি ভক্তরা তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন পেয়েছে ও তাঁর কৃপালাভ করেছে। এই কলিযুগেও অনেক ভক্ত তাঁর কৃপালাভ করেছে ও এখনও করছে। আমাদের এই সাধনে সদ্‌গুরু'র আদেশ অনুযায়ী যারা সাধন করেছে বা করছে তারা প্রত্যক্ষ তাঁর কৃপা অনুভব করেছে, এখনও করছে। এই অবিশ্বাসীর যুগে মানব ধর্মহীন হয়ে বিশ্বাস ভক্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এইসব উপদেশ অনেক স্থানে প্রকাশ হয়ে সত্যধর্ম জাগ্রত হবে। অধর্মাচারীরা এর মর্ম বুঝতে না পেরে উপহাস করে উড়িয়ে দেবে। আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা অবিশ্বাস করে কালে ধ্বংস হবে।

**১৬ই পৌষ (২১)**

দিন দিন মানুষ বেশিরকম অধর্মাচারী হয়ে পাপে লিপ্ত হচ্ছে। এ সবই কলিতে হবে,শাস্ত্রকর্তারা পূর্বেই বলে গিয়েছেন। এর মধ্যে যারা প্রকৃত ধর্ম লাভ করতে চায়, এই সব দেখে তারা গোপনভাবে সাধনপথে চলছে। ঘরে ঘরে অনাচার ব্যাভিচার খাদ্যাখাদ্যের বিচারহীন হয়ে যথেচ্ছ ব্যবহার করছে; সনাতন ধর্ম একেবারে ভুলে গিয়েছে। বর্ণাশ্রমের মধ্যে যারা আছে জাতি বিচার করে চলতে হয়। অস্পর্শনীয় ব্যক্তিদের সঙ্গ করা উচিত নয়। তাদের মনোভাব সংক্রামিত হয়ে নিজেদের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়। এইজন্য জাতি নির্বিশেষে শুচি অশুচির ব্যবস্থা সমাজ কর্তারা নির্দেশ করে গিয়েছেন। নিম্ন জাতিরা তমোগুণী, তাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ নেই, সে শিক্ষা তারা পায়নি। জীব মানবজন্ম ধারণ করবার অধিকার পেলে প্রথমে নীচ অস্পৃশ্য ঘরে জন্মগ্রহণ করে; ক্রমে ক্রমে কর্ম অনুযায়ী ফল অনুসারে উচ্চ বংশে জন্ম হয়। তবে এমন অনেক নর-নারী আছে, নীচকূলে জন্মেও ভগবৎপরায়ণ ও ধর্মে মতি হয়; তারা কোন কর্মের দোষে নীচ কূলে জন্মলাভ করেছে। আর জাতি নেই- যারা হরিভক্ত, ভক্ত সব স্থানেই পূজ্য। প্রত্যেক স্থানেই ভালো-মন্দ দুই জাতি আছে। শিক্ষা অভাবে অনেকেই কিছু জানতে পারছে না। সদ্‌গুরু যখন এসেছিলেন অনেক নীচ জাতি তাঁর কাছে সাধন পেয়েছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্বাস ভক্তির দ্বারা উন্নত হয়ে তাঁর কৃপা লাভের অধিকার পেয়েছিল, সেই মতো লোকের সংখ্যা অবশ্য খুবই কম। অনাচার খাদ্যতে তমোগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে; খাওয়ার নিয়ম যথেষ্ট আবশ্যক।

**১৭ই পৌষ (২২)**

মহাপ্রভু যে যে স্থানে লীলা প্রকাশ করে গিয়েছেন সেসব স্থানের পরিষ্কার কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। সব লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তাঁর ভক্তদের এই সম্বন্ধে সজাগ হওয়ার বিশেষ দরকার। কলিযুগে মহাপ্রভুর ধর্মই জীবের মুক্তির পথ। হরিনাম ছাড়া কোন গতি নেই; নানা সম্প্রদায়ে নানারূপ নিজ নিজ মত অনুযায়ী নূতন নূতন দল সৃষ্টি করছে। মহাপ্রভুর আদর্শ মেনে কজন চলে ? আসল যা সত্যধর্ম, তার আর প্রচলন নেই, বিচার করে দেখলে সবই ধরা পড়ে। এখন ধর্মের নামে ব্যবসা চলছে। অর্থ দিয়ে যা কিনতে হয় পাওয়া যায়। অর্থের বিনিময়ে কি ধর্মলাভ করা যায় ? ধনী-বড়লোকের সহায়তা ধরে দীক্ষালাভ করতে হয়, যারা সেইসব আশ্রমে বা মঠে বহু টাকা দান করে। মহাপ্রভু কি এই দিয়ে গিয়েছেন ? যিনি জীবের দুঃখে কাতর হয়ে বৃদ্ধা মা, যুবতী স্ত্রীকে পর্যন্ত পরিত্যাগ

করে দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিলিয়ে গিয়েছেন, আর বিনিময়ে কি চেয়েছেন ? তোরা আমাকে প্রেমভক্তি দিয়ে কিনে নে, কেঁদে কেঁদে জীবের জন্য এই কথাই বলে গিয়েছেন। আর এখনও সেই ভাবেই তিনি সকলকে ডাকছেন, ভান্ডার উজাড় করে দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। ভাগ্যহীন জীব তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছেনা। মরীচিকার পেছনে ছুটছে, যেখানে পিপাসা মেটে না, চারিদিকে মরুভূমি ধূ ধূ করছে। এই সব দেখে মহাপ্রভু আবার সদ্‌গুরু দ্বারা উপদেশামৃত প্রকাশ করলেন। তাঁর কৃপা যারা পেয়েছে তারা এই সত্যপ্রচারে আনন্দ পাবে। খল, শঠ, হিংসুক - যারা, তারা বুঝতে না পেরে অপরাধ সঞ্চয় করবে। অপেক্ষা কর, দেখবে ধর্মের জয় কেমন করে হয়। সত্য আবার জাগ্রত হবে, মিথ্যা ধ্বংস হবে।

**১৮ই পৌষ (২৩)**

লোকে এখন কলির প্রভাবে শঠ, প্রতারক, প্রবঞ্চক, হিংসাপরায়ণ, পরশ্রীকাতর, ব্যাভিচারে রত হয়ে ধর্মকে ত্যাগ করে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। প্রত্যেক জীবের কর্ম করা কর্তব্য, তবে সে কর্ম সকাম হলে রজোগুণ, নিষ্কাম হলে সত্ত্বগুণ। ধর্মকে আশ্রয় করে অনাসক্ত ভাবে কর্ম করে যেতে হবে। অলসভাবে যারা বৃথা সময় নষ্ট করে, তারা আত্মঘাতী পাপে লিপ্ত হয়। নিঃস্বার্থ ভাবে ভগবৎ উদ্দেশ্যে কর্ম করে যেতে হয়। ভগবৎ উদ্দেশ্যে যা করবে সেই কর্ম সঙ্গে যাবে; আর সংসারের মায়াতে বদ্ধ হয়ে যা কিছু কর্ম সঞ্চয় করবে সেই কর্মের ফল ভোগ করতেই হবে। প্রত্যেক দিন জীব যা করে সবই সঞ্চিত হয়ে থাকে, সেইজন্য সর্বদা নাম করা, সৎকার্য করা, সত্যপথে চলা, সাধু বচন মেনে চলতে হয়। শোনে না কেউ, বার বার সংসারে জন্মগ্রহণ করে যন্ত্রণা ভোগ করে।

**১৯শে পৌষ (২৪)**

যেমন কোন ঘরের দরজায় চাবি দেওয়া থাকলে সেই তালা, চাবিকাঠি দিয়ে খুলতে হয় এই নিয়ম; তেমনি এই দেহ মন্দিরে সদ্‌গুরু যে ইষ্টদেবতাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন সদ্‌গুরুদত্ত নামসাধন ছাড়া সে মন্দিরের দ্বার খোলা যায় না বা ইষ্টদর্শন হয় না। এ সম্বন্ধে মীরাবাঈ'এর উপাখ্যান অতি সুন্দর ভাবে বর্ণিত আছে। মীরাবাঈ ব্রজলীলা রসাস্বাদন করবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

আমি - ফুল তুলসী দিয়ে পূজা ভোগ যা কিছু ভগবৎ উদ্দেশ্যে সমর্পণ করা হয়, ভগবান সমস্ত গ্রহণ করেন কিনা? আর এই অবস্থার পরিবর্তন কখন হয়?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - ভগবান ভক্তের দান গ্রহণ করেন ভক্ত যখন তাঁকে নিজের করে নিতে পারে। এই ফুল ফল দিয়ে যে পূজা তা প্রথম স্তরের জন্য; যখন ভক্ত হৃদয়ে ভগবান প্রকাশ হয়ে লীলা করেন, তখন পূজা সেবা কিছুই দরকার হয়না। তাঁর প্রেমে বিভোর হয়ে প্রেম আস্বাদন করে। তবে পাঁচজনের মধ্যে লোকালয়ে বাস করতে হলে কিছু বাহ্য অনুষ্ঠান করতে হয় নতুবা নিজের গুপ্ত সাধন ব্যক্ত হয়ে যায়। এই জন্যই লোকের দৃষ্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বাহ্য দেখাতে হয়। ভক্তের যা সংগ্রহ হয় সে তাই তাকে ভোগ দিয়ে প্রসাদ পায়। সামান্য সাজে সাজিয়ে রাখে, এসব বাইরের জন্য, ভিতরে তো

সর্বদা আনন্দময় বিরাজ করছেন। এই যে সদ্‌গুরুদত্ত সাধন যা'তে পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ হয় সদ্গুরুর আদেশমত ঠিক না চলাতে পথ ঠিক চিনতে পারল না। নিয়মমতো চল্‌লে সবই লাভ হবে।

**২০শে পৌষ (২৫)**

আবার একটা মহা সংঘর্ষণ আসছে। নিরপেক্ষ হয়ে থাকতে হয়; সাধনপথে এসব বাধা। লোকালয়ে থাকতে হলে কিছু ঝঞ্ঝাট পেতে হয়, অনাসক্ত ভাবে চলে গেলে ক্ষতি হয় না। মিথ্যার আশ্রয় পরিত্যাগ করা সর্বদা বিচার সাপেক্ষ। এসব যুগ উপযোগী আন্দোলন চিরকালই হয়ে থাকে, শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হয়। ধর্মরাজ্য ভগবান রক্ষা করেন, যে স্থান অধর্ম দ্বারা রক্ষিত সে সব স্থান ভগবৎ বর্জিত। প্রত্যেক কাজের বিচার আবশ্যক।

**২২শে পৌষ (২৬)**

মানুষের আমিত্ব জ্ঞানই সর্ব অনিষ্টের মূল। আমিত্ব ত্যাগ না হলে এই অধ্যাত্ম রাজ্যের তত্ত্ব বুঝবার অধিকার হয়না। এইজন্য সৎসঙ্গ করা বিশেষ প্রয়োজন। সদ্‌গুরুদত্ত নামসাধনের সঙ্গে গুরু আদেশ পালন করা বিশেষ আজ্ঞা সবাই বুঝতে পারছে না। সদ্গুরুর আদেশ বিনাবিচারে গ্রহণ করতে হয়, সদ্গুরুর উপর সবই সমর্পণ করতে হয়, নিজেকে তাঁর আজ্ঞা পালনের জন্য সর্বদা নিযুক্ত রাখতে হয়; আজ্ঞা পালন মানে তাঁর দেওয়া নাম সাধন করা, আদেশ পালন করা। যারা ভগবৎ লাভের উদ্দেশ্যে সাধন-ভজন করে তাদের নির্জন বাসই উপযুক্ত। সে সুবিধা না থাকলে রাত্রিটা ভগবৎ সেবায় মগ্ন থাকতে হয়। যারা কর্মক্ষেত্রে লিপ্ত, যতটুকু সময় সৎকার্যে দিতে পারে তার চেষ্টা করতে হয়। তারা অনাসক্ত ভাবে কাজ করে যাবে; আসক্তিই বন্ধনের মূল, ত্যাগেই মুক্তি।
ধর্মজীবন যাপন করতে হলে এসব নিয়ম মেনে চলতে হয়।

**২৩শে পৌষ (২৭)**

ধর্মরাজ্য স্থাপন করা ভগবান ছাড়া মানুষের কোন ক্ষমতা নেই। সত্যপথ ধরে সর্বদা ধর্মকে আশ্রয় করে চলতে হয়। অধর্মের দ্বারা পৃথিবী ভারাক্রান্ত হওয়াতে কতক ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ভগবানের ভক্তরা এ ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা পাবে। এই যে সব মান, যশ, প্রতিপত্তি নিয়ে বিবাদ করছে এর সফলতায় কতটুকু আনন্দ লাভ করবে ? সবই ক্ষণিকের, দেহ বিনাশের সঙ্গেই সব নাশ হবে, একমাত্র সত্যধর্মই ইহকাল পরকালের সঙ্গী। যুগধর্মের এসব উৎপাত যুগে যুগেই হয়ে আসছে। ভক্তিপথে এসব বাধা কাটিয়ে চলতে হয়। যুদ্ধ বিবাদ চিরকালই চলে আসছে, শান্তি স্থাপন একমাত্র ভগবানই করতে পারেন। মানুষের কোন সাধ্য নেই। যতদিন না ভগবৎ শক্তি প্রকাশ পাবে ততদিন এই ভাবে সংঘর্ষ চলবে। ধর্মরাজ্য স্থাপন করতে হলে সত্য আর ধর্মকে আশ্রয় করতে হবে। মিথ্যা আর হিংসা'র আশ্রয় নিয়ে ধর্ম রাজ্য স্থাপন হয় না। অধর্মে দেশ ডুবে যাচ্ছে, চারিদিকে নানা উৎপাত আরম্ভ হয়েছে, ঘরে ঘরে অনাচার। অভাব, ব্যাভিচার, অনাচারে দেশ ছেয়ে পড়েছে। উদ্ধারের উপায় একমাত্র হরিনাম যা মহাপ্রভু জীবের জন্য দিয়ে গিয়েছেন। সদ্গুরুর আদেশ মত তাঁর অনুগত হয়ে চললে এইসব তাপ তাদের স্পর্শ করবে না।

**২৪শে পৌষ (২৮)**

মহাপ্রভু যখন প্রথমে হরিনাম প্রচার করেন, অনেক পাষণ্ডী দল উৎপাত করেছিল। বহুস্থানে তাঁর উপর অত্যাচার করার সংকল্প করাতে নিজেরাই হত হয়েছিল। কালের নিয়ম অনুসারে প্রথমেই ধর্মের নামে গোলযোগের সৃষ্টি হয়, শেষে সত্যেরই জয় হয়। এইসব উপদেশ নিয়ে অনেকস্থানে স্বার্থে আঘাত লাগায় গোলমাল করবে, পরে তারাই আবার নিজের ভুল বুঝতে পারবে।

**২৫শে পৌষ (২৯)**

সদ্‌গুরুদত্ত সাধন পেয়েও যাদের মধ্যে শক্তি গোপন হয়ে আছে, প্রকাশ হতে পায়নি, এইসব উপদেশ বিশ্বাস করে পড়লে, মাটিচাপা অঙ্কুর যেমন জলসেচন দ্বারা মাটি গলে বের হয় তেমনি গুরু দত্ত নাম নিয়মমতো সাধন অভাবে বীজ চাপা পড়ে গিয়েছে; এইসব উপদেশ, আদেশ মত চললে সেই শক্তি জেগে উঠবে। নামের শক্তিতে সাধন দ্বারা অভীষ্ট পূর্ণ হয়। এই সিদ্ধমন্ত্র জপ করে ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ প্রভৃতি ভক্তরা যোগীজনদূর্লভ ভগবৎ চরণারবিন্দে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করে তাঁর কৃপায় পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ করেছে। সমস্ত বাসনা কামনা বর্জন করে সর্বদা মনকে গুরুপাদপদ্মে নিমগ্ন করতে হয়। মন্ত্রশক্তির জোরে ষড়রিপুও বশ হয়ে যায়। সে জন্য বারবার বলা হচ্ছে নিয়মমতো সদ্‌গুরুর আদেশ পালন করতে। কত সহজ করে দিয়েছেন, তাও লোকে পারছে না, বৃথা সময় নষ্ট করছে। এমন দুর্লভ জন্ম পেয়ে ভগবৎ কাজে প্রাণ মন ঢালতে পারলে না। যেখানে মান, যশ, অর্থ লাভ হবে সেখানে অকাতরে পরিশ্রম করছে কিন্তু ভগবৎ লাভের জন্য কোনো চেষ্টা নেই। এমন সব কর্মে জড়িত হয়ে পড়েছে, ছাড়ানো দুষ্কর; বলতে বলতে চেতন হবে; তখন এই মহাঘোর কেটে যাবে।

**২৬শে পৌষ (৩০)**

কাল প্রভাবে মানুষ অধর্মে লিপ্ত হয়ে বংশগত ধর্ম ত্যাগ করেছে। মানুষ যেমন নিদ্রাগত অবস্থায় স্বপ্নের মধ্যে বর্তমান অবস্থা ভুলে যায় আবার জাগ্রত হলে সব মিথ্যার জ্ঞান হয়, তেমনি এই যে সুখ-দুঃখ যাতে জীব বদ্ধ হয়ে আছে, দেহ ছাড়ার সঙ্গে সে সবই শেষ হয়ে যাবে। যারা শক্তিপূর্ণ নাম পেয়েছে, সদ্‌গুরুর আদেশ মত চললে তবে তো নামের কৃপা লাভ করবে। দীক্ষা গ্রহণ করা যেমন অবশ্যক, তেমনি বিচার করে দেখে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়। অযোগ্য স্থানে দীক্ষা নিলে ভ্রান্ত পথ দেখিয়ে দেয়। কুলগুরু যা যা মন্ত্র দেন সেসব শক্তিহীন হলেও একটা বিশ্বাস ভক্তি নিয়ে চলতে চলতে বহু জন্মের পর সদ্‌গুরু লাভ হয়। নামের ফল বৃথা হয় না। যারা শঠতা প্রতারণাপূর্বক দীক্ষা দেয়, অর্থের জন্য নানারূপ প্রলোভন দেখিয়ে মানুষকে প্রলোভিত করে, সেইসব স্থান সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে চলা উচিত।

**২৭শে পৌষ (৩১)**

যুগধর্মে লোকের মতিগতি অবিশ্বাস পূর্ণ হয়েছে, মিথ্যাই তাদের কাছে সত্যরূপে প্রতিপন্ন হচ্ছে। এই যে সনাতন ধর্ম, ঋষিদের মত অনুযায়ী চলে একমাত্র বিশ্বাস ভক্তি

দ্বারা লাভ হয়। যাদের মধ্যে সন্দেহকীট প্রবেশ করে, তাদের সত্যপথে আসা সুদূরপরাহত। সরল বিশ্বাসী ছাড়া কেউ ভগবৎ তত্ত্ব অনুভব করতে পারবে না। সদ্‌গুরুবাক্যের স্থান বেদবাক্যের উপর; বিনা বিচারে তাঁর আদেশ পালন করতে হয়, সংশয় হলেই হরিমায়াতে পড়ে ঘুরপাক খায়। ব্রহ্মা, নারদ, কাকভূষণ্ডী এরা সংশয় করে তাঁর অলৌকিক লীলা দর্শন করে সংশয় মুক্ত হয়েছে। পুরাণে এসব কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। মিথ্যা সংসার মায়াতে আচ্ছন্ন হয়ে এইসব দুর্লভ রত্ন থেকে বঞ্চিত হয়ে মোহ ঘরে ডুবে যাচ্ছে। এই উপদেশ মন দিয়ে পড়ে বিচার পূর্বক আলোচনা করা অবশ্যক। প্রত্যেক কথা মূল্যবান, অবিশ্বাসীরা কিছুই বুঝতে পারবে না, যারা বিশ্বাসী, ভক্তিপরায়ন, তারা বুঝতে পারবে।

**২৮শে পৌষ (৩২)**

কলিতে মহাপ্রভুর অনুগত হয়ে চলতে হয়। এখন মহাপ্রভুর নামে যেসব মঠ আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়েছে সেখানে অনেক কল্পনা মনগড়া ভাব প্রবেশ করেছে। তাঁর আদেশ মত কম লোকই চলছে; যারা ধর্মের জন্য যাচ্ছে তারাও ভুল পথে চলছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অনাচার, আহার সম্বন্ধে সংযম সংযত ভাব আছে, কিন্তু কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে মহাপ্রভুর আদেশ একেবারে পালন করে না। নিজেদের কল্পনার মত নতুন মত সৃষ্টি করে সেই ভাবে অপরকে শিক্ষা দিচ্ছে। গৌড়ীয়দের সঙ্গে খুব সাবধানে মিশতে হয়। বিষয়ীর সঙ্গ আর স্ত্রীসঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাগ করতে মহাপ্রভু বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। কোন সম্প্রদায়ই মহাপ্রভুর আদেশ মতো চলছে না। অর্থাসক্তিই প্রত্যেক স্থানে প্রবল হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ভোগ লালসা বৃদ্ধিই তার প্রধান কারণ। ত্যাগ অভাবে যত কিছু অনিষ্ট সম্পাদিত হচ্ছে। খুব সাবধান হয়ে চলতে হয়। ধর্মজীবন যারা লাভ করতে চায় বিচারপূর্বক সব কাজ করতে হবে। প্রত্যেক ধর্মার্থীর এইসব উপদেশ মত চলা বিশেষ প্রয়োজন। দিন, রাত, দন্ড, পল - সব সময় হিসাব করে চলতে হয়। এক মুহূর্তও না বৃথা যায়। মানুষের আয়ুর সময় নির্দ্ধারিত আছে, সময় পূর্ণ হলেই চলে যেতে হবে, সময় থাকতে সচেতন হয়ে চলতে হয়।

**২৯শে পৌষ (৩৩)**

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - কাল যে তিনজন জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখলে চিনতে পারলে ?

আমি - প্রথম যাঁকে প্রণাম করলাম, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, সুন্দর গৌরবর্ণ, অতিবৃদ্ধ, তিনিই বেশি আদর করলেন বেশ মনে হলো, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - তিনি আমার পূর্বপুরুষ শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্য, তোমাকে কৃপা করে দর্শন দিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য আর রাঘব পন্ডিত, তাঁরা সঙ্গে ছিলেন। এই সাধনে মহাপ্রভুর কৃপায় কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। তোমাকে আনন্দ করে আশীর্বাদ করতে এসেছিলেন।

আমি - সবই আপনার কৃপা ।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - শ্রীমদ্ ভাগবতে আছে - ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। তখন ভৃগুমুনি পরীক্ষার দ্বারা বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করেন। ভক্তের মান বাড়াবার জন্য

অলংকার স্বরূপ ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করেছেন। সর্ব্বগুণসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণ; যাঁর সীমা কেউই নির্ণয় করতে পারেনি। ঐহিক সুখের জন্য ব্রহ্মা, মহাদেব, শক্তি এঁদের আরাধনা করে দানব, মানব, রাক্ষস প্রভৃতি বর লাভ করে ঐহিক সুখ লাভ করেছে; কিন্তু প্রেমভক্তিদাতা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। শিবের বরে দানব, দৈত্য, রাক্ষস যখন প্রবল হয়ে অত্যাচার করে তখন শ্রীকৃষ্ণই সেইসব উৎপাত নিবারণ করেন। তার জন্য বারবার জন্মগ্রহণও করেছেন। তিনি নির্গুণ পুরুষ, তাঁর আরাধনা করাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

**২রা মাঘ (৩৪)**

এইসব উপদেশ সাধারণের মধ্যে প্রচার করা হল। ঠিকমতো ধরে নিয়ে চল্‌লে সর্ব সম্প্রদায়ের লোকই উপকার পাবে। মহাপ্রভু যখন নাম প্রচার করেন, যারা বিশ্বাস করে গ্রহণ করেছিল তারা সত্যের সন্ধান পেয়ে তাঁর নির্দেশ মতে চলে কৃপা লাভ করেছিল। মনিপুরের মহাপ্রভুর যেসব ভক্তরা নাম পেয়েছিল তারা সরল বিশ্বাসী, তাদের নামে নিষ্ঠা আছে। সরলতা থাকা চাই; কপটতাপূর্ণ যেসব নরনারী, তারা ধর্ম লাভ করতে পারবে না। অন্তর স্বচ্ছ নির্মল রাখতে হবে, মনেপ্রাণে তাঁর শরণাগত হয়ে নাম করতে হবে।

**৩রা মাঘ (৩৫)**

ঢাকাতে গেন্ডারিয়া আশ্রমে নামব্রহ্ম স্থাপন করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তোমাদের মাতাঠাকুরাণী'র যে সেবা পূজার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, ব্যবহারিক জগতের জন্য; শিষ্য প্রশিষ্যরা শ্রদ্ধাপূর্বক সেবা পূজা করবে বলে। নামব্রহ্ম যতদিন সাধারণের মধ্যে প্রকাশের সময় হয়নি ততদিন গোপন ছিল। কালে স্থুল জিনিস সবই লুপ্ত হয়। এই নামব্রহ্ম এইবার সাধারণের মধ্যে প্রচার হবে। মহাপ্রভু এখন অপ্রকট অবস্থার মধ্যে প্রকাশ করতে আদেশ দিয়েছেন। সনাতন নিয়ম অনুসারে গুরুবংশের কারোও দ্বারা সেই নাম প্রকাশ করবার বিধি থাকায় ...... তোমাদের কাছে নিজে বলে গিয়েছেন। স্থূল জগতের জন্য স্থুল ব্যবস্থা করতে হয়, সাধারণে এসব কথা বিশ্বাস করে না। তাদের জন্য বাহ্য অনুষ্ঠান প্রয়োজন।

**৪ঠা মাঘ (৩৬)**

যারা ভগবৎ চরণারবিন্দে মনোনিবেশ করে তাঁর চরণে মগ্ন থাকে তাদের পতনের ভয় নেই। তবে কেউ কেউ আবার দেবমায়াতে পড়ে যায়। নামসাধনে মগ্ন থাকায় স্মৃতি নষ্ট হয়না, চেষ্টা দ্বারা আবার পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে। সংসারে অনাসক্ত ভাবে থাকলে বদ্ধ হতে হয়না। আসক্তিই বন্ধনের মূল, যেখানে আসক্তি হচ্ছে বুঝতে পারলে চেষ্টা দ্বারা ত্যাগ করতে হবে। চেষ্টা থাকলে সাহায্য পাওয়া যায়। রাণাকুম্ভের রাণী মীরাবাঈ যৌবন অবস্থাতেই স্বামী, রাজ্য, সুখ-ভোগ সব ত্যাগ করে সেই ভগবৎ চরণারবিন্দে মগ্ন হয়েছিলেন। সংসারের মধ্যে অনাসক্তভাবে থাকতেন; সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে গোবিন্দ চরণ লাভ করেছিলেন। পার্থিব যা কিছু ভোগ করা হয় সবই অনিত্য। সৎসঙ্গ করা, সৎগ্রন্থ পাঠ করা ধর্মার্থীদের কর্তব্য। ভক্তিগ্রন্থ পাঠে মন নির্মল হয়। গ্রাম্যসঙ্গ অনিষ্টকারী, যতদূর সম্ভব বর্জন করে চলতে হয়। তীর্থ দর্শন অপেক্ষা সৎসঙ্গে বেশী উপকার হয়।

**৫ই মাঘ (৩৭)**

কালের প্রভাবে সনাতন ধর্ম, নারীর সতীত্ব, পিতামাতাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করা যা কিছু ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সেইসব লুপ্ত হচ্ছে। যে ধর্মবলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল, সেই ভারতে আজ পাপের মাত্রা পূর্ণ মাত্রায় চলছে। আর কিছুদিন পরে ধর্মের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। মহাত্মারা বিচলিত হয়ে পড়েছেন। মহাপ্রভুর শরণাগত হয়ে সনাতন ধর্ম যাতে একবারে লোপ না পায় তারজন্য প্রার্থনা করাতে, নানাভাবে দেশে দেশে উপায় করা হচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি লোক স্বধর্ম ত্যাগ করে অধর্মে রত হচ্ছে, কতক ধ্বংস করা ছাড়া উপায় নেই। যারা ধর্ম পথে চলে সত্যকে ধরে থাকবে তারাই রক্ষা পাবে; তার সংখ্যা খুবই কম।

**৬ই মাঘ (৩৮)**

ত্যাগ ও বৈরাগ্য এই দুইটি অবলম্বন করে ভাগবৎ আরাধনা করতে হয়। ক্রমে প্রেমভক্তি হৃদয়ে আবির্ভাব হবে। এই যে ছেলেটিকে দেখছো চিনতে পারছো ?

আমি - "মহাপ্রভুর কাছে থাকতেন, যিনি অতুলৈশ্বর্য, পিতা-মাতা, স্ত্রী সমস্ত ত্যাগ করে কঠোর বৈরাগ্য দ্বারা সাধন করতেন-সেই রঘুনাথ দাস মনে হচ্ছে।"

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - "ঠিক বলেছ,আর একজন ত্যাগী ভক্ত ছিলেন- নরোত্তম দাস। গৃহীভক্ত মহাপ্রভু বহু ছিলেন, তাঁরা মহাপ্রভুর আদেশ মত বিষয় ভোগ করতেন।

আমি - "রঘুনাথ দাস পূর্বজন্মে কোথায় ছিল ?"

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - "পূর্ব জন্মে তপস্যা করবার জন্য বদিরকাশ্রমে ছিল। সেই তপঃপ্রভাবে মহাপ্রভুর পার্ষদ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল। বৈরাগ্যের জ্বলন্ত আদর্শ এমন দেখা যায় না। সদগুরু লাভ করবার জন্য আবার জন্ম নিতে হয়। তার কথা তোমাকে পূর্বে বলেছি। লীলা সহায়ের জন্য সদ্গুরুর ইচ্ছায় আসতে হয়েছে।"

**৭ই মাঘ (৩৯)**

শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চম স্কন্ধে, পঞ্চম অধ্যায়ে ঋষভদেব ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে প্রজাশাসনার্থ নিজ সন্তানদের যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন অত্যন্ত মঙ্গলজনক, সারগর্ভ বাণী। ঋষভদেব কোন সময় দেশ পর্যটনে বাহির হয়েছিলেন। ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে উপনীত হয়ে সেখানে প্রধান প্রধান ব্রহ্মর্ষিগনের সভায় প্রবিষ্ট হয়ে দেখলেন, নিজের সন্তানগন সেখানে উপস্থিত আছেন। তখন সন্তানদের উপলক্ষ করে যেসব অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন প্রত্যেক মানবের পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। মানব দেহধারন করে যে ভগবৎ চরণে মন নিবিষ্ট করতে না পারে তার জীবন বৃথা। ভাগবতের এই উপদেশগুলি এই উপদেশামৃত লিখে দিও। প্রায় অধিকাংশ লোক ভাগবত পাঠ করেনি, বা সে সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই। সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করাই উদ্দেশ্য। এইসব কথা লিখলে অনেকে জানতে পারবে, সত্যপ্রচার করাই এখন একমাত্র কর্তব্য।

**শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চম স্কন্ধ, পঞ্চম অধ্যায়ঃ-**

ঋষভদেব বলিলেন - হে পুত্রগণ, মনুষ্যলোকে দেহধারীগনের মধ্যে এই মানবদেহ, কষ্টপ্রদ বিষয়সকল ভোগের যোগ্য নহে ; কারণ ওই বিষয়সকল বিষ্ঠাভোজী শূকরগনের

ভোগ্য হয়। হে বৎসগণ! তপস্যাই একমাত্র উৎকৃষ্ট বস্তু, যেহেতু তাহা দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধ হয় এবং সত্ত্ব শুদ্ধ হইলে তাহা হইতে অনন্ত ব্রহ্মসুখ হইয়া থাকে। ১

হে পুত্রগণ, পণ্ডিতেরা মহৎ সেবা মুক্তির দ্বার এবং যোষিৎ সঙ্গীদিগের সঙ্গকে নরকের দ্বার বলিয়া থাকেন। যাঁহারা সকলের সুহৃদ, প্রশান্ত, ক্রোধহীন, সাধু ও সর্বপ্রাণীতে সমচিত্ত তাঁহারাই মহৎ। ২

অথবা যাঁহারা আমি যে ঈশ্বর,আমাতে সৌহার্দ্য করিয়া তাহাই পরম পুরুষার্থ বোধ করেন,যাঁহাদের বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তি সকলে এবং পুত্রকলত্রধনাদিযুক্ত গৃহে প্রীতি নাই এবং যাঁহারা লোক মধ্যে দেহযাত্রা নির্বাহ অপেক্ষা অধিকধনে স্পৃহাশূন্য তাঁহারাই মহৎ। ৩

হে পুত্রগণ, মনুষ্য যখন ইন্দ্রিয় প্রীতির নিমিত্ত ব্যাপৃত হয়, তখন প্রায়ই প্রমত্ত হইয়া সে বিরূদ্ধ কর্ম(পাপ) করিয়া থাকে, যে বিরুদ্ধ কর্ম হইতে আত্মার ক্লেশপদ দেহ উৎপন্ন হইয়াছে। পুনর্বার সেই ক্লেশদ কর্ম করাকে আমি ভাল বলিয়া মনে করিনা। ৪

হে বৎসগণ, পুরুষ যাবৎ আত্মতত্ত্ব জানিতে অভিলাষ না করে তাবৎ তাহার নিকট অজ্ঞানকৃত আত্মস্বরূপের পরাভব হইয়া থাকে, কেননা যে পর্যন্ত ক্রিয়া থাকে সে পর্যন্ত মন কর্মাত্মকরূপে প্রকাশ পায়, সেই কর্মাত্মক মনই দেহ বন্ধনের কারণ। ৫

জীব অবিদ্যা উপাধীযুক্ত হইলে এইরূপ পূর্বকৃত কর্ম মনকে আপনার বশীভূত করে অর্থাৎ পুনর্বার কর্মকরণে প্রবৃত্ত করায়। যে পর্যন্ত বাসুদেবরূপী আমাতে প্রীতি না করে তাবৎকাল দেহযোগ হইতে মুক্ত হয় না। ৬

(কেবল যে দেহযোগ লাভ করে এমত অন্যরূপ অনর্থও প্রাপ্ত হয় এই কথা বলিতেছেন) হে পুত্রগণ, সহসা স্বার্থে অনবহিত ব্যক্তি যখন ইন্দ্রিয় গমনের চেষ্টাকে অলীক বলিয়া না দেখে অর্থাৎ ঐ সকল আত্মার নহে এইরূপ নিশ্চয় না করে তখন আত্মবিস্মৃত হওয়ায়, সেই অজ্ঞ মিথুনসুখপ্রাপক গৃহ প্রাপ্ত হইয়া তাপসকল লাভ করে। ৭

(স্ত্রী-পুরুষের মিথুনীভাব সুখসম্পাদক, এই কথাই সকলে বলে তবে তাহা হইলে তাপ লাভ কেন হইবে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন) হে বৎসগণ, পুরুষের স্ত্রীর সহিত এই মিথুনীভাবকে তাহাদের পরস্পরের দুর্ভেদ্য হৃদয়গ্রন্থি পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। অতএব গৃহক্ষেত্রে পুত্র আত্মীয় ও বিত্ত দ্বারা লোকের - 'আমি ও আমার' এইরূপ মোহ উৎপন্ন হয়।(তাহা হইলে কখন এই হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া সে মুক্ত হয় ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন) যখন সেই ব্যক্তির কর্মদ্বারা অনুবদ্ধ দৃঢ় মনোরূপ হৃদয়গ্রন্থি(জ্ঞান-বৈরাগ্য দ্বারা) শিথিল হয়, অর্থাৎ মিথুনভাব হইতে নিবৃত্ত হয়, তখন সেই ব্যক্তি সংসারের হেতুভূত অহংকার পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত ও পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। ৮,৯

(সংসারের হেতু ত্যাগের কথা পূর্ব শ্লোকে বলিয়াছেন। উহার পঁচিশটি সাধন আছে, তাহা বলিতেছেন) হংস ও গুরুস্বরূপ আমাতে ভক্তি(সেবা) ও অনুবৃত্তি(তৎপরতা), বিতৃষ্ণা(ইহলোকে ও পরলোকে ভোগবাসনা নিবৃত্তি), শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ সহিষ্ণুতা, লোকান্তরেও দুঃখ অনুসন্ধান, তত্ত্বজিজ্ঞাসা, তপস্যা ও কর্ম পরিত্যাগদ্বারা অহংকার নামক উপাধিকে নিরাকৃত করিবে। ১০

আমার নিমিত্ত কর্ম করা, আমার কথা কথন, যাহারা আমাকেই পরমআরাধ্য দেব বলিয়া জানে তাঁহাদের সহিত নিত্যসঙ্গ করা, আমার গুণকীর্তন, নির্বৈরিতা, সমতা, উপশম,

আত্মদেহ ও গৃহে 'আমি আমার' এই বুদ্ধি পরিত্যাগের বাসনা দ্বারা অহংকার নিবৃত্ত হয়। ১১

অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অভ্যাস, নির্জনস্থানে অবস্থান, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মন এই সকলের সম্যক প্রকারে জয়, সৎশ্রদ্ধা, ব্রহ্মচর্য, নিরন্তর অপ্রমাদে কর্তব্যকর্মের অপরিত্যাগ ও বাক্য সংযম দ্বারা অহংকার নিবৃত্ত হয়। ১২

সর্বত্র মদ্‌ভাবনায় নৈপুণ্য, অনুভব পর্যন্ত জ্ঞান-সমাধি, এই সকল দ্বারা ধৈর্য, যত্ন ও উদ্যমযুক্ত হইয়া অহংকার নামক উপাধিকে নিরাকৃত করিবে। ১৩

অবিদ্যা দ্বারা প্রাপ্ত কর্ম সকলের আধাররূপ হৃদয়গ্রন্থিবন্ধন, প্রমাদশূন্য হইয়া এই কথিত উপায় দ্বারা যেমন উপদেশ করিলাম, সেই প্রকার সম্যকরূপে মোচন করিয়া শেষে ঐ উপায় হইতেও বিরত হইবে। মল্লোকগামী ও আমার অনুগ্রহপ্রার্থী, পিতা পুত্রকে, গুরু শিষ্যকে, রাজা প্রজা সকলকে এইরূপ শিক্ষা দিবেন। কিন্তু উপদিষ্ট হইয়াও যদি কেহ শিক্ষিত বিষয় অনুশীলন না করে, তাহা হইলেও তিনি(উপদেশক) কোপশূন্য থাকিবেন। যাহারা তত্ত্ব জানেনা, শ্রেয় বোধে কর্মেতেই মূঢ়, তাহাদিগকে পুনর্বার কর্মে নিযুক্ত করিবে না। ১৪,১৫

যে ব্যক্তি অতিশয় কামনাপরতন্ত্র, অতএব নিজে নিজের মঙ্গলপথে অন্ধ, সে কেবল অর্থচেষ্টা করে এবং অতিক্ষুদ্র সুখের জন্য পরস্পর বৈরিতা করে, অতএব সেই মূঢ় তাহাতে তাহার অনন্ত দুঃখ হইবে ইহা জানেনা। ১৬

অবিদ্যার মধ্যে বর্তমান সেই কুবুদ্ধি ব্যক্তিকে দেখিয়া স্বয়ং তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ দয়াবান কোন পন্ডিত ব্যক্তি পুনর্বার তাহাকে ঐ বিষয়ে প্রবৃত্ত করাইবে ? অর্থাৎ কেহই তাহা করিবে না। অন্ধব্যক্তিকে বিপথে গমন করিতে দেখিয়া অভিজ্ঞ দয়ালু কোন বিদ্বান ব্যক্তি তাহাকে সেই পথে যাইতে উপদেশ প্রদান করিবেন ? ১৭

যে ব্যক্তি উপদেশ দ্বারা সংসারবদ্ধ ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া না দেন, তিনি গুরু নহেন, পিতা নহেন, জননী নহেন, দেবতা নহেন, পতি নহেন। ১৮

**৮ই মাঘ (৪০)**

এই যে সনাতন ধর্ম যুগে যুগে চলে আসছে, কলির প্রভাবে সবই পরিবর্তন হবে বা হচ্ছে। এই উপদেশ দু'খন্ড বের হয়ে গেলে কতক লোকের স্বার্থহানি হওয়াতে এর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করবে। নীরব থাকাই একমাত্র কর্তব্য। ধর্মপিপাসুরা গুরুকৃপায় বুঝতে পারবে ও নিজেদের মধ্যে যা ত্রুটী আছে তা সংশোধন করে সত্যপথ পাবে। এইসব উপদেশের শক্তি কাজ করা শুরু করলে মানুষ নতুন জীবন লাভ করবে।

**৯ই মাঘ (৪১)**

যে দেশে সীতা সাবিত্রীর মত মেয়েরা জন্মগ্রহণ করে ভারতে উচ্চ আদর্শ রেখে গিয়েছেন, আজ সেই দেশের মেয়েদের অধঃপতন দেখে মহাত্মারা পর্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। চারিদিকে ব্যাভিচারের স্রোতে সব ভেসে চলেছে; স্বেচ্ছাচারিতা ও বিলাসিতাই প্রধান কারণ। প্রত্যেক সংসারে আর সেই সনাতন ধর্মের নিয়ম নেই। প্রত্যেক পিতামাতার উচিত একটা নির্দিষ্ট সময় করে কাছে বসে কিছুক্ষণ সৎশিক্ষা দেওয়া ও ভারতের অতীত গৌরবের কথা গল্পচ্ছলে বলা। সত্যপথে চলবার উপদেশ দেওয়া কর্তব্য।

বালক বালিকার প্রথম শিক্ষা পিতা মাতার হাতেই হয়, সেই সময় ধর্মের বীজ শিশু হৃদয়ে রোপন করা পিতা মাতার কর্তব্য। স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীকে সুশিক্ষিতা করা। স্ত্রী বিলাসের সঙ্গিনী নয়, সহধর্মিনী। স্বামী-স্ত্রীর একমত না হলে সংসারের কলহের সৃষ্টি হয়; বিবেচনাপূর্বক স্বামীর স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করা উচিত এবং স্ত্রীরও উচিত স্বামীর অনুবর্তিনী হয়ে তার প্রিয় কার্য্য করা। পরস্পর ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা, বৃথা বাক্য না বলে অবসর মত আমাদের দেশের পুরাতন কথা যা ঋষিরা শিক্ষার ছলে প্রচার করে গিয়েছেন, সেইসব আলোচনা করা। সংসারে শান্তি না থাকায় স্বামী, স্ত্রী, সন্তান প্রভৃতি সকলেই অশান্তি ভোগ করে। সত্য আর ধর্ম ধরে কাজ করলে আর অশান্তি আসে না।

**১৩ই মাঘ (৪২)**

ব্যবহারিক জগতে থাকতে হলে সংযতভাবে লোকের সঙ্গে বাস করতে হয়। যারা অধ্যাত্ম বিষয়ের কোন সন্ধান জানেনা, তারা উপহাস করে উড়িয়ে দেয়। সাধারণ মানুষের কতটুকু জ্ঞান বা শিক্ষা আছে ? এইসব ভগবৎ আলোচনায় তাদের অধিকার না থাকায়, তারা আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। তাদের মত দুর্ভাগ্য পশুদেরও নয় কারণ তারা অন্য স্তরের। পশুদেহ সাধন-ভজনের অনুকূল নয়, তবে কোন কোন পশুর মধ্যে যে সাত্ত্বিক ভাব দেখা যায় তার কোন জন্মের কর্ম অনুসারে পশুজন্ম লাভ করেছে। মানুষ জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে ভগবৎ আরাধনা ছেড়ে বৃথা কাজে সময় নষ্ট করছে। আত্মঘাতী পাপে মগ্ন হয়ে কর্মফল বৃদ্ধি করছে, পরে অনন্ত দুঃখে পতিত হবে। অনিত্য সুখকেই নিত্য মনে করে তাতেই বদ্ধ হয়ে আছে। স্বপ্নের মত সবই একদিন মিথ্যে হয়ে যাবে।

**১৪ই মাঘ (৪৩)**

মানুষ ভ্রমে পড়ে 'আমার আমি' করছে, মহামায়ার মায়াতে একটির পর একটি বন্ধনে জীব বদ্ধ হচ্ছে। ত্যাগ বৈরাগ্য দ্বারা এই বন্ধন মোচন করতে হয়। কলির প্রভাবে ভোগেই রত হয়ে পড়েছে। সদ্গুরুর আদেশ মত চললে সত্য-মিথ্যার জ্ঞান জন্মে। মহাপ্রভু জীবের মঙ্গলের জন্য হরিনাম দিয়ে গিয়েছেন; সদ্গুরুর অনুগত হয়ে সেই মত চললে সংসার সমুদ্র পার হয়ে পরাশান্তি লাভ করে। তাতে ত্যাগ বৈরাগ্য চাই, কিন্তু তা কেউ করে না, তাতেই নামের শক্তি কেউ অনুভব করতে পারছে না। সকাম উপাসনাতেই বেশি লোকের আগ্রহ, নিষ্কাম উপাসকের সংখ্যা কম। এইভাবে জীব জন্ম-মৃত্যুর বশে চলছে। এবার যেসব উপদেশ দেওয়া হল জীবের কল্যাণ হবে, যদি আগ্রহ করে পড়ে বা শোনে এবং সেই মতো কাজ করে। সত্য ধরবার শক্তি সকলের নেই, যারা প্রকৃত ধর্ম চায় তারা প্রকৃত ধর্ম ধরে নেবে।

**১৫ই মাঘ (৪৪)**

'গুরু-শিষ্য সংবাদ' যে কি অমূল্য রত্ন, প্রকৃত ধর্ম যারা চায় তারা বুঝবে। মানুষের মন যেভাবে বিষয় পঙ্কে মগ্ন হয়ে সত্ত্বগুণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে এইসব উপদেশ পাঠে তাদের সেই ময়লা ধৌত হয়ে তাদের নির্মল করবে। 'গুরু-শিষ্য সংবাদ'খানি শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও আদৃত হবে।

ব্যাকুলতা না হলে ভক্তি প্রেম হয় না। দুধ যেমন আওটাতে আওটাতে ক্ষীরে পরিণত হয়,

তখন তার স্বাদ ভিন্ন হয়, তরল যতক্ষণ থাকে উথলে পড়ে, গাঢ় হলে তখন আর পড়ে না। এই ভগবৎ প্রেম যত ব্যাকুলতা হবে তত এগিয়ে যাবে। এসব ব্রজভাব, সব সময় মন প্রাণ সমস্ত ভগবৎ চরণে রেখে যা করা হয় তাতেই তাঁকে মনে করা হয়। এই ভাব সাধক জীবনের শেষ সোপান।

**১৬ই মাঘ (৪৫)**

যুগে যুগে ভগবান যেসব লীলা করেছেন, ভক্তের হৃদয়ে সবই প্রকাশ হয়, কিন্তু এই যে শ্রীবৃন্দাবনলীলা, মহাপ্রভু নিজে সম্ভোগ করে প্রকাশ করে গিয়েছেন, তাঁর কৃপা ছাড়া কেউ পায়না। জীবের দুঃখে কাতর হয়ে আবার সদগুরুরূপে এসে সেই প্রেমভক্তি বিতরণ করলেন, ভাগ্যহীন মানব, সবাই নিতে পারলোনা। কলির জীবের ভোগই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন কোন গৃহের পরিচারক পরিচারিকা গৃহকর্তার সঙ্গে পরিচিত না হয়ে গৃহে বাস করে, কালে কর্তা কর্তৃক বহিস্কৃত হয়, সেইরূপ এই সংসার যাঁর, যিনি পাঠিয়েছেন, তাঁকে না চেনা অজ্ঞতার পরিচয়, তাঁর অনুগত না হলে উদ্ধারের কোনো উপায় নেই। তাঁর উপদেশ মত ভজন না করলে ধর্মপথ থেকে বিতাড়িত হতে হবে। ভোগবিলাস ধর্ম পথের অন্তরায়, সর্বদা দৃষ্টি রেখে চলতে হয়। মহাপ্রভু নিজে করে সবই দেখিয়ে গেলেন, সে আদর্শ এখন কোথায় ভেসে গিয়েছে। যারা তাঁর প্রকৃত ভক্ত, তাদের এ সম্বন্ধে জাগ্রত হওয়া কর্তব্য।

**১৮ই মাঘ (৪৬)**

অন্যান্য যুগে কঠোর তপস্যার দ্বারা ভক্তরা ভগবানকে লাভ করেছিল। কলির জীবের সেই ক্ষমতা নেই। তাতে অল্প আয়ু ; ভোগ বিলাসে রত, রিপু'র বশীভূত, অধর্মে মতি, স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর প্রভৃতি দোষে পুর্ণ ; উদ্ধারের কোন উপায় নেই। তখন মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করে এই অমূল্য হরিনাম জীবের গতি জানিয়ে গেলেন, কলিযুগ শ্রেষ্ঠ যুগে পরিণত হল। আর জানালেন, যা কোন যুগে কেউ পায়নি- সেই ব্রজলীলার গূঢ় তত্ত্ব। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমভক্তি নিজে আস্বাদন সম্ভোগ করে প্রকাশ করলেন। তারপর সদ্‌গুরুরূপে এসে মুনি ঋষিদের তপস্যালব্ধ এই অমূল্য নাম, যে নাম দ্বারা ভগবানকে লাভ করেছেন, সেই শক্তিপূর্ণ নাম প্রচার করলেন। ভাগ্যহীন যারা নিতে পারেনি, তাদের জন্য এইসব উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। সদ্‌গুরুর আদেশ মত চল্‌লে এই সাধনে সব লাভ হবে। আসক্তি থাকতে অবস্থা লাভ হয়না, অহংভাব আসে। আসক্তি যে স্ত্রী, পুত্র, সংসার, অর্থ, যশঃ, মান শুধু তাই নয়, এক ভগবানের উপর আসক্তি ছাড়া আর যাতেই মানুষ জড়ায় তাই আসক্তি। সামান্য বীজ থেকে যেমন ক্রমে শিকড় বেরিয়ে বৃহৎ বৃক্ষ হয়, তখন উৎপাটন করা অসাধ্য হয়। সেজন্য সবসময় লক্ষ্য রেখে চলতে হয়, কোথায় মন বদ্ধ হয়ে আছে। বাড়ার আগেই উৎপাটন করতে হয়। আত্ম অনুসন্ধান বিশেষ প্রয়োজন, ভগবৎকার্য্য ছাড়া যা ভাল লাগবে জানতে হবে সেইই আসক্তি, চেষ্টা করে ত্যাগ করতে হবে। অনাসক্ত ভাবে চল্‌লে পতন হয় না।

**১৯শে মাঘ (৪৭)**

কলির মানুষেরা অধিকাংশ ধর্ম বর্জ্জিত, বিশ্বাসহীন। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে সনাতন ধর্মকে উড়িয়ে দিয়ে বিদেশীর ভাব নিয়ে চল্‌ছে। এইসব শিক্ষাভিমানীদের জাগাতে হবে। ভগবান যে আছেন, তাঁকে পাওয়া যায়, দেখা যায়, কেউ বিশ্বাস করে না। সে ভ্রম ঘুচিয়ে যা সত্যপথ, যে পন্থায় ভগবৎ লাভ হয়, সেই পথের সন্ধান দিতে হবে। বিশ্বাস অবিশ্বাস সে কর্ম অনুসারে লাভ করবে। প্রকৃত ধর্মার্থী যারা, তারা অনুভব করবে ও বুঝবে। আমাদের এই সাধনে যে সবকিছুই লাভ হয়, সেই তত্ত্ব জানাবার জন্য এইসব প্রকাশ করা হচ্ছে। এই যে অপার্থিব অনাবিল আনন্দ সম্ভোগ করা অসম্ভব হলেও সদ্‌গুরুর কৃপায় যে লাভ হয়, সেইটি জানাবার জন্য প্রয়োজন হয়েছে। এই সাধনের মর্ম অনেকে বুঝতে না পেরে অন্য পথে চলছে। সেইজন্য এইসব ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বইগুলি বের হলে ধর্মার্থীদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য আসবে।

**২০শে মাঘ (৪৮)**

তোমাকে কি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দেওয়া হয়েছিল, কিভাবে প্রথম বৎসর আদেশ পালন করে জয়লাভ করেছিলে। নির্জন সঙ্গহীন অবস্থায় একবৎসর - অর্থহীন, স্বজনহীন, ঘরে একমুষ্টি অন্ন থাকে না, কারও সাহায্য নেওয়া নিষেধ, অযাচিত ভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া নেওয়া নিষেধ, সেই জনহীন ঘরে একলা কাটাতে হয়েছে। সেই ব্রত তোমাকে পালন করে চলতে হবে, খুব সাবধান না হলে ব্রত ভঙ্গ হয়ে যাবে। আমাদের এই পথ জলন্ত আগুনের মধ্য দিয়ে রাস্তা; পুড়িয়ে খাঁটী করে তবে সদ্‌গুরু আত্মসাৎ করেন। সুখসম্পদ এসব ক্ষণস্থায়ী, তাতে বদ্ধ হলে এ পথের সন্ধান মেলে না। সুখ দুঃখ সব মনের বিকার মাত্র, ভগবৎ কৃপা লাভ করতে না পারাই দুঃখ, তাঁর সঙ্গ লাভ করে তাঁকে আপন করে নিয়ে মিশে যাওয়াই সুখ। ভগবৎ আরাধনা ছাড়া সবই মিথ্যা।

**২১শে মাঘ (৪৯)**

মোহবদ্ধ মানব সংসার সুখকেই সার মনে করে তাতেই একেবারে ডুবে আছে। ভগবানের কাছেও এই সংসারের মঙ্গল প্রার্থনা ছাড়া অন্য প্রার্থনা করে না, যাওয়া আসা করতেই চায়। ভগবৎ প্রেম লাভ করে তাঁকে ভালবেসে, তাঁকে আপন করে তাঁর সঙ্গ করা, এসব কিছুই চায় না। দেবস্থানে যা পূজাপাঠ করে বা করায়, তাও সংসারের কল্যাণের জন্য। এতে কি হবে, সবই তো এই অনিত্য দেহের বিনাশের সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে।

অনাসক্ত ভাবে সংসারে থাকতে হয়; নিজ নিজ কর্ত্তব্য করে যাবে। বাসনা কামনার পূজা করে সমস্ত পরমায়ু কাটিয়ে দিয়ে কি সম্বল নিয়ে যেয়ে দাঁড়াবে ? হরিনাম মহামন্ত্র একমাত্র ভবপারের সম্বল। কিভাব নাম করতে হবে মহাপ্রভু সবই বলে গিয়েছেন - "তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন, কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।" ভগবৎ লাভের জন্য ভগবানকে ডাকাই হচ্ছে তাঁর আদেশ পালন করা। সংসার সেবার জন্য হরিনাম করতে বলেননি। ভ্রান্তজীব এত সুযোগ হারিয়ে মিথ্যা সময় নষ্ট করছে।

**২২শে মাঘ (৫০)**

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সদ্‌গুণ আছে, তাকে জাগাতে হয়। শক্তিশালী নাম সকলে পায় না, সৎসঙ্গও সকলে পায়না। সেইজন্য সৎচিন্তা, সৎ ইচ্ছা প্রভৃতি বিকাশ হতে পায়না, চাপা পড়ে থাকে। মানুষের মধ্যে যেসব শক্তি আছে, অন্য কোন জীবের সেসব নেই, সেইজন্য মনুষ্যজন্ম দুর্লভজন্ম বলা হয়। সেই দেহকে ভগবৎ আরাধনা দ্বারা সার্থক করে তুলতে হয়, নতুবা মানুষও পশুর সমান হয়। দেহের ভোগ তো পশু পক্ষী প্রভৃতি সকলেই করে। ভোগের জন্য দেহ নয়। ভোগ ত্যাগ করে ভগবৎ প্রেমে ডুবতে হবে।যেসব উপদেশ বের হচ্ছে, এবার অনেক লোক সৎ আলোচনা দ্বারা নিজের নিজের উন্নতি লাভ করতে পারবে।মিথ্যার আবরণ সরে গিয়ে সত্যের জ্যোতি প্রকাশ হবে।যে দেহ দ্বারা ভগবানের সেবা হয়না (নাম সাধন ও আদেশ পালন), সে দেহ কাক-বিষ্ঠা তূল্য। স্বার্থ নিয়ে ভগবৎ সেবা হয়না, সেখানে আসক্তি এসে মায়াতে বদ্ধ করে। নিঃস্বার্থভাবে মনপ্রাণ দিয়ে তাঁকে ডাকতে হবে। সংসারের জন্য, বাসনা কামনার জন্য ডাকলে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়না। ঐখানেই রাস্তা ভুল হয়ে পথ হারিয়ে যায়।

**২৩শে মাঘ (৫১)**

নানাভাবে শাস্ত্রকর্তারা বহু উপদেশ দিয়েছেন। যারা সুকৃতিপরায়ন, তারা ভগবৎ তত্ত্ব অনুভূতি করেছে বা করছে। তারা সেইসব সারপূর্ণ উপদেশ গ্রহণ করে আনন্দের অধিকারী হয়েছে বা হচ্ছে। যেমন দুধে জলে মিশিয়ে হংসকে খেতে দিলে দুধটুকু খেয়ে অসার জল পরিত্যাগ করে, তেমনি ভগবৎ চরণারবিন্দে যাদের মন নিমগ্ন হয়েছে তারা সর্বত্র অসার ত্যাগ করে সার গ্রহণ করে। আর অজ্ঞ যারা, তারা অসার যা ক্ষণস্থায়ী, আজ আছে কাল থাকবে না, সেইসব নিয়ে সার জিনিস অবহেলা করে, এই দুর্লভ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে বা হচ্ছে। নিজ নিজে কর্মফল অনুসারে জীব কর্মফল ভোগ করে। মুক্ত ও বদ্ধ দুই পথই দেখানো হয়েছে, কারও বন্ধনমুক্ত হচ্ছে, কেউ বদ্ধ হচ্ছে, প্রত্যেককে চেষ্টা করতে হবে, অগ্রসর হতে হবে। আত্ম অনুসন্ধান সর্বদা প্রয়োজন। মহাজনের পথ অনুসরণ করে চলা, কার্য করবার পূর্বে সৎ অসৎ বিচার করে চলা মানুষের প্রধান কর্তব্য। ভোগে ডুবে থাকলে পশুসমান জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। সদ্গুরুর উপদেশ মত আদেশ পালন করা, তাঁর অনুগত হয়ে চলা কলির জীবের একমাত্র শান্তির পথ। মানুষ যদি এইসব অমূল্য উপদেশ গ্রহণ করে তবে জীবনে অমৃতের স্বাদ পাবে। একমাত্র সেই সত্যকে ধরে তাঁর অন্বেষণে মন-প্রাণ সমস্ত নিয়োগ করা; যেদিন কৃপা লাভ করবে, তাঁর চরণে আশ্রয় পেয়ে অমরত্ব লাভ করবে।

**২৪শে মাঘ (৫২)**

ভগবানের সেবা সর্বঅঙ্গ দিয়ে করতে হয়, যেমন রাজা অম্বরীশ করেছিলেন। ভক্তিভরে প্রাণের ব্যাকুলতার সঙ্গে তাঁকে আপন ভেবে যা দেওয়া হয় তিনি গ্রহণ করেন। রাজভোগ ত্যাগ করে বিদুরের খুদ খেয়েছিলেন। তিনি ভক্তের দান আনন্দ করেই গ্রহণ করেন। সংসারের মধ্যে স্ত্রী যেমন ভালো দ্রব্য স্বামী পুত্রকে খাইয়ে তৃপ্তি পায়, সেই ভালোবাসা প্রভুকে দিয়ে তাঁর সঙ্গে যে সৌহার্দ্য স্থাপন করতে পারে তার দান তিনি গ্রহণ করেন। তিনি প্রাণের ভেতরেই আছেন। সদ্গুরুর আদেশ মত সাধন করলে, তিনি জানান, দর্শন

দেন, ভক্তের সঙ্গে আনন্দ করেন। ব্রজভাবেই তাঁকে পাওয়া যায় ; ঠাকুর মনে করে যারা সেবাপূজা করে, তাদের কাছে বহু দূরে থাকেন।

**২৫শে মাঘ (৫৩)**

মহাপ্রভুর দেওয়া নামব্রহ্ম এতদিন গোপনে ছিল। যারা পেয়েছিল কেউ প্রকাশ করেনি। বহু লোক আবার ধরে নিতেও পারেনি। মহাপ্রভু এখনও তেমনি ভক্তসঙ্গে মহাসংকীর্তন করছেন। তাঁর কীর্তন ভাগ্যবান ছাড়া কেউ শুনতে পায়না। শ্রীবৃন্দাবনে যেমন নিত্য রাস হচ্ছে, মহাপ্রভুর হরিসংকীর্তন তেমনি নিত্য হচ্ছে।

আমি - "লীলা দর্শন করালেন, পুরীতে লীলারস আস্বাদন করালেন, মহাপ্রভুর সেই মধুর কীর্তনও শোনালেন, কিন্তু বংশীধ্বনি তো শুনতে পেলাম না।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - "যেদিন বাঁশি শুনতে পাবে সেদিন তোমাকে আর এদেহে ধরে রাখতে পারা যাবে না। তোমার দ্বারা যে কার্যগুলি করানো স্থির আছে, যার জন্য আসতে হয়েছে, সেই কার্য সমাধা হলেই বাঁশিও শুনতে পাবে, এই দেহ ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবে।

**২৬শে মাঘ (৫৪)**

ত্রিতাপদগ্ধ মানুষ যে কিসে শান্তি পাবে, কি করে এই ভবসাগর উত্তীর্ণ হবে, ত্রিকালদর্শী ঋষিরা সর্বদাই তাদের মঙ্গল কামনায় রত আছেন। মহাপ্রভুদত্ত হরিনামই জীবের উদ্ধারের উপায়। যেমন গুরুতত্ত্বের উপর আর তত্ত্ব নেই তেমনি সদ্‌গুরুদত্ত সাধনের উপর আর সাধন নেই। পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তি ভগবান ছাড়া কারও দেবার অধিকার নেই। মহাদেবের আরাধনা না করলে সদ্‌গুরু লাভের অধিকার হয় না। হর হরি এক, তবে ভিন্ন ভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছেন। ভেদ জ্ঞান করতে নেই, অপরাধ হয়। জীবের ক্ষেত্র তৈরি করার জন্য নানারূপ পন্থার ব্যবস্থা মহাজনেরা দিয়ে গিয়েছেন। ঋষিবাক্য ধরে মহাজনদের নির্দেশ মত চলতে হয়। মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথ যেসব শিষ্য শিষ্যাদের মধ্যে সাধন দিয়েছেন বা তাঁর শিষ্যদ্বারা যারা সাধন পেয়েছে শক্তিপূর্ণ নামই পেয়েছে। সাধন করে নিজের জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে। চেষ্টা চাই, জীবনপাত করে সাধন করতে হবে। গৌড়ীয়রা মহাপ্রভুর অনুগত হয়ে চলে না, নিজেদের মনগড়া কল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

**২৮শে মাঘ (৫৫)**

এবার বই তিনখানি প্রচার করার প্রয়োজন। আবার মহাপ্রভুর ধর্ম ঘরে ঘরে জেগে উঠুক। ধর্মের পথ বড় পিচ্ছিল, চলতে চলতে বহু সাধকের পদস্খলন হয়, সেইজন্য সাবধান করে মাঝে মাঝে শাসন করার আবশ্যক হয়। যেমন গঙ্গাজলে কোন কিছু ধৌত করে বিশুদ্ধ করা হয় তেমনি সদ্‌গুরু তাঁর আশ্রিতদের উপদেশবাক্য দ্বারা হৃদয়মন্দির সংশোধন করে নির্মল করেন। তাঁর শাসনই জানবে তাঁর দয়া। সদ্‌গুরু যাকে আত্মসাৎ করেন তার যেখানে যে ত্রুটি থাকে সৎশিক্ষা দিয়ে তাকে তৈরি করে নেন।

**২৯শে মাঘ (৫৬)**

ত্রিকালদর্শী ঋষিরা যখন ভারতের পরিবর্তন দেখে প্রতিকার প্রার্থনায় সকলে সমবেত হয়ে মহাপ্রভুর কাছে গিয়েছিলেন তখন মহাপ্রভুর ইচ্ছাতেই "গুরু-শিষ্য সংবাদ" ও এইসব উপদেশ প্রকাশ হল। ভগবান ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে অবতার গ্রহণ করে সেইসব কাজ সম্পন্ন করেছেন। "গুরু-শিষ্য সংবাদ" ও উপদেশগুলি প্রকাশ হওয়াতে তাঁরা আনন্দ করে তোমাদের আশীর্বাদ করতে এসেছিলেন।

আমি - হঠাৎ একটা উজ্জ্বল আলো দেখলাম, আর কিছু দেখতে পেলাম না। কিছু বুঝতে পারা গেল না।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - তাঁরা একটু জানিয়ে গেলেন, এই অধ্যাত্ম জগতে অনেক কিছু অলৌকিক ব্যাপার চলছে, সাধকদের চোখে মাঝে মাঝে পড়ে। কোন ঐশ্বর্য লাভ হলে প্রকাশ করা উচিত নয়। যাদের পতন হয়েছে ঐশ্বর্য লাভ করে তাতেই বদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর অগ্রসর হতে পারলো না। এইজন্য সদ্গুরু বারবার সাবধান করে দেন। মন যখন অন্তর্মুখী হয়ে নামে মগ্ন হয় তখন সাধকের হৃদয়ে গুরুমূর্তি প্রকাশ হয়ে, সৎচিৎআনন্দময় যেরূপ, সেইরূপেই দর্শন দেন। যতদিন না একাগ্রতা আসে ততদিন গুরুদর্শন হয় না। গুরুগোবিন্দ এক হলেও শাস্ত্র কর্তারা গুরুকেই সর্বোপরি স্থান দিয়েছেন। ভক্তরাজ মহাবীর সীতারাম ছাড়া কিছুই জানতেন না, তাই তিনি বলেছেন, "শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি, তথাপি মম সর্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ।" মানবের যখন গুরুর প্রতি সেই সর্বাত্মনিবেদন ভাব আসবে তখন সেই পরমব্রহ্ম, গুরুরূপে যিনি হৃদয় বাস করেন, তাঁর দর্শন পাবে। গুরু-ভক্তের বিনাশ নেই, ভগবান সর্বদা ভক্তের মঙ্গল কামনা করেন।

**৩০শে মাঘ (৫৭)**

কৌতুহল পরায়ণদের মধ্যে এইসব বই প্রকাশ করোনা, মর্য্যাদা দিতে পারবেনা। গুরুস্থানীয় মঙ্গলপ্রার্থীদের কাছে নিঃসংকোচে মনের সৎ ইচ্ছা প্রকাশ করতে হয়, তাতে সুফল লাভ করে, সংশয়ভঞ্জন হয়। যখন যার মনে যে প্রশ্নের উদয় হবে এইসব উপদেশে সব উত্তর পাবে। প্রত্যেক কথা মনদিয়ে পড়ে তার অর্থ বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। বই পড়ার মতো পড়লে চলবে না।

**১লা ফাল্গুন (৫৮)**

"গুরু-শিষ্য সংবাদ" ও উপদেশামৃত প্রচার হয়ে গেলে কার্য আরম্ভ হবে। তুমি যেভাবে দর্শন পাচ্ছ .........সেভাবে পাবে কেন ? ওরা দোষগুণ বিচার করে নিজের পাণ্ডিত্য দিয়ে দেখতে চায়। ধর্ম সম্বন্ধে কোন কথা কিংবা লীলাপ্রসঙ্গ যেসব পড়া যায় সেখানে সারটুকু মাত্র নিতে হয়। বাহ্য আবরণ দিয়ে ঢাকা যে অমূল্য রত্ন থাকে, ভক্তিধন দ্বারা লাভ হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃততে বল্লভভট্টকে মহাপ্রভু বলেছিলেন কৃষ্ণ নামের আর কোনো অর্থ আমি জানিনা একমাত্র যশোদানন্দন কৃষ্ণকেই জানি, আর কোন অর্থে আমার প্রয়োজন নেই। শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা, সীতারামলীলা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা, সাধন মনে করে ভক্তির সঙ্গে পড়তে হয়; গভীরভাবে ডুবে সদ্গুরুর কৃপা প্রার্থনা করলে তখন স্বরূপ চোখে পড়ে, মিথ্যা সরে যায়।

**৪ঠা ফাল্‌গুন (৫৯)**

যেমন নানারূপ অনিষ্টকারী জন্তুদের ও মানুষের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষকে নানা উপায় করতে হয় তেমনি ধর্মরাজ্যেও নানা শত্রু নানাভাবে উৎপাত করে সাধককে পথভ্রষ্ট করে ; তার জন্য সাবধান হবার পথ সদ্গুরু দেখিয়ে দেন ও সর্বদা যাতে নিজেকে রক্ষা করতে পারে তার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষার যে অহংভাব, বিনাশ করা বড় কঠিন ; শিক্ষাভিমানীরা নিজের আত্মঅভিমানে সর্বদা মগ্ন থাকে। রোগ বিশেষের যেমন ঔষধের ব্যবস্থা করতে হয়, এও তেমনি মাঝে মাঝে কঠিনভাবে সতর্কবাণী বলে সাধককে সচেতন করতে হয়। দিন দিন যেরূপ মানুষের পরিবর্তন হচ্ছে তাতে ধর্ম বলে কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না। সেইজন্য এইসব উপদেশ দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে। এইভাবে উপদেশ পূর্বে কোন যুগেই দেওয়া হয়নি। শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করবার পূর্বে শ্রীনারদের কাছে ব্যাসদেব দীক্ষালাভ করেন, তখন তিনি তপস্যা প্রভাবে সমস্ত জ্ঞাত হয়ে প্রকাশ করে গিয়েছেন। বাল্মিকী রামায়ণও তাই। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রকট অবস্থার মধ্যে উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। অপ্রকট অবস্থায় উপদেশ এই প্রথম দেওয়া হল। জীবের দুঃখে কাতর হয়ে মহাপ্রভু এইভাবে ব্যবস্থা করলেন। মহাপ্রভু প্রথমে নামরূপ মহাযজ্ঞ দ্বারা পাপী তাপী সকলকে আহ্বান করেছিলেন, ভাগ্যবানেরা তাঁর সেই নামযজ্ঞে হরিনাম মহামন্ত্রে দীক্ষিত হল। যারা তাঁর আদেশমত চলতে পারলে না, আবার সদ্‌গুরুরূপে এসে শক্তিপূর্ণ সিদ্ধমন্ত্র দিয়ে মানবের মঙ্গল সাধন করলেন। তাও কতকলোক ধরে নিতে পারলে না। এদিকে কলি তার প্রভাব বিস্তার করে লোকের ভ্রম উৎপাদন করছে ; তাই আবার এই নূতন পন্থায় উপদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে।

**৫ই ফাল্‌গুন (৬০)**

এইসব উপদেশ বের করা হলে শ্রীবৃন্দাবনলীলা প্রকাশ হবে, তারপর তৃতীয় খন্ড বের হবে। স্বার্থেভরা জীব কর্তব্যভুলে অধর্মে লিপ্ত হচ্ছে, ঘরে ঘরে অধর্ম বৃদ্ধি পাচ্ছে, কল্পনা অনুযায়ী ভাব নিয়ে সব চলছে। পরিবর্তন বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ঋষিরা উপদেশ দ্বারা যা বলে গিয়েছেন সে সবের আর কোন মর্য্যাদা নেই।

**৬ই ফাল্‌গুন (৬১)**

বিভিন্ন মানব নিজ নিজ মনোবৃত্তি দ্বারা সংসারে নানারূপে জল্পনা কল্পনার সৃষ্টি করে, তারা সত্য, ন্যায়, কর্তব্য প্রভৃতির অনুশীলন একেবারে করেনা। মহৎলঙ্ঘন করে সংসার চক্রে ঘুরপাক খায় ; অভাব, দুঃখ, শোক, তাপ ভোগ করে।

**৭ই ফাল্‌গুন (৬২)**

সবসময় নাম ধরে থাকলে তার পতন হয়না। যশঃ, মান, অর্থ, প্রতিষ্ঠা মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে তাকে অমানুষে পরিবর্তন করে- তখন কোন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। স্বার্থের বশীভূত হয়ে ন্যায় অন্যায় বুঝবার শক্তি থাকেনা বা বুঝতেও চায় না। স্বার্থই জয়লাভ

করে; তখন অবিচারে অধর্মে রত হয়। এইভাবে কলি তার প্রভাব বিস্তার করে মানবকে আত্মসাৎ করে।

**৮ই ফাল্‌গুন (৬৩)**

কলির প্রভাবে যেসব লোক অধর্মপরায়ণ হয়ে উঠেছে, তাদের চেষ্টা সনাতন ধর্ম লোপ করা। কলি সেইসব দুরাচার অধার্মিকদের সহায় করে দেশে দেশে অধর্মের বীজ রোপণ করছে। তার ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গেলে দেশে সত্যধর্ম লুপ্ত হয়ে অধর্মই বৃদ্ধি পাবে।

**৯ই ফাল্‌গুন (৬৪)**

এই যে ভারতবর্ষ, যেখানে ত্রিকালদর্শী ঋষিরা সনাতন ধর্ম কিভাবে পালন করতে হয় শাস্ত্রদ্বারা তার ব্যবস্থা দিয়ে গিয়েছেন। সদাচার, সদাহারের কি গুণ প্রত্যেকটি শাস্ত্র অনুযায়ী বাক্য, পুরাণ, উপপুরাণের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা দেশে ঢুকে সেইসব সত্ত্বভাব নষ্ট করে দিয়েছে। দেশে এখন সত্ত্বভাবাপন্ন ব্যক্তি অতি বিরল। খাদ্যের মধ্য দিয়েই রস রক্তের সঙ্গে মিশে মানুষকে সেই গুনের বশবর্তী করে; সেইজন্য খাদ্য বিষয়ে খুব সাবধান হওয়া উচিত। আর একটি বিষয়ে সাবধান হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন, নীচ সঙ্গে মেশা। তাতে মনোবৃত্তি সেইরূপ হয়ে যায়। সেইজন্য শাস্ত্রকর্তারা বারবার সৎসঙ্গের মহিমা বর্ণনা করে গিয়েছেন। সৎসঙ্গ দুর্লভ হলেও মনের আকাঙ্ক্ষা থাকলে মিলে যায়, চিনে নিতে পারা চাই। ভস্মাবৃত আগুনের ন্যায় তাঁরা প্রচ্ছন্ন থাকেন, যাদের দৃষ্টি খুলে যায় তারা দেখতে পায়। গুরুকৃপা থাকলে সবই সুলভ হয়। মিথ্যা নিয়ে সব ভুলে আছে। এইসব উপদেশ পড়লে মিথ্যার আবরণ সব সরে যাবে।

**১০ই ফাল্‌গুন (৬৫)**

অর্থ, যশঃ, মান মানুষকে অন্ধ করে দেয়। এই অনিত্য অস্থায়ী সম্পদের জন্য এমন কার্য নেই যা মানুষ করে না। অধর্মের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হয়ে জীব অধোগামী হয়ে যাচ্ছে। আসক্তি বশতঃ স্বার্থপর হয়ে অধর্মে লিপ্ত হচ্ছে। আমাদের এই সাধন যারা পেয়েছে তাদের মধ্যেও কারোও কারোও অর্থাসক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব দেবমায়া। নিয়মমতো আদেশ পালন না করা আর আহার সম্বন্ধে বিধি-নিষেধ না মানা তার কারণ। আহারের দোষে সত্ত্বগুণ নষ্ট হয়ে তমোগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিন যাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ বর্ধিত ছিল, এইসব অনিয়ম করাতে, সেইসব সত্ত্বভাব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আহারের দোষে যে অনিষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছে না, চেষ্টাও নেই। পশুদের মধ্যে যেমন কতকগুলি হিংসাপরায়ণ আছে, কতকগুলি অহিংসাপরায়ণও আছে। হিংসা যারা করে, প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য নানারূপ হিংসা দ্বারা জীবন অতিবাহিত করে যেমন বাঘ, সিংহ, ভালুক প্রভৃতি জন্তুরা। নিরীহ জন্তুরা হিংসা করে না, তাদের খাদ্য গাছের পাতা ইত্যাদি। খাওয়ার বিষয়ে সাবধান না হলে ধর্মলাভ করা কঠিন।

**১১ই ফাল্‌গুন (৬৬)**

মানুষ সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের বশীভূত হয়ে কর্ম করে। কলিতে সত্ত্বগুণ ভগবৎ ভক্ত ছাড়া কারও মধ্যে নেই। রজঃ ও তমোগুণ সকলের মধ্যেই বিকাশ হচ্ছে। তারমধ্যে

তমোগুণেই বেশী বদ্ধ হয়ে আছে। স্বার্থপরায়ণ হয়ে নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করছে।

**১২ই ফাল্‌গুন (৬৭)**
যখন ভগবৎ চরণে সমস্ত সমর্পণ করা হয় তখন তাঁর নির্দেশমত চলতে হয়, তখন তিনিই চালনা করেন। গুরু অনুগত হয়ে তাঁর আদেশমত কাজ করে গেলে আর কোন উদ্বেগের কারণ থাকে না। নিজে করছি মনে করলে আমিত্বভাব আসে ; নিজ নিজ কর্তব্য করে যেতে হয়, ফলাফল চিন্তা করতে নেই। সমস্ত কার্য্যই পূর্ব থেকে ব্যবস্থা করা আছে। মানুষের কর্তব্য চেষ্টা করা, আর গুরুপাদপদ্মে সমস্ত সমর্পণ করে তাঁর আদেশ পালন করা। প্রত্যেক মানব নিজ নিজ কর্মফল নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে ; সেই অনুসারে সমস্ত কার্য্য নির্দ্ধারিত হয়ে আছে। চিন্তার কারণ নেই ; সময়ের জন্য একমাত্র অপেক্ষা করাই কর্তব্য।

**১৪ই ফাল্‌গুন (৬৮)**
যাদের মধ্যে ধর্মপিপাসা জাগে, তারা গুরুকৃপায় সৎসঙ্গ লাভ করার সৌভাগ্য লাভ করে। যখন সৎসঙ্গ লাভ হয় তখন জানতে হবে তার সুসময় নিকটবর্তী ; মনস্থির করে সব বুঝতে চেষ্টা করা চাই, এতে মঙ্গল হবে। নিজ নিজ ইষ্টচরণে মনস্থির করে তাঁর আদেশ পালন করে যাবে। ইহকাল-পরকাল সব ভারই গুরু গ্রহণ করেছেন, বিশ্বাস করে গুরু অনুগত হয়ে চলতে হয়। এই যে সনাতনধর্ম বর্তমানে কলির প্রভাবে লুপ্ত হয়ে যাবে, শাস্ত্রকর্তারা এইরূপ ভবিষ্যৎবাণী লেখনিবদ্ধ করে গিয়েছেন। উদ্ধারের উপায় - একমাত্র সত্য ধরে থাকা আর সদ্‌গুরুর আদেশ মত চলা। এখানে কলির কোন আধিপত্য নেই। ভগবৎ প্রসঙ্গহীন নর-নারী পশুর সমান ; সেসব সঙ্গ সর্বদা বর্জন করে চলা কর্তব্য। কুসঙ্গে মন মলিন হয়, সৎসঙ্গে মনের ময়লা দূর হয়ে ভগবৎ চরণে মতি হয়। সংসার বৃক্ষের যে দুটি ফল, কর্ম অনুযায়ী মানুষ গ্রহণ করে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সাধ্য অনুসারে যতদূর সম্ভব বৃথা বাক্য বলা, গ্রাম্য আলোচনা করা সর্বতোভাবে পরিহার করা উচিত। মনকে তৈরি করার জন্য সর্বদা সৎচিন্তা, সৎ আলোচনা, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করতে হয়। ভাল কাজ করলে মনে ভালো ছাপ পড়ে, মন্দ কাজে মন্দ ছাপ পড়ে। ভালো-মন্দ যখন যা আলোচনা হয়, গরু যেমন জাবর কাটে, মানুষের মনের মধ্যে সেইসব কথার ছাপ পড়ে বারবার মনে উদয় হয়। শাস্ত্রকর্তারা গ্রাম্যসঙ্গকে পাপের মধ্যে গণ্য করেছেন। যারা ধর্মজীবন লাভ করতে চায় তাদের এসব বিষয়ে খুব সাবধান হওয়া আবশ্যক।

**১৫ই ফাল্‌গুন (৬৯)**
জীবের মধ্যে তিনটি গুণ আছে – সত্ত্ব, রজঃ, তম। কর্মফল অনুসারে মানুষ ত্রিগুনের অধীন হয়। এখন অধিকাংশ লোকেই তমোগুণের অধীন হয়ে অধর্মপরায়ণ হচ্ছে ; কালমাহাত্ম্যে সবই হচ্ছে। কতকগুলি ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি নাম ধরে থাকায় তাদের উপর কালের প্রভাব বিস্তার হয়নি। সংসারে নির্লিপ্তভাবে থাকতে হয়, অনাসক্তভাবে কর্ম করে গেলে কর্মক্ষয় হয়। আসক্তি নিয়ে কর্ম করলে কর্ম বৃদ্ধি হয়। এখন যেসব ধর্ম-কর্ম করছে

বাসনা কামনায় পরিপূর্ণ হয়ে ; তাতে ভগবৎ লাভ হয় না। সেসব পূজা ভগবানের পূজা নয় ; নিজের বাসনা কামনারই পূজা করা হয়। ভগবানকে ডাকতে হয় তাঁর কৃপালাভ করার জন্য। অনিত্য বিষয়বাসনা প্রভৃতির জন্য যারা প্রার্থনা করে তাই পায়, তাতে পরমার্থ লাভ হয়না। এইভাবেই পুনঃ পুনঃ যাওয়া-আসা করতে হয়।

**১৬ই ফাল্‌গুন (৭০)**

এই যে সূক্ষ্ম দেহতে ভ্রমণ করা, সদ্গুরুর কৃপা ছাড়া হয়না। শ্রীবৃন্দাবনে যখন ভক্তপ্রধান উদ্ধব তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল সূক্ষ্ম দেহতে, সে সময় একটা অবস্থা সদ্গুরু দিয়েছিলেন। এখন যেভাবে ভ্রমণ হচ্ছে, সেও সদ্গুরুর কৃপাতে হচ্ছে। তবে এ আর কখনও বন্ধ হবে না। সদ্গুরুই নিয়ে যাবেন, অন্য কারও সাহায্যের দরকার হবেনা। এতে বদ্ধ হতে নেই, বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এসব শক্তি প্রয়োগ করতে নেই, তাতে ক্ষতি হয়, শক্তির অপব্যয় করা হয়। এসব দুর্লভ শক্তি গোপন রাখতে হয়। মানুষ একটু সামান্য ঐশ্বর্য পেয়ে অহংভাবে মত্ত হয়ে তার ক্রিয়া প্রকাশ করে লোকের মন আকৃষ্ট করে। ক্রমে সেখানেই বদ্ধ হয়ে যায়, আর অগ্রসর হতে পারেনা। প্রতিষ্ঠার বশীভূত হয়ে নিজের প্রতিপত্তি স্থাপিত করে, অজ্ঞান মানব তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে, নিজের নিজের দিকে চেয়ে দেখে না, সাধন করে কি উপলব্ধি হলো। সদ্গুরু কৃপা করে যে শক্তি দেন তাঁর আদেশছাড়া অপব্যবহার করলে তিনিই আবার কেড়ে নেন। সেই জন্য অনেক সাধকের পতন হয়ে যায়। গুরু অনুগত হয়ে থাকলে গুরুই রক্ষা করেন।

**১৭ই ফাল্‌গুন (৭১)**

সাধনপ্রাপ্তদের মধ্যে সদ্গুরু যে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগিয়ে দেন, তাঁর আদেশমত নাম করে সেই শক্তিকে জাগিয়ে রাখতে হয়। নিয়মমত নাম না করলে শক্তি আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এই সাধন যে কি, গভীরভাবে ভিতরে ঢুকে অনুসন্ধান করতে হয়। ব্যাকুলতা চাই ; ক্রমে অনুভূতিশক্তি বিকাশ হয়। নামে রুচি না হওয়া পর্যন্ত কৃপা অনুভব হয় না। সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে অগ্রসর হচ্ছি কিনা। বিশ্বাস-ভক্তি ধর্মরাজ্যে প্রধান উপাদান, চেষ্টা থাকলে ক্রমে ক্রমে সব সত্যই প্রাণের মাঝে ফুটে উঠে সাধকের সমস্ত কালিমা দূর হয়ে যায়।

**১৮ই ফাল্‌গুন (৭২)**

পুরাকালে ঋষিবৃন্দ এই সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে সত্যরূপ মেরুদন্ড দ্বারা তাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন। সেই সত্যের অপলাপ করাতে লোকে কালপ্রভাবে এই অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এখন লোকের মধ্যে শঠতা, প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা - এইসব তমোগুণের কার্য বৃদ্ধি হচ্ছে, নিজ নিজ স্বার্থে মানুষ অন্ধ হয়ে কর্তব্য ভুলে যাচ্ছে। একমাত্র প্রতিকার সদ্গুরুর উপদেশ মত চলা, শাস্ত্র-সদাচার মেনে সেই আদর্শ মত নিজেদের তৈরি করা।

**১৯শে ফাল্‌গুন (৭৩)**

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে সকাম উপাসনা দ্বারা যশঃ, মান, ধন, রাজ্য প্রভৃতির জন্য তপস্যা করেছে। দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে উপদেশ দেন, তখন শ্রীমুখের বাণী-গীতাতে নিষ্কাম উপাসনার কথা বলেছেন ; রাজযোগে সে বিষয় বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। কলিযুগে মহাপ্রভু সেই নিষ্কাম ধর্মই প্রচার করেন। হরিনাম যজ্ঞ দ্বারা তাঁর আরাধনা করতে হয়। ফলাফল সবই ভগবৎ চরণে সমর্পণ করতে হয়। কলির জীবের জন্য মহাপ্রভু এই অমূল্য সম্পদের সন্ধান দিয়েছেন, কিন্তু কালপ্রভাবে ধরে নিতে পারছে না। এখন যা গৃহস্থের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, পুরাকালে এ সাধন মুনি-ঋষিদের মধ্যেই ছিল। এই যে যোগীজনদুর্লভ নাম, তার মর্যাদা দিতে পারলে না ; হেলা করে তাঁর কৃপা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

**২০শে ফাল্‌গুন (৭৪)**

এখন অনেক সম্প্রদায় বাইরে ধর্মের ভান করে, লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নানারূপ অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়ে দলভুক্ত করবার চেষ্টা করে। সেসব স্থান পরিহার করে চলতে হয়। সদ্‌গুরুর আদেশমত নাম করলে সব বুঝতে পারা যায়, সত্য-মিথ্যা প্রকাশ হয়ে পড়ে। যোগ-ঐশ্বর্য্য বাইরে প্রকাশ করতে নেই, তাতে সাধন পথে অগ্রসর হওয়া যায়না। ভাব, কল্পনা এসব ধর্মপথের অন্তরায়। স্থিরভাবে নাম করতে হয়, ক্রমে সেসব অন্তরায় সরে যায়। নামের স্বাদ পেলে তখন সাধক নামরসে ডুবে যে আনন্দ ভোগ করে, তার সঙ্গে কিছুরই তুলনা হয় না। একবার আনন্দের সন্ধান পেলে তখন আর কিছুতেই আকৃষ্ট হবে না। ব্যাকুলতার সঙ্গে গুরুকৃপা প্রার্থনা করতে হয় ও আদেশ পালন করতে হয়। বাইরের কোলাহলে অনেক ক্ষতি হয়, সেজন্য সতর্ক থাকতে হয়।

**২১শে ফাল্‌গুন (৭৫)**

ধর্মরাজ্যে প্রবেশ করা গুরুকৃপা ছাড়া হয়না। এখন লোকে ভোগ-সুখের জন্যই ধর্ম অনুষ্ঠান করে। সকাম পূজা দ্বারা নানা দেব-দেবীর আরাধনা করে। সকাম উপাসনাতে ভগবৎকৃপা লাভ করা যায় না। নিজেকে আরও বন্ধনের মধ্যে নিক্ষেপ করে মোহজালে জড়িয়ে পড়ে। বাহির হবার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এইভাবে মানুষ স্বরচিত কর্মফল সঞ্চয় করে তাতে বদ্ধ হয়। মহাপ্রভুর ধর্ম, গীতার ধর্ম বা যেসব কথা ভগবান শ্রীমুখে বলে গিয়েছেন, সেসব পথ ধরে নিতে পারলে না। ত্যাগের বড়ই অভাব হয়েছে, স্বার্থের বশীভূত হয়ে সত্যের অপলাপ করছে। মহৎ লঙঘনও করছে, তাতে অপরাধে পড়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক কার্য্য বিচার করে করতে হয়, ভক্তিগ্রন্থসকল মন দিয়ে পড়লে অনেক জ্ঞান জন্মে।

**২২শে ফাল্‌গুন (৭৬)**

তোমার কোন চিন্তা নেই, সবই আমার ইচ্ছায় হচ্ছে। জীবের আধ্যাত্মিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় দেখে, তাদের কি করে এ মোহ ঘোচাব, তার জন্য নানা ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।

**২৩শে ফাল্‌গুন (৭৭)**

কলিযুগের মানুষের কঠোর কষ্টদায়ক তপস্যা করবার শক্তি নেই, অল্প আয়ু, সেইজন্য মহাপ্রভু হরিনাম মহামন্ত্রে জীবের উদ্ধারের ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। নামব্রহ্ম যারা পাবে ও জপ করবে, মহাপ্রভুর দেওয়া শক্তিপূর্ণ নামই পাবে। পূর্ব সুকৃতি না থাকলে এসব অমূল্য সম্পদ লাভ হয় না। নিয়মমত নাম জপ করলে ক্রমে পরিবর্তন বুঝতে পারবে। যেসব সংসারে গুরুকৃপা আছে, সেইসব ঘরে নামব্রহ্ম প্রচার হবে। পিতামাতার প্রধান কর্তব্য পুত্র কন্যাদের অন্তঃকরণে ধর্মের বীজ রোপণ করে দেওয়া।

**২৪শে ফাল্‌গুন (৭৮)**

ত্রিকালদর্শী ঋষিরা ভারতের মঙ্গল কামনায় নানাস্থানে নানারূপ মঙ্গল অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছেন। ভারতবর্ষ ঋষিবংশ, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিষময় ফলে সেই সনাতন ধর্ম লোপ হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক স্থানেই অধিকাংশ নরনারী বিলাসের স্রোতে ভেসে চলেছে ; ধর্মভাবের বড়ই অভাব। গ্রাম্য লোকের মধ্যেও সেই দূষিত আবহাওয়া পরিপূর্ণ হয়েছে। তাদের অবস্থা আরও  ভয়াবহ, সেসব সঙ্গ সর্বদা পরিহার করে চলতে হয়। পাথরে বীজ পড়লেও অঙ্কুর হয়, কিন্তু অবিশ্বাসী ভগবৎবর্জিত যারা, তাদের পক্ষে এই দুর্লভ নামব্রহ্ম লাভ করা অসম্ভব। তারা কালচক্রে আসা যাওয়া করবে আর কর্মানুযায়ী ফলভোগ করবে। কোন জন্মে যদি সৎসঙ্গ লাভ হয়, তাঁরা কৃপা করে দৃষ্টি খুলে দেন, তখন সত্যপথের সন্ধান পাবে। বৃথা সব দিন কাটাচ্ছে আর কর্ম বৃদ্ধি করছে। এসব নরনারী অপেক্ষা পশুপক্ষী ভাল, তাদের মধ্যে কর্মের সৃষ্টি হয়না। মানুষ নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে কর্ম সৃষ্টি করে।

**২৫শে ফাল্‌গুন (৭৯)**

যেসব উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যেই চলবে, কর্মফল অনুযায়ী লোকে গ্রহণ করবে। যখনই অধর্মের প্রাদুর্ভাবে সত্যধর্ম প্রচার করা হয়েছে, এইভাবেই লোকে ধরে নিয়েছে। যাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ আছে, ভগবৎবিশ্বাসী, তাদের কাছে সত্য প্রকাশ হবে। যাদের গুরুশক্তি সাধন অভাবে ঘুমিয়ে গিয়েছে, তাদের শক্তি জাগ্রত হবে। মহাপ্রভুর ইচ্ছাতে মানুষের মধ্যে এই শক্তি কার্য করবে। সত্যধর্ম জাগাতে হবে, তবে তো সত্য প্রচার হবে।

**২৬শে ফাল্‌গুন (৮০)**

দোললীলা – প্রথম শ্রীবৃন্দাবনে রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে হোলি খেলা করেছিলেন। এখন সমস্ত দেবালয়ে সেই অনুকরণে হোলি পর্ব হয়। কাল শ্রীবৃন্দাবনে দোললীলা দেখবে। কলির জীবের মহাসৌভাগ্য সেই অপ্রাকৃত চিন্ময় গোলকলীলা মর্তে এনে স্থাপন করেছেন। যে স্থান দেবের দুর্লভ, সাধন ভজন করেও কেউ যাবার অধিকার পায় না, এমন যে অপ্রাকৃত ধাম কলির জীবের ভাগ্যে দর্শন হচ্ছে। শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা অপার অনন্ত, বলে শেষ করা যায় না। আমাদের এই সাধন যারা পেয়েছে, সদ্‌গুরুর আদেশমত চললে সবই অনুভব করবে। শ্রীবৃন্দাবনে নিত্যলীলা এখনও প্রতিদিন হচ্ছে। ভগবৎলীলা ভক্তের কাছেই প্রকাশ হয়, কাল প্রভাবে মতি গতি ভিন্ন হয়ে অবিশ্বাসী হয়ে পড়েছে।

সনাতনধর্ম - যা ঋষিদের মত অনুযায়ী প্রকাশ হয়েছিল। শাস্ত্র-সদাচার মান্য করে চলতে হয়, সেজন্য বলা হচ্ছে। যারা হিন্দুধর্মকে উপহাস করে উড়িয়ে দিচ্ছে এইরূপ কতকগুলি অধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। অহংভাব যাদের বেশী তারা সত্যপথে এসেও অগ্রসর হতে পারবে না।

**২৮শে ফাল্‌গুন (৮১)**

এখন নানাদিকে নানাভাবের যেসব সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে যদিও সবটুকু শাস্ত্রমতো নয়, কিছু তাতে উপকার হবে। নিঃস্বার্থভাবে খাঁটি সত্যপ্রচার করা কলিতে দুষ্প্রাপ্য। সকলের এক পথ নয়, আসল বস্তু ঋষিরাই দিয়ে গিয়েছেন। নিজেদের মধ্যে যাদের সত্ত্বগুণ আছে, তাদের সেই শক্তিসঞ্চার করার শক্তি থাকলে মানুষের মন স্পর্শ করবে। ক্রোধী যদি বলে রাগ ত্যাগ কর, কামুক যদি বলে কাম ত্যাগ কর, লোভী যদি বলে লোভ ত্যাগ কর – যেমন তাদের দ্বারা সেইসব কার্য সিদ্ধ হয়না ; ধর্মরাজ্যেও তেমনি ব্যবস্থা আছে। যার ত্যাগ নেই তার দ্বারা কোন ধর্মই প্রচার হয় না।

**২৯শে ফাল্‌গুন (৮২)**

অর্থ প্রয়োজনমত নিতে পারে, সঞ্চয় করার জন্য নিলে অপরাধ হয়, এসব কেউ বোঝে না। মনে করে সবই আমার ; কি করে আমার হল সে বিচার মনে আনে না। প্রয়োজনমত ব্যয় করে বাকী অর্থ প্রয়োজনমত সৎকার্যে ব্যয় করতে হয়।

**২রা চৈত্র (৮৩)**

আসন সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আছে। আসন তুললে তখন আর মন স্থির হয়না। সেইজন্য সাধকরা যখন স্থান পরিবর্তন করেন, তখন সেই যে আসন তোলেন, আবার সেই স্থানে গিয়ে আসন পাতেন ও ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হন। তার পূর্বে আর আসনে বসার সুযোগ হয়না।

**৭ই চৈত্র (৮৪)**

অধ্যাত্ম বিষয়ে জানতে হলে তপস্যা ছাড়া হয়না, সদ্‌গুরুর নির্দেশমত চললে তবে জানতে পারা যায়। লোকে যে সকাম উপাসনা করে, ব্রত করে, নিয়ম করে, দেবতার কাছে অভীষ্ট ফল পাবার কামনা করে উপবাস প্রভৃতির অনুষ্ঠান করে, সে তো সবই এই অনিত্য সুখের জন্য। আর যাতে অধ্যাত্ম জগতের সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায় সে কি বিনা সাধনায় লাভ হয় ? সেসব লাভ করতে হলে ঋষিদের পথ অনুযায়ী চলতে হবে। সদ্‌গুরুর আশ্রয় না পেলে সে পথের সন্ধান পাওয়া দূর্লভ ; তাঁর আদেশমত চললে এই নামেই সব পাওয়া যাবে। নিয়মমত সাধন না করার জন্য অনেকে উপলব্ধি করতে পারছে না।

**৮ই চৈত্র (৮৫)**

মহাপ্রভুর লীলা তাঁর ভক্তেরা নানা গ্রন্থে লিখে প্রকাশ করে গিয়েছেন, সেসব তাঁর প্রকট অবস্থার কথা। তখন তিনি যেভাবে যাঁকে কৃপা করেছিলেন, তিনি সেই সময়ের ভাব অনুযায়ী প্রকাশ করে লিখেছিলেন। মহাপ্রভু ভক্তসঙ্গে সেই লীলা এখনও করছেন, একথা

সবাই জানে না। কোথায় কিভাবে করছেন, ভক্ত ছাড়া কেউ দেখতে পায় না। যেমন ব্রজলীলা ভক্তের হৃদয়বৃন্দাবনে প্রকাশ হয়, তেমনি মহাপ্রভুর লীলাও ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশ হয়। অবিশ্বাসী যুগ, লোকে বিশ্বাস করতে পারেনা। এইসব উপদেশ ও শ্রীবৃন্দাবনলীলা পাঠে অনেকের মনে সত্যের প্রকাশ বিশ্বাস করার শক্তি হবে। তখন সব সত্যই ধর্মার্থীরা জানতে পারবে। দলাদলীর ভাব নিয়ে ধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্ব বোঝা যায় না। কল্পনা বা আত্মপ্রতিষ্ঠা যাদের মধ্যে প্রবল, স্বার্থের বশীভূত হয়ে সত্যের অপলাপ করছে এমন বহুলোক আছে। সসর্প গৃহবাসের মত সেইসব সঙ্গ ভয়াবহ, সাবধানে চলতে হয়। যেখানে সত্যধর্ম বিদ্যমান আছে, সেখানে কোন বুজরুকি নেই। প্রত্যেকের দেখা উচিত - ধর্মের যেসব লক্ষণ শাস্ত্রকর্তারা বলে গিয়েছেন, তার সঙ্গে মিল আছে কিনা ; আর শক্তিপূর্ণ নামসাধন করে কি উপলব্ধি হলো। অধ্যাত্ম জগতের বিষয় তার কাছে কতটুকু প্রকাশ হয়েছে। নিজের মধ্যে যেসব রিপু আধিপত্য করে বসে রয়েছে তারা বশে এসেছে কিনা, এসব যদি না হয়, জানতে হবে ঠিক পথ পায়নি। যে পথের যা লক্ষণ সমস্তই বিস্তৃতভাবে বর্ণনা আছে ; নিজেকে বিচার করে দেখলে অনেক ফাঁকি ধরা পড়ে। সত্য - স্বপ্রকাশ, চিরস্থায়ী ; মিথ্যা – অতিরঞ্জিত, অসার, অস্থায়ী। এই যুগধর্মে অনেকেই নানারূপ বুজরুকি, ভেলকি দেখিয়ে লোকের মন আকৃষ্ট করছে বা করবে। বাজিগর যে নানারূপ কসরৎ দেখায় সে তার ব্যবসা ; কিন্তু ধর্মজগতে যারা এসব মিথ্যা নিয়ে খেলা করে তাদের পরিণাম শোচনীয়। যখন ভুল ভাঙবে, দেখবে কতখানি ভুল হয়েছে। গুরুর চরণে যারা অপরাধ করে, কঠিন শাস্তিভোগ করতে হয়। সত্য ধরে থাকলে মিথ্যা হৃদয়ে স্থান পায়না।

**৯ই চৈত্র (৮৬)**

মহাপ্রভু তোমাদের আশীর্বাদ করতে এসেছিলেন। এসব সত্য প্রচার হওয়াতে তিনি তোমাদের উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছেন। এই সত্য প্রচারে যারাই যোগদান করবে বা সাহায্য করবে তারাই মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করবে। তোমার কোনো চিন্তা নেই, ঐশ্বরিক শক্তি দ্বারা তোমাকে চালনা করা হচ্ছে। হুজুকপ্রিয় লোকের কৌতূহল সব নিবারণ হয়ে যাবে। যখন সত্য ফুটে উঠবে তখন মিথ্যার বিনাশ হয়ে সত্যের আলোতে স্বরূপ প্রকাশ হবে। মহাপ্রভুর ইচ্ছাতেই সত্য প্রকাশ হবে। শ্রীবৃন্দাবনে যখন মহাপ্রভু একদিন এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, সে ভাষা তুমি বুঝতে পারোনি ; এইসব কার্য তোমাকে দিয়ে প্রকাশ করার কথা বলেছিলেন। মহাপ্রভু যখন নরলীলা করেছিলেন, শ্রীবৃন্দাবন দর্শনের পর পুরীধামে যখন সেইসব লীলারস সম্ভোগ করেছিলেন, সেই সময়ে ভাবের মধ্যে যেসব লীলার মাধুর্য প্রকাশ হয়েছিল, রঘুনাথ দাস আর স্বরূপ দামোদর কাছে ছিলেন ; তাঁরা প্রতিদিন লিখে নিয়েছিলেন, সেই লেখা থেকেই সমস্ত প্রচার হয়েছিল। এবারও সেই ভাবে এইসব উপদেশ ও শ্রীবৃন্দাবনলীলা লেখার ভার তোমার উপর পড়েছে।

**১০ই চৈত্র (৮৭)**

সত্য প্রচার করতেই মহাপ্রভু আদেশ করেছেন, আর কিছুই গোপন থাকবে না। এইসব উপদেশ প্রচারে আন্দোলন তো হবেই। চিরদিনই ধর্মের উপর অধর্মের হানা চলেছে, শেষে ধর্মেরই জয় হয়েছে। মহাপ্রভু সম্বন্ধে একবার “বিষ্ণুপ্রিয়া” পত্রিকাতে মহাপ্রভুর

গুরু ঈশ্বরপুরীকে শূদ্র প্রতিপন্ন করা হয়েছিল, তখন নিত্যানন্দ বংশীয় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী তার প্রতিবাদ করেন, আমিও তাঁকে সেইসময় সশ্রদ্ধ পত্র দিয়ে সেই মত সমর্থন করেছিলাম। যখনই ধর্মের নামে অধর্মের স্থাপন হবে, প্রতিকার বিশেষ প্রয়োজন, নতুবা বর্ণাশ্রম ধর্ম রক্ষা হয়না। এইসব গুহ্যকথা প্রকাশ হলে অনেকেই নানারূপ সমালোচনা দ্বারা সত্যকে চাপা দিতে চেষ্টা করবে ; সেই চেষ্টা বৃথা। আগুন কখনও ছাইচাপা থাকে না, সময়ে প্রকাশ পায়। চারিদিকে মিথ্যা কল্পনার বশীভূত হয়ে অনেকেই ধর্মের নামে অধর্মের প্রচার করছে। এইসব সম্প্রদায়ের প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। চেষ্টা করা প্রথমে প্রয়োজন, তারপর সেসব স্থান ধ্বংস করা ছাড়া উপায় নেই। প্রতিষ্ঠাতে মানুষকে অন্ধ করে রেখেছে, সত্যের আলো দেখতে পাচ্ছেনা। বাংলাদেশেই বেশি অনর্থ হচ্ছে।

**১১ই চৈত্র (৮৮)**

এই নামব্রহ্ম, যা মহাপ্রভু দিয়ে গিয়েছেন এতদিন প্রকাশের সময় হয়নি। যারা সাধন পায়নি তারা যেন আর বৃথা সময় নষ্ট না করে এই মহাপ্রভুদত্ত নামব্রহ্ম জপ করে। আমাদের এই সাধন যারা পেয়েছে, অনেক স্থানেই গুরুশক্তি ঘুমিয়ে গিয়েছে ; তাদের মধ্যে আর শক্তির ক্রিয়া প্রকাশ হয়না। এইসব উপদেশ বার বার মন দিয়ে পড়লে শক্তি আবার জেগে উঠবে। বহুলোক সংসার মায়াতে, বিষয় মোহতে বদ্ধ হয়ে আছে। এমন অমূল্য নাম পেয়েও প্রাণের মাঝে কোন অনুভুতি হলো না, একমাত্র কারণ আদেশপালন করেনা। নামসাধনও নিয়মমতো করেনা। ভোগের পথে চললে তমোগুণ বৃদ্ধি করে, সত্ত্বগুণ নষ্ট হয়ে যায়। সাধকদের উত্তেজক কোন দ্রব্য খাওয়া উচিত নয়। 'গুরু-শিষ্য সংবাদে' আহার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, মন দিয়ে পড়া আর সেই মতো চলতে চেষ্টা করা উচিত। খাওয়ার লোভ ত্যাগ করতে হবে। দেহধারণের উপযোগী পবিত্র খাদ্য খাওয়া আবশ্যক আর আসক্তিশূন্য হয়ে অনাসক্ত ভাবে নাম করতে হবে। 'গুরু-শিষ্য সংবাদ'খানি প্রত্যেক ধর্মার্থীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। কলির প্রভাবে সত্য দিন দিন ম্লান হয়ে যাচ্ছে, মিথ্যার প্রকোপ বৃদ্ধি হচ্ছে। নানারূপ মনগড়া কল্পনা নিয়ে সত্যের অপলাপ করা মহা অপরাধ। প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মের নাম দিয়ে যেসব অধর্ম প্রচার করা হয়, ধরা বড় কঠিন। সেইসব প্রবঞ্চক স্বার্থপরায়ণরা কলির সাহায্যকারী হয়ে কলির বশে চলছে। তাদের দ্বারা ধর্ম জগতের ঘোর অনিষ্ট হচ্ছে। ধর্মার্থীদের সাবধান হয়ে সর্বদা সেইসব দল পরিহার করে চলা কর্তব্য।

**১২ই চৈত্র (৮৯)**

যাদের উপর মহাপ্রভুর কৃপা আছে তারাই এই নাম পাবে ও কৃপা অনুভব করবে। যাদের ঘরের জিনিস, হাতের কাছে পেয়েও তারা দেখতে পেল না, আবরণে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। যারা ভগবৎ কৃপায় অধিকার লাভ করবে, তারা দূরে থাকলেও কাছে এসে এই দুর্লভ জিনিস ভক্তি করে সাদরে গ্রহণ করবে। তর্ক-বিচার দ্বারা এই জিনিস পাওয়া যায় না। সময় না হলে কিছুতেই কিছু হয়না। ব্যাকুল হয়ে যেভাবে ......ছুটে এসে এই দুর্লভ রত্ন

কুড়িয়ে নিলে, এইভাবে যারা নেবে, তাদের উপর মহাপ্রভুর কৃপাদৃষ্টি আছে জানবে। শিক্ষিত সমাজের বহু লোক আদর করে গ্রহণ করবে।

**১৩ই চৈত্র (৯০)**

অনেক স্থানে সাধনপ্রাপ্তদের মধ্যে যে শক্তি প্রদান করা হয়েছিল, নিয়মমতো না চলায় শক্তি ঘুমিয়ে আছে। কতকস্থানে শক্তির অপব্যবহার করাতে সদ্‌গুরু সে শক্তি কেড়ে নিয়েছেন। তাদের মধ্যে সদ্‌গুরুর শক্তির কোনো কার্য হচ্ছে না। আমাদের এই সাধন সদ্‌গুরুর অনুগত হয়ে তাঁর নির্দেশমত চলতে হবে। নিজের নিজের প্রতিষ্ঠার বশীভূত হয়ে সেভাবে না চলায় গুরুশক্তির ক্রিয়া তাদের মধ্যে চলছে না। সদ্‌গুরুদত্ত শক্তিপূর্ণ নাম নিয়মমতো করলে নিশ্চয়ই তার শক্তি অনুভব হবে। জীবনে পরিবর্তন হতেই হবে। যেমন ছিলাম, তেমনি যদি ষড়রিপুর আধিপত্য থাকে, বাসনা কামনা প্রভৃতিতে প্রাণ পরিপূর্ণ থাকে, জানতে হবে, হয় নামে শক্তি নেই, না হয় গুরু-আদেশমত নাম করা হচ্ছে না। সদ্‌গুরুর শক্তি যার মধ্যে প্রকাশ পাবে, সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবে না। যা করবে সবই গুরু-অনুগত হয়ে। তাঁর বিনা আদেশে কোন কার্য করলে গুরুতর অপরাধে পড়ে যেতে হয়। যশঃ, মান, অর্থাসক্তি এত প্রবল হয়েছে, সত্য তো ভুলেই গিয়েছে, উপরন্তু গুরু-আদেশ অবহেলা করে চলছে। সাধন-ভজন যা করা হয় ভগবৎ লাভের জন্যই। সেখানে দীনহীন কাঙাল হয়ে তাঁর চরণে পড়ে থাকতে হবে। আমিত্বকে ভুলতে হবে ; নানা সম্প্রদায় নানারূপ গোঁজামিল দিয়ে যেসব ধর্ম প্রচার করছে, সেসব ক্ষেত্রে ধর্মের নামে অধর্মের খেলা চলছে। এইসব দলের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হচ্ছে। সেইজন্য মহাপ্রভুর আদেশে এইসব উপদেশ প্রচার করার ব্যবস্থা হল। শ্রীবৃন্দাবনলীলাও প্রকাশ হবে। 'গুরু-শিষ্য সংবাদ'খানি অমূল্য গ্রন্থ। গীতা ভাগবতের মত প্রত্যেক ধর্মার্থীর পাঠ করা কর্তব্য। অধিকাংশ ধর্মপুস্তক নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী কল্পনা দ্বারা অতিরঞ্জিত করে লেখা ; বিচার করে দেখলে অনেক স্থানেই সত্য-মিথ্যা বোঝা যায়।

**১৪ই চৈত্র (৯১)**

শ্রীবৃন্দাবনলীলা ছাপাবার উপযুক্ত করে প্রেসে দিয়ে দেবে, যেন তাড়াতাড়ি ছাপা হয় তার ব্যবস্থা করে। তারপর তৃতীয় খন্ড উপদেশামৃত ছাপা হবে। পরে মহাপ্রভুর লীলা প্রকাশ হবে।  শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু – গোঁসাইজী যা লেখাবেন নিঃসঙ্কোচে লিখো, সঙ্কোচ করার কোন প্রয়োজন নেই। সত্যপ্রচার করাই একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে এইসব গোপন তত্ত্ব প্রকাশ করা হচ্ছে।

আমি – আপনার যেসব লীলা দর্শন হয়েছে সবই কি প্রকাশ হবে ?

বললেন, প্রকাশ করার সময় এসেছে। মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি নানারূপ অধর্ম ধর্মের নামে প্রচার হচ্ছে, তার প্রতিকার বিশেষ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। সব সত্যই প্রকাশ করা আমার ইচ্ছে জানবে।

আমি – এসব লোকে বিশ্বাস করবে কি ?

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু - যারা বিশ্বাস করতে পারবে না তাদের নিতান্তই দুর্ভাগ্য জানবে। এখনও স্থানে স্থানে অনেক বিশ্বাসী ভক্ত আছে, যারা নিজেদের গোপন করে রেখেছে। এইসব সত্য প্রকাশে তারা আনন্দ করে ধরে নেবে।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী – তোমাদের দ্বারাই এই কার্যগুলি সমাধা করা ভগবদ্ ইচ্ছা জানবে, তাঁর আদেশ মনে করে সব নিঃসঙ্কোচে লেখাবে। নিজেকে প্রকাশ করতে লজ্জিত হয়োনা। আমি কে? আমিত্ব যখন নাশ হয় তখন সেই পরমব্রহ্ম সদ্‌গুরুর লীলা জানবে। যা প্রকাশ করা হচ্ছে বা হবে তাঁরই ইচ্ছায় হচ্ছে। যাদের দ্বারা যখন যে কাজ করানো হবে সেসব নির্ধারিত করা আছে, কোন চিন্তা নেই, সবই লাভ হবে। অনন্তকাল তোমরা আমার কাছে থাকবে। ভগবৎ আদেশ পালন করে যাও, কার্য শেষ হলেই এক মুহূর্ত থাকবে না।

**১৫ই চৈত্র (৯২)**

এখন কলির প্রভাবে সত্ত্বগুণ চাপা পড়ে রজোগুণ তমোগুণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সদ্‌গুরুদত্তসাধন যারা পেয়েছে, নিয়মমতো আদেশ পালন করতে হয়। সৎ আলোচনা, সৎ সঙ্গ, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, সাত্ত্বিক আহার এইসবে সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়। অধিকাংশ লোক ভোগের বশীভূত হয়ে তমোগুণী হয়ে পড়েছে। মনকে বিষয় থেকে সরিয়ে নিয়ে ভগবৎ চরণে অর্পণ করতে হয়। অনাসক্তভাবে সংসারে থাকতে হয়, গুরু আদেশ পালনে সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হয়। তোমাকে সাধন দেবার পর জগবন্ধু তোমাকে চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত পড়তে আদেশ করেছিলেন, তুমি তাঁর আদেশমত বিশেষ বাধা ছাড়া একদিনও পাঠ বন্ধ করোনি, তোমাকে মহাপ্রভু তখন থেকেই কৃপা করছেন। গুরু আদেশ অন্তরের সঙ্গে পালন করতে পারলে তাতেই সব লাভ হয়। দীক্ষার পর অনেককেই এই আদেশ করা হয়েছিল, মন দিয়ে শোনে না।

**১৬ই চৈত্র (৯৩)**

নামব্রহ্ম যা প্রকাশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে। প্রণবযুক্ত (ওঁ হরি) নামব্রহ্ম মহাপ্রভু তোমাকে দেখান নি।

আমি – 'ওঁ হরি' লিখে আপনি নামব্রহ্ম স্থাপন করেছিলেন, সেইজন্য নামব্রহ্মে 'ওঁ হরি' না থাকায় অনেকে বলছেন ভুল হয়েছে।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী – তখন আমি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তাঁর পূজার ব্যবস্থা করেছিলাম, সেখানে নামব্রহ্মের পূজা করা হয়েছিল, সেজন্য সেখানে প্রথমে 'ওঁ হরি' লিখে নামব্রহ্ম দিতে হয়েছিল। এখন মহাপ্রভু কলিহত জীবের জন্য নামব্রহ্ম দিলেন ও জপ করবার আদেশ দিলেন। এই নামব্রহ্ম জপ করলে কালে যখন সদ্‌গুরু লাভের অধিকার হবে তখন সদ্‌গুরু প্রণবযুক্ত নাম দেবেন। তুমি এ সম্বন্ধে কোন কথা বোল না। এইসব ভিতরের গূঢ় ভাব সবাই বুঝতে পারেনা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু – জপ করার পক্ষে এইই উপযুক্ত হয়েছে। নানা লোকের নানারূপ মনের ভাব। তুমি গোঁসাইজীর আদেশমত যা লিখেছ এসবই জীবন্ত সত্য ভাষা। এই নামব্রহ্ম দিয়ে জপ করতে বলা হচ্ছে, এ দীক্ষাদান নয়। শক্তিপূর্ণ নাম জপের ফলে ক্ষেত্র তৈরি হলে সদ্‌গুরুদত্ত সাধন পাবার অধিকার পাবে। এই শক্তিপূর্ণ নাম জপ করলে মন, প্রাণ, দেহ সত্ত্বভাবে পূর্ণ হবে। কলির প্রভাবে নানারূপ অধর্ম অনাচারে মানুষ রত হচ্ছে। যারা সদ্‌গুরুদত্ত সাধন পায়নি, অদীক্ষিত, তাদের জন্য এই নাম জপ করার আদেশ রইল।

**১৭ই চৈত্র (৯৪)**
চৈত্র মাস পর্যন্ত যেসব উপদেশ থাকবে, সেগুলি তৃতীয়খন্ডে প্রকাশ হবে। শ্রীবৃন্দাবনলীলা ছাপা হয়ে বের হলে তৃতীয়খন্ড ছাপাবার ব্যবস্থা হবে। সদ্‌গুরুর কৃপায় যাকে বিষয়মোহ স্পর্শ করে না তার মত সৌভাগ্য কার ?

**১৯শে চৈত্র (৯৫)**
লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেকে গোপন রাখতে হয় ; আপন করে নিতে পারেনা বলেই দূরে আছে। এই ব্রজভাব সবাই অনুমোদন করতে পারে না। তাদের মধ্যে এভাব বিকাশ হয়নি, এ গূঢ় তত্ত্ব অপ্রকাশ আছে। যখন সে অবস্থা আসবে তখন আর পৃথকভাব থাকবে না। সদ্‌গুরুর কৃপা ছাড়া সেভাব লাভ হয়না। আসক্তি থাকতে ব্রজভাব আসে না। শ্রীবৃন্দাবনে এক শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কারও কোন বাসনা কামনা থাকে নি ; এমনকি পশু, পাখি, বৃক্ষ, লতা, স্থাবর, জঙ্গম সবাই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর ছিল। সেইভাবে যারা তাঁকে আপন করে নিতে পারে তাদেরই শ্রীবৃন্দাবনলীলার মাধুর্য্য অনুভব করবার অধিকার হয়। শ্রীবৃন্দাবনে তো বহুলোক বাস করে, রাধারানীর কৃপা ছাড়া তাঁর মহিমা জানা দেবেরও অসাধ্য। মুখে বললে হবে না, অন্তরে সে ভাব না এলে তাঁর কৃপা ধরা যায় না। সদ্‌গুরু কৃপা করে কাউকে কাউকে সে অবস্থা দেন, তাও কয়জন পায় ! সদ্‌গুরুর আদেশমত না চলাতে সাধনপ্রাপ্ত লোকেরাও এই দুর্লভ জিনিস থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। অহংভাবই মানুষকে অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেয়, অবস্থা লাভ করতে দেয় না। আহারের দোষে অহংভাব বৃদ্ধি হয়, খাদ্য সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকতে বহুবার বলা হয়েছে বা হচ্ছে, কেউ শোনে না।

**২০শে চৈত্র (৯৬)**
মহাপ্রভু যে নীলাচললীলা এখনও করছেন কোন কোন ভক্ত তাঁর কৃপায় অনুভব করে। কলিতে মহাপ্রভু যেখানে যেভাবে লীলা করেছেন, এখনও প্রচ্ছন্নভাবে তেমনই হচ্ছে। কলির প্রভাব থেকে ধর্মার্থীদের রক্ষা করার জন্য তিনি গোপনে লীলাস্থান জাগিয়ে রেখেছেন। তাঁর অপ্রকট অবস্থার পরও গোপনে সেইসব স্থানে ভক্তসঙ্গে লীলা করছেন। সেসব ভক্তরা নিজেরা প্রকাশ করেননি, তাঁরা নিজেদের গোপন করে নির্জনে ভজনে মগ্ন আছেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় এই যে সত্য প্রকাশ করা হচ্ছে, সময়ে সেইসব ভক্তের দেখা পাবে। এইসব উপদেশ বের হয়ে গেলে পরে যখন মহাপ্রভুর লীলা বের হবে তখন মহাপ্রভুর কৃপাতে তাঁর প্রকৃত যেসব ভক্ত কোথায় আছে, জানতে পারবে। এই যে সব মঠ, আশ্রম করে বসে আছে, এসব স্থানে ভজনের অপেক্ষা ভোজনের বেশি আড়ম্বর হয়েছে। নীরব উপাসনা যারা করে তাদের সংখ্যা কম। তারা নিজেদের প্রকাশ করেনা। প্রতিষ্ঠা-যশের জন্য নানারূপ বিজ্ঞাপন দিয়ে লোককে বশীভূত করে না। খাঁটি সত্যটুকু ধরে তারা নামানন্দে ডুবে আছে। এখন ধর্মের নাম দিয়ে নানা স্থানে ব্যবসা চলছে। সত্যধর্ম যা ঋষিরা দিয়ে গিয়েছেন মিলিয়ে দেখে নিতে হয়। শাস্ত্রের সঙ্গে মিল না হলে জানতে হবে কল্পনারচিত ধর্ম, মহাপ্রভুর ধর্ম নয়। মহাপ্রভুর অনুগত হয়ে তাঁর আদেশমত চলা, আর অদীক্ষিতদের নামব্রহ্ম জপ করা সদ্‌গুরু লাভের একমাত্র পথ, মহাপ্রভু বলে দিচ্ছেন।

**২২শে চৈত্র (৯৭)**

এই কলিযুগে হরিনাম করতে আর সাধ্য অনুসারে দান করতে মহাপ্রভু বলে গিয়েছেন। অনাসক্তভাবে দান করতে হয়। দরিদ্রনারায়নের সেবাই শ্রেষ্ঠ দান আর সদ্‌গুরুদত্ত নামই শ্রেষ্ঠ সাধন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে যেমন কঠোর তপস্যা করতে হত, দানও তেমনি কঠোর ছিল। স্ত্রী-পুত্র এমনকি নিজের দেহ পর্যন্ত দান করতে হয়েছে। কলিতে সেসব সম্ভব নয় বলেই মহাপ্রভু কত সহজ করে উদ্ধারের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। মোহবদ্ধ মানব তাঁর আদেশ পালন করতে পারলে না। অর্থাসক্তিই প্রবল হয়ে, সেই মহান আদর্শ ভুলে, নিজেদের মনোমত প্রণালীতে সব চলছে। প্রত্যেক আশ্রম, মঠে এই ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, খাঁটি সত্যের সর্বত্রই অভাব হয়েছে। মহাপ্রভুর ধর্ম কি ? নিজেকে দীনহীন কাঙ্গাল হয়ে থাকতে হবে, অনাসক্তভাবে সংসার করে যাবে। আমাদের এই সাধন মহাপ্রভুদত্ত সাধন। সর্বদা ভোগবিলাস বর্জন করে চলতে হবে। নিয়মিত সাধন করলে ভোগবাসনা থাকেনা, কিন্তু সেভাবে তাঁর আদেশমত নাম না করাতে বাসনা-কামনাতে বদ্ধ হয়ে আছে। তাদের চেষ্টা করে ত্যাগের পথে আসতে হবে। চেষ্টা থাকলে সাহায্য পাওয়া যায়, ক্রমে সহজ হয়ে আসে। মহাপ্রভুর সময়ে তাঁর ভক্তরা কিভাবে সাধন-ভজন করতেন সেইসব আদর্শ সর্বদা পালন করা, আলোচনা করা কর্তব্য। যারা ধর্মজীবন লাভ করতে চায়, এইসব মেনে চললে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হবে। ভোগে ত্যাগ আসে না, আত্মার ক্ষুধা মেটে না, দেহ পুষ্ট হয় মাত্র। সর্বদা বিচার করে আত্ম-অনুসন্ধান করলে কোথায় ভুল, ধরা পড়ে।

**২৩শে চৈত্র (৯৮)**

আমাদের এই সাধন যারা পেয়েছে, এইসব উপদেশ পাঠে তারা সচেতন হবে। অন্য সম্প্রদায়ের লোকও উপকার পাবে। মহাপ্রভুর ভক্তদের মধ্যে যারা প্রকৃত তাঁর আদেশ পালন করে চলে তারা এইসব উপদেশ সাদরে গ্রহণ করবে। অহংকার আর ভোগ ধর্মপথের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রমে প্রতিষ্ঠা এসে সমস্ত হৃদয় অধিকার করে বসে। যেমন একটা প্রবাদ আছে যেখানে রামনাম হয় সেখান থেকে ভূত পালিয়ে যায়, তার কারণ তাদের সেই নামের তেজ সহ্য করার শক্তি নেই ; তেমনি অনেক লোক আছে এইসব সত্যের তেজ তাদের স্পর্শ করার শক্তি নেই, নানারূপ তর্ক প্রতিবাদ করে এই অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে। সরল বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে গ্রহণ করবে। যতক্ষণ না আমিত্ব নষ্ট হয় সত্য গ্রহণ করা বড় কঠিন। সদ্‌গুরু কৃপা করে যার সে দৃষ্টি খুলে দেন তার কাছে সমস্ত সত্য উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ হয়, বিশ্বাস করে সমস্ত ভগবৎ চরণে সমর্পণ করে তাঁর কৃপা পাবার জন্য আকুল প্রাণে অপেক্ষা করতে হয়। ধৈর্য হারাতে নেই, সময় হলেই তিনি কৃপা করবেন এই আশায় মহাত্মারা যুগের পর যুগ কাটিয়ে দিয়েছেন। ভগবান সদ্‌গুরুরূপে এসে যে পথ দেখিয়ে গিয়েছেন, সে পথের সমস্ত নিয়ম মেনে তাঁর আদেশমত চলতে হবে তো ! তা না হলে অন্যপথে গেলে কি করে তাঁর কৃপা পাবে ? যারা সদগুরুর কৃপালাভ করেছে তারা এসব সত্য ধরে নেবে। ‘গুরু-শিষ্য সংবাদ’খানি প্রত্যেক ধর্মার্থীর পড়া উচিত। বিশ্বাস-ভক্তি করে পড়লেই ভিতর স্পর্শ করবে। অতিরঞ্জন বা কল্পনাবর্জিত এই অমূল্য গ্রন্থ ধর্মার্থীদের পক্ষে প্রভূত কল্যাণপ্রদ।

**২৪শে চৈত্র (৯৯)**

এইসব উপদেশ শক্তিপূর্ণ, যাদের ক্ষেত্র তৈরি আছে তারা তো ফল লাভ করবেই ; যাদের ক্ষেত্র তৈরি নেই, তাদেরও ক্ষেত্র তৈরি হবে। এই ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হয়ে আবার সত্যধর্ম জাগ্রত হবে। সাধনপ্রাপ্তরা, যাদের মধ্যে গুরুশক্তি জাগ্রত আছে গুরু-কৃপায় তারা এসবের অর্থ উপলব্ধি করবে। চারিদিকে এবার এই উপদেশের মধ্যে মহাপ্রভু শক্তিসঞ্চার করে সত্যধর্ম রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন। নিতান্ত ভাগ্যহীণ তমোগুণীরা নিতে পারবেনা, দূরে সরে যাবে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু - এই সত্য প্রচার করাতে বহু লোক যারা ধর্ম চায় অথচ পথ পায়নি তারা এবার সত্যের সন্ধান পেয়ে ধন্য হয়ে যাবে। কতকগুলি লোক এর মর্যাদা দিতে পারবে না। তার কারণ তাদের এখনো সময় হয়নি, অহংভাবে পূর্ণ আছে। এবার যেভাবে বীজ ছড়ানো হল, নিতান্ত ভাগ্যহীন ছাড়া সবাই পাবে ; ক্রমে ক্রমে সত্যের আলো দেখতে পাবে। 'গুরু-শিষ্য সংবাদ'খানি যারা পড়বে, অনেক কিছু তত্ত্ব লাভ করবে। প্রত্যেক কথা অভ্রান্ত সত্য, আর সেই সমস্ত লেখার প্রত্যেকটি অক্ষরের মধ্যে জগবন্ধুর তপস্যালব্ধ শক্তি দেওয়া আছে। শান্তি, জগবন্ধু** নিজেদের গোপন করে রেখেছিলেন। চারিদিকে অধর্মের প্রাদুর্ভাবে সনাতন ধর্ম লোপ পেয়ে আছে, সত্যপ্রচার বিশেষ প্রয়োজন হওয়াতে আমিই জগবন্ধুর স্বরূপ প্রকাশ করলাম। যেখানে যেসব সত্য গোপন হয়ে আছে, সবই প্রকাশ করতে হবে আর গোপন রাখা চলবে না। কলির প্রভাব দিন দিন অসম্ভবরূপে দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছে, সব রক্ষা না হলেও কতক রক্ষা হবে। মোহবদ্ধ হয়ে মানুষ দেখতে পাচ্ছে না, মিথ্যা নিয়ে দিন কাটাচ্ছে।

[**শ্রীশ্রীগোঁসাইজী – মহাপ্রভু শান্তি ও জগবন্ধুর সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছেন দ্বিতীয় সংস্করণে সবই প্রকাশ হবে, একথা তৃতীয় খন্ডে লিখো।]

**২৫শে চৈত্র (১০০)**

মহাপ্রভুর জগন্নাথবল্লভে এখনও তেমনি নিত্যলীলা হচ্ছে। আর অন্য সব স্থান কোলাহলে পূর্ণ হয়ে মূল জিনিস গোপন হয়ে গিয়েছে। কালপ্রভাবে মানুষের মধ্যে সত্যধর্ম বর্ধিত হতে পারছেনা। বাহ্য অনুষ্ঠান এত বেশি হয়েছে তাতেই লোক মুগ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, প্রকৃত সত্য প্রাণে অনুভবের জিনিস ; সাধক যে আনন্দ সম্ভোগ করে ব্রহ্মানন্দে ডুবে যায়, সেসব আর কেউ নিতে পারলে না। বাইরের কোলাহল যাতে প্রাণ নেই, তাতেই বদ্ধ হয়ে আছে। যন্ত্রচালিতের মত নানারূপ ধর্মের আড়ম্বর বাইরে চলছে, ত্যাগ-বৈরাগ্যের কোন শিক্ষাই আর কোথাও দেখা যায় না। যা করবে, প্রাণ ঢেলে করতে হয়। এখন সেই অনাসক্তভাবে কেউ ভগবদ্ আরাধনা করেনা। সকাম উপাসনাতেই সবাই রত, 'আমার আমি' এই নিয়ে সবাই সত্যকে ভুলে আছে। সংসার তো মিথ্যা, বাজিকরের বাজি, ঘুম ভাঙবে যেদিন সব স্বপ্ন ঘুচে যাবে। ভগবদ্ আরাধনা ছেড়ে মানুষ সেই সংসারের জন্যই সমস্ত ব্যয় করছে। সাধন-ভজন যা করে তাও সেই সংসারের মঙ্গল প্রার্থনা। এযে অস্থায়ী অনিত্য, একবার সে কথা চিন্তা করে দেখেনা। এর অপেক্ষা আশ্চর্য

আর কি আছে ? মহাভারতে রাজা যুধিষ্ঠির ধর্মরাজের প্রশ্নে এ কথাই উত্তর দিয়েছিলেন। প্রতিদিন জন্ম-মৃত্যুর খেলা দেখেও মানুষ মনে করে আমরা চিরজীবী, আমাদের ক্ষয় নেই। কিন্তু যখন এ মোহ ভাঙ্‌বে তখন বহু দূরে পড়ে থাকবে ; ফেরবার কোন উপায় তখন থাকবেনা। সময় থাকতে থাকতে সত্যের সন্ধানে জীবন উৎসর্গ করলে ভগবৎ কৃপায় পথের সন্ধান লাভ করে সত্যের আলো দেখতে পায়।

**২৬শে চৈত্র (১০১)**

যেমন সর্বাত্মনিবেদন করে বলিরাজা ভগবানকে লাভ করেছিলেন, তেমনি সমস্ত ভগবৎ চরণে নিবেদন করতে হয়। এই সংসারে যা কিছু, সমস্ত সৃষ্টিই তাঁর। সেখানে 'আমার' 'আমি' বলে যে ভাব মানুষের ধারণা হয়ে গিয়েছে, এ কেবল মহামায়ার মায়াজালে মানব বদ্ধ হয়ে আমার আমার করছে। মায়াতে বদ্ধ না হলে সব বাঁধনই আলগা হয়ে যায়, তখন সেই সত্য নিরঞ্জন পরমব্রহ্ম ছাড়া সবই অনিত্য এই জ্ঞান জন্মে। মহামায়ার মায়াতে পড়তে হবে বলে মহর্ষি বেদব্যাস-পুত্র পরম ভাগবত শ্রীশুকদেব যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, কিছুতেই ভূমিষ্ঠ হন না দেখে মায়াদেবী তাঁর মায়াজাল মুহূর্তের জন্য অপসারণ করেন। তখন পৃথিবীর সমুদয় পশু, পক্ষী, মানুষ মায়ামুক্ত হয়ে বিধাতার সৃষ্টির যেসব নিয়ম ছিল সেসব শৃঙ্খলাবিহীন হয়ে গেল। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। শ্রীশুকদেব মায়ামুক্ত ছিলেন, স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান ছিল না। যতদিন মানুষ মায়ার বশীভূত থাকে, ততদিন সংসারচক্রে বদ্ধ হয়ে আমার আমার করে। পুরাকালে নিয়ম ছিল পঞ্চাশ বৎসর বয়স হলে আর সংসারের মধ্যে থাকতেন না; বনে গিয়ে ভগবৎ আরাধনাতে মনোনিবেশ করতেন। কলির মানুষের পরমায়ু অল্প। তাদের পক্ষে সে ব্যবস্থা সম্ভব নয়; এই সংসারেই অনাসক্তভাবে থাকতে বলা হচ্ছে। আমাদের এই সাধনে সদ্‌গুরুর আদেশমত চললে সবকিছুই লাভ হয়, তখন মায়াও সরে যায়। আদেশ পালনের বিশেষ চেষ্টা চাই। ইষ্টনাম যেমন জপ করার নিয়ম, আদেশ পালনও তেমনি নিয়ম মনে করে চলতে হয়, তা না করাতেই এই সাধনের শক্তি অনুভব করতে পারছে না।

**২৭শে চৈত্র (১০২)**

"শ্রীবৃন্দাবনলীলা" প্রকাশ হলে আমার বহুদিনের উদ্দেশ্য সফল হবে।

আমি - আপনার ইচ্ছায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড চলছে, এতো সামান্য কথা, আপনি ইচ্ছা করলেই এতদিনে সম্পন্ন করতে পারতেন। এ কেবল আমাকে কৃপা করেন বলে এসব বলছেন।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী – সব নিয়মমত করতে হয়। এই লীলা প্রকাশের জন্য এতদিন অপেক্ষা করতে হল, এও ভগবদ্‌ বিধান। সমস্ত যোগাযোগ না হলে কোন কার্য সম্পন্ন করা হয় না। অনেকস্থানে নানাভাবে ব্রজলীলা প্রকাশ হয়েছে। সব বৈষ্ণবগ্রন্থ থেকে কতক নিয়ে লিখেছে, কতক কল্পনা দ্বারা অতিরঞ্জিত করে লিখেছে। প্রত্যক্ষদর্শন করে খাঁটি সত্যটুকু কোথাও নেই। মহাপ্রভুর সময় তাঁর ভক্তরা মহাপ্রভুর কৃপায় লীলাদর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন; তাঁরা তখন যা লিখে গিয়েছেন সবই সত্য। এখন আর সেসব মূল গ্রন্থ দেখতে পাওয়া যায় না। তারপর যেসব লেখা হয়েছে বা হচ্ছে তাতে অনেক কল্পনা আছে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু – সদ্‌গুরুদত্ত নামসাধন ও আদেশ পালন করলে যেসব দুর্লভ বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়, পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ হয়, ব্রজলীলা দর্শন ও

সম্ভোগ হয়, এইসব দেখানো ও সদ্‌গুরুর মহিমা প্রকাশ করাই আমার ইচ্ছা। সেইজন্য তোমাকে শ্রীবৃন্দাবন নিয়ে গিয়ে লীলাদর্শন করিয়ে এই কার্য সাধন করা হলো। এইজন্য তোমাকে গোঁসাইজী প্রথম থেকেই তৈরি করেছেন।

আমি - আমি কিছুই জানিনা। সবই আপনাদের ইচ্ছায় হচ্ছে, আমার কোন শক্তি নেই। আপনাদের কাছে প্রার্থনা, যেন কখনও কৃপা থেকে বঞ্চিত না হই আর ইহকাল ও পরকালে কখনও সঙ্গ ছাড়া না হই।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু – কোন চিন্তা নেই। তোমার এ প্রার্থনা পূর্ণ হবে, সে কথা তো গোঁসাইজী অনেকবার বলেছেন।

**২৮শে চৈত্র (১০৩)**

এই যে সত্যপথ, বিশ্বাস-ভক্তিই হচ্ছে এর প্রধান অবলম্বন। একস্থানে মনটাকে বদ্ধ করতে হয়; নিজের ক্ষমতার উপর যতদিন বিশ্বাস থাকে ততদিন নির্ভরতা আসেনা। মহাপ্রভু এইজন্য স্থানবিশেষে তাঁর ঐশ্বর্যের কণামাত্র প্রকাশ করে বিশ্বাসভক্তি হৃদয়ে দৃঢ় করে দিতেন। সার্বভৌমের কাছে, শ্রীবৃন্দাবন যাবার পথে প্রকাশানন্দের কাছে প্রথম সাক্ষাতে, দাক্ষিণাত্য গমন সময়ে, অনেকস্থানে এইভাবে কৃপা বিতরণ করেছিলেন। অন্তরে বিশ্বাসভক্তি না এলে মুখের কথায় কিছু হয়না। শিশু যেমন সমস্ত মায়ের উপর নির্ভর করে, সেইভাবে যখন নির্ভরতা আসে, তখন তার সমস্ত ভার ভগবান গ্রহণ করেন। মানুষ যাকে আপন ভাবে, মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, সেইমত কারোও উপর যদি শ্রদ্ধা-ভক্তি হয় তবে তো নির্ভরতা আসে। ভগবৎ আরাধনা করবার সেও একটি পথ। যেমন মা ছেলেকে ভালোবাসে, মাতৃস্নেহ ভগবৎদত্ত যার তুলনা নেই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে পবিত্র ভালোবাসা ছিল, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যদেশে বিরল। এখন সেসব দুর্লভ হয়েছে; কালপ্রভাবে মাতৃস্নেহ, সতীর পবিত্র প্রেম সবই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, এখনও যা আছে কিছুদিন পরে তাও আর থাকবেনা। সদ্‌গুরুদত্ত সাধন যারা পেয়েছে তারা উপদেশমত চললে নামের শক্তি অনুভব করবে। সংশয় থাকতে বিশ্বাস আসে না, কিন্তু সর্বদা নামসাধন করলে সংশয়ও থাকে না।

**২৯শে চৈত্র (১০৪)**

সর্বদা মনকে নামে যুক্ত রাখতে হয়, নাম সরে গেলেই সেখানে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা প্রবেশ করে মনকে ভ্রান্তপথে নিয়ে যায়। ঠিকমত চললে অন্যকিছু সেখানে ঢুকতে পারে না।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু - সত্য প্রচার হলে মিথ্যার যে তমোভাব জীবের ভিতর অন্ধকার করে রেখেছে, সত্যের আলো পেয়ে মিথ্যা বিনাশ হবে। এইসব উপদেশ যা শক্তিসঞ্চার করা হয়েছে, যারা নিয়মমতো ধর্মপথে চলে তাদের ভিতর স্পর্শ করবে। শ্রীবৃন্দাবনলীলা প্রকাশ হয়ে গেলে, তখন এইসব উপদেশ আরও লোকের মন আকর্ষণ করবে। সত্যধর্ম লোপ পাওয়াতেই দেশের এত অবনতি আরম্ভ হয়েছে। চারিদিকে অবিচার, ব্যাভিচার, নানারূপ অন্যায় অনাচারে দেশ ডুবে যাচ্ছে। ভোগ ত্যাগ না করতে পারলে কিছুতেই সত্যপথ দেখতে পাবেনা। ত্যাগ না থাকাতেই দিন দিন ভোগলালসা বৃদ্ধি হচ্ছে, সেইসঙ্গে অর্থাসক্তিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাইরে সাধুর বেশ হলে কি হবে, ভিতর যে

বাসনা-কামনাতে পূর্ণ। সদ্‌গুরুদত্ত সাধন ও আদেশ পালন করলে আপনা থেকেই ত্যাগ আসে। তা না করে নিজেদের ইচ্ছামত নূতন নূতন মত সৃষ্টি করছে, স্থানে স্থানে মঠ আশ্রম স্থাপন করছে, প্রতিষ্ঠা লাভ করবার জন্য। সেইসব চিন্তাতেই সব সময় অতিবাহিত হচ্ছে, ভজন করবার সময় কোথায় ? সাধকের ভগবৎচিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তাই সাধনের প্রতিকূল অবস্থা জানবে।

**৩০শে চৈত্র (১০৫)**

মহাপ্রভুর ইচ্ছায় এই সত্য প্রচার হচ্ছে, কিছুই আর গোপন রাখা চলবে না। ক্রমে ক্রমে সবই প্রচার হবে। সত্যধর্ম এখন দিন দিন দ্রুতগতিতে অপসরণ হচ্ছে। সেই ধর্ম রক্ষার জন্য এইভাবে নানা ব্যবস্থা করতে হচ্ছে, এখন চারিদিকে যে ধর্ম অনুষ্ঠান দেখছ সব বাহ্য। মহাপ্রভু নিজে যে শিক্ষা দিয়ে গেলেন, নিজের জীবনে দেখিয়ে গেলেন, সেসব আদর্শ মেনে চলতে না পেরে নিজেদের মনোমত করে সেই মত প্রচার করছে। এমন বহু সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, যেখানে স্বরচিত ধর্ম মহাপ্রভুর নামে প্রচার হচ্ছে। এসব অর্থ উপার্জনের একটা পন্থা, এবার এইসব উপদেশ বের হয়ে গেলে সব মিথ্যা প্রকাশ হয়ে যাবে।

**৩১শে চৈত্র (১০৬)**

জীব যে কর্মফলে বদ্ধ হয়ে সত্যপথ ভুলে যাচ্ছে, সে বন্ধন ছেদন করার উপায় - একমাত্র সদগুরুদত্ত নাম সাধন করা ও তাঁর আদেশ পালন করা। সত্যকে অবলম্বন করে সর্বদা গুরু আদেশ পালন করে চলতে হবে। বাইরের সমস্ত অনুষ্ঠান নিম্নস্তরের জন্য। আত্মা যখন পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরমানন্দ সম্ভোগ করেন, তখন বাইরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে না। যেমন কোনো প্রার্থীত বস্তু লাভ করবার জন্য নানা উপায় দ্বারা চেষ্টা করতে হয়, তেমনি যতক্ষণ না সেই আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায়, চারিদিকে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, সেই বস্তু লাভ হলে তখন আর সে চাঞ্চল্য থাকে না, মন শান্ত হয়ে যায়। যাদের মন সর্বদা বাইরে ঘুরে বেড়ায়, চেষ্টা করে নামে মগ্ন করতে হয়। সদ্‌গুরুদত্ত নাম করতে করতে ক্রমে মন স্থির হয়। বেশী বাইরের অনুষ্ঠান নিয়ে থাকলে মনের চাঞ্চল্য নিবারণ হয় না। প্রতিদিন কতক সময় নির্জনে নামসাধন করা প্রত্যেক সাধন প্রাপ্তদের কর্তব্য। নিয়মমত না চলায় নামের শক্তি জাগাতে পারছে না। যারা সদগুরুর আদেশমত চলে নামসাধন করে, তারা নামের শক্তি বুঝতে পারে ; তখন নানাভাবে শক্তির ক্রিয়া অনুভূত হয়। সাধক যখন নামানন্দে মগ্ন হয়ে যায়, সর্বশরীর স্নিগ্ধ হয়ে মধুবর্ষণ হয়। সেসব অবস্থা বলে জানানো যায়না। গুরুকৃপা যারা লাভ করেছে বা করছে, বুঝতে তারাই পারবে। আমাদের এই সাধনে সমস্তই প্রত্যক্ষ অনুভব হয়। এই জীবন্ত সত্যবস্তু। বাহ্য অনুষ্ঠান বা স্বরচিত কল্পনা দ্বারা সত্য প্রকাশ হয় না। মহাপ্রভু যখন কলির প্রভাবে তাপিত নরনারীকে ইষ্টনাম মহামন্ত্র দিলেন, মোহবদ্ধ হয়ে ধরে নিতে পারলে না। নামব্রহ্ম দিয়ে পরিষ্কার করে তার অর্থ বুঝিয়ে দিলেন তাও বুঝতে পারল না। নামব্রহ্মের শ্লোক দুই লাইনও তৃতীয় খন্ডে ......কে লিখে দিতে বলো। কলিতে মহাপ্রভুদত্ত **নামব্রহ্মই**** জীবের একমাত্র গতি। সদ্‌গুরুদত্ত সাধন যারা পায়নি, এই নামব্রহ্ম তারা

মহাপ্রভুর আদেশমত জপ করলে সময়ে সদ্গুরু লাভ করবার অধিকার পাবে। যারা ধর্মলাভ করতে চায় তারা যেন এই আদেশ মন দিয়ে পড়ে ও সেইমত চলে।

** শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু দত্ত নামব্রহ্মঃ-
**“হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।**
**কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।।“**

**তৃতীয় খন্ড সমাপ্ত**

# অতিরিক্ত উপদেশ

**১২ই ফাল্‌গুন ১৩৬৬ (১)**

গোপাল** বলছে - ও আমাকে মনে করছিল যে, তাই তো দেখা দিলাম। সবাই এর ভাব একরকম হয় না - কেউ ভালবেসে প্রতিদান চায়, কেউ ভালোবেসেই সুখী, কোন প্রতিদান চায়না। যে কিছু চায় না সেই প্রকৃতভক্ত। আমি এত ডাকছি, নাম করছি, দেখা পাচ্ছিনা- এও সকাম। ...... কে বলবে নিষ্কামভাবে নাম করতে, সময় না হলে দেখা দিতে পারিনা। দেখা নাই বা পেলে ভালোবেসে আনন্দ পেতে চেষ্টা করবে।

[**শ্রীশ্রীগোপাল - শ্রীশ্রীবৃন্দাবন থেকে আনা একখানি শ্রীশ্রীগোপালের চিত্রপটে তাঁর আবির্ভাব ও লীলা প্রকাশ]

**১৪ই ফাল্‌গুন (২)**

গোপাল বলছে - নাম করতে করতে যখন প্রাণ, মন, দেহের অণু-পরমাণু সমস্ত নামময় হয়ে নাম রসে ডুবে যাবে তখন নামানন্দে আমাকে অনুভব করবে। নাম করতে করতে এই সাধন সম্বন্ধে সমস্ত জানতে পারবে। সব ছেড়ে যখন শুধু আমাকে চাইবে তখন দর্শন পাবে, কর্ম থাকতে দর্শন হয় না।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন - সাধনপথে জ্বালা-যন্ত্রণা আসে, নাম করে জ্বালা জয় করতে হবে। মানুষ কর্মের অধীন, কর্মফলে কষ্ট পাচ্ছে, এ ভোগ করা ছাড়া উপায় নেই।

নাম ঠিকমত করতে পারলে কর্মক্ষয় হয়, জ্বালাও নিবৃত্তি হয়ে আনন্দ পাবে।

**২৪শে ফাল্‌গুন (৩)**

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন - বিবাহ করা ভগবানের বিধান, সেইসব নিয়ম মেনে চলতে মুনি-ঋষিরা নির্দেশ দিয়েছেন। শাস্ত্র মেনে চলা প্রত্যেক নর-নারীর কর্তব্য। বর্তমান যুগে নিয়ম পালন না করাতে বিষময় ফল ফলছে। ভবিষ্যৎ অপ্রকাশ, ভগবৎ আদেশমত চলতে হয়, ফলাফল চিন্তা করতে নাই, নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী নর-নারী ফলভোগ করে। ভগবানে কর্ম সমর্পণ করে নিয়মমত চলবে, মঙ্গল হবে।

**৬ই চৈত্র (৪)**

গুরু বর্তমানে যা জানবার বা বলবার সমস্ত বিষয় গুরুকেই জানাতে হবে। গুরুদেবের আদেশমত চলবে। নাম করতেই হবে। নামেই গুরুসেবা বা গুরুপূজা করা হয় - এই ভগবৎ নিয়ম।

**২০শে বৈশাখ ১৩৬৭ (৫)**

গোপাল - ...... মানুষের আশা করছে কেন ? যার কেউ থাকেনা সেই তো আমার আপনজন। তাকে আমি সর্বদা রক্ষা করি, তার কাতর ডাক আমি শুনতে পাই। ডাক দুই রকম আছে- মুখে একরকম, অন্তরে একরকম। অন্তরের ডাকে সাড়া দিই। যখন মানুষ নিরুপায় হয়ে আমার শরণাগত হয়, তখন তাকে কৃপা করে বাসনা পূর্ণ করি।

**২৪শে বৈশাখ (৬)**

গোপাল – আমার ভক্তের চেয়েও মায়ের ভক্তেরা আমার অতীব প্রিয়। শিবশক্তির আরাধনা না করলে আমাকে কেউ পায় না। শিবশক্তি আমার উপাস্য দেব দেবী ; সর্বদা আমরা একসঙ্গে যুক্ত আছি।

**৩১শে ভাদ্র (৭)**

পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র, তাঁকেও অকাল বোধন করে দেবীকে প্রসন্ন করতে হয়েছিল। তখন মা পরীক্ষা করছেন, একটি নীলপদ্ম হরণ করলেন। সঙ্কল্প পূরণের জন্য রামচন্দ্র একটি চক্ষু বানবিদ্ধ করে উপড়িয়ে চরণে দেবার মনস্থ করে যেমন চক্ষু বিদ্ধ করতে যাবেন তখন মা প্রসন্ন হয়ে দেখা দিলেন। মায়ের শ্রীচরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে, সময়ে কৃপা করে মা বাসনা পূর্ণ করবেন। মাতৃ উপাসক রামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ, বামাক্ষ্যাপা প্রভৃতি ভক্তরা সাক্ষাৎ ভাবেই দর্শন পেয়েছিলেন। মাকে ডাকতে হবে যাতে তাঁর আসন টলে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও মাতৃ উপাসক ছিলেন।

**২১শে কার্তিক (৮)**

গোপাল – ভক্তের ব্যথা আমার প্রাণে লাগে। কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের সঙ্গে ভীষ্মের যুদ্ধে আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করে অস্ত্রধারণ করেছিলাম। ভক্তের কাছে আমি পরাজয় স্বীকার করি।

**১৪ই অগ্রহায়ণ (৯)**

গোপাল - ......কাল সেই ছোট ছেলেটিকে অত বকছিল কেন ? আমার কান্না পাচ্ছিল। দেবার ইচ্ছা না থাকলে দেবে না, কটু কথা বলতে নেই। লেখাপড়া শিখতে উপদেশ দিচ্ছিল ; পয়সা কোথায় পাবে, ওরা ভিক্ষা করেই খায়। বলে দিও যেন কাউকে কটুকথা না বলে। সব জীবের মধ্যে আমি বাস করি- সেই মনে করে সর্বদা চলতে বলবে। যখন বকছিল, আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। পয়সা চাইলেই বা, রোজ দেবে কেন ? মিষ্টি কথা বলে বিদায় দেবে।

**২রা মাঘ (১০)**

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী – বর্ণাশ্রম ধর্ম লোপ পেতে বসেছে, তাকে রক্ষা করার চেষ্টা সাধ্যমত সকলেরই উচিত।

**২৩শে মাঘ (১১)**

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী – গুরুবিদ্যমানে গুরু ছাড়া কারও কাছে কোন প্রার্থনা করলে গুরুর অবমাননা করা হয়। গুরু আদেশমত চলতে হয়। গুরুকৃপায় সমস্ত প্রার্থিত বস্তুই লাভ হয়, গুরু মানুষ নন, স্বয়ং ভগবানই গুরু।

**৭ই আষাঢ় ১৩৬৮ (১২)**

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী – আমি তো ওকে বহুদিন পূর্বে বলেছিলাম, আশ্রমে থাকা সুবিধা হবে না। সাধন ভজন করবার জন্য লোকে আশ্রমে আসে না, নিজেদের সুখ সুবিধার জন্য আসে। সংসারে থেকেও ভগবানকে পাওয়া যায়। নিজেকে ভুলতে পারলেই যেখানে থাকুক সাধন পথে উন্নতি হবে। আমিত্ব থাকতে কোন স্থানেই মন স্থির হয়না। লোকাপেক্ষা করে ধর্মলাভ করা খুবই কঠিন। গন্ডীর ভিতর থাকলে ক্রমে ক্রমে নানারূপ জঞ্জালে প্রাণ পূর্ণ হয়। বিচার করে চলতে লিখে দাও।

**২০শে শ্রাবণ (১৩)**

সাক্ষাৎভাবে সদ্‌গুরুদত্ত সাধন গ্রহণ করতে হবে। গুরু ভগবান, মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না। সদ্গুরুর আদেশে যাঁরা সাধন দিচ্ছেন তাঁদের কাছে দীক্ষা নিতে হবে, ভগবৎ নিয়ম মেনে চলতে হবে। শাস্ত্র-সদাচার মান্য করা প্রত্যেকের কর্তব্য।

**২৩শে শ্রাবণ (১৪)**

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন - আমি যে বলেছিলাম, এ শক্তি মাথা খুঁড়লেও পাওয়া যাবে না, তার মানে আমার আদেশমত আমার শিষ্য ও প্রশিষ্য পরম্পরায় যাঁরা সাধন দিচ্ছেন, তাঁরা ছাড়া শক্তিসঞ্চার করে কেউ দীক্ষা দিতে পারবে না, আদেশ ছাড়া দীক্ষাতে শক্তি নেই।

প্রত্যেক পুস্তকে** শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শক্তিসঞ্চার করে লিখিয়েছেন, এ জিনিস সাধারণ লোকে কোথায় পাবে ? কলির জীবকে কৃপা করে এইসব অমূল্য বাণী দান করেছেন।

[** শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু উপদেশামৃত- প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় খন্ড ও পরিশিষ্ট, শ্রীবৃন্দাবনলীলা, শ্রীপুরুষোত্তম লীলা, ঋষি বাণী, সারসংগ্রহ মাধুরিমা, ত্রিবেণী, অমরবাণী]

**৭ই ভাদ্র (১৫)**

আমাদের এই সাধনে কোনরূপ বাহ্য আড়ম্বর নেই। এ যোগী-ঋষিদের প্রাণের গোপন বস্তু। জীবের দুঃখে কাতর হয়ে মহাপ্রভু এই গোপন অমূল্যরত্ন পরিবেশন করলেন। নামের মহিমা এখনোও বুঝতে পারছে না, বাহ্য অনুষ্ঠানেই রত হচ্ছে। নামেই সেবা-পূজা করতে হবে, সময়ে ভগবৎ কৃপালাভ করে জীবন ধন্য হবে।

**৩০শে ভাদ্র (১৬)**

তিনি কখন দেখা দেবেন বা কথা বলবেন কেউ বলতে পারে না, অধৈর্য্য হলে কোন ফল হবে না। সাধক জীবনে প্রতীক্ষা করাই একমাত্র ব্রত। তিনি যা করাচ্ছেন বা করাবেন তাঁর আদেশ অনুযায়ী চলতে হবে, ফলাফল চিন্তা করতে নেই। যখন যে অবস্থার মধ্যে চলতে হবে তাঁর ইচ্ছায় জানবে, চাইলেই সব কিছু পাওয়া যায় না। তাঁর কৃপা ছাড়া পার্থিব কোনো বস্তু চাইতে নেই, কোনো কিছুতেই মগ্ন হবেনা, পার্থিব বস্তু অনিত্য। সবসময় সব ঘটনা ভগবৎ আদেশমত হয় না, নিজের যা ইচ্ছে থাকে তারই রূপ ধরে দেখা দেয়। যতদিন না নির্ভরতা আসবে, কৃপা অনুভব কি করে করবে ?

**১৬ই অগ্রহায়ণ (১৭)**

এই সাধন যাঁরা পেয়েছেন, অন্তিম সময় আমার দর্শন নিশ্চয়ই পাবেন। নিয়মমত সাধন করলে তিন জন্মের মধ্যে প্রেমভক্তি লাভ হবে। ঠিকমত আদেশ পালন করতে পারলে সাধকের সাধন অনুযায়ী ফল লাভ হয়। সদ্‌গুরুর আশ্রিতদের যমের অধিকার নাই, মৃত্যু'র সময় আমিই উপস্থিত থাকি।

**২৩শে মাঘ (১৮)**

প্ল্যান্‌চেটে পরলোকবাসী আত্মাকে ডাকা খুব অন্যায়, এতে অপরাধ হয় ; এমনকি দুষ্ট আত্মার আবির্ভাব হলে বিশেষ অনিষ্ট হতে পারে। বহু তপস্যা দ্বারা যে দুর্লভ অবস্থা লাভ করতে হয় সামান্য ছেলেখেলায় তা লাভ করা অসম্ভব। আর যেন কখনো এসব কাজ না করে, বিপদে পড়ে যাবে।

গোপাল - সেদিন গোঁসাইজী কেন দাঁড়িয়েছিলেন বলবো ? শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্ভঙ্গ করবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, গোঁসাইজীরও ভাবের ঘোরে রাম অবতারের স্মৃতি জেগে উঠেছিল, তুমি তাই দাঁড়ানো দেখলে। যেখানে আন্তরিক ভক্তিসহকারে পাঠ হয়, লীলা প্রকাশ হয়।

**২২শে চৈত্র (১৯)**

বাইরের অনুষ্ঠানের সময় নষ্ট না করে যেন নাম করে, নামেই সেবার কার্য্য হবে। সেবা-পূজার একটা সময় আছে, যখন সাধক তাঁকে অনুভব করবে, সাক্ষাৎ ভাবে তাঁর নানারূপ নিদর্শন পাবে, তখন সেবা করে জীবন ধন্য হবে ; এখন কেবল নাম করতে লিখো।

**২৩শে জৈষ্ঠ ১৩৬৯ (২০)**

নিয়মমত সকলকেই চলতে হয় – আত্মার ক্ষুধার শান্তির জন্য সদ্‌গুরুদত্ত নাম জপ, দেহের ক্ষুধার জন্য অন্নজল সেবন। অসুস্থ হলে চিকিৎসার প্রয়োজন, ঔষধ সেবন এই হল বিধির বিধান, এসব মেনে চলতে হয়।

**২৫শে জৈষ্ঠ (২১)**

দেহের ভোগ ভুগতে হবে, এর কোন প্রতিকার করা নিয়মবিরুদ্ধ। নাম করতে লেখ, নামেই জ্বালা নিবৃত্তি হবে।

**২৯শে জৈষ্ঠ (২২)**

ওর এখনও সৎকর্ম করবার বাসনা রয়েছে। কর্ম যখন ছুটে যাবে, নাম সম্বল করে বসে পড়বে। ছুটোছুটি বন্ধ না হলে রস আস্বাদন হয় না।

মঠে, আশ্রমে যাদের উপর কর্তৃত্বের ভার দেওয়া হচ্ছে, তাদের অহং ভাব এসে যাচ্ছে, সেখানে কর্তা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। গুরুকে কর্তা করে নিজেকে তাঁর দাস মনে করে গুরুনির্দেশে চলতে হবে সে কথা ভুলে যাচ্ছে। আমাকেও নিয়মের মধ্যে চলতে হয়, তা না হলে শৃঙ্খলা থাকে না।

## বিশেষ ক্ষেত্রে কয়েকটি উপদেশ

*১। গোপাল - মাঝে মাঝে কাঁদানো আমার স্বভাব, আমাকে পাবার জন্য তো কেউ কাঁদেনা ; তাই কান্না আমার অঙ্গের ভূষণ। ভক্তের কাছে আমার অদেয় কিছু নেই। গোলোকে স্বয়ং রাধারানীকেও ভক্ত আয়ান তপস্যা করে সহধর্মিণী রূপে পেয়েছিল ; এসবই লীলা, এসব কামগন্ধহীন।

**২। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - আত্মহত্যা করা মহাপাপ। যারা আত্মহত্যা করে, তাদের পাপের মার্জনা নেই, তারা আমার সন্তান নয়। কদাচ মনোভাব যেন এরূপ না হয়।

শ্রীশ্রীপরমহংসজী (শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর গুরুদেব) – মা, আমাদের এ কঠিন পথ, যে পথে এসেছ তাতে নানা কঠিন পরীক্ষা, শোক, রোগ, দুঃখ সবই ভোগ করতে হবে। এত অধৈর্য হলে তো হবে না, মা।

---

* শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর জনৈক ভক্ত দম্পতির প্রতি কৃপা ও বাণী।

** শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর জনৈকা প্রশিষ্যার প্রতি তাঁর স্বপ্নাবস্থায় উপদেশ ও অহৈতুকী কৃপা।

## তৃতীয় খন্ড- অতিরিক্ত উপদেশ সমাপ্ত

# শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু উপদেশামৃত

**(শ্রীশ্রীগোঁসাইজী কথিত ও মা-মণি কর্ত্তৃক প্রাপ্ত)**

## পরিশিষ্ট

পরমারাধ্য পরমগুরু
শ্রীশ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক তাহাঁর
অপ্রকট অবস্থায় কথিত কতিপয় অমূল্য উপদেশ।

সন্ ১৩৫৯- ১৯শে আষাঢ় হইতে ৩০শে কার্তিক পর্য্যন্ত
উপদেশ সংখ্যা - ১২৭

# শ্রীশ্রী সদগুরু উপদেশামৃত

(মা-মণি কর্তৃক প্রাপ্ত)

## পরিশিষ্ট

প্রথম সংস্করণ - বিজয়াদশমী ,১৩৬০ (প্রকাশক শ্রী অজিত কুমার রায়),
দ্বিতীয় সংস্করণ - রথযাত্রা ,১৩৬৮ (প্রকাশক শ্রী খগেন্দ্র ভূষণ ঘোষ),
তৃতীয় সংস্করণ- ফাল্গুণী পূর্ণিমা ,১৩৮৯

(শ্রী অরণ্য কর্তৃক সফট কপি লেখা তাং ২৭/০৭/২০১৬,বুধবার,কৃষ্ণা নবমী থেকে শুরু)

ওঁ হরি

শ্রীশ্রীমন মহাপ্রভুদত্ত

# নামব্রহ্ম

**হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম ।**
**কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।।**

---

শ্রীশ্রী গোস্বামী প্রভুর ঢাকা গেন্ডারিয়া আশ্রমের ভজন কুটির গাত্রে স্ব-হস্ত লিখিত উপদেশ :-

১। এইসা দিন নাহি রহেগা ।
২। আত্ম প্রশংসা করিও না ।
৩। পরনিন্দা করিও না ।
৪। অহিংসা পরমোধর্মঃ ।
৫। সর্ব্বজীবে দয়া কর ।
৬। শাস্ত্র ও মহাজনদিগকে বিশ্বাস কর ।
৭। শাস্ত্র ও মহাজনের আচারের সঙ্গে যাহা মিলিবে না তাহা বিষবৎ ত্যাগ কর ।
৮। নাহংকারাৎ পরোরিপুঃ ।

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
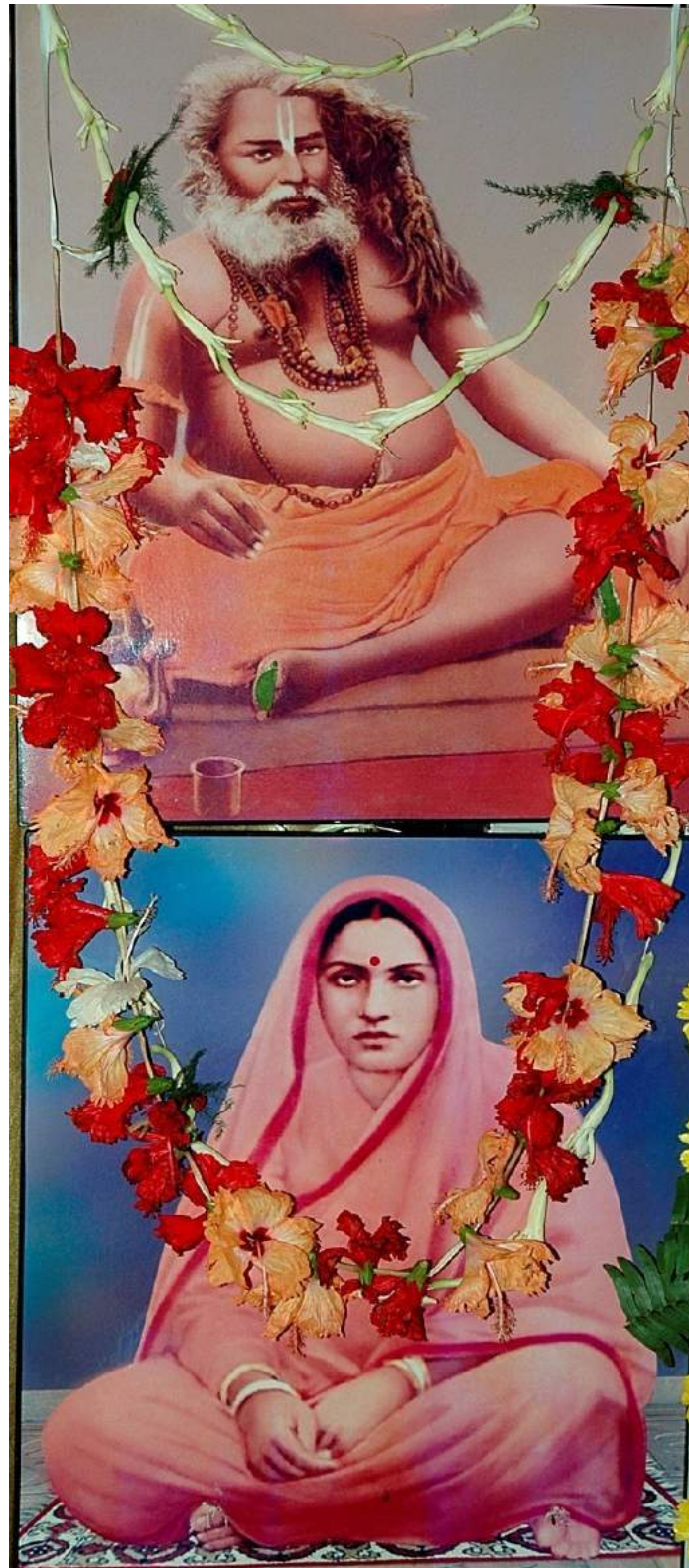
**শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ**

**" প্রেমভক্তিপ্রদাতারং আনন্দানন্দবর্দ্ধনং ।**
**স্বর্ণময়ীসুতং বন্দে যোগমায়ামনোহরং ।।**
**বিজয়বল্লভাং দেবীং বিজয়ানন্দবর্দ্ধিনীং ।**
**সদানন্দময়ীং সাধ্বীং যোগমায়াং নমাম্যহং ।।"**

**১৯শে আষাঢ় ১৩৫৯ (১)**

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, কাল জগন্নাথ দেবের রথ গুন্ডীচা থেকে আসবে না জেনেই তোমাকে গুন্ডীচা যেয়ে দেখে আসতে বললাম। কালমাহাত্মে নরনারী বিশ্বাসহীন হয়ে পড়েছে। অবিশ্বাসীর সঙ্গ সর্বদা পরিহার করে চলতে হবে। এই যে সব উপদেশ দেওয়া হয়েছে গ্রহণ করা না করা তাদের ভাগ্য ; মহ াপ্রভু যাদের কৃপা করবেন তারাই এইসব সারপূর্ণ অমূল্য উপদেশ সাদরে গ্রহণ করবে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এলেন , প্রণাম করলাম, আশীর্ব্বাদ করে বললেন - মা, এই যে সব উপদেশ, লীলা প্রচার করা হয়েছে, হচ্ছে বা হবে, সব আমার ইচ্ছাতে জানবে। গোঁসাইজীর শক্তি থাকায় এ জিনিস কখনই নষ্ট হবে না। এমন কি কলির শেষে যখন ধ্বংস লীলা হবে, তখন এই সত্যকে একমাত্র অবলম্বন করে আবার লুপ্ত ধর্ম্ম জেগে উঠবে, তখন এই অমূল্য উপদেশ, প্রত্যক্ষ লীলা দর্শন, সবই জীবন্তভাবে লোকের প্রাণে জাগ্রত হবে। বীজ ছড়ান হল, সত্য ধর্ম্মকে রক্ষা করার জন্য ; ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে এর প্রচার হবে।

আমি - আপনার স্থূলদেহ আমি জাগ্রত অবস্থায় যখন দেখতে পাব তখন খুব আনন্দ হবে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু - মা, গোঁসাইজী তো বলেছেন আর কিছুদিন পরে দেখতে পাবে, তখন বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ খুব কম রাখবে।

আমি - আমারও তাই ইচ্ছা, আপনাদের কাছে থাকবো, এর চেয়ে আর কিছু চাই না।

শ্রীশ্রীমন মহাপ্রভু বললেন - মা, তোমাকে সেই সময় যে অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনতে হয়েছে তাই কিছুদিন সম্ভোগ করে দেহত্যাগ করবে। সেই অবস্থা আসবে, অপেক্ষা কর। বাইরের কাজ শেষ হলেই সেইভাবে মগ্ন হবে ; সেসব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। আনন্দ কর।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, মহাপ্রভু তো সবই বলে গেলেন, সময়ের অপেক্ষা করতে হয়।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - মা, তোমাদের কাছে তো সব সময়ই আছি। সাক্ষাৎভাবে দেখা পাবে যদিও কলিতে সাক্ষাৎভাবে দর্শন নেই, সদগুরুর কৃপায় সবই সম্ভব হয়। সেখানে তাঁর ইচ্ছাই বলবান। মহাপ্রভুর আদেশে যে ধর্ম্ম প্রচার করা হল বা হচ্ছে এক সময় এইসব সত্যই লোকের অবলম্বন হবে। আনন্দে থাক।

**২০শে আষাঢ় (২)**

মা, আর কিছুদিন পরে যে অবস্থা লাভ করবে, প্রথম অবস্থায় সেই সময় নির্জ্জনে থাকার দরকার হবে, তারপর সব স্থানেই থাকা চলবে। যে সব বই বের করা হয়েছে বা হবে সময়ে সব স্থানেই প্রচার হবে। নিয়মমত সাধন অভাবে লোকের গুরুশক্তি ঘুমিয়ে পড়েছে। সেইসব আবার জাগাতে হবে। সাধন ছাড়া সত্য বস্তু চেনা কঠিন, গুরুকৃপা যার আছে সে সর্ব্বত্র জয়লাভ করবে।

**২১শে আষাঢ় (৩)**

মা, অন্ধ ব্যক্তি যেমন সামনে কোন জিনিস পড়ে থাকলে দেখতে পায় না, তেমনি অবিশ্বাসীদের এই উপদেশে যে সত্যপথ দেখান হচ্ছে তারা দেখতে পাচ্ছে না। মহাপ্রভুর কৃপায় যদি কখন দৃষ্টিশক্তি লাভ করে, তখন এই সত্যের জ্যোতিঃ দেখতে পাবে। এমন দিন আসবে, তখন সবাই সত্যের জ্যোতিঃ দেখতে পাবে। এইভাবে সত্যকে জাগিয়ে রাখা হল। বিষয়বুদ্ধি দিয়ে এ জিনিস যাচাই করে দেখলে তার স্বরূপ দেখতে পাবেনা। নিষ্কামভাবে যে কাজ করা হয় তার ফলাফল কামনা করতে নেই।

শ্রীশ্রীমন মহাপ্রভু এলেন, প্রণাম করলাম। আশীর্ব্বাদ করে বল্লেন - মা, ‘‘শ্রীবৃন্দাবনলীলা‘‘ যখন দিলে আমিই হাত পেতে নিলাম, তুমি তো দেখতে পেলে ?

আমি - আপনি কৃপা করে সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন, আপনার জিনিস আপনার হাতেই দিলাম, তখন খুব আনন্দ হচ্ছিল। পূজারীকে বলে বইখানি আপনার ঘরে রাখলাম। বাইরে সন্ধ্যা আরতির পর কীর্ত্তন বসল, সেই সময় পূজারী আসতে তার হাতে বইখানি দেবার সময় পূজারীর পরিবর্ত্তে আপনাকেই দেখলাম, আপনিই হাতে করে নিলেন, হঠাৎ দেখে চমকে গেলাম। তারপর দেখি পূজারী বইখানি ঘরে নিয়ে গেল। কীর্ত্তন আরম্ভ হল চলে এলাম।

শ্রীশ্রীমন মহাপ্রভু - মা, গোঁসাইজী কৃপা করছেন। গুরু কৃপাই অমূল্য সম্পদ।

**২২শে আষাঢ় (৪)**

মা, এই যে জগন্নাথ দেবের অধরপনা দেবের দূর্লভ। তেত্রিশ কোটি দেবতারা অধরামৃত মহাপ্রসাদ পাবার জন্য সবাই অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন। রথের এই মহাপ্রসাদ সমস্ত দেবতারা পান বলে তাঁদের উদ্দেশ্যে ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তাঁরা অঞ্জলি করে গ্রহণ করেন।

**২৩শে আষাঢ় (৫)**

মা, ‘‘শ্রীবৃন্দাবনলীলা‘‘ কাল যে তিন স্থানে দেওয়া হয়েছে, মহাপ্রভু আনন্দ করে গ্রহণ করেছিলেন। ভগবৎ আদেশে যে কাজ করা হয় সাধ্যমত নিজেদেরই করতে হয়।

আমি - আজ গুরুপূর্ণিমা, বৈকালে সমাধি-আশ্রমে গিয়ে দর্শন করে প্রণাম করে আসবো, এখন আপনাদের চরণ-পূজা করতে খুব ইচ্ছা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মানসে পূজাই শ্রেষ্ঠ পূজা, যে ভাবে ইচ্ছা হয় পূজা কর।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সেখানে দাঁড়ালেন, স-চন্দন তুলসী ও পদ্মফুল ছিল, তাঁদের চরণে তিনবার দিলাম। গুরুদেব ও মা জননীকেও সেখানে দাঁড়ান দেখলাম, তাঁদের

চরণেও সেই ফুল-তুলসী তিনবার দিলাম।
শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন - মা, যা বাসনা করবে তাই পূর্ণ হবে।
''হরিবোল'' ''হরিবোল'' বলতে বলতে শ্রীশ্রীমন মহাপ্রভু এলেন, তাঁকে প্রণাম করে বললাম আজ আপনার চরণপূজা করবো। তিনি হাসতে লাগলেন। ফুল ও স-চন্দন তুলসী নিয়ে মহাপ্রভুর চরণে তিনবার দিয়ে প্রণাম করলাম। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু আশীর্ব্বাদ করে বললেন - ''শ্রীবৃন্দাবনলীলা'' ঠিক দেওয়া হয়েছে- চারিদিকে সত্যর বীজ ছড়ান প্রয়োজন, সুকৃতি-পরায়ণরা সাদরে গ্রহণ করবে।
আমি - আজ আপনাদের পূজা করে খুব আনন্দ হচ্ছে।
শ্রীশ্রীমন মহাপ্রভু - দেহতে থাকলে পূজা অর্চ্চনা মনে জাগে, যখন মনে ইচ্ছা হবে আসনে বসে দেখতে পাবে। **নামে পূজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব অঙ্গ দিয়ে মানসে সেবা পূজা করতে হয়।** জগন্নাথ বল্লভে যেও, কিছু দর্শন পাবে।

## ২৪শে আষাঢ় (৬)

মা, কাল সমাধি-মন্দিরে কি দেখলে ?
আমি - আপনাকে ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে এখন যেমন বসে দেখছি তেমনি বসা দেখলাম।
শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - এসব লিখে রাখ। এসব প্রত্যক্ষ দর্শন, তোমার বাসনা অনুযায়ী দেখতে পাচ্ছ। একদিন বলেছিলে ঠাকুর হয়ে শুয়ে আছেন, আমার দেখতে ভাল লাগে না, তাই তুমি যখনই যাও সাক্ষাৎভাবে দেখা পাও। জগন্নাথ বল্লভে কেমন দেখলে ?
আমি - সেখানে বসে নাম করছি, দেখি মহাপ্রভু দাঁড়ান, তাঁর পাশে আপনি দাঁড়িয়েছিলেন, রায় রামানন্দের পাশে গুরুদেব দাঁড়িয়েছিলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে আপনি মিশে গেলেন, রায় রামানন্দের সঙ্গে গুরুদেব মিশে গেলেন। তারপর দেখলাম যেমন বসে কথা বলছেন সেই মূর্ত্তি। যখনই যাই - শ্রীশ্রীমহাপ্রভুকে ও রায় রামানন্দকে জীবন্তই মনে হয়। চোখের পলক পড়া, ঠোঁট নড়া বেশ স্পষ্ট দেখতে পাই। কাল শুনলাম শ্রীশ্রীমহাপ্রভু রায় রামানন্দকে বলছেন - রাধাকৃষ্ণ মাধুর্য্য বর্ণনা কর, রায় রামানন্দ বলে যাচ্ছেন , শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শুনছেন।
শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - এসব নিত্যলীলা প্রত্যেকদিন হয়, মহাপ্রভু কৃপা করে দেখাচ্ছেন, তাই দেখতে পাচ্ছ। সার্ব্বভৌমের বাড়ী মহাপ্রভু মাঝে মাঝে যান, জগন্নাথ বল্লভে রায় রামানন্দের সঙ্গে নিত্যলীলা করেন।

## ২৫শে আষাঢ় (৭)

মা, কলির জীবের উদ্ধারের জন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রথমে হরিনাম প্রচার করলেন, তারপর সদগুরুরূপে এসে সেই নাম শক্তিপূর্ণ করে অকাতরে বিতরণ করলেন, তাতেও মানুষের চৈতন্য হল না ; আবার এইসব উপদেশ প্রচার করা হল, এও সবাই নিতে পারছে না। আত্মপ্রতিষ্ঠার বশীভূত হয়ে মহাপ্রভুদত্ত এইসব অমূল্য উপদেশ শোনা বা পাঠ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কিছুদিন এইভাবে কতকলোক হেলা করে প্রত্যাখ্যান করবে, ক্রমে এইসব সত্য এমনভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে, তখন ধর্ম্মার্থীরা ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসে গ্রহণ করবে। সেই সময় ''উপদেশামৃত'' প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যাবে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হবে। সত্যের বীজ কখনই নষ্ট হবে না।

## ২৬শে আষাঢ় (৮)

মা, লোকাপেক্ষা ধর্ম্মপথের প্রধান অন্তরায় ; মনের স্বাধীনতা না থাকলে মলিনতা বৃদ্ধি হয়,

সত্য অবলম্বন করে দৃঢ়ভাবে মনকে বশ করতে হয়। পরাধীন অবস্থায় সত্য পথে অগ্রসর হওয়া যায় না, সেইজন্য কোন গন্ডীর মধ্যে থাকা নিষেধ। **কর্ত্তব্য করে যাবে, ভগবৎ কৃপাই একমাত্র লক্ষ্য করতে হয়।** সাধুসঙ্গে মনের মলিনতা নাশ হয়। ভোগবাসনা থাকাতে সাধুসঙ্গ লাভ হয়না। অসত্যের আবরণে সত্ত্বগুণ ঢাকা পড়ে প্রকৃত সত্য জানতে পারে না। ভগবৎ কৃপা যারা লাভ করেছে- সাধু অসাধু তারা চিনতে পারবে। কতকগুলি বেশধারী সাধু আছে তারা লোকের মন হরণ করে। যারা প্রকৃত সাধু তাঁরা প্রচ্ছন্নভাবে থাকেন। তমোগুণীরা তাদের দেখতে পায় না। আত্ম অনুসন্ধান আর বিচার করা সর্ব্বদা প্রয়োজন।

**সঙ্গদোষে মানুষের পতন হয়।** যার মধ্যে যেসব তমোগুণ থাকে একসঙ্গে থাকার জন্য সেইসব শক্তি অন্যকে আকর্ষণ করে। দুর্ব্বল মনকেই বেশী বশীভূত করে। **খাওয়াও সকলের হাতে উচিত নয়, আহারের সঙ্গে রন্ধনকারীর সমস্ত গুণ মিশে সেই খাদ্য যে গ্রহণ করে তার মধ্যে সংক্রমিত হয়। এইজন্য সাধ্যমত অপরের হাতে খাওয়া ধর্ম্মার্থীদের নিষধ। স্বপাক আহারই শ্রেষ্ঠ। তবে যে রান্না বিগ্রহের ভোগ হয় অথবা দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়, সেসব প্রসাদ হলে কোন দোষ স্পর্শ করে না।**

### ২৭শে আষাঢ় (৯)

মা, যতদিন গত হচ্ছে, কলির প্রভাব তত দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছে। হরিভক্ত ছাড়া কলি সকলকেই বশীভূত করেছে বা করবে। **যেখানে শক্তিপূর্ণ হরিনাম হয় সেখানে কলি যেতে পারেনা। গুরু আদেশ মত নাম না করাতে কিছু উপকার হচ্ছেনা। সদগুরুর কাছে সাধন প্রাপ্তদের এ সম্বন্ধে সজাগ হওয়া বিশেষ আবশ্যক। হিংসার বশবর্ত্তী হয়ে এইসব অমূল্য উপদেশ অবহেলা করে গুরুকৃপা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশ্বাস ভক্তির অভাবে সবজান্তা হয়ে উঠেছে, ভগবৎ বাক্য অমান্য করার জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। ভগবানের বিধানে তাঁর নিয়ম কখনও ভঙ্গ হয়না। অপরাধীরা যোগ্য শাস্তি পাবেই।** যে স্থানে সত্যের অপমান হয়, সে স্থান কলূষিত হয়ে যায়, কালে ধ্বংস হবে। এর ফলাফল ক্রমে দেখতে পাবে।

### ২৮শে আষাঢ় (১০)

মা, ভগবৎ নিয়ম অনুসারে দেহের কষ্ট একটু একটু ভোগ করতে হয়। জগন্নাথ দেবের স্নানজল আছে একটু খেও, ভাল হয়ে যাবে। **এই যে সব উপদেশ মহাপ্রভুর ইচ্ছায় প্রকাশ হল বা হচ্ছে, কর্ম্মফলে এত বদ্ধ হয়ে আছে, সামনে দেখে, হাতের কাছে পেয়েও নিতে পারছে না বিশ্বাসভক্তির অভাবই এর প্রধান কারণ। খাদ্য দোষে তমোগুণ বৃদ্ধি হয়ে সত্ত্বগুণ নষ্ট করে বিশ্বাসভক্তি হারিয়ে ফেলেছে, জীবের মঙ্গলের জন্য দুর্লভ বস্তু উপদেশছলে প্রকাশ করা হল, ভাগ্য অনুযায়ী কেউ পেল, কেউ নিতে পারল না। এইসব সত্য ধরে চললে তাদের উপর কাল তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।**

### ২৯শে আষাঢ় (১১)

মা, মানুষের মধ্যে যা ঐশীশক্তি আছে, সদগুরু কৃপা করে যখন সেই শক্তিকে জাগ্রত করেন তখন বাইরের আবরণ অপসরণ হয়। আদেশমত নাম সাধন করে সেই শক্তি জাগিয়ে রাখতে হয়। গুরুর আদেশমত না চললে শক্তি ঘুমিয়ে যায়। সেইসময় আদেশমত নাম সাধন করে যারা গুরুশক্তিকে জাগিয়ে রেখেছিল তারা ঠিক পথ পেয়ে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ করবার অধিকার পেয়েছে, আদেশমত না চলাতে বহুলোক অগ্রসর হতে পারেনি। ভুল ধারণার বশীভূত হয়ে নিজ নিজ মত নিয়ে চলছে, সেইসব শিষ্য-প্রশিষ্যদের জন্য আবার এই মহাপ্রভুর আদেশে জীবন্ত সত্যবাণী উপদেশের মধ্য দিয়ে সদগুরু শক্তি সঞ্চার করে প্রকাশ করলেন, এত বড় তমোগুণী হয়ে পড়েছে দম্ভ করে এসব উড়িয়ে দিচ্ছে। সত্যের অপলাপ করাতে মহাশাস্তি ভোগ

করতে হবে। ভক্তের দ্বারা যখন যেসব ভগবৎ শক্তি প্রকাশ করা হয়, অভ্রান্ত সত্য জ্ঞানে গুরু অনুগত হয়ে সেইসব সত্য বস্তু গ্রহণ করতে হয়। এতবড় দাম্ভিক হয়ে পড়েছে গুরুবাক্য অবহেলা করে অপরাধের সৃষ্টি করছে। **সাধন ভজন করা মানেই আদেশ পালন করা। যোগীঋষিদের কঠোর তপস্যালব্ধ শক্তি বিনা আয়াসে পেয়ে মর্য্যাদা দিতে পারল না, আবার এইসব উপদেশ সদগুরুর শক্তি দিয়ে লেখা, তাও ধরে নিতে পারল না, সদগুরুর কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়ে বহু নীচে পড়ে গেল, বিশ্বাস অভাবে এই পতন হল। মহাপ্রভু সেইসব অপরাধীর কঠিন শাস্তি বিধান করবেন।**

## ৩০শে আষাঢ় (১২)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু - মা, কলির শেষে নরনারী ধর্ম্ম বর্জ্জিত হয়ে অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে সত্যপথ ভ্রষ্ট হবে, এসব শাস্ত্রে নির্দ্ধারিত আছে। এই কারণে জীবের মঙ্গলের জন্য হরিনাম প্রচার করা হয়েছিল, কর্ম্মফলে বদ্ধ হয়ে আসল জিনিস ধরে নিতে পারল না। যেভাবে নাম করলে বন্ধনমুক্ত হবে সে ভাবে অধিকাংশ লোক নাম করতে পারল না। আবার এইসব উপদেশ শক্তিপূর্ণ করে প্রকাশ করা হল, কলির প্রভাবে তাও সবাই নিতে পারছে না ; যাদের সুকৃতি আছে তারাই পাবে, জীবের জন্য এই শেষ চেষ্টা করা হল।

কর্ম্মফল অনুযায়ী কেউ গ্রহণ করবে, কেউ বঞ্চিত হবে। কিছুদিন পরে এইসব দুর্লভ উপদেশ ঘরে ঘরে সাদরে গৃহীত হবে, তখন সবাই এর মর্য্যাদা দেবে। ''গুরু-শিষ্য সংবাদ'' খানি ধর্ম্মার্থীদের ধর্ম্মলাভের প্রধান উপাদান, নিত্য পাঠ করতে করতে সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হবে, তমোগুণ নষ্ট করবে। জগবন্ধুর লেখা জীবনীখানি প্রকাশ হলে কলিহত জীবের পরম মঙ্গল সাধিত হবে। অন্য সব জীবনী কল্পনা রচিত লেখা, লেখাতে বহু ভুল আছে, মনগড়া নানা কথা আছে। সত্যের অভাব হওয়াতে আমিই এইসব প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছি।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, মহাপ্রভু যা বলে গেলেন লিখে রাখ, এমন দিন আসবে তখন এইসব সত্যবাণী ধর্ম্মলাভের অবলম্বন হবে। ভাগ্যহীন যারা মহাপ্রভুর এ দান থেকে বঞ্চিত হবে। এই যে সত্যের বীজ ছড়ান হল অক্ষয় হয়ে চারিদিকে ব্যাপ্ত হবে।

## ৩১শে আষাঢ় (১৩)

মা, ''পুরুষোত্তম লীলা'' প্রকাশ করা প্রয়োজন হওয়াতে আর দেরী করা চললো না টাকার যোগাড় হয়ে যাবে। পাঁচখানি বই ছাপানোর ভার মহাপ্রভু দিয়েছিলেন ছাপা শেষ হয়ে ঋণ শোধ হলে কার্য্য শেষ হবে। **সংসারতাপিত নরনারীকে মহাপ্রভুর এই শেষ দান ।** তারপর যে অবস্থা থেকে ফিরে এসেছ সে অবস্থা লাভ করে পূর্ণানন্দে মগ্ন হবে। বাহ্য কোলাহল সাধককে বর্জ্জন করতে হয়, নির্জ্জন স্থানই সাধনের পক্ষে উপযুক্ত। **যাদের মন স্থির হয়নি, তাদের পক্ষে সর্ব্বদা নাম করা আবশ্যক। একটা নিয়ম করতে হয়, আজ পাঁচ মিনিট কাল দশ মিনিট এইভাবে প্রত্যেকদিন সময় বাড়াতে হয়। ইচ্ছা না হলেও চেষ্টা করে আসনে বসে গুরুকৃপা লাভ প্রার্থনা করতে হয়। সময় বাড়াতে বাড়াতে এক ঘন্টা দু ঘন্টা তার বেশিও বসবার শক্তি হয়, এইভাবে অভ্যাস করার দরকার , এও একপ্রকার যোগ। আসন স্থির হয়ে গেলে চাঞ্চল্য কমে যায়, মন স্থির হয়। ছুটে বেড়ালে ভজন ছুটে যায়।**

## ৩২শে আষাঢ় (১৪)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু - মা, যে সত্য প্রচার করা হল এ শক্তি শনৈঃ শনৈঃ প্রকাশ হবে। **নিতান্ত দুর্ভাগ্য যাদের-তারাই বঞ্চিত হবে, নিতে পারলে জীবনের পরিবর্ত্তন হয়ে যেতো, সত্যের আলো চোখে পড়ত ; খাঁটি সত্য কজন ধরতে পারে। নামব্রহ্ম যে ঘরে একজনও পেয়েছে তাদের উপর কলি তার কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।** আবার যখন লোকের

ধর্ম্ম-পিপাসা জাগবে, সেই সময় কোন ভক্তদ্বারা প্রচার হবে। কলির অধিকারের মধ্যে এখন যারা ধর্ম্মপরায়ণ আছে, তাদের দ্বারাই আবার প্রকাশ হবে।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, এখন যে সব উপদেশ দেওয়া হল তুমি লিখে রাখ, তারপর......কে দিয়ে লিখিয়ে রাখবে। প্রত্যেক বাণী মূল্যবান, এসব লেখা ভাল করে রাখার ব্যবস্থা হবে।

**১লা শ্রাবণ (১৫)**

জটাজুটধারী বিরাট পুরুষ ব্যাসদেব দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আশীর্ব্বাদ করে বললেন-মা, ভারতের মঙ্গলের জন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছায় যে সত্য প্রচার কার্য্য গোঁসাইজী কৃপা করে তোমাদ্বারা প্রকাশ করলেন এই সত্যে কলির জীবকে উদ্ধারের পথ দেখান হল এই সত্যকে আশ্রয় করে অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হবে। সে সময় আসবে যখন এই সত্য ঘরে ঘরে সাদরে গৃহীত হবে। তপস্যা প্রয়োজন, যাদের তপস্যা আছে, সদগুরুদত্ত সাধন পেয়ে আদেশমত চলে কৃপা লাভ করবার অধিকার পেয়েছে তারা এইসব বাণী অমূল্য রত্ন জ্ঞানে গ্রহণ করবে। বাংলার মধ্যে কম লোকেই এর মর্য্যাদা দেবে। গোঁসাইজীর কাছে প্রয়াগে কুম্ভমেলায় বহু সাধু সাধন পায়, তাঁদের শিষ্য দ্বারা আবার এইসব সত্য প্রচার হবে। গোঁসাইজীর শক্তি ধারণ করা তাঁর কৃপা ছাড়া কারও ক্ষমতা নেই ; জগবন্ধুই সেই শক্তি ধারণ করেছিলেন। তোমাকে উপলক্ষ্য করে যেসব উপদেশ দিলেন এভাবে তাঁর কৃপা কেউ কখনও পায়নি। যার দ্বারা যে কাজ করান হবে পূর্ব্ব থেকেই স্থির থাকে। তাঁর অবতারের সঙ্গে তাদেরও আসতে হয়, লীলা সহায়ের জন্য যা করার দরকার করান হয়। তোমাদের এই জন্যই এবার আসা হয়েছে। কালে উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে এইসব ভার পড়লে তোমরা এই মর্ত্তধাম ছেড়ে চলে যাবে, তোমাদের কাজ শেষ হবে। এই ভবিষ্যৎ বাণী তোমাকে জানাবার জন্যই গোঁসাইজী আমাকে আহ্বান করেছেন। মঙ্গল হোক, সত্যের জয় হোক।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, ভবিষ্যৎ অপ্রকাশ হলেও সদগুরুর কৃপায় জানতে পারলে,.....কে এসব কথা লিখে রাখতে বলবে। তোমাদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, একথা বলবার জন্য ব্যাসদেব কৃপা করে দেখা দিলেন।

**২রা শ্রাবণ (১৬)**

মা, কাল প্রভাবে যে সত্য লুপ্ত হচ্ছে এইসব শক্তিপূর্ণ উপদেশ দ্বারা সেই সত্য আবার জাগবে। ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের সঙ্গে এইসব উপদেশ মিলিয়ে দেখলে যাদের দৃষ্টি খুলে গিয়েছে তারা সত্যের স্বরূপ দেখতে পাবে। প্রকৃত ধর্ম্মের মর্য্যাদা নেই ; বাহ্য অনুষ্ঠান, কোলাহলেই লোক মুগ্ধ হয়ে পড়েছে ; ঋষিদের আদর্শ নিয়ে বার বার চলতে বলা হচ্ছে। ব্যাসদেব ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ, চার যুগে বর্ত্তমান আছেন, ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সবই তাঁর করতলগত, আত্মগোপন করে লোকচক্ষুর অন্তরালে বিচরণ করছেন। এরপর যে অবস্থা লাভ করবে তখন এইসব সত্যের প্রতিমূর্ত্তি ঋষিদেরও সাক্ষাৎভাবে দেখতে পাবে। এই যে ব্যবধান আছে তখন সরে যাবে, ইহকাল পরকাল এক হয়ে যাবে, নামানন্দে ডুবে পূর্ণানন্দ সুখ আস্বাদন হবে।

**৩রা শ্রাবণ (১৭)**

**শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী শ্রীশ্রীযোগমায়া দেবী - মা, এইসব উপদেশ প্রত্যহ পড়ে পড়ে বিচার করে আলোচনা করতে করতে অনেক তত্ত্ব জানতে পারবে। সেইজন্য প্রথমেই বার বার পড়বার কথা বলা হয়েছে, যারা এসব অবজ্ঞা করে গ্রহণ করতে পারল না তারা গুরুকৃপা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।** সত্য উপলব্ধি করতে হলে বিশ্বাস দিয়ে দৃঢ়ভাবে গুরুকৃপা প্রার্থনা করতে হয়, অহংভাবে যে কাজ করা হয়, সেখানে কলির পূর্ণ প্রভাব জানবে। গুরুশক্তি ঘুমিয়ে যাওয়াতে- তারা এই শক্তি অনুভব করতে পারল না ; যার মধ্যে গুরুশক্তি জাগ্রত আছে যে

কোন সাধকের কাছে গেলেই বুঝতে পারবে, তার ওপর আকর্ষণ হবে। কাল যে স্ত্রীলোকটি তোমাকে তুলসী দিলে সে দক্ষিণ দেশীয় একটি মহাপ্রভুর ভক্ত। এইভাবে প্রকৃত ভক্তরা প্রচ্ছন্নভাবে আছে। তোমাদের কাজ তো আর শেষ হয়ে এল, এরপর ভগবল্লীলায় গভীরভাবে ডুবে যে আনন্দ ভোগ করবে তার তুলনা নেই। তোমরা আশীর্ব্বাদ নাও আনন্দ কর। **মহাপ্রভুর আদেশ ও গোঁসাইজীর আদেশ এক জানবে।**

**৪ঠা শ্রাবণ (১৮)**

মা, মহাপ্রভু কলির জীবের উপর কৃপা করে শক্তিপূর্ণ নামব্রহ্ম ও এইসব উপদেশ প্রচার করলেন, ''শ্রীবৃন্দাবনলীলা'' প্রত্যক্ষ দেখিয়ে প্রকাশ করলেন আবার এই''শ্রীপুরুষোত্তমলীলা'' যা কখনও প্রকাশ হয়নি তাও প্রকাশ করবেন। মহাপ্রভু সর্ব্বদাই ভক্তসঙ্গে নিত্যলীলা করছেন, যাঁরা দর্শন করেছেন, কেউ প্রকাশ করেননি। কলির পূর্ণ প্রভাবে সত্যের মর্য্যাদা নেই মিথ্যারই জয় জয়কার হচ্ছে। জীবের পরিণাম দেখে মহাপ্রভু আর স্থির থাকতে না পেরে এসব লীলা উপদেশ সমস্তই প্রকাশ করবেন। প্রকৃত ভক্তরা এইসব সত্য বস্তু গ্রহণ করে তাঁর কৃপা লাভ করবে। অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করতে না পেরে তাঁর কৃপা থেকে বঞ্চিত হবে। ভগবৎ বিশ্বাসীর সর্ব্বত্র জয় হয়।

**৫ই শ্রাবণ (১৯)**

মা, ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের মতই অভ্রান্ত। এখন অনেকে কাল্পনিক ভাব নিয়ে নানা গ্রন্থে নানা কথা প্রকাশ করছে। মহাপ্রভু যে সত্য প্রচার করলেন যদি সবাই নিতে পারতো দেশে আবার সত্য ধর্ম্ম স্থাপন হয়ে নরনারী শান্তি লাভ করতো, কিন্তু কাল প্রতিকূল হওয়ায় কর্ম্মফলে বদ্ধ হওয়ায় নিতে পারল না। কিছুদিন এইভাবে চলতে চলতে ক্রমে সত্য প্রকাশ হবে, একবার যার দৃষ্টি খুলে যাবে, ছুটে এসে গ্রহণ করবে। এখানেও অনেক ধর্ম্ম পিপাসু আছে।

**৬ই শ্রাবণ (২০)**

মা, কাল প্রভাবে মানুষ সত্য বর্জ্জিত হয়ে অধর্ম্মাচরণে রত হয়েছে বা হচ্ছে। গীতাতে ভগবান শ্রীমুখে যে সব উপদেশ দিয়েছেন পড়ে সবাই কিন্তু কজন সেই আদেশ মেনে চলছে ? মহাপ্রভু যে ত্যাগ বৈরাগ্য দেখিয়ে গেলেন, যে ভাবে চলতে আদেশ করলেন তাই বা কজন পালন করতে পারল। তাঁর সময় তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তরা অনুগত হয়ে আদেশ মত চলেছিলেন। তারপর মহাপ্রভু যখন আত্মগোপন করে অন্তর্ধ্যান হয়ে গেলেন ক্রমে ক্রমে অন্তরঙ্গ ভক্তরাও দেহত্যাগ করে চলে গেলেন। সেই ত্যাগ বৈরাগ্য- এখন বৈষব সমাজে দুর্লভ হয়ে উঠেছে, ''তৃণাদপি'' ভাব প্রায় কারও মধ্যেই দেখা যায়না, স্ত্রীপুরুষে মেলা মেশাতে বিষময় ফল ফলছে, সংযম অভাবে লালসা বৃদ্ধি হয়ে নিজেই নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছে। কিছুদিন এইভাবে চলার পর আবার সত্য জেগে উঠবে।

## ৭ই শ্রাবণ (২১)

মা, এখন মানুষ সস্তায় ধর্ম্ম কিনতে চায় ; যে ধর্ম্ম লাভ করার জন্য যুগে যুগে তপস্যা করার প্রয়োজন ছিল, সত্য যুগে ভগবান নিজে নরনারায়ণ ঋষিরূপে তপস্যা করেছিলেন, লোক শিক্ষার জন্যই এসব করেছিলেন। একমাত্র কলির জীবকে কত সহজ পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। মহাপ্রভুদত্ত হরিনাম করেই উদ্ধার হয়ে যাবে। যেভাবে নাম করতে হবে তা নিজে করে আবার অন্তরঙ্গ ভক্তদ্বারা দেখিয়ে গিয়েছেন। তাঁর শিক্ষামত সেইভাব নিয়ে খুব কম লোকই চলছে। এমন মহান উচ্চ আদর্শ মহাপ্রভু দেখিয়ে গেলেন সে তো নিতে পারল না উপরন্তু নানামত, পথ বার করে তাতেই সব ডুবে গেল। এইসব দুর্লভ উপদেশ হাতে পেয়েও কালের প্রচন্ড শাসনে কাল বশবর্ত্তী হয়ে পাঠ করা তো দুরের কথা স্পর্শ করতে পারল না, এমনি ভাগ্যহীন হয়ে পড়েছে। বিশ্বাস-ভক্তি যাদের মধ্যে আছে তাদের ভার সদগুরু গ্রহণ করেন। অহংভাব নিয়ে যারা নিজেকে বড় মনে করে তারা কলির কবলে পড়ে সংসার তাপ ভোগ করবে। বিশ্বাসীরাই ভক্তের স্থান অধিকার করে সময়ে ভগবৎ কৃপা লাভ করবে।

## ৮ই শ্রাবণ (২২)

মা, হরিহর যারা ভেদ করে তারা পাপে মগ্ন হয়ে অপরাধের সৃষ্টি করে। জগবন্ধুকে কেউ চিনতে পারেনি, তবে সে সময় তাঁকে বন্ধুভাবে যারা দেখেছিল শ্রদ্ধাসহকারে সৌহৃদ্য স্থাপন করেছিল তাদের হরিহর ভেদের অপরাধ হয়নি তারা সদগুরুর আশীর্ব্বাদই পেয়েছে ; সেসব শিষ্যরা গুরুকৃপা লাভ করে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ করবার অধিকার পেয়েছে। **হিংসাবশতঃ যারা বিদ্বেষ ভাবে জগবন্ধুকে অবজ্ঞা করেছিল বা করছে তাদের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে বা হবে।** সাধন ভজন করে যদি মনের কালিমা দুর না হয়, তা হলে জানতে হবে ঠিকমত সাধন করা হচ্ছে না। যতক্ষন ষড়রিপুর বশে থাকবে, বাসনা কামনা ততক্ষণ সমান আধিপত্য করবে, তাদের গুরুকৃপা লাভ করতে বহু বিলম্ব। যারা কিছু না করে সরল ভাবে ভগবৎ বিশ্বাসী হয়ে, শাস্ত্র-সদাচার মান্য করে চলে, মহতের সম্মান দেয়, সাধন না পেলেও সময়ে তারা ভগবৎ কৃপায় সদগুরু লাভ করার অধিকারী হবে। কিন্তু সদগুরুর কাছে সাধন পেয়ে আদেশ পালনে অবহেলা করে সাধনের কোন তত্ত্বই উপলব্ধি করতে পারল না, তাদের পরিণাম শোচনীয়। শেষ জন্মে নানা শাস্তি ভোগ করিয়ে তবে সংশোধন করে নেবেন। **যমদন্ড অপেক্ষা সদগুরুর শাস্তি আরও কঠিন, খুব সাবধান হয়ে সর্ব্বদা দীনভাবে গুরুকৃপা প্রার্থনা করতে হবে। অহংভাবই পতনের মূল, আমিত্ব ত্যাগ করে দীনতা গ্রহণ করলে তার কৃপা পাবে।**

## ১০ই শ্রাবণ (২৩)

গুরুপ্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব , তবে ভক্ত তাঁকে যেভাবে প্রাণের মাঝে পেতে চায় সেইভাবেই তিনি প্রকাশ হন। যখন ভক্ত ভগবানে মিলন হয় তখন আর ভেদ থাকেনা সব পরিপূর্ণ হয়ে যায়। গোপীপ্রেমের যে রস মহাপ্রভু আস্বাদন করে দেখিয়ে গিয়েছেন, তার তুলনা নেই। রাধাপ্রেমের মহিমা বেদের অগোচর, এই সংশয় কবি জয়দেবেরও এসেছিল। তিনি নিজে কিছুতেই যখন লিখতে পারলেন না, তখন শ্রীকৃষ্ণ জয়দেবের রূপ ধরে এসে রাধাকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা নিজের হাতে লিখে দিয়ে গেলেন। এক করে নিতে হবে, তাঁর অনন্ত লীলা, কখনও গুরুরূপে সাধক হৃদয়ে বাস করেন আবার যখন লীলা করেন নানারূপে, নানাভাবে ভক্তের সঙ্গে খেলা করেন। রাধাপ্রেমরসই মহাপ্রভু আস্বাদন করেছিলেন। মধুর ভাব যখন উদয় হয়, সাধক জীবনের পরমতত্ত্ব লাভ হয়। পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ হয়ে যখন দৃষ্টি খুলে যায় কোন ভেদজ্ঞান থাকেনা। সদগুরু তখন সর্ব্বদাই প্রাণের মাঝে সৎ চিৎ আনন্দরূপে দেখা দেন, সেই প্রেমরসে ভক্ত ডুবে পূর্ণ আনন্দ সম্ভোগ করে। **পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি যা সদগুরু দিয়ে গিয়েছেন-**

**গুরুপ্রেমরস তারই নামান্তর। গুরু মধুর ভাবের শ্রেষ্ঠ উপাস্য । গোপী অনুগত হয়ে গুরুকৃপা প্রার্থনা করলে সত্যস্বরূপ দেখতে পাবে, এক করে নিতে পারলে সংশয় ছিন্ন হয়ে যাবে। গুরুর স্থান সর্ব্বোপরি, ব্রজমাধুর্য্য, রস আস্বাদন করতে হলে তাঁকে কান্তভাবে উপাসনা করতে হবে। সেইভাব যখন আসবে, তখন গুরুপ্রেম ভক্তিরসে ডুবে যাবে।**

**১১ই শ্রাবণ (২৪)**

মা, পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি যে কি তার সারমর্ম্ম ধরে নিতে পারেনি। গোপীপ্রেম আস্বাদন করার জন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়ে রাধাভাবকান্তি ধারণ করে প্রেমরসে ডুবে থাকতেন। **রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বেরও উপরে গৌরাঙ্গ তত্ত্বের স্থান দেওয়া হয়েছে, আবার তিনিই সদগুরুরূপে এসে শক্তিপূর্ণ অমূল্য নাম বিতরণ করলেন, যে নাম জপ করলে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ হয়। জীবকে সেই অমূল্য সম্পদের অধিকারী হবার পথ দেখিয়ে দিলেন। শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম জপ করা, আর তাঁর আদেশ পালন করা, এই উপদেশ দিলেন।** অনেকেই এই প্রকৃত মর্ম্ম বুঝতে পারল না। **গোপীপ্রেমই গুরুপ্রেম, ভেদজ্ঞান করতে নেই।** এসব তাঁর লীলা, বুঝা কঠিন। গুরুকৃপাতে যখন দৃষ্টি খুলে যাবে তখন সমস্তই প্রকাশ হবে, সাধক তাঁর অনন্ত বিভূতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাবে।

**১২ই শ্রাবণ (২৫)**

এই যে সত্য প্রচার করা হল, কাল প্রভাবে যে সত্য লুপ্ত হয়ে গিয়েছে বা যাচ্ছে এখনও যদি কপটতা ত্যাগ করে সত্যাশ্রয়ী হয়, সত্যের সন্ধান পাবে। মিথ্যার আবরণ অপসরণ হবে। গুরু আদেশ পালন ও নাম জপ করতে করতে সমস্ত বুঝতে পারবে। সরলতা চাই, ভিতর বাহির এক করতে হবে ; সরল বিশ্বাসীরা ক্রমে সত্য পথের সন্ধান পাবে কিন্তু যারা লোকদেখান মর্কটবৈরাগ্য করে তাদের কৃপা লাভ করা অসম্ভব। যতক্ষণ না সমস্ত রিপু বশ হয়, পতন হতে সময় লাগেনা। খুব সাবধানে বিচার করে কাজ করতে হয়। এইজন্য শাস্ত্রে সঙ্গদোষের নিন্দা করেছে। **সৎসঙ্গ যেখানে দুর্লভ সেখানে একা থাকা নিরাপদ।** শ্রীমৎভাগবতে এ সম্বন্ধে কুমারীর কঙ্কনের কথা উপদেশছলে বর্ণনা আছে। কাল যে গোপীপ্রেমের কথা বলেছি, এ সবই পরে প্রকাশ হবে। **সদগুরু স্বয়ং ভগবান, তিনি সেই গোপীপদপল্লব মস্তকে ধারণ করে গোপীপ্রেমের শ্রেষ্ঠতা দেখিয়ে গিয়েছেন, এই ভাবই সাধকের চরম ভাব।** প্রাণের আকাঙ্খা যখন প্রবল হয় তখন তাকে বাধা দেওয়া যায় না, সে ভগবৎ ইচ্ছাতেই হয়, হিসাব করে ভগবৎ সেবা করতে নেই। কোন দেব মন্দিরেই আর প্রাণঢালা সেবা নেই, সব নিজ মনমত করে চালাচ্ছে ।

১৩ই শ্রাবণ (২৬)

অন্য সব যুগে কিভাবে জীবনযাপন করতে হবে নিয়ম বাঁধা ছিল। কলিযুগ শৃঙ্খলাবিহীন ; যার যা অভিরুচি সে সেইভাবেই চলছে। ভগবৎ নিয়ম অনুসারে খুব কম লোকই চলে। কলিযুগ দোষে ভরা হলেও একটা বিশেষ গুণ আছে। নিষ্কাম উপাসনা কলিতেই জীবের জন্য ভগবান শ্রীমুখে গীতাতে রাজ-যোগে বর্ণনা করে গিয়েছেন। আর একটা প্রধান গুণ ভগবান অবতার গ্রহণ করে জীবকে মোক্ষের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি কলিযুগ ছাড়া কোন যুগে কেউ পায়নি। অন্য সব যুগে যে যা তপস্যা করেছে সবই সকাম উপাসনা, **কলিতে মহাপ্রভু যে বস্তু দিয়ে গেলেন নিজেকে দীনহীন কাঙাল করে, ভগবৎ চরণে সমস্ত অর্পণ করে তাঁর নামযজ্ঞে দীক্ষিত হতে হবে। নিজের বলে কিছু থাকবে না।** কলির জীবকে এই পথ দেখিয়ে গিয়েছেন, যা মহাপ্রভু নিজে আচরণ করেছিলেন। সুখ-সম্পদের মধ্য দিয়ে এ পথে গেলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। ত্যাগ বৈরাগ্য চাই, মহাপ্রভুর নির্দ্দেশমত চলতে হবে তবে নামের ফল পাবে।

**১৪ই শ্রাবণ (২৭)**

**মা, চিন্তা উদ্বেগ ভোগ করা দেহের ধর্ম্ম, নামে মগ্ন থাকাই শ্রেয়ঃ। যখন যে অবস্থার মধ্যে চলতে হয় ভগবৎ বিধান অনুসারেই হয়। নানাভাবে পরীক্ষা আসে, স্থিরভাবে ভগবৎ আদেশ লক্ষ্য করে চলতে হবে, বিচলিত হতে নেই। সুখ-দুঃখ সমজ্ঞান করে নিতে হবে। শুভাশুভ বিচারের ভার তাঁর উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে হয়। যখন সদগুরুর কৃপালাভ করবার সময় হয় তখন যেসব পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে চলতে হবে তার পক্ষে মঙ্গলজনক। অনিত্য বিষয়ে মগ্ন আর অহংভাব এ দুটি ধর্ম্ম পথের প্রধান অন্তরায়। যখন সদগুরু আত্মসাৎ করেন এসব নষ্ট করে বিশুদ্ধ করে নেন ; তাঁর পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হতে পারে সেই জয়লাভ করে।** সবাই কি পারে ? গুরুকৃপা প্রার্থনা করতে হয়, মহাপ্রভু প্রকট অবস্থায় তাঁর ভক্তদের নির্ভরতার যে আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন তা অতুলনীয়।

**১৮ই শ্রাবণ (২৮)**

**মা, যাদের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা প্রবল, সমস্যা সমাধান করতে অপারগ সেইসব ধর্ম্মার্থীরা নিজেই আসবে। তারা এইসব উপদেশ সাদরে গ্রহণ করে কৃতার্থ হবে।** কাল প্রতিকূল হলেও স্থান বিশেষে ধর্ম্ম এখনও জাগ্রত আছে। মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যে গিয়েছিলেন সেই সময় অনেক দক্ষিণবাসী তাঁর ভক্ত হয়েছিল, দীক্ষা না পেলেও তারা মহাপ্রভুকে উপদেষ্টা মনে করে তাঁরই আদেশ পালন করে চলেছিল, মহাপ্রভু তাঁদের নামব্রহ্ম জপ করার আদেশ দিয়েছিলেন, সেইসময়ের অনেক ভক্ত সদগুরুদত্ত সাধন পেয়ে তাঁর কৃপালাভ করেছিল। মহাপ্রভুর সময়ে যারা তাঁকে দেখেছিল, তাঁর কীর্ত্তন শুনেছিল, তারা সদগুরুদত্ত সাধন পেয়েছিল, পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ করেছিল। তাদের মধ্যে এখনও কেউ কেউ সাধনে মগ্ন আছে। ক্রমে সব জানতে পারবে।

**১৯শে শ্রাবণ (২৯)**

মা, সব সত্যই ক্রমে প্রকাশ হবে, ধরে থাকতে হয় ছেড়ে দিলেই পথ ভুল হয়ে যায়। গুরুপ্রেম গোপীপ্রেমে যে কোন ভেদ নেই সত্য ধরে থাকায় এই বিশ্বাস দৃঢ় হল ; সবাই পারে না।......কে এই সাধনের কথা, মূল উদ্দেশ্য কি বুঝিয়ে দেবে। মন নির্ম্মল সরল বিশ্বাসী , ছেলেটাও ধর্ম্মের দ্বারা চালিত হয়ে ভবিষ্যতে সদগুরুর কৃপালাভ করবে।......র পূর্ব্বজন্মের কথা আমি জগবন্ধুর দ্বারা কিছু প্রকাশ করেছিলাম, মহাপ্রভুর সময়ে তাঁর একজন ভক্ত ছিল, দেবমায়াতে পড়ে ঐশ্বর্য্য ভোগ বাসনা জাগে। সবই মহাপ্রভুর খেলা, সেই বৈরাগ্য পরায়ণ ভক্তকে পরীক্ষায় ফেললেন। সে যখন বুঝতে পারল, অনুতাপে দগ্ধ হয়ে, মহাপ্রভুর চরণে পড়ে কাতরে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগল। মহাপ্রভু বললেন জন্ম গ্রহণ করতে হবে, তবে আসক্তিহীন হয়ে সংসার ধর্ম্ম করবে। সদগুরুর কৃপা লাভ করবে কোন বন্ধনে পড়বে না, যা প্রাণে বাসনা হয়েছে সে সবই পাবে। ভোগ শেষ হলে তখন সত্যের স্বরূপ দেখে পরম শান্তিলাভ করবে। বাসনা কামনা যতক্ষণ থাকে তার বশে মানুষকেও চলতে হয়, যারা অনাসক্তভাবে সংসার করে তারা কোন কিছুতেই বদ্ধ হয় না।

**২১শে শ্রাবণ (৩০)**

মা, কাল আশ্রমে গিয়ে যখন তোমার গুরুশক্তি প্রবল হয়ে উঠেছিল আমি টেনে রাখলাম, যা দেখেছ লিখে রাখ।

আমি - সমাধি দর্শন করছিলাম, আপনাকে ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে বসা দেখলাম উজ্জ্বল জ্যোতিঃ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, **আমার দীক্ষার পর থেকেই যে জ্যোতিঃ দর্শন হয় সেই**

**জ্যোতিঃ আপনাদের চরণে যেয়ে আবদ্ধ হল, তখন ভিতরে একটা আনন্দের স্রোত বইতে লাগল ; এত জোরে নাম চলতে লাগল কিছুতেই থামাতে পারলাম না, তখন আপনার কৃপা প্রার্থনা করলাম। খুব আনন্দ পেয়ে এসেছি।**

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - **মা, এই যে গুরুদত্ত শক্তি এরই নাম ব্রহ্মশক্তি যখন ভগবৎ দর্শন হয় সেই শক্তি জাগে মন ইষ্টপদে সন্নিবেশ হয়, সেই হলে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের মিলন হয়। গুরুদত্ত শক্তি যখন প্রকাশ হয় তখন স্থির থাকা কঠিন, গুরুকৃপা ছাড়া সে শক্তির বেগ সম্বরণ করা যায় না, সেজন্য আমি টেনে রাখলাম। এবার যে আনন্দে ডুবে থাকবে তার একটু আভাস দিলাম, দেহ ধারণের এই চরম অবস্থা লাভ করে, কিছুদিন আনন্দ সম্ভোগ করে আমাদের কাছে চলে আসবে।**

**২২শে শ্রাবণ (৩১)**

**মা, যোগমায়ার কৃপা ছাড়া ভগবৎ লাভ হয়না। মহামায়ারূপে জীবকে বদ্ধ করে রেখেছেন। যোগমায়া সেই মায়াজাল ছিন্ন করে পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন করে দেন, আত্মায় পরমাত্মায় যোগ করেন বলেই তাঁর নাম যোগমায়া।** শ্রীবৃন্দাবনলীলায় তিনিই পৌর্ণমাসী নামে প্রকাশিত হয়েছিলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন তাঁর দ্বারাই সম্পন্ন হয়। শ্রীবৃন্দাবনে তোমাকে কৃপা করে যোগমায়া দর্শন দিয়ে নির্জনে ভজন করতে উপদেশ দেন তাঁর আদেশমত চলে রাধারাণীর কৃপা লাভ করেছ। **যখনই যে লীলা করা হয় যোগমায়াকে আশ্রয় করেই করতে হয়। তখন তাঁর কৃপায় পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রাধাকৃষ্ণ লীলা দর্শন ও লীলারস আস্বাদন করবার অধিকার লাভ করে। সেই অখিল লীলারসে পরিপূর্ণ হয়ে আনন্দে ডুবে যায়, তখন আর কিছু অপ্রাপ্য থাকে না। দূর নিকট ব্যবধান সব সমান হয়ে যায় সুখ-দুঃখ কিছুতেই আর বিচলিত হতে হয় না।লোকে এই অবস্থা চায় না কি করে পাবে? এইসব অমূল্য উপদেশ দেওয়া হল, সাধনের বাইরের লোক আগ্রহ করে কেউ কেউ নেবে, কিন্তু সদগুরুর সাধন যারা পেয়েছে অভিমান পূর্ণ হয়ে নিতে পারল না। চেষ্টা থাকলে একজন্মেই কৃপা লাভ করতে পারে ; অহংবশে পারছে না ; রিপু বশ না হলে তাদের অধীনেই জীবন যাপন করতে হয়। প্রভুর স্থানে দাস হয়ে তাদের সেবা করতে করতে জীবন শেষ হয়ে যায়। একটা জন্ম এইভাবেই বৃথা নষ্ট হয়।** সদগুরুদত্ত আদেশ পালন করে চললে তাঁর কৃপায় সমস্ত রিপু বশ হয়। মন স্থির না হলে কি করে কৃপালাভ হবে ? **মনস্থির করার উপায় শ্বাস-প্রশ্বাসে গুরুদত্ত নাম জপকরা আর নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকা।** দলের মধ্যে থাকলেও নিজেকে পৃথক রাখা, কুসঙ্গ বিষবৎ পরিহার করে চলতে হয়, চেষ্টা চাই।

**২৩শে শ্রাবণ (৩২)**

মা, ধর্ম্মলাভ করতে হলে নিয়মমত চলতে হয়। মহাপ্রভু যখন জীবের মুক্তির জন্য হরিনাম মহামন্ত্র প্রচার করলেন, প্রথমে নরনারীকে সংখ্যা রেখে নাম করতে আদেশ করেছিলেন, আর উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন প্রচার করলেন-স্থাবর জঙ্গম, পশু, পক্ষী, বৃক্ষলতা নাম শ্রবণ করে উদ্ধার হবে বলে। তখন শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ সাধারণের মধ্যে গোপন রাখলেন। কলির তারকব্রহ্ম হরেকৃষ্ণ নাম আর নামব্রহ্ম নাম- এই মন্ত্রই মহাপ্রভু দিয়েছিলেন আবার সদগুরুরূপে এসে সেই সব প্রার্থীদের বাসনা পূর্ণ করেছিলেন। **করে, মালায় জপ প্রথম স্তরের জন্য। সদগুরুদত্ত নাম শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ এই হল পঞ্চম পুরুষার্থ-প্রেমভক্তি লাভ করার একমাত্র উপায়।** ভগবানকে লাভ করতে হলে যোগী ঋষিদের মত অনুযায়ী চলতে হবে। যে পথে গিয়ে তাঁরা সেই সচ্চিদানন্দময়ের দর্শন পেয়েছেন, কলিহত জীবকে সেই পথের সন্ধান সদগুরুই দিয়ে গিয়েছেন। **শ্বাস-প্রশ্বাসে জপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কঠিন হলেও গুরুকৃপায় সহজ হয়ে যায়।** মহাপ্রভুদত্ত তারকব্রহ্ম নাম কতকলোক পেলে কতক লোক নামব্রহ্ম পেলে, তারাই আবার জন্মান্তরে সদগুরুদত্ত সাধন

পেয়েছে। হরেকৃষ্ণ নাম জপ করতে করতে নামব্রহ্ম পাবার অধিকার হয়, তারপর সদগুরু কৃপা করে সাধন দেন।

**২৪শে শ্রাবণ (৩৩)**

মা, যখন মন নির্ম্মল হয়, যে স্থানে ভগবৎ লীলা হয় সেখানে গেলেই সাধক আনন্দ অনুভব করে, প্রাণে অনুভূতি জাগে। যতক্ষণ ষড়রিপুর বশে থাকে নিজের কোন স্বাধীনতা থাকে না, রিপু সকল নিজ নিজ ইচ্ছা অনুসারে জীবকে চালনা করে, সত্য পদার্থ জানতে দেয় না। যন্ত্র চালিতের মত-তাদের অনুগত হয়ে ভোগ-বিলাসে রত হয়। মানুষের মধ্যে যে শক্তি দিয়েছেন যার নাম ইচ্ছাশক্তি, চেষ্টা করে সেই শক্তিকে সৎকাজে নিয়োগ করতে হয়। এই শক্তি চালনা করে কেউ মুক্ত হচ্ছে কেউ কর্ম্মফলে বদ্ধ হচ্ছে। হরেকৃষ্ণ তারকব্রহ্ম নাম মহাপ্রভু জীবকে দিয়েছিলেন ক্ষেত্র তৈরী করার জন্য। নামরূপ মহাযজ্ঞে, নামগুণে পাপী তাপী সংসারবদ্ধ নরনারীকে পুড়িয়ে বিশুদ্ধ করে হরিনাম মহামন্ত্র দান করেছিলেন। কতক লোক নিতে পারল না সরে গেল, তারা কলির অনুগত হয়ে ভোগেই বদ্ধ হল। **এই যেমন এত উপদেশ দেওয়া হল নিতে পারছেনা পরশমণির স্পর্শে লোহা সোনা হয়ে যেতো, অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর দেহ ভগবৎ শক্তিতে সার্থক হত।** ভাগ্যহীনরা স্পর্শ করতে পারল না। ত্যাগ বৈরাগ্য যা মহাপ্রভু দেখিয়ে গিয়েছেন, গীতাতেও ভগবান শ্রীমুখে যে অমৃতময় বাণী দিয়ে গিয়েছেন ধরে নিতে কজন পেরেছে ?

**২৫শে শ্রাবণ (৩৪)**

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু - মা ,''উপদেশামৃত''তে, ''শ্রীবৃন্দাবনলীলা''তে আর ''শ্রীপুরুষোত্তমলীলা''তে যে সত্য প্রকাশ করা হল, সময় অনুকূল হলে তখন বহু লোক পাবার জন্য ব্যাকুল হবে। কাল প্রভাবে সত্য অনুভবের শক্তি লোপ পাচ্ছে। মনগড়া কল্পনারচিত নানারূপ বাণী লোকের চিত্ত আকর্ষণ করছে, খাঁটি সত্য যেখানে, লোকের দৃষ্টি পড়েনা, মিথ্যা তার প্রভাব বিস্তার করে লোককে তার মনোরঞ্জন করছে সেইখানেই সব ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এখন নকল কারবার করে লোক ঠকিয়ে সব ধনশালী হচ্ছে। যারা সত্যপথ ধরে আছে, তাদের কষ্টে দিন কাটছে। এসব অনিত্য সম্পদ দেহ নাশের সঙ্গেই শেষ হবে, সত্যপরায়ণরা ধর্ম্মের দ্বারা রক্ষিত হবে, অধার্ম্মিকেরা সংসারের মধ্যে যম যাতনা ভোগ করবে। **এইসব উপদেশ যা দেওয়া হল ঘরে ঘরে যদি সবাই নিতে পারতো তমোগুণ নষ্ট হয়ে সত্যের আলো দেখতে পেতো ; হেলা করে এই সম্পদ থেকে সব বঞ্চিত হল।** শ্রীশ্রীগোঁসাইজী এখনও কত স্থানে, গোপন ভাবে কত লোককে কৃপা করছেন। বাংলা দেশের লোক মর্য্যাদা দিতে পারল না, অন্য স্থানে যারা পাচ্ছে তারা কাঙালের ধন লাভের মত হৃদয়ে ধারণ করছে। দুর্নীতি, অনাচার প্রভৃতি যা কিছু ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কাজ বাংলাতেই বেশী হচ্ছে। নিজেদের ঘরের জিনিস হাতের কাছে পেয়েও ধরে নিতে পারল না। বাংলার দুর্ভাগ্য।

**শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, এইসব উপদেশ প্রত্যাখ্যান করাতে মহাপ্রভু জীবের দুঃখে কাতর হয়ে পড়েছেন। এই তাঁর শেষ দান।**

**২৬শে শ্রাবণ (৩৫)**

মা, সাধারণ লোকের মধ্যে যে শ্রদ্ধা বিশ্বাস আছে, সাধন প্রাপ্তদের মধ্যে অনেকে সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। **উপদেশ দেবার সময় কি বলা হয়েছিল, শাস্ত্র-সদাচার মান্য করে চলবে, শাস্ত্রের সঙ্গে যা মিলবে না বিষবৎ ত্যাগ করবে। এই ''উপদেশামৃত''তে যেসব উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এখনও হচ্ছে, শাস্ত্র ছাড়া একটি বাণীও দেওয়া হয়নি। ''গুরু শিষ্য সংবাদ'' খানি শাস্ত্র সম্মত, অকাট্য প্রমাণ যুক্তি দ্বারা লেখা- জগবন্ধুর তপস্যালব্ধ অমূল্য রত্ন ।**

**এইসব গ্রন্থ ভক্তিমার্গের- জীবের জন্য মহাপ্রভুর অযাচিত দান। বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে যারা গ্রহণ করতে পারল না তারা ভাগ্যহীন।**

**গুরু যখন আত্মসাৎ করেন এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় করতে দেন না। সব রকমেই রিক্ত হয়ে গুরুকৃপা সম্বল করে পড়ে থাকতে হয়, যা প্রয়োজন যোগাড় হয়ে যাবে। যতদিন না নিঃস্ব হয় একটু আটকে থাকে।** সময় অনুকূল হলে সমস্তই নিজ থেকে সর্প নির্ম্মোকের ন্যায় খসে পড়ে।

**২৭শে শ্রাবণ (৩৬)**

মা, যত দেখছো সব সকাম উপাসক, নিষ্কাম উপাসক অতি বিরল। প্রত্যেকেই এখন গীতা পাঠ করে কিন্তু অর্থ বুঝে না, চেষ্টাও নেই। ধর্ম্মপথের রাস্তায় চলা ত্যাগ বৈরাগ্যের মধ্য দিয়ে ; মহাজনেরা, ভগবান, অবতার গ্রহণ করে সেই ত্যাগের মহান আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন। যে যা ধর্ম্ম করছে মন সংসারে আসক্ত। এইসব উপদেশ পড়লে শক্তি থাকায় পথের সন্ধান পেত, অনিত্য সংসার মায়াতে বদ্ধ হয়ে তাতেই ডুবে রইলো, কালের বশে চিনতে পারল না।

**২৮শে শ্রাবণ (৩৭)**

মা, কলির জীব কর্ম্ম অনুযায়ী ফল লাভ করছে। যদি কেউ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয় কাল প্রভাবে বাধা পায়, শক্তিপূর্ণ নাম ধরে থাকলে পতন হয় না। চারিদিকে ধর্ম্মের নামে যে সব ব্যবসা খুলেছে বা খুলছে, ধর্ম্মার্থীদের খুব সাবধানে বিচার করে সে সব স্থানে মিশতে হয়। শাস্ত্রসম্মত না হলে জানতে হবে সে সব নকল, আসল কিছুই নেই।

**২৯শে শ্রাবণ (৩৮)**

**মা, ব্রজভাবের একটি ভাব নিয়ে সদগুরুদত্ত শক্তিপূর্ণ নাম সাধন করলে শুষ্কতা থাকে না। গোপী অনুগত হয়ে নাম করতে হয়, ক্রমে নামের মধুরতা উপলব্ধি করে। সদগুরু যে শক্তিপূর্ণ সিদ্ধ নাম সাধক হৃদয়ে রোপন করেন তাকে প্রেমবারি দিয়ে জাগিয়ে রাখতে হয়,** সেই যে প্রেম সেই হল মধুর রস। তাঁর মতন আপন কেউ নয় ; শ্রীবৃন্দাবন লীলাতে যখন মহারাস করেছিলেন তখনও গোপীদের কত পরীক্ষা করে তবে গ্রহণ করেছিলেন। **তিনি যখন যাকে আত্মসাৎ করেন নানাভাবে পরীক্ষা করেন। সকলের উপর একরকম নয়, আধার অনুযায়ী ব্যবস্থা করেন। সম্পদের মধ্যে ডুবে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায় না।** গোপিনীরা সুখ ঐশ্বর্য্যর মধ্যে তাঁর দেখা পায়নি, সমস্তই ত্যাগ করেছিল। রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণ প্রেম কি করে লাভ করতে হয় নিজের জীবনে দেখিয়ে সেই শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, তাঁকে পাবার জন্য কি ভাবে তাঁর উপাসনা করতে হবে, কেমন করে আপন করে নিতে হবে সবই সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন, আবার তাঁর বিরহে কিভাবে জীবন অতিবাহিত করতে হয় তাও নিজে দেখিয়েছেন। রাধারাণী কি শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া থাকেন? লোকশিক্ষার জন্য এইসব লীলা দেখিয়েছেন। কৃষ্ণ প্রেম কত সাধনার ধন, কত দুর্লভ, কতখানি প্রাণ ঢালতে পারলে তবে এই প্রেমরস কিঞ্চিত আস্বাদন হয়। **নাম তো সদগুরু দিয়েছেন, কিন্তু সাধককে সাধন দ্বারা জাগিয়ে রাখতে হবে। নিজেকে ভুলে যেতে হবে তবে মধুরের স্বাদ পাবে-কিছুই যারা করবে না আনন্দ পাবে কি করে !** সেই প্রেমময়ী রাধারাণী ছাড়া কেউ আনন্দ পেতে পারে না। **কৃষ্ণপ্রেমে ডুবতে হলে মহাপ্রভুর আদর্শ মেনে চলতে হবে। মন প্রাণ দেহ সবই ভগবৎ উদ্দেশ্যে সমর্পণ করতে হবে। ত্যাগ আর বৈরাগ্য এই দুটি অবলম্বন করে গুরুদত্ত নামের কৃপাতে সেই চিরসুন্দরের সন্ধান পাবে। প্রাণ ঢালতে হবে, দুঃখের মধ্যেই পথের সন্ধান মিলবে। ভোগে ডুবে থাকলে বহু বিলম্ব হবে।**

**৩০শে শ্রাবণ (৩৯)**

মা, ভগবৎ কৃপায় যখন আবরণ সরে যায় তখন সব সত্যই দৃষ্টি পথে পড়ে। কাল কুল খাওয়া কেমন দেখলে ?

আমি - কখন দেখিনি, দেখবার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল। যখন শুনলাম সকাল সকাল হবে বসে রইলাম, ক্রমে রাত এগারটা হল রাম কৃষ্ণ দোলায় উঠলেন, একজন গুহক চন্ডালের মা কিরাতিনী সাজল, কুল বিক্রয় করতে এসেছে, রামকৃষ্ণ সেই কুল খাচ্ছিলেন, এসব সিংহদরজা দিয়ে লক্ষীবাজারে যাবার পথে হতে লাগল। দেখতে দেখতে শ্রীবৃন্দাবনের দৃশ্য চোখে ভেসে উঠল, দুপুরবেলা ফল বিক্রয় করতে এসেছে, কৃষ্ণ বলরাম ছোট শিশুরূপে ছুটে যেয়ে হাত পেতে চাইলো, ফলওয়ালী কৃষ্ণ বলরামকে কোলে করে ফল হাতে দিয়ে ফলের ঝুড়ি নামিয়ে রেখে চলে গেল। কি সুন্দর অপূর্ব্ব দৃশ্য, প্রিয় দর্শন ছেলে দুটি, একটি নীল বর্ণ আর একটি শ্বেত বর্ণ। সেই ফলের ঝুড়িটি তুলবার জন্য কৃষ্ণ বলরামকে বলল- দাদা ধর, তখন সেই ফলের ঝুড়িটি দুজনে ধরাধরি করে অতিকষ্টে ঝুঁকতে ঝুঁকতে নিয়ে যাচ্ছে, ছেলে দুটিকে দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গিয়েছি। একজন পূজারী যখন কুল প্রসাদ দিল তখন চমক ভেঙ্গে গেল। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন সব জিনিসের মধ্যেই গুরুকৃপায় তাঁর স্বরূপ দর্শন হচ্ছে।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - শ্রীবৃন্দাবনে মধুরভাবের উপাসিকা হয়ে রাধাকৃষ্ণের মিলন লীলা দেখেছিলে, বাল্যলীলা দেখনি, যখন মধুরে প্রবেশ করার অধিকার হয় তখন বাৎসল্য লীলা দেখার প্রয়োজন হয়না। রাধাকৃষ্ণ লীলারসে ডুবে প্রেম লীলাই দেখেছ। রাধাতত্ত্ব অতি গূঢ় তত্ত্ব, রাধারাণীর কৃপা ছাড়া অনুভব হয়না। এবার দ্বাদশীর দিন আশ্রমে যেয়ে প্রসাদ পেও, সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আমি - ঘরে যে জগবন্ধুর সেবা রয়েছে কি করবো ?

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - ফল, মিষ্টিভোগ দিয়ে যেও। এবার যে অবস্থা লাভ করবে যুগে যুগে তপস্যা করেও কেউ সে অবস্থা লাভ করেনা, গুরুকৃপা করে যাকে দেন সেই পায়।

**৩১শে শ্রাবণ (৪০)**

মা, ''শ্রীপুরুষোত্তম লীলা''র নিবেদন.......কে লিখে দিতে বলো - শ্রীশ্রীমন মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর ইচ্ছাতে তাঁদের আদেশে প্রকাশ করতে হল।

আমি - ''শ্রীপুরুষোত্তম লীলা''তে যেসব অলৌকিক লীলা দর্শন করিয়েছেন, অবিশ্বাসী যুগে লোকে উপহাস করে উড়িয়ে দেবে। আপনাদের এই অমূল্য উপদেশ বা যেসব লীলা দেখালেন এর কোন মর্য্যাদা দেবে না।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, তপস্যালব্ধ সৌভাগ্য না থাকলে ভগবৎ তত্ত্ব উপলব্ধি হয়না, কলির জীব মোহে বদ্ধ হয়ে ডুবে আছে। **এসব সত্য প্রকাশ করা বিশেষ প্রয়োজন, মহাপ্রভুর ইচ্ছায় প্রকাশ হচ্ছে, একজনও যদি বিশ্বাস করে গ্রহণ করে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে। সত্যের বীজ রোপন করা হল, যারা মহাপ্রভুর ইচ্ছায় এই সত্য ধরে নেবে তারাই অমৃত ফলের স্বাদ পাবে।** অবিশ্বাসীর কাছে আবার এই অমৃতই বিষ হয়ে তাদের প্রাণে জ্বালা বর্ষণ করবে। ভাগ্যানুসারে ফলাফল লাভ হবে। ধর্ম্মের গতি সূক্ষ্ম, ধীরে ধীরে তার কাজ আরম্ভ হয়। কুরুসভায় যখন দুষ্ট দুঃশাসন দ্রুপদনন্দনী কৃষ্ণার বস্ত্র হরণ করে, ভীষ্মদেব দ্রৌপদীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,''মা, ধর্ম্মের গতি বুঝতে পারলাম না, স্বয়ং ধর্ম্ম যেখানে বর্ত্তমান সেখানে এই দুর্নীতির কোনই প্রতিকার হচ্ছে না, এই পরম আশ্চর্য্যজনক কার্য্যের কিছুই নির্ণয় করতে পারলাম না।'' কালে সেই অধার্ম্মিকেরা সমূলে ধ্বংস হয়ে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন হয়েছিল। এসব কাজে অপেক্ষা করে থাকতে হয়, দ্রৌপদীর অপমানে ধ্বংসের বীজ রোপন হয়েছিল, তখনই তো ধ্বংস করতে পারতেন, কিন্তু সবই নিয়মের বশীভূত হয়ে করতে হয়। এইসব সত্য অবহেলা

করার ফল ভোগ করতেই হবে।

**১লা ভাদ্র (৪১)**

**মা, মল, মূত্র, শুক্র, শোনিত পূর্ণ অনিত্য দেহ, তার সাফল্য ষড়রিপুকে বশীভূত করে একমাত্র ভগবৎ উদ্দেশ্যে তাকে নিয়োগ করা।** সকাম কর্ম্মে কর্ম্ম বৃদ্ধি হয়ে বদ্ধ হচ্ছে, নিষ্কাম কর্ম্মে কর্ম্মক্ষয় হয়ে সত্যপথ দেখতে পায়। **সত্যপথ দেখাবার প্রকৃত আচার্য্যের অভাব, স্বার্থপরতন্ত্র হয়ে প্রায় অধিকাংশ স্থলে মেকী চালাচ্ছে।** কালবশে সত্যকে গোপন করে ফেলেছে, মহাপ্রভুর সেই কঠোর বৈরাগ্যপূর্ণ মহান আদর্শকে চাপা দিয়ে নিজেদের মনমত প্রচার করছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে স্ত্রী-পুরুষে কোন ব্যবধান নেই, তার বিষময় ফল চারিদিকে ব্যাপ্ত হচ্ছে। কুশিক্ষায় অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোকের বেশী পতন হচ্ছে। তখন যে পারিবারিক নিয়ম ছিল, এমনভাবে শৃঙ্খলা ছিল, সমাজের বন্ধনের মধ্যে থাকতে হত, তাতে নীতি রক্ষা হত, এখন স্ত্রী স্বাধীনতা পেয়ে কোনকিছুই মেনে চলেন, **প্রত্যেক সম্প্রদায়ের গুরুদের সে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত, স্ত্রী-পুরুষে যাতে মেশামেশি না হয়।** সমাজের শৃঙ্খলা যাতে রক্ষা হয় সে সম্বন্ধে তাদের সজাগ হওয়া কর্ত্তব্য। একটা সাজান ধর্ম্মের ভান করে অনেকেই গুরু সেজে বসেছে। চঞ্চল বুদ্ধি স্ত্রীলোকেরা সেই সব ফাঁদে পড়ে প্রলোভনে আকৃষ্ট হয়ে স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলী দিচ্ছে। অভিভাবকদের এ বিষয় সতর্ক হওয়া উচিত। এইভাবে নরনারীর পতনের চারিদিকে জাল বিস্তার হয়েছে, দলে দলে সেই জালে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বাংলা দেশেই এসব বেশী ।

**২রা ভাদ্র (৪২)**

মা, কাল আশ্রমে গিয়ে আনন্দ পেয়েছ তো ?

আমি - যখন গেলাম কীর্ত্তন হচ্ছে, সেখানে প্রণামে করে বসে কিছুক্ষণ পরে দেখলাম আপনি বসে আছেন, পাশে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী খুব টকটকে লালপাড় পাটের শাড়ী পরে বসে আছেন এবং সস্নেহ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে আছেন-চারিদিকে জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ছে। সকলেই আদর যত্ন করে প্রসাদ দিলেন, খুব আনন্দ পেয়ে এসেছি। বললেন- মা, তোমাকে সবাই ভালবাসে, যারা আপনজন ছিল তারাই পর হয়ে যাবে। যাদের সঙ্গে দেনাপাওনার সম্বন্ধ থাকে স্বার্থের বশবর্ত্তী হয়ে তারা হিংসা পরায়ণ হয়ে সত্যের স্বরূপ দেখতে পায় না। অহংভাব থাকায় বিচার শক্তির অভাব হয়, এতে তোমার যেমন মঙ্গল হচ্ছে তাদের অপরাধ হচ্ছে। ভুল ধারণা নিয়ে মিথ্যা গোণা দিন নষ্ট করল। এমন সুযোগ ধরে নিতে পারল না, বিষয়পঙ্কে ডুবে রইল।

**৩রা ভাদ্র (৪৩)**

মা, যারা ঐশ্বর্য্যভাবে ভগবানের উপাসনা করে, তারা মাধুর্য্যের সন্ধান পায় না, তখনও দূরে থাকে ; নানা ভক্ত ভাব অনুযায়ী সাধন দ্বারা ভগবৎ আরাধনা করে। **ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত যে ভাব সে হল সকাম উপাসনা, মাধুর্য্য মিশ্রিত ভাব নিষ্কাম উপাসনা। ভগবানকে ভক্ত যে ভাবে পেতে চায় তিনি সব বাসনাই পূর্ণ করেন কিন্তু পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি দেন না। সদগুরুদত্ত সাধন পাবার জন্য আবার জন্মগ্রহণ করতে হয় !** সৎকার্য্য দ্বারা সদগুণ বৃদ্ধি হয়ে ধর্মপথে অগ্রসর হয় ও ক্রমে সদগুরু লাভের অধিকার হয়, যদি তখনও মনে আমিত্ব না থাকে। **আমি করছি মনে করলেই অহংভাব আসে, সঙ্গে সঙ্গে পতন হয়। ভক্তদের সংশোধন করে তবে আত্মসাৎ করেন। তাঁর কাছে যেতে হলে ঐশ্বর্য্য পথে চললে হবে না। দীনহীন কাঙাল হয়ে তাঁকে পাবার জন্যই তাঁর সাধনা করতে হবে। ভগবানকে লাভ করা কলিতে দূর্লভ হলেও মহাপ্রভু জীবের মঙ্গলের পক্ষে কত সহজ করে হরিনাম দিয়ে গিয়েছেন, তাঁর নির্দ্দেশমত চলতে না পেরে উপলব্ধি করতে পারছে না।**

**৪ঠা ভাদ্র (৪৪)**

মা, শক্তির অপব্যবহার করলে ক্ষতি হয়, সেইজন্য খুব সাবধান হয়ে চলতে মহাজনেরা আদেশ করে গিয়েছেন। **ভগবৎ কথা ছাড়া কোন কথা চিন্তা করাও সাধকের পক্ষে অনিষ্টকর।** সাংসারিক কথার উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। **ভগবৎ ইচ্ছায় যা হয় তার বিরুদ্ধে প্রতিকার করতে যাওয়া বিড়ম্বনা। যিনি সৃষ্টি করেন তিনিই আবার ধ্বংস করেন। সময় উপযোগী যখন যা করার প্রয়োজন হয় সেমত ব্যবস্থা ঠিক করা আছে, এখন একমাত্র কর্ত্তব্য সত্য ধরে থাকা আর ভগবৎ আদেশ পালন করা।** বাইরের যা কিছু সম্বন্ধ সব কিছু ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হবে। আবার শান্তি ফিরে এলে, লোকের মন নির্ম্মল হয়ে সত্যপথ গ্রহণ করবে। এখন শান্তি স্থাপনের সময় নয়, যখন সত্য পথ চিনবে, সদাচার, স্বধর্ম্মে মতি হবে, দ্বেষ-হিংসা ভুলে যাবে তখন আবার দেশে শান্তি স্থাপন হবে। মানুষের নিজের নিজের ক্ষেত্র যতক্ষণ না তৈরী হবে, কিছুতেই শান্তি পাবেনা। নিজেরা আসক্তিশূন্য হলেও জ্বালাও শীতল মনে হবে, বিষও অমৃত হবে। সৎ হতে হবে, যেমন সাধুর জীবন বাইরের কোন কিছুতেই বিচলিত হয়না।

**৫ই ভাদ্র (৪৫)**

মা, জগন্নাথদেব কাল বই দেখে আনন্দ করছিলেন ও **আশীর্ব্বাদ করলেন এই সত্য প্রচার কাজে যারাই যোগ দিয়ে কার্য্য নির্ব্বাহ করছে সকলেরই মঙ্গল হবে।** জগন্নাথদেবকে বললাম-তোমার লীলাও এবার বের হবে। শুনে হাসতে লাগলেন। ‘‘শ্রীপুরুষোত্তম লীলা‘‘ ছাপা হয়ে এলে এই আসনে তাঁর নামেই উৎসর্গ কোরো। দেশের অবস্থা ধর্ম্মের প্রতিকূল দাঁড়িয়েছে, সেইজন্য এই অবস্থাকে অনুকূলে আনতে বহু সময় লাগছে। সত্যপথে চললে কলির প্রভাব স্পর্শ করতে পারেনা কিন্তু সত্য গ্রহণ করতে না পারায় অধর্ম্মেই রত হচ্ছে। **এই যেসব অমূল্য উপদেশ দেওয়া হল যারা মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করেছে তারা এর মর্ম্ম উপলব্ধি করবে** ও সদগুরু কৃপা করে দৃষ্টি খুলে দিলে তখন সত্য চোখে পড়ে আর ভ্রম হবে না।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - **মা, যে ভগবৎ শক্তিদ্বারা এই পাঁচখানি বই প্রচার করা হয়েছে বা হচ্ছে সদগুরুর কৃপাতে অসম্ভব সম্ভব হয়ে আজ জীবকে মোক্ষের পথ দেখানর ব্যবস্থা হয়েছে।** অনেকে নিতে পারছে না ; তারা দেবমায়াতে পড়ে সত্য-মিথ্যা জানতে পারছেনা। যেভাবে এই সত্য প্রচার করা হল ঐশী শক্তি ছাড়া এসব কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব । দীর্ঘকাল এর জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে।

**৬ই ভাদ্র (৪৬)**

মা, ভূমিকা ঠিক লেখা হয়েছে, চারযুগের লীলার কথা আমিই প্রেরণা দিয়ে লিখিয়েছি। মহাপ্রভুর কৃপায় কলিযুগ ধন্য হয়ে গিয়েছে। সত্যযুগ থেকে তপস্যা পরায়ণ মুনি-ঋষিরা এই কলিযুগে অভিষ্টফল লাভ করে গুরুর কৃপায় পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি লীলা মাধুর্য্য সম্ভোগ করছে। তাঁর ভক্তরা সুখ ঐশ্বর্য্য এমনকি ইন্দ্রত্ব পর্য্যন্ত কামনা করেনি। ভগবৎ সুখই তাদের একমাত্র কামনা। যখন ভক্তের সেই সচ্চিদানন্দ রসময় রূপ দর্শন হয়, তখন কোন বস্তুই আর দৃষ্টিপথে পড়েনা, রূপসাগরে ডুবে যায়। সদগুরুদত্ত সাধনের এই চরম অবস্থা, যেখান থেকে আর ফিরে আসতে হয় না। পার্থিব জগতে কিসের সঙ্গে সে আনন্দের তুলনা হবে, তাঁর তুলনা একমাত্র তিনি নিজেই, সেই রূপের বর্ণনা যেভাবে যেই করুক কণামাত্রও প্রকাশ করতে সক্ষম হয়না, যখন ভক্ত হৃদয়ে সেই মোহন মূর্ত্তি আঁকা হয়ে যায় তখন সেই প্রেম মাধুরীতে ডুবে লীলারস আস্বাদন করে। ভক্ত ভগবানের সেই অপূর্ব্ব মিলনে কলিযুগ ধন্য হয়ে যাচ্ছে। কালে এইসব উপদেশে অসংখ্য লোক সত্য পথের সন্ধান পাবে। কারও বিষয়-ভাবাপন্ন কোন প্রশ্নের

উত্তর দিওনা। ভগবৎ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন হলে উত্তর পাবে।

### ৭ই ভাদ্র (৪৭)

মা, এইসব উপদেশ প্রচার হতে বিলম্ব হচ্ছে চিন্তার কারণ নেই। তপস্যা না থাকায় কলির জীব ধর্ম্ম বর্জ্জিত হয়ে নানারূপ ভোগবিলাসে মুগ্ধ হয়ে তাতেই বদ্ধ হয়ে আছে। ভগবৎ ভক্তদের মুক্ত অবস্থা ;বাকী সব বদ্ধ অবস্থায় আছে। প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ নিজে নিজের কর্ম্মের সৃষ্টি করে তাতেই আসক্ত হচ্ছে ;তাদের উদ্ধারের জন্য নানাভাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে বা হচ্ছে।

কাজ সমাধা করাই প্রয়োজন, ফলাফল চিন্তা ভগবানের উপর ফেলে দিতে হয়। তবে চেষ্টা করতে হবে সেও কর্ত্তব্যের মধ্যে। এ রাজ্যের খবর লোকের ধারণার অতীত। লোকে নানারকম প্রশ্ন করবে উত্তর চাইবে এসব ব্যাপারে নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ। অধ্যাত্ম জগতের যেসব নিয়ম বহির্জগতের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। সদগুরুর কৃপা ছাড়া এ দৃষ্টি খোলে না। স্থুলদেহতে সূক্ষ্মদেহের কোন কিছুই অনুভব হয় না। গুরু কৃপা করে যখন অবস্থা খুলে দেন তখন সাধক সবই জানতে পারে। এসব সাধারণে বুঝতে পারবে না।

### ৮ই ভাদ্র (৪৮)

মা, যেসব উপদেশ দেওয়া হল ক্ষেত্র তৈরী করার জন্য একবার প্রচার হয়ে গেলে সকলেই জানতে পারবে ; **এখন এই উপদেশ পড়া আর আলোচনা করা।** দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর রাজা যুধিষ্ঠিরজ যখন শোকে কাতর হলেন শ্রীকৃষ্ণ কত বোঝালেন কিছুতেই মনের গ্লানি গেল না। তখন শরশয্যা-শায়িত ভীষ্মদেবের কাছে গিয়ে যেসব উপদেশ তাঁর কাছে শ্রবণ করলেন তখন তাঁর বিষাদ ভাব দূর হয়ে গেল। উপদেশের মধ্যে যে শক্তি ছিল সে শক্তি ভগবৎ দত্ত, তাই রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রাণে শান্তি এসেছিল।**এইসব উপদেশ যদি মন দিয়ে পড়ে বা শোনে মনের পরিবর্ত্তন হতেই হবে। মানুষের অধর্ম্মে ডুবতে সময় লাগেনা কিন্তু ধর্ম্মলাভ করা সময় সাপেক্ষ।**

### ৯ই ভাদ্র (৪৯)

মা, যারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে যেসব বই লিখেছে সত্য প্রকাশে তাদের কারও সাহস নেই। নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগবার ভয়ে সত্য গোপন করে চলছে ; লোকের মনোরঞ্জনকর অতিরঞ্জিত নানারূপ কল্পনার ভাব নিয়ে লেখাই প্রকাশ হচ্ছে। মিথ্যার জয় চারিদিকে, কলির প্রভাবে সত্য ধরবার শক্তি সাধন ছাড়া হয়না। তবে সদগুরুর কৃপা পেলে সবই সম্ভব হয়। যাদের বিশ্বাস ভক্তি আছে তারা সত্যের সন্ধান পায়। সে রকম লোক সংখ্যায় কম।

### ১০ই ভাদ্র (৫০)

মা, এখন তোমরা উপদেশগুলি পড়ে পড়ে আলোচনা কর। যেসব তত্ত্ব স্ফুরণ হবে লিখে রাখতে বলো। ‘‘শ্রীপুরুষোত্তম লীলা‘‘ কম লোকই পাবে , যারা পাবে পরে জানতে পারবে। উপর দেখে ভাল মন্দ বিচার করা যায় না। এই উপদেশ প্রচার হয়ে কে কতটুকু ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়েছে সব ধরা পড়ল। সাধনের লোকের মধ্য দিয়েই মনোভাব প্রকাশ হয়ে গেল। যখন ভগবৎ চরণে মন নিবিষ্ট হয় তখন প্রাণ মন প্রেমানন্দে ভরে থাকে কারও উপর বিদ্বেষভাব আসে না ; সদগুণই চোখে পড়ে। বাহ্য ব্যাপারে যতক্ষণ মন সংলগ্ন থাকবে ততক্ষণ অন্তর্দৃষ্টি খুলবে না, যখন দৃষ্টি খুলে যাবে, সব সমজ্ঞান হবে। যার মুখেই ভগবৎ কথা শুনবে বা তাঁর গুণকীর্ত্তন শুনবে তাকে প্রাণে ধারণ করে প্রেমানন্দে নৃত্য করবে। সেইভাবে যারা প্রাণ ঢালতে পারবে তারাই কৃপা লাভের অধিকারী জানতে হবে। যার মুখে ভগবৎ তত্ত্ব শুনে পুলক শিহরণ হবে, সে যদি জাতিতে হীন হয় তা হলেও সকলের প্রণম্য হবে। ছোট, বড়, ধনী, নির্ধন, স্ত্রী, পুরুষ কোন ভেদ সেখানে থাকবে না, ভগবানকে যে আপন করে নিতে পারে সেই তার প্রিয়। প্রাণে একবার সেই আনন্দময়ের প্রেমরস আস্বাদন হলে পরশমণির স্পর্শে

যেমন লোহা সোনা হয়, তেমনি এই নশ্বর মানবজীবন সেই নামামৃতে ডুবে ধন্য হয়ে ভগবৎ চরণারবিন্দ আশ্রয় করবে।

## ১১ই ভাদ্র (৫১)

মা, অহংভাব ছাড়তে পারলে যথাযোগ্য স্থানে বিচারবুদ্ধি পক্ষপাত শূন্য হয়ে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। আমিত্ব থাকার জন্যই নিরপেক্ষভাবে বিচার আসে না, আমিত্ব গর্ব্বই ধ্বংসের মূল, 'আমি' এইভাব যতদিন না যায় ততদিন সত্যের স্বরূপ দেখতে পায় না, এখনও সংস্কার বদ্ধ হয়ে তাতেই ডুবে আছে। এসব ত্যাগ করতে হবে। কোন কিছুতেই যখন বাইরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকবে না তখন সত্যের সন্ধান পাবে। তিনি তো প্রাণের মাঝেই আছেন। অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেলেই তাঁর প্রকাশ দেখা যায়, **উপায় একমাত্র সদগুরুদত্ত নাম আদেশমত করা, বিশ্বাস ভক্তি দ্বারা তাঁর শরণাগত হয়ে চরণে পড়ে থাকা। রোগ, শোক, দুঃখ, বিপদ, সম্পদ যাই আসুক না কেন অবিচলিত হয়ে স্থিরভাবে নাম করতে হবে।** নামের কৃপায় গভীরভাবে ডুবে গেলে তখন প্রেমরস আস্বাদন করবে। দলাদলির মধ্যে থেকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না, স্বাধীন অবস্থা ধর্ম্ম লাভের অনুকূল। মনের স্বাধীনতা চাই।

## ১৩ই ভাদ্র (৫২)

মা, ভগবৎ কৃপা লাভ করলে তখন সবারই মধ্যে ইষ্ট দর্শন হয়, সেইজন্য ভগবৎ ভক্তরা সমদর্শী হন। ভগবৎ প্রাপ্তির যে সব পথ শাস্ত্রকর্ত্তারা নির্দ্ধারিত করে গিয়েছেন, সেই পথ দিয়ে না গিয়ে কল্পনাবশতঃ অন্য পথে গেলে তাঁর দর্শন মেলে না। **গুরুকরণ প্রত্যেকের আবশ্যক। স্বয়ং ভগবানও যখনই অবতার গ্রহণ করেছেন তিনিও দীক্ষা গ্রহণ করেছেন ও সেই শিক্ষা সকলকে দিয়ে গিয়েছেন। দীক্ষার প্রয়োজন নেই বলে মস্ত ভুল করছে, দীক্ষা গ্রহণ করা ভগবৎ নিয়ম ; যার এর বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করছে তারা সত্যের অপলাপ করছে, এতে বহুলোককে অমঙ্গলের পথ দেখান হয়েছে।** এইসব দেখেই মহাপ্রভু নামব্রহ্ম প্রকাশ করলেন। কলির প্রভাবে সত্যপথ ধরে চলতে পারছে না, একটা না একটা বাধা এসে সত্যপথ ভ্রষ্ট করে দিচ্ছে। **দীক্ষার প্রয়োজন নেই এই কথার সৃষ্টি করে মহা অনর্থ করা হয়েছে।** এখনও যদি মহাপ্রভুর অনুগত হয়ে নামব্রহ্ম জপ করে মঙ্গল সাধিত হবে।

## ১৪ই ভাদ্র (৫৩)

মা, এই নামব্রহ্ম যেন দুবেলা সময়মত জপ করে। এই নামব্রহ্ম জপের ফলে একদিন সেই যোগীজনদূর্লভ চিরসুন্দরের সন্ধান পাবে। এই পাঁচখানি বই যা প্রকাশ করা হল পঞ্চরস যুক্ত অমূল্য রত্ন । **''শ্রীপুরুষোত্তম লীলা''খানি মধুর রস**, মধুর রসের শ্রেষ্ঠ রসজ্ঞ উপাসক ছাড়া এসব তত্ত্ব কেউ বুঝতে পারবে না।

## ১৫ই ভাদ্র (৫৪)

মা, **এই পাঁচখানি বই বিশ্বাস-ভক্তি দিয়ে পড়লে অনেক তত্ত্ব প্রকাশ হবে** । মহাপ্রভু যখন হরিনাম প্রচার করেন, স্থানাস্থান, কালাকাল, মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, স্থাবর, জঙ্গম কোন প্রভেদ রাখেন নি, দুহাতে বিলিয়েছিলেন। যেসব স্থানে নিজে যেতে পারেননি প্রেমদাতা দয়াল নিত্যানন্দ প্রভু দ্বারা সেই সব স্থানে বিতরণ করেছিলেন। সদগুরুরূপে এসে অকাতরে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি যাতে লাভ হয় মুনিঋষিদের তপস্যালব্ধ সেই শক্তিপূর্ণ অমূল্য নাম আচন্ডালে দিয়ে গেলেন, বাইরের কোলাহলে সেইসব গুহ্যতত্ত্ব বিস্মরণ হয়ে গেল। **এবার মহাপ্রভু এসব শক্তিপূর্ণ উপদেশ এমনভাবে প্রকাশ করলেন কোনদিন নষ্ট হবে না**। এখন সবাই নিতে না পারলেও এমন দিন আসবে এই নামব্রহ্মের মহিমায় ঘরে ঘরে বিজয়-ডঙ্কা বাজবে, চারিদিক থেকে ছুটে এসে সাদরে গ্রহণ করবে। **এই যে লেখার মধ্যে প্রকাশ করা হল, কোনদিন কেউ এতে কল্পনা বা অতিরঞ্জিত ভাব এনে এই সত্যের মর্য্যাদাহানি করতে পারবে না। এই পাঁচখানি গ্রন্থ , গুরু-শিষ্য সংবাদ ও জগবন্ধুর লেখা জীবনী এতে কখনও মিথ্যা**

**প্রবেশ করতে পারবে না**। লক্ষ্মণের গন্ডীর মত মহাপ্রভু স্বহস্তে এর সত্যরূপ মেরুদন্ডের দ্বারা ভিত্তি স্থাপন করে ধর্ম্মের বিজয় পতাকা দিয়ে দৃঢ় করে মূল জিনিস রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। বার বার যেসব চেষ্টা হয়েছিল নানারূপ মত বার করে ভেজাল দিয়ে সত্ত্বগুণ নষ্ট করে ফেলেছে সেইজন্য এবার যা কৌশল করা হল এর পরিবর্ত্তন করার কারুর সাধ্য নেই। সত্যের দ্বারা রক্ষা হয়ে যাবে।

## ১৬ই ভাদ্র (৫৫)

**মা, সবসময় মানুষ অনিত্য বিষয়ে বদ্ধ হয়ে ভগবৎ তত্ত্ব জানতে পারছেনা। এই যে সারপূর্ণ উপদেশ দেওয়া হল, অন্ধ ব্যক্তির মত চোখের সামনে পেয়েও দেখতে পেল না। ভগবান তো সর্ব্বত্র সকলের মধ্যেই আছেন ভক্ত ছাড়া কেউ কি দেখতে পায় ?** প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপু সংবাদে ভক্ত প্রহ্লাদ যখন বললেন ভগবান সব স্থানেই আছেন, দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু বলল এই স্তম্ভের মধ্যে আছেন? প্রহ্লাদ বলল-আছেন, তখন গদা প্রহার করে স্তম্ভকে ভগ্ন করতেই অপূর্ব্বমূর্ত্তি নরসিংহরূপে আবির্ভাব হলেন, ভক্তকে উদ্ধারের জন্য ; এইরূপেই তার বিনাশ সাধন করেছিলেন। ভক্ত ছাড়া তাঁকে আপন করে দেখা কারও সাধ্য নাই। ভগবৎ তত্ত্ব যেখানে প্রকাশ হয় ভক্তরাই অনুভব করে। আর সরল বিশ্বাসীরা বিশ্বাসের দ্বারা তাঁর কৃপা পাবার অধিকারী হয়। অহংভাব নিয়ে যারা আছে তারা সত্যের প্রকাশ দেখতে পায় না, আর পায় না যারা গুরুবাক্যের সারমর্ম্ম না বুঝে ভ্রান্ত পথে যায়, তাদের কাছে সত্য গোপন হয়ে যায়। অন্ধ যেমন সূর্য্যের কিরণ দেখতে পায় না তেমনি তারা এমনি আবরণ দ্বারা ঢাকা আছে সত্যের স্বরূপ দেখতে পাচ্ছে না। যারা এইসব উপদেশ সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করছে বা করবে তারা আসুরিক ভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছে। হিরণ্যকশিপু যেমন গদাদ্বারা আঘাত করেছিল শেষে নিজেই হত হল, তেমনি বাক্যদ্বারা যারা এই সব সত্যের অবমননা করছে বা করবে তারা সেইভাবে ধ্বংস হবে। ভগবানকে পাবে তবে শত্রুভাবে, প্রহ্লাদ পেয়েছিল ভক্ত হয়ে। **এইসব উপদেশ আলোচনা করো অনেক তত্ত্ব প্রকাশ হবে।**

## ১৭ই ভাদ্র (৫৬)

আমি - **নামব্রহ্ম জপ করতে বলছেন, কিভাবে জপ করতে হবে সে কথা তো শ্রীশ্রীমন মহাপ্রভু কিছু বলে দেননি।**

এমন সময় 'হরিবোল,হরিবোল' বলতে বলতে শ্রীশ্রীমন মহাপ্রভু এলেন, প্রণাম করলাম, আশীর্ব্বাদ করে বললেন-মা, **মনে মনে জপ করলেই হবে এ নামব্রহ্ম কীর্ত্তনও করতে পারে জিহ্বায় উচ্চারণ করাতে কোন ক্ষতি হবে না, যেভাবে যার সুবিধা হবে সেই ভাবেই সে করবে।** শক্তিপূর্ণ নাম সাধন করলেই কৃপা অনুভব করবে। সদগুরুদত্ত নাম শ্বাসে-প্রশ্বাসে জপ করতে হয়, সে পথ গুরু দেখিয়ে দেবেন। শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ গুরুর নির্দ্দেশ মত করতে হয়। **এই নামব্রহ্ম যারা ভক্তিপূর্ব্বক জপ করবে তারা অল্পদিনের মধ্যেই নিজের পরিবর্ত্তন বুঝতে পারবে।** মঙ্গল হোক বলে চলে গেলেন।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, এই সত্যরূপ রশিতে যারা বাঁধা পড়বে তাদের আর বিপথগামী হবার ভয় থাকবে না। ভগবান তাদের ভার নেবেন। সত্য ছেড়েই তো লোক অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যারা সত্য ধরে আছে তাদের ওপর কখনও অন্যায় অবিচার শঠতা প্রভৃতি মিথ্যার খেলা প্রকাশ হবে না। যারা নামব্রহ্ম পেয়েছে, মহাপ্রভুর আদেশমত ঐভাবে নাম করে, সদাচার রক্ষা করে যেন সনাতন নিয়ম মেনে চলে।

**১৮ই ভাদ্র (৫৭)**

মা, সর্ব্বসম্প্রদায়ের মধ্যেই স্বার্থ ঢুকে সত্য জিনিসের কোন মর্য্যাদা রাখছে না, সবই কাল প্রভাবে হচ্ছে। প্রতিষ্ঠাই বলবান হয়ে পড়েছে। **আদেশ পালন করা কাকে বলে ? গুরুর প্রত্যেক কথাই ধ্রুব সত্যজ্ঞানে বিশ্বাস করতে হবে। আত্মপ্রশংসা করিও না, আমি নিজ হাতে যে বাণী লিখে গিয়েছি সবাই তো পড়ছে, সে মত গ্রহণ করছে কে ? এই উপদেশ কয়টি পালন করলে আর কিছুই করা প্রয়োজন হয়না। শ্বাস-প্রশ্বাসে গুরুদত্ত নাম জপ করা আর এই উপদেশ পালন করা এই হল প্রধান কার্য্য।** এখন সব নিজেকে প্রচার করবার জন্য এত ব্যস্ত, গুরু আদেশ ভুলে যাচ্ছে। ভগবান ভিতর দেখেন, ক্ষেত্র অনুযায়ী ফল দান করেন, এখানে বিদ্বেষভাব এনে নিজেরা তো গুরুঅপরাধী হচ্ছে অপরকেও সেই পথ দেখাচ্ছে। ভক্তই একমাত্র ভগবৎ কৃপা লাভ করে, এখানে দলাদলীর ভাব আনা মূর্খতা প্রকাশ করা। যে হৃদয় কপটতাপূর্ণ, দ্বেষ-হিংসা প্রভৃতি নানারূপ জঞ্জালে পরিপূর্ণ সে হৃদয়ে কি ভগবান বাস করেন ! তাঁকে পেতে হলে মন নির্ম্মল হওয়া চাই, ভক্ত হতে হবে, অপরের দোষ-গুণের বিচার নিয়ে সময় নষ্ট করাতে নিজেরই অনিষ্ট করা হয়, ভগবৎ চিন্তা ছাড়া মানুষের চিন্তা মনে আনা অতীব অনিষ্টকর। নিজ নিজ কর্মফল জীব ভোগ করে বা করছে। **তোমার কি হল, তুমি সেই চিন্তা কর, অপরের চিন্তায় তোমার কি লাভ হবে, বরং ক্ষতি হবে, দুর্লভ সময় বৃথা কাজে নষ্ট হয়।**

**১৯শে ভাদ্র (৫৮)**

মা, যেসব উপদেশ আবার দেওয়া হচ্ছে, ভগবৎ ইচ্ছায় এসব প্রকাশ হচ্ছে, সময়ে প্রচার হবে, প্রস্তুত থাকা ভাল। এখন লোকের বাইরের ধর্ম্মভাব বেশী চিত্ত আকর্ষণ করে, তাতে ভেসে যাচ্ছে, ডুবতে পারছে না, যতক্ষন না ডুবতে পারবে সত্যের সন্ধান পাবে না। নিজের নিজের অন্তরে তাঁকে সন্ধান করতে হবে, তাঁর জন্য মনস্থির করে গভীর ভাবে গুরুদত্ত নামে ডুবতে হবে। ক্ষণভঙ্গুর দেহ কখন অচল হবে বা ছেড়ে যাবে তার স্থিরতা নেই, সেইজন্য সবসময় সতর্ক থাকতে হয়, বাইরের কোলাহলে মুগ্ধ হলে শান্তভাব আসে না। **প্রত্যেক সাধকের অন্ততঃ পাঁচঘন্টা আসনে স্থির ভাবে বসা অভ্যাস করতে হয়। দিনে সময় না হলে রাতে বসবে। এখনও স্থানে স্থানে এমন সব সাধক সাধিকা আছে তারা বার ঘন্টার উপর আসনে থাকে। বসা অভ্যাস হলে চাঞ্চল্য থাকে না। আসন স্থির হলে মনও স্থির হয়।চেষ্টা করতে হয়, ক্রমে সব সহজ হয়ে যায় । মানুষ যখন নিজের কাছে স্বাধীনতা লাভ করে তখন জানতে হবে ঠিক পথে চলছি। প্রথমে দেখতে হবে রিপু সকল আমার বশ হয়েছে কিনা। আমি যদি এখনও তাদের বশে থাকি - জানতে হবে ঠিকমত ভজন হচ্ছে না, তখন কাতরে গুরুকৃপা প্রার্থনা করতে হবে । এইভাবে সাধককে অগ্রসর হতে হয়। একবার নামের স্বাদ পেলে বাহ্য কোলাহল কোন কিছু আকর্ষণ করতে পারবে না।**

**২০শে ভাদ্র (৫৯)**

মা, মানুষ যদি সত্য ধরে গুরু-আদেশ মত চলে, সময়ে ভগবৎ কৃপা লাভ করবেই। **এইসব উপদেশ বার বার পড়তে পড়তে যেসব আবরণে সত্ত্বগুণ ঢাকা পড়ে গিয়েছে তা সরে যাবে।** সরলতা চাই, কাপট্যপূর্ণ অন্তঃকরণ ভগবৎ কৃপাবর্জ্জিত, সেখানে শয়তান বাস করে। মানুষের মধ্যেই দেবভাব আসুরিক ভাব বিকাশ হয়। সত্ত্বগুণীরা বিশ্বাস-ভক্তির সঙ্গে গুরু-আদেশ মত কাজ করে যায়, তাদের অন্তর দেবভাবে পূর্ণ। তমোগুণীরা আসুরিক ভাবে বিশ্বাস-ভক্তিহীন হয়ে ধর্ম্মের বিরুদ্ধমত ধারণ করে। নিজেরা তো গুরুকৃপা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অপরকেও ভ্রান্ত পথ দেখাচ্ছে। মহাপ্রভুর অনুগত হয়ে এই সত্য যেদিন ঘরে ঘরে গ্রহণ করবে তখন এই দুঃখময় সংসারেই শান্তির ছায়া পাবে।**সর্ব্বদাই মনে রাখতে হয় আমি সেই কল্যাণপ্রদ ভগবানের অধীন**

**হয়ে যেন থাকতে পারি। যে ভৃত্য প্রভুর আদেশ পালনে যত্নবান হয় সে সৎ ভৃত্য, আর যে আদেশ অবহেলা করে সে অসৎ ভৃত্য। কোন কার্য্য তাঁর প্রিয়, কি করলে তিনি সুখী হবেন সব সময় এইমত বিচারপূর্ব্বক কাজ করতে হয়। প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করা, অপ্রিয় কার্য্য পরিহার করা এইভাবে মনটিকে ভগবৎ চরণে নিবিষ্ট করে কাঙাল হয়ে পড়ে থাকতে হবে। এইভাবে চললে কৃপা অনুভব করবেই, ধৈর্য্য ধরে সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, কাতরে ডাকলে তিনি শুনতে পান। এখন সেভাবে চলতে পারছে না, আমিত্বতে সব ভুল হয়ে যাচ্ছে।নির্ভর যতক্ষণ না আসছে,কৃপা অনুভব হবে না।**

## ২১শে ভাদ্র (৬০)

**মা, দেহ ছাড়া তপস্যা হয় না, সেজন্য সাধককে পবিত্রভাবে সাবধানে দেহ রক্ষা করতে হয়, কোন রকম অশুচি হলে তার দ্বারা ভগবদ আরাধনা হয় না। ভোগ-বিলাস, রিপু চরিতার্থ এইসব বাসনা তখন উদয় হয়, তাতেই বদ্ধ হয়ে যায়। এইজন্য মহাজনেরা যেসব উপদেশ দ্বারা পথ নির্দ্দেশ করে দিয়ে গিয়েছেন সেই নিয়মে সাধককে চলতে হয়।** শাস্ত্র মান্য না করাতে ভুল পথে চলছে। আজকাল লোক এত কল্পনাপ্রিয় হয়েছে মিথ্যা দিয়ে অতিরঞ্জিত করে সেই চিরসত্য কে ঢেকে ফেলেছে। বাজিকরের মত নানারূপ ভেল্কি দেখাচ্ছে, হুজুকপ্রিয় লোক তাতেই আকৃষ্ট হচ্ছে। **তপস্যা ছাড়া সত্য ধরা অসম্ভব, ভগবৎ কৃপা করতে হলে তপস্যা চাই।**

## ২২শে ভাদ্র (৬১)

**মা, এই যে মানুষ ত্রিতাপ জ্বালাতে দগ্ধ হচ্ছে, এর নিবারণের উপায় একমাত্র সদগুরুকে আশ্রয় করা। ব্রহ্মবিদ গুরু না হলে মায়ার বন্ধন কেউ কাটাতে পারে না।** মায়া তার দুস্তর মায়াজাল বিস্তার করে সমস্ত প্রাণীকে আবদ্ধ করে রেখেছে। মায়া যাঁর অধীন সেই সদগুরুরূপী ভগবানের আজ্ঞায় সাধককে মায়াজাল থেকে মুক্ত করে দেন, সদগুরুর কৃপা ছাড়া মায়ার বন্ধন কাটান জীবের সাধ্য নেই।

**আমি - সদগুরুর আশ্রয় তো অনেকেই পেয়েছেন কিন্তু তাঁরা যে সবাই মায়ামুক্ত তা তো মনে হয় না।**

**শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, তারা যে মুক্ত হতে চায় না, বন্ধনের মধ্যেই থাকতে ভালবাসে। মুক্তিকামী দুর্লভ।** মহাপ্রভুর ভক্তদের মধ্যে হরিদাস ঠাকুরের কাছে মায়ার পরাজয় হয়েছিল, তাই মায়াদেবী নিজেই বলেছেন আমি জগৎকে মুগ্ধ করতে পারি, পারি না কেবল হরিভক্তকে। ভক্তকে জয় করা আমার সাধ্যের অতীত।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - মা, মায়ার খেলাতে জগৎ চলছে, সেই মায়াকে জয় করা প্রকৃত ভক্ত ছাড়া কেউ পারে না। সদগুরু যখন কৃপা করে আবরণ সরিয়ে দেন তখন সত্য মিথ্যা জ্ঞান জন্মায়, সত্যের জ্যোতিঃতে হৃদয়-মন্দির আলোকিত হলে মায়ার খেলা অপসারিত হয়। যাদের পূর্ব্ব জন্মের তপস্যা আছে, তাদের ক্রমে ক্রমে ত্যাগের পথে আসবার অধিকার হয়। **সদগুরু যখন আত্মসাৎ করেন মায়ার হাত থেকে উদ্ধার করে বন্ধন মোচন করে দেন।**

## ২৩শে ভাদ্র (৬২)

মা, ধর্ম্মজীবন লাভ করতে হলে সনাতন নিয়ম মেনে শাস্ত্র সদাচার মান্য করে মুনিঋষিদের পথ অনুযায়ী চলতে হয়। **ব্যক্তিগত দোষ কমবেশী সকলের মধ্যেই আছে, সেসব বিচার করতে নেই। সাধুরা কারোও দোষ দেখেন না, গুণটুকু মাত্র গ্রহণ করেন, পরের দোষ অনুসন্ধান করা, আলোচনা করা একেবারে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য, এ বিষয়ে খুব সাবধান হতে হয়, পরনিন্দুক ভগবৎবর্জ্জিত হয়, ধর্ম্ম সম্বন্ধে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে কোনোও আলোচনা করতে নেই।** হিংসার

বশবর্ত্তী হয়ে অনেক ভাল সৎ লোককে তার গুণ চাপা দিয়ে মিথ্যা দোষ দেখিয়ে অতিরঞ্জিত করে তার নামে কুৎসা রটনা করে। **পরনিন্দুকের স্থান ঘোর অন্ধকার নরকের মধ্যে। মানুষ নিজের দোষ ত্রুটি যতক্ষণ না দেখতে পায়, নিজের সংশোধন হতে বহু বিলম্ব হয়।**

**২৪শে ভাদ্র (৬৩)**

মা, ভগবৎ কাজের জন্য যখন আসতে হয়, কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত থাকার প্রয়োজন হয়, কাজ শেষ হলে সেই মূহুর্ত্তেই চলে আসতে হয়। অবতাররা, মহাজনেরা, নিত্যসিদ্ধরা যখন যে কাজের জন্য আসেন সমাধা হলেই চলে যান। এই ভাবে ধর্ম্মরাজ্যের নিয়ম চিরকাল চলে আসছে। **সদগুরু কলিতে একবারই আসেন, শিষ্য-প্রশিষ্য দ্বারা সেই নাম জাগিয়ে রাখা হয় বা হয়েছে। এই হল সনাতন নিয়ম। আদি গুরু নারায়ণ, তারপরে শিষ্য-প্রশিষ্য দ্বারা সেই শক্তি রক্ষা করা হচ্ছে। সেই শক্তিপূর্ণ নাম যারা পাচ্ছে সদগুরুদত্ত নামই পাচ্ছে। শিষ্য-প্রশিষ্য কোন ভেদাভেদ নেই, নামই আসল বস্তু। সদগুরুর আদেশমত যারা নাম দেয় সে নাম সদগুরুদত্ত সিদ্ধ নামই দেওয়া হয়।** বাংলার আবহাওয়া নানারূপ দলাদলিতে দূষিত হয়ে উঠেছে, সত্যধর্ম্মকে গোপন করে শাস্ত্রবিরুদ্ধ মত বার করছে। যে ধর্ম্ম মহাপ্রভু দিয়ে গেলেন নিতে পারলে কলির জীব উদ্ধার হয়ে যেত।নানারূপ মত, পথ বার করে সত্য জিনিসের অস্তিত্ব লোপ করে দিল। প্রত্যক সম্প্রদায়ের মধ্যে দলাদলি ঢুকে ঘরোয়া বিবাদের সৃষ্টি হচ্ছে, তাতে দ্বেষ হিংসা স্বার্থ প্রভৃতি দ্বারা চিত্ত কলুষিত হওয়াতে সত্ত্বগুণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাংলা দেশেই বেশী অনাচার অধর্ম্ম চলছে, সেইজন্য প্রতিকার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে। সদগুরু অকাতরে নাম দিয়ে গিয়েছেন, যোগ্যতা অনুসারে ফল লাভ করেছে। আর সেভাবে দেওয়া হচ্ছে না, উপযুক্ত পাত্র পাত্রী দেখে বিতরণ হচ্ছে। বাংলা দেশে এখন সদগুরুদত্ত সাধন বন্ধ আছে, সময় হলেই আবার পাবে। অন্য যেসব স্থানে সদগুরুদত্ত সাধন চলছে, তারা প্রকৃত ধর্ম্ম যাজন করে। ক্ষেত্র তৈরী দেখে নাম দেওয়া হচ্ছে, পূর্ব্বেও একথা বলেছি। এসব উপদেশ এখন যারা গ্রহণ করতে পারছে না তাদের গুরুশক্তি ম্লান হয়ে গিয়েছে। যেমন ছাই চাপা আগুনের কণা বাতাস পেলে জেগে ওঠে, তেমনি যদি কখনও সৎসঙ্গ পায়, সতীর্থদের সঙ্গে সৎ আলোচনাতে গুরুশক্তি জেগে উঠলে এইসব শক্তি উপলব্ধি হবে।

**২৫শে ভাদ্র (৬৪)**

মা, সময়ের অপেক্ষা করে মহাত্মারা যুগের পর যুগ কাটিয়ে দেন ; যতই চেষ্টা করা হয় সময় অনুকূল না হলে কিছুতেই কাজ সম্পন্ন হয়না। এখন চারিদিকে কলির প্রভাবে প্রতিকূলের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে, ধীরে ধীরে কাজ হচ্ছে। এমনি কালের গতি, যদি কেউ ধর্ম্মপথে চলে দশজনে তাকে বাধা দেবে। এইসব বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে সত্যপথে যাওয়া গুরুকৃপা ভিন্ন হয়না ; সেইজন্য সর্ব্বদাই গুরু অনুগত হয়ে চলতে হয়। **কলির জীবের জন্য এই যে মহাপ্রভুর শেষ দান, সবাই কি নিতে পারছে ! যেমন রোগী অনিচ্ছায় ঔষধ খেলেও রোগ আরোগ্য হয়, তার শক্তি কাজ করে, তেমনি এইসব শক্তিপূর্ণ উপদেশ যদি পাঠ করে, তার শক্তিতে আকৃষ্ট হবেই, অনিচ্ছায় পাঠ করলেও তার শক্তি স্পর্শ করবে, ভক্তি করে যারা পড়বে- তারা কৃপা অনুভব করবে। এবারও সত্যর বীজ মহাপ্রভু চারিদিকে ছড়ালেন, সুকৃতিপরায়ণরা যত্ন করেই গ্রহণ করবে। কালবশে অনেকেই নিতে পারল না বা পারবে না। উৎকৃষ্ট দ্রব্য লাভ করা ভাগ্যে না থাকলে হয়না।** কত জীব প্রতিদিন জন্ম গ্রহণ করছে কিন্তু সৎবংশে উচ্চকূলে ধনবানের ঘরে সন্তানের অভাব, এসব স্থানে জন্ম নিতে হলে ভাল কর্ম্ম চাই, কর্ম্ম অনুযায়ী জীবের জন্ম হয়। এইভাবে সংসারের নিত্য খেলায় জীব বদ্ধ হয়ে স্ব স্ব কর্মফল ভোগ করছে।

**২৬শে ভাদ্র (৬৫)**

মা, মহাপ্রভুর সময়ে রায় রামানন্দ তাঁর সঙ্গে লীলারস সম্ভোগের সঙ্গী হয়ে হরি ও হর দুইরূপে প্রকাশ হয়ে লীলামাধুর্য্য আস্বাদন করেছেন। একরূপে লীলা হয়না তাই রাধাভাবে মহাপ্রভু আর সখীভাবে রায় রামানন্দ কৃষ্ণসুধাসিন্ধুর অনন্ত প্রেমরস আস্বাদন করে জগতে প্রচার করে গিয়েছেন। ঐভাব গোলোক রাসমন্ডলের অপূর্ব্ব লীলামাধুর্য্য যে লীলা হর ও হরি রূপে সম্ভোগ করেছেন। কলির জীবের পরম সৌভাগ্য এইসব মধুর প্রেমরস গোলোকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সদগুরু তাদের কৃপা করে বিতরণ করেছেন, কিন্তু নিত্যসঙ্গীরা ছাড়া কেউ ধরে নিতে পারল না, ভ্রমে পড়ে গেল। **একটি গুহ্য কথা শোন- সমুদ্র-মন্থনের সময় মহাদেব মোহিনীরূপ দেখে মোহিত হয়েছিলেন, তখন হরির সঙ্গ প্রার্থনা করেছিলেন, সেই প্রার্থনা অনুসারে ত্রেতাযুগে, দ্বাপরযুগে, কলিযুগে হরিহরের অপূর্ব্ব মিলন।** ভগবান তো এক, ভিন্ন ভিন্নরূপে লীলা করেন, বহুরূপ না হলে লীলা হয়না। ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে পালন আর রুদ্ররূপে সংহার করেন। মহাদেবের সঙ্গেই মহাপ্রভু নরলীলা করেছেন অন্য যাঁরা সঙ্গে ছিলেন তাঁরা নিত্যসঙ্গী, লীলা সহায়ের জন্য এসেছিলেন, **সদগুরুরূপে যখন এলেন মহাদেবও সঙ্গে এলেন। সদগুরুর শক্তি ধারণ করা কারও সাধ্য নেই, সেইজন্য গঙ্গাধরই তাঁর লীলা সম্বরণের সময় সদগুরুর শক্তিপূর্ণ ব্রহ্মতেজ ধারণ করেছিলেন, তখন এক মুহূর্ত্তের জন্য হরিহরের মিলন হয়ে ধরণী ধন্য হয়ে গিয়েছিল। এসব গোপন কথা মহাপ্রভুর ইচ্ছাতে প্রকাশ হচ্ছে।**

শ্রীশ্রীমন মহাপ্রভু এলেন, প্রণাম করলাম, আশীর্ব্বাদ করে বললেন- মা, গোঁসাইজীর কাছে সবই তো শুনলে, **মহাদেবই জগবন্ধুরূপে এসেছিলেন** সে তো জান, তিনি কোন সময়ই হরি ছেড়ে থাকেন না। যখনই অবতার গ্রহণ করতে হয়েছে একশক্তি দুইরূপ হয়ে লীলা করেছেন। সাধারণের সঙ্গে জগবন্ধুর তুলনা করাতে অপরাধ হচ্ছে। এমন দিন আসবে সব সত্য প্রকাশ হবে। তখন ভ্রম ঘুচে যাবে। একসময় দৈত্যরাও ভগবানকে সহ্য করতে পারেনি।

**২৭শে ভাদ্র (৬৬)**

**মা, নিঃসঙ্গ অবস্থাই ভজনের অনুকূল। আমাদের এই (সদগুর দত্ত) সাধন সংসারের মধ্যে থেকেই করতে সদগুরু আদেশ দিয়েছেন। মুনিঋষিরাও সংসারের মধ্যে থেকেই তপস্যা করতেন। অনাসক্তভাবে চলতে হয়, ভগবৎ ইচ্ছা মনে করে তাঁর আদেশমত চললে ঠিক পথ পাওয়া যায়।** বাসনা-কামনা থেকে আসক্তি জন্মায়, আসক্তি থেকে মোহ, মোহ থেকে মায়া, ক্রমে তাতেই বদ্ধ হয়ে যায়, সেইজন্য বারবার অনাসক্তভাবে সংসার করতে বলা হচ্ছে। সে তো জগবন্ধু তাঁর জীবনে দেখিয়ে গিয়েছেন। যে আদর্শ সেই মুনিঋষিদের সময়ে তাঁরা যাজন করে গিয়েছেন, জগবন্ধু গুরুআদেশে আকাশবৃত্তি অবলম্বন করে সংসারে থেকেও কিভাবে সাধন দ্বারা ভগবৎ লাভ হয়, সবই তাঁর জীবনে দেখিয়ে জ্বলন্ত আদর্শ রেখে গিয়েছেন। সুখে-দুঃখে সমজ্ঞান, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, সত্যের প্রতিমূর্ত্তি, সংসারের মধ্যেও যে ধর্ম লাভ হয় সেই শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন, সবাই কি নিতে পারল ? চিনতেই পারল না। কলির পূর্ণ প্রভাব চলছে, এই সত্য কালে প্রচার হয়ে মোক্ষের পথে নিয়ে যাবে।

**২৮শে ভাদ্র (৬৭)**

মা, নাম সাধন নিয়মমত না হলে দেবমায়াতে গুরুশক্তি ঘুমিয়ে যায়, তখন সাধারণের সঙ্গে সাধকের কোন প্রভেদ জানা যায় না। সদগুরুদত্ত শক্তিপূর্ণ নাম তাঁর আদেশমত করলে নাম তখন নামীরূপে হৃদয়মন্দিরে প্রকাশ হন, সেইজন্য মনকে সজাগ রাখতে হয় কখন সেই শুভ সময় আসবে, ব্যাকুল হয়ে আশাপথ চেয়ে থাকতে হয়, যতদিন না দর্শন হয় জানতে হবে ঠিকমত নাম করা হচ্ছে না। দীনহীন কাঙাল হয়ে তখন নামের শরণ নিতে হবে, মন স্থির

করে ধৈর্য্য ধরে ডাকতে হবে। যতক্ষণ বাসনা-কামনা থাকবে দেখা পাওয়া দুর্লভ, নির্ভর করতে হবে, আমিত্ব থাকতে ভগবৎ দর্শন হয়না, দর্শনও মায়িক আছে, সেইখানে বদ্ধ হলে আর অগ্রসর হওয়া যায়না। যোগ-ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হয়, নানা প্রলোভন আসে, গুরুপাদপদ্ম লক্ষ্য করে কৃপা প্রার্থনা করতে করতে পথ চলতে হয়, কোনদিকে তাকাতে নেই যখন নিরাপদ ভূমিতে পৌঁছে যায় তখন আর পতন হয়না। সৎচিৎআনন্দময়রূপ দর্শন হয়, চলার পথেই নানা বাধা আসে, সেসব জয় করা গুরুকৃপা ছাড়া সম্ভব নয়। কত সাধকের এইভাবে পতন হয়েছে, ধরে থাকলে পদস্খলন হয়না, ধরতে পারে কৈ! প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে আমিত্ব জ্ঞান আসে, প্রতিষ্ঠা এসে হৃদয় অধিকার করে তাতে ডুবে যায়। ভগবৎ চরণকামী জগতে দূর্লভ, ঐশ্বর্য্যই সবাই চায়, মায়ার খেলা কাটান বড় কঠিন, ভক্তছাড়া কেউ পারেনা। ভক্তকে ভগবান সর্ব্বদা রক্ষা করেন।

### ২৯শে ভাদ্র (৬৮)

মা, তোমার দ্বারা যা করান হচ্ছে, সবই আমার ইচ্ছায় জানবে। **প্রত্যেকদিন কিছু দান করা প্রতেকের কর্ত্তব্য, আয় অনুসারে দান করার বিধি আছে। যেদিন কিছু দান করা হয়না সেদিনকে শাস্ত্রকর্ত্তারা বন্ধ্যারূপে গণ্য করেছেন। অপব্যয় করা অপরাধ, যা মানুষ ভোগবিলাসে ব্যয় করে। দান সাধ্য অনুসারে করতে হয়, কলির জীবকে মহাপ্রভু নাম করতে আর সাধ্যমত দান করতে আদেশ করেছেন, সবসময় নিয়ম ধরে চলতে হয়।** এখন তো দান করা নেই বললে চলে, দক্ষিণ পশ্চিম দেশের লোকের মধ্যে আছে। আজকাল লোক প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে কত অর্থ ব্যয় করছে, **টকী, সিনমা দেখে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে পারে কিন্তু আসনে বসে নাম করতে বললে পাঁচ মিনিটও পারে না। নিজেদের খাবার ভোগে দিন কত ব্যয় হচ্ছে, একমুষ্ঠি ভিক্ষা দিতে হলে দরজা বন্ধ করে দেয়, সবই কালের প্রভাব।**

আমি - আজ ধূপকাঠি জ্বেলে দিয়ে বসেছি, ধূপের ধোঁয়া অনেকগুলি প্রণব আকারে আপনাদের চরণ স্পর্শ করে আমার মাথায় এসে মিলিয়ে যাচ্ছিল। অনেকক্ষণ এইভাবে হতে হতে ধূপ শেষ হয়ে গেল, কিছু বুঝতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, যখন সত্য প্রকাশ হয়, সবই সজীব হয়ে ওঠে।ধূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কৃপা করে তোমাকে দেখা দিলেন।সবই সজীব,তাঁরা যে ভগবানের পূজা করেন দৃষ্টি খুলে গেলে ক্রমে ক্রমে সবই দেখতে পায়।ফুল, তুলসী, চন্দন, দূর্ব্বা এঁদের সবারই রূপ আছে।যার সাধনায় ভগবান প্রত্যক্ষ হন,তখন তাঁরাও স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে সাধককে দেখা দেন। প্রাণ ঢালতে হয়।

### ৩০শে ভাদ্র (৬৯)

মা, যেমন বৃক্ষ, লতা, তুলসী, পুষ্প প্রভৃতি সকলেরই প্রাণ আছে, প্রত্যেকের মধ্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তেমনি ধূপ, দীপ, হোমকুন্ড সবই সজীব। ধূপ, দীপ এদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি। যখন ভক্তের পূজা ভগবান গ্রহণ করেন তখন প্রত্যেক অধিষ্ঠাত্রী দেবতাও প্রকাশ হয়ে দেখা দেন, এতে বদ্ধ হতে নেই। ভক্তিগ্রন্থ পাঠের সময় এক একটি অক্ষর যে সজীব দেখা যায় তাঁরা গ্রন্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রকাশ হয়ে দেখা দেন। সদগুরুর কৃপায় দৃষ্টি খুলে গেলে যে ব্যবধানে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি বহির্দৃষ্টি পৃথক হয়ে আছে, তখন সে আবরণ সরে গিয়ে মায়ার অতীত অবস্থা লাভ হয়। চেষ্টা করতে হয়, **সদগুরুদত্ত সাধনের দ্বারাতেই সব লাভ হবে**, ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যাবে, **যখন সেই ভগবৎ চিন্তা ছাড়া কোন চিন্তা আসবে না, মন নির্ম্মল হবে, তখন কৃপা অনুভব হবে।** নির্জ্জনে যেসব যোগীরা যোগ সাধন করেন, প্রথমে কঠোর তপস্যা করেন তবে তো আশানুরূপ ফল লাভ করে তাতেই মগ্ন হয়ে যায়, বাহ্য ব্যাপারে আর মন চঞ্চল হয়না। ধৈর্য্য চাই, দুর্লভ রত্ন কি সহজে পাওয়া যায়, যুগে যুগে তপস্যা করে যার সন্ধান পাওয়া যায় না, মহাপ্রভু কৃপা করে সেই পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর নির্দ্দেশমত চললে সত্যের

আলো দেখতে পাবে। ভুল পথে চলছে বলেই তো পথ হারিয়ে অন্ধকারে পতিত হচ্ছে।

### ৩১শে ভাদ্র (৭০)

মা, মানুষের যখন সত্ত্বগুণ নষ্ট হয়ে যায় তখন তমোগুণাক্রান্ত হয়ে সত্যবস্তু দেখতে পায়না। তমোগুণ ঘোর অন্ধকার যুক্ত কাল আবরণ দ্বারা ঘেরা, জীব তাতে ঢাকা পড়ে যায়। পরনিন্দা করা মহাপাপ যে বলা হয়েছে বিচার করে দেখে চলতে হয়। নিন্দা করা যাদের অভ্যাস তাদের লঘুগুরু জ্ঞান থাকেনা, কারও প্রশংসা শুনতে পারেনা, পরশ্রীকাতরতার জন্য সর্ব্বদা নিজের প্রাণে জ্বালা অনুভব করে, জগবন্ধুকে যারা বিদ্বেষের চোখে দেখেছে বা দেখছে, শিবনিন্দা করে দক্ষযজ্ঞে দক্ষের যে গতি লাভ হয়েছিল তারাও সেইমত শাস্তিলাভ করবে। জগবন্ধুকে অসম্মান করাতেও মহৎ লঙ্ঘনের পাপেও লিপ্ত হয়েছে। তিনি আশুতোষ, নীরবে সব সহ্য করে গিয়েছেন, কিন্তু অপরাধীদের শাস্তি না হলে ভগবানের নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। পাপ-পূণ্য যে যা করে বা করছে সবেরই ফল ভোগ করতে হয়। হিংসা বিদ্বেষ প্রভৃতি পরশ্রীকাতরদের পশুর সমান মনোবৃত্তি হয়। মহাপ্রভু ''পুরুষোত্তম লীলা''তে জগবন্ধুকে প্রকাশ করে তাঁর স্বরূপ দেখিয়ে দিলেন।

### ১লা আশ্বিন (৭১)

**মা, এই যে সব উপদেশ দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে, যাদের মধ্যে বিশ্বাস আছে তারা পাবার অধিকারী। বিশ্বাসহীন হয়ে কোন সত্য বস্তুই নিতে পারল না। মহাপ্রভু এবার ক্ষেত্র তৈরী করে তবে সাধন দেবার ব্যবস্থা করেছেন। তপস্যা না করলে ভগবৎ শক্তি লাভ করা অসম্ভব। কলিতে সদগুরুদত্ত নাম সাধনই তপস্যা। অনাসক্তভাবে চলা আর আদেশ পালন করা এমন সহজ পথ মহাপ্রভু দিয়ে গেলেন নিতে পারছে কৈ !** এই সংসারে ভবসাগরে সদগুরুই কর্ণধার, তাঁকে ধরে থাকতে হবে, একমাত্র তিনিই পরপারে নিয়ে যেতে পারেন। তা তো করে না, সংসারে বদ্ধ হয়ে নানারূপ শোক দুঃখ যতই পাচ্ছে, তাতেও ভুল ভাঙছে না, তাকেই সুখ মনে করে জড়িয়ে পড়ে আছে। বাঁধন খোলার কোনই চেষ্টা নেই। আমিত্ব নষ্ট না হলে দৃষ্টি খোলে না, **এইসব উপদেশ দিয়ে শেষ চেষ্টা করা হল।** ''পুরুষোত্তম লীলা'' বের হলে উপদেশ দেওয়া কিছুদিন বন্ধ থাকবে। এই উপদেশগুলি ছাপানোর ভার যোগ্য ব্যক্তির হতে পড়লে তোমাদের কাজ প্রায় শেষ হবে।

### ২রা আশ্বিন (৭২)

**মা, দেহরক্ষার উপযোগী খাদ্য গ্রহণ করতে হয়।** বুদ্ধদেব যখন দেখলেন অনাহারে শরীর ভগ্ন হয়ে যাচ্ছে, ভজনে মনঃসংযোগ হচ্ছে না তখন সুজাতা প্রদত্ত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করে আবার ভজনে বসলেন। **কলিকালে উপবাসক্লিষ্ট শরীর দ্বারা ভগবৎ ভজন করা যায়না,** সেইজন্য মহাপ্রভু সাধনের প্রতিকূল অবস্থা ত্যাগ, অনুকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে হরিনামের পথ নির্দ্দেশ দিয়েছেন। **সাত্ত্বিক আহার শরীর ধারণের জন্য যেটুকু আবশ্যক সেইটুকু দরকার। ভোগলালসা ত্যাগ করতে হবে, খাওয়ার দোষে তমোগুণ বৃদ্ধি হয়।**

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - মা, কলিতে এসব হবে বলেই মহাত্মারা বিচলিত হয়ে মহাপ্রভুর শরণ গ্রহণ করেন, কতক জীবও যাতে রক্ষা পায় সেই উপায় অবলম্বন করতে অনুরোধ করেন, তখন মহাপ্রভুর ইচ্ছায় এই সত্য প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়। **এই যে উপদেশের মধ্যে সত্য প্রচার করা হল, সত্ত্বগুণীরা ধরে নেবে, আর যারা সরল বিশ্বাসী তারা বিশ্বাস করে গ্রহণ করবে,** যারা অহংবশে আছে তারা কিছুতেই **এ শক্তি সদগুরুদত্ত ব্রহ্মশক্তি কখনও নষ্ট হবে না।** এর মর্ম্ম উপলব্ধি করতে পারবে না। তাতে কোন ক্ষতি হবে না, **এই সত্য প্রকাশে যারা যেভাবে সাহায্য করবে তারা ভগবৎ কৃপা লাভ করবে।**

## ৩রা আশ্বিন (৭৩)

মা, কাল যখন তোমার জল তেষ্টা পেয়েছিল, জগন্নাথদেব বল্লেন, মহাস্নানের জল এক উলি পাঠিয়ে দাও, সেজন্য পূজারী মহাস্নান করিয়ে দু উলি জল নিয়ে যাচ্ছিল তার দ্বারা এক উলি জল তোমাকে দেওয়ালাম । ভগবান যখন আত্মসাৎ করেন তখন যা প্রয়োজন হয় তিনিই সমাধান করেন ।

আমি - হঠাৎ এমন তেষ্টা পেল কখনও এমন তেষ্টা পায় না ; ভাবছিলাম বেশীক্ষণ বসা হবে না। কাছে যারা ছিল তারাও জল দেওয়া দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল, সমস্ত জল খেয়ে ফেললাম একজন একটু চেয়ে নিল। তখনই আমার আপনার কৃপার কথা মনে হয়ে এত আনন্দ হল, চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। জগন্নাথ এত ভালবাসেন, আমি তো তাঁকে সেভাবে ভালবাসতে পারি না, আপনিই জগন্নাথরূপে কৃপা করেন এই ভাবই আমার মনে হয়। আপনার চরণে যেন মনস্থির রাখতে পারি।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, একলক্ষ্য হলে তখন আর মন অন্যদিকে যায় না। গুরুব্রহ্ম দারুব্রহ্ম এক, মূর্ত্তি ভিন্ন, যে ভাবেই উপাসনা কর সেই পরম ব্রহ্মকেই ডাকা হয়, ঠিক পথে গেলে সবই ভাল হয়।

মা, দূর্গামাধবের রঙ উঠে গিয়েছিল, তাই বার করে পূজা করল। শ্রীহীন দেখে তোমার কষ্ট হচ্ছিল, তাঁকে বনফলাগি করে দেওয়া হয়েছে। তোমাকে দেখে হাসছিলেন।

আমি - সেদিন বলেছিলাম এমন বেশে বার করে দেখে কষ্ট হয়, ভাল করে অঙ্গরাগ করে দেয় না কেন, কাল বেশ দেখে খুব আনন্দ হল আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে হাসছিলেন।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - যখন ভগবৎ তত্ত্ব প্রাণে প্রকাশ হয় বিগ্রহও সজীব হয়ে দেখা দেন। **এ আনন্দধাম, ভগবান দুহাতে আনন্দ বিতরণ করছেন, নিতে জানা চাই, গুরুকৃপাতে সব দৃষ্টি খুলে যায়।**

## ৪ঠা আশ্বিন (৭৪)

মা, এই যে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি যা সদগুরুরূপে বিতরণ করেছেন, পাবার অধিকার কম লোকেরই হয়েছে। নিত্যসঙ্গীরা সেইসময় কৃপা লাভ করে চলে গিয়েছেন, তারপর যারা পেয়েছে ধরে নিতে পারেনি, ক্ষেত্র তৈরী না থাকায় বীজ পড়ে রইলো, সময়ে ফল লাভ করবে। নানারূপ কল্পিত মত সৃষ্টি করে মূল জিনিস চাপা দিয়ে সত্য বুঝতে পারল না ; সত্যের কোন মর্য্যাদা না থাকায় গুরুশক্তির কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সত্যরূপ ভিত্তিদ্বারা এই ধর্ম্ম মহাপ্রভু স্থাপন করেছেন, সেখানে সত্য গোপন করে কল্পনাপ্রসূত মত প্রচার করছে, সেসব স্থান পরিহার করে চলতে হয়। এইসব দেখেই এই পাঁচখানি গ্রন্থ দ্বারা সত্যকে রক্ষা করা হল গুরুশিষ্য সংবাদখানি ও জগবন্ধুর জীবনীতে খাঁটি সত্যটুকু প্রকাশ করা হচ্ছে। এই সাতখানি গ্রন্থ একদিন কলির জীবের ধর্ম্মলাভের একমাত্র অবলম্বন হবে। শাস্ত্রের প্রত্যেকটি অভ্রান্ত মত জগবন্ধুর তপস্যালব্ধ শক্তির সঙ্গে এই গুরুশিষ্য সংবাদ অমূল্য গ্রন্থ। জীবনীখানিরও প্রত্যকটি কথা অভ্রান্ত সত্য। খুব সাবধানে রক্ষা করে যেতে হবে। কারও ব্যক্তিগত কোন কথা এর মধ্যে প্রচার হবে না, বেদ বাক্যের মত এই সত্য সর্ব্বত্রই জয়লাভ করবে। সময়ের অপেক্ষা করতে হচ্ছে। ভগবান নিজে প্রকাশ হলে, তাঁর স্বরূপ ধরা কঠিন। ভক্ত ছাড়া তাঁকে কেউ দেখতে পায় না, সবরূপেই তাঁকে ভাবতে পারা যায় তবে যখন যেরূপে যে কাজের জন্য অবতীর্ণ হন তখন সেইরূপেই সত্য স্বরূপ গ্রহণ করতে হয়। সদগুরুরূপে ভগবানই পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি বিতরণ করেছেন। অদ্বৈত প্রভু মহাবিষ্ণু, সদগুরু কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান, কলির জীবের উদ্ধারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে এসেছিলেন, আবার তিনিই সদগুরুরূপে এসে শক্তিপূর্ণ নাম প্রচার করলেন। সত্যকে সরিয়ে মিথ্যাকে সেখানে বসালে, শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করা হয়। ঋষিদের মত

ছাড়া সাধারণের মত গ্রহণ করতে নেই, শাস্ত্রমত খন্ডন করে যারা স্বমত স্থাপন করে তাতে ভগবানের অঙ্গে আঘাত করা হয়। সত্য প্রকাশ ঋষিরাই করে গিয়েছেন। তাঁরা কঠোর তপস্যা দ্বারা দিব্যদৃষ্টিতে ভগবৎ তত্ত্ব প্রত্যক্ষ দর্শন করে সেইসব অমূল্যবাণী লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, কল্পনাদ্বারা সত্যর প্রকাশ দেখা যায় না। সদগুরু কৃপা করে ভক্তের কাছে প্রকাশ হন, তখন এইসব রহস্য ভক্ত অনুভব করে দর্শন সম্ভোগ করে পূর্ণানন্দে ডুবে যায়। এ অবস্থা গুরুকৃপা ছাড়া লাভ হয়না। বিশ্বাসের সঙ্গে ধরে থাকলে সময়ে সত্যের উপলব্ধি হবে।

## ৫ই আশ্বিন (৭৫)

মা, অধ্যাত্ম জগতের নিয়ম এ বহির্জগতের সঙ্গে কোন মিল হয়না। গুরুকৃপায় যখন দৃষ্টি খুলে যাবে তখন সব এক হয়ে যাবে। **এখানে সত্য প্রচার করা উদ্দেশ্যে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে বা যেসব লীলা দর্শনের কথা জানানো হচ্ছে, সবই মহাপ্রভুর আদেশমত। এর মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই, লোকাপেক্ষা নেই, লোকের মনোরঞ্জনের কোন ব্যবস্থা নেই। নির্ম্মল অন্তঃকরণ যাদের তারাই ভগবৎ কৃপায় বিশ্বাস করবে ও আনন্দের অধিকারী হবে। সত্য যেমন পবিত্র উজ্জ্বল আনন্দময় তেমনি এইসব উপদেশে যারা বিশ্বাসী, যাদের মনে কোন কুটবুদ্ধি স্থান পায়নি, স্বচ্ছ পবিত্র আছে তারাই এ সম্পদ লাভ করার অধিকার লাভ করবে। ভগবৎ আদেশে সেখানে যা করা হয় বা বলা হয় সেখানে মত প্রকাশ করা অত্যন্ত অন্যায়, গুরুঅপরাধী হতে হয়।** এসব কি দেওয়া হচ্ছে এখনও বুঝবার ক্ষমতা নেই, অহংভাবে বদ্ধ হয়েও স্বমত স্থাপনের চেষ্টাই করছে।

শ্রীশ্রীমন মহাপ্রভু এলেন, প্রণাম করলাম, আশীর্ব্বাদ করে বললেন - মা, সময় না হলে দৃষ্টি খোলে না, গুরু কৃপা করে আবরণ সরিয়ে দিলে তখন সমস্ত সত্য প্রকাশ হয়, নিজের ভ্রম বুঝতে পারে।......... এই পথ ধরে আছে বলেই তার উপর সদগুরুর দৃষ্টি পড়েছে। একটা সুযোগ সামনে ধরেছেন, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে সব বাধা কাটিয়ে সত্যের স্বরূপ দেখতে পাবে। সদগুরু মহা পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন। **গুরুর উপর পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে সংস্কার জঞ্জাল দূর করে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করতে হবে। কৃপা লাভ হলে সত্যের আলোতে সচ্চিদানন্দময় গুরুরূপ দর্শন হবে।** বিশ্বাস চাই, বিশ্বাস অভাবে অগ্রসর হতে পারছে না। নামব্রহ্ম প্রচার আরম্ভ হয়েছে।

## ৬ই আশ্বিন (৭৬)

**মা, এই সত্য প্রকৃত ধর্ম্মার্থীরাই ধরে নেবে , সংস্কারবদ্ধরা পারবে না। গুরুকৃপায় যখন সেই সংস্কারের মূল ছেদন হবে তখন সংস্কার মুক্ত হয়ে সত্যর জ্যোতি দেখতে পাবে, এরজন্য কাতরে গুরুকৃপা প্রার্থনা করতে হয়।** যাদের ক্ষেত্র তৈরী থাকে দীক্ষা পাবা মাত্র সংস্কারমুক্ত হয়, **শ্বাস-প্রশ্বাসে নামজপ আর আদেশ পালন করে চললে কোন কিছুতেই বিচলিত করতে পারে না। তপস্যালব্ধ যে শক্তিপূর্ণ নাম, সাধনের দ্বারা ভগবৎ লাভ হবেই, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে।** মহাত্মারা বিশ্বাসের জোরে যুগের পর যুগ সদগুরু লাভের জন্য আশাপথ চেয়ে বসে থেকে কৃপালাভ করেছেন, ভগবান কৃপা করেও বীজ রোপন করলেন, সাধন করে তাকে জাগিয়ে রাখতে হবে। ত্যাগ বৈরাগ্য হচ্ছে এ পথের প্রথম সোপান, সমস্তই ইষ্ট চরণে নিবেদন করতে হবে। আমিত্ব থাকতে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায় না। **মহাপ্রভুর আদর্শ ধরে তাঁর আদেশমত চলা, এই হল সাধক জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য।** অহংভাব থাকতে ধর্ম্মলাভ করা কঠিন, **গুরু অনুগত হয়ে চরণে পড়ে থাকতে হবে।**

## ৭ই আশ্বিন (৭৭)

'হরিবোল' 'হরিবোল' বলতে বলতে মহাপ্রভু এলেন, তাঁকে প্রণাম করলাম।আশীর্ব্বাদ করে বললেন, মা, এখন সত্য গ্রহণ করতে লোকে ভয় পায়, সর্ব্বদাই মিথ্যা নিয়ে চলছে সেখানে সত্যের স্থান কোথায় !সত্যের প্রতিমূর্ত্তী জগবন্ধুকে তাই লোকে চিনতে পারেনি।**কোন সময় শান্তির দেবীভাব জাগ্রত হওয়াতে অনেকদিন সেইভাবে ছিলেন, দেব-ভাষাতে কথা বলতেন, চিঠিও দেবভাষাতে লিখতেন, মহাশক্তি তখন একবিন্দু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেছিলেন।**তুমি সেসব জাননা অনেকেই জানে। আবার সাধারণের মত নরলীলা করে জগৎকে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। সত্যধর্ম্ম আবার যখন জাগবে এইসব উপদেশ বা বাণী ধর্ম্মের শীর্ষস্থান অধিকার করবে।

## ৮ই আশ্বিন (৭৮)

মা, ধর্ম্মপথে সবসময় সতর্ক হয়ে চলতে হয়, মনকে সংযত করে ধীরভাবে কাজ করে যাবে, সত্যধর্ম্ম বড়ই কঠিন। প্রতেক কথা কাজ বিচার করে করতে হবে, বিচার-শক্তির অভাবে অনেক সময় অপ্রিয় কাজ করে ফেলে।.......কে সাবধান করে দিও, এযে সত্যের অবমাননা করা হয়েছে, অজানাভাবে হলেও দোষ বলেই গণ্য হবে। যেমন ছাইচাপা আগুন হাত দিয়ে তুলতে গেলে হাত পুড়ে যাবেই, যার যা গুণ সে স্পর্শ করবেই। এই যে ঋষিদের পথ, তাঁদের নির্দ্দেশ মত চলতে হবে। মহাপ্রভুর ধর্ম্ম কি ? তিনি কি শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন ? **নিজেকে দীনহীন কাঙাল হতে হবে, তৃণের মত নিচু হয়ে বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হয়ে নিজেকে অমানী করে অপরকে মান দেবে, সর্ব্বদা হরিনাম কীর্ত্তন করবে । অহংভাব একেবারে ত্যাগ করতে হবে, কোন অপ্রিয় কথা কানে এলে ধীরভাবে সহ্য করাই কর্ত্তব্য, সম্ভব হলে সেস্থান থেকে সরে যাবে। সবস্থানেই যে নিজের মনমত ব্যবহার পাবে সে আশা করতে নেই, তার সারটুকু ধরে নেবে। প্রত্যেকের মধ্যেই কম বেশি দোষগুণ আছে। দোষ দেখতে নেই, গুণই দেখবে। যেসব উপদেশ দেওয়া হয়েছে মন দিয়ে পড়লে এতেই সব জানতে পারবে। এমনভাবে নিজেকে তৈরী করতে হবে যখন সুজন দুর্জ্জন সব লোকের কাছেই আনন্দলাভ করতে পারবে তখন জানবে অভিমান ত্যাগ হয়েছে। কোন বিষয় নিয়ে কারও উপর কটাক্ষ করতে নেই। যাদের ভার সদগুরু নিয়েছেন, তাদের দোষ-গুণের বিচার করে তিনিই সংশোধন করে নেবেন।**

## ৯ই আশ্বিন (৭৯)

মা, মহাপ্রভু যে কীর্ত্তন করতেন প্রথম পদ 'হরি হরয়ে নমঃ' হরিহরের যুগল বন্দনা করে পরে আর সব নাম বলতেন। হরি হর যারা ভেদ করে তারা ভগবৎ অপরাধী হয়। শাস্ত্র ধরে চললে পথ ভুল হয়না। আত্মঅভিমান পতনের মূল, আমি বড় এ অহংকার ত্যাগ করতে হবে। মানুষের বিচারের সঙ্গে ভগবৎ বিচারের তুলনা হয়না। মানুষ বাইরে দেখে বিচার করে, ভগবান ভিতর দেখে বিচার করেন। শ্রীবৃন্দাবনে গোপগোপীরা তো কৃষ্ণপ্রাণা ছিলেনই ; সেখানে তরুলতা, পশুপক্ষী, স্থাবর-জঙ্গম প্রভৃতি এরাও কৃষ্ণভাবে মগ্ন হয়ে প্রেমানন্দে ডুবে থাকতেন। এইভাবে যখন ডুবতে পারবে তখন সেই চিরসুন্দরের সন্ধান পাবে। গোপীরাতো নিজজন, তবু তাদের কত পরীক্ষা করে তবে গ্রহণ করেছেন। ভগবৎ রাজ্যের নিয়মই এই, নিজের বলে কিছু থাকবে না, সব দিতে হবে ; তাতো পারে না কাজেই প্রেমানন্দে ডুবতে পারছে না। যাদের ক্ষেত্র তৈরী ছিল তারা নাম পাবার সঙ্গে সঙ্গেই কৃপা অনুভব করেছে, ক্ষেত্র তৈরী থাকায় বীজ পড়া মাত্র অঙ্কুরিত হয়েছিল।

## ১১ই আশ্বিন (৮০)

**মা, মহাপ্রভুর ইচ্ছাতে যে এই উপদেশ দেবার ব্যবস্থা করতে হল সাধন না থাকলে ধরে নিতে পারবে না।**কলিযুগের জন্য এই উপদেশ দেবার ক্ষেত্র তৈরী করতে বহুযুগ সাধন করতে

হয়েছে, কঠোর সাধনার দ্বারা ভগবৎ কৃপায় তবে এ জিনিস পাবার অধিকারী হয়ে ভগবৎ কৃপা লাভ করেছে। প্রকাশ করার ক্ষমতা সদগুরু নিজে দিয়েছেন, নিজেকে নিঃস্ব করে সব ভগবৎ চরণে দিতে হয়েছে, এ অবস্থা না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। **যারা এর মর্ম্ম উপলব্ধি করে এই উপদেশ ও লীলা বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করবে, তাদের উপর মহাপ্রভুর কৃপা আছে জানবে।** ব্যাকুলতা চাই, প্রকৃত অন্তরের সঙ্গে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে সে ডাক সদগুরু শুনতে পান। **বাইরে যেসব কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা হয় এতে ধর্ম্মপথে এগিয়ে যায় তবে ভগবৎ দর্শন হয়না। ভগবানকে পেতে হলে তাঁকেই স্মরণ করে তাঁর চরণে পড়ে থাকতে হবে। দেহ মন প্রাণ নিজের বলে কিছুই থাকবে না। এইভাবে গুরুদত্ত নামে তাঁকে সর্ব্বদাই স্মরণ করতে হবে। নাম শক্তিপূর্ণ , সাধকের সেই শক্তি জাগাবার ক্ষমতা চাই। কাতরে গুরুকৃপা প্রার্থনা করতে হয় তখন সবই পূর্ণ হয়ে যায়। এই উপদেশে সবই বলা হয়েছে, কর্ম্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করছে।**

### ১২ই আশ্বিন (৮১)

**মা, মহাপ্রভুর আদেশে সত্য প্রচার করা, নিতে কি সবাই পারবে ? তার জন্য উদ্বেগ ভোগ করার প্রয়োজন নেই।** মহাপ্রভু নিজে এসে ডেকে ডেকে নাম দিয়েছিলেন। সবাই কি নিতে পেরেছিল ? সদগুরু নিজে যাদের নাম দিলেন, উপদেশ দিলেন, যাদের সাধন ছিল, ক্ষেত্র তৈরী ছিল তারাই ধরে নিল, আর যারা অন্তরঙ্গভক্ত লীলাসহায়ের জন্য সঙ্গে এসেছিলেন তাঁরা নাম পেয়ে কৃপা লাভ করে চলে গিয়েছেন, বাকী যারা নাম পেয়েছে তারা তিন জন্মে গুরুকৃপা লাভ করবে। **ভগবানের পরিবার তাঁর সঙ্গেই লীলা করতে আসেন, নরলীলাতে মনুষ্য ভাবেই প্রকাশ হবে।** গুরু আদেশমত শাস্ত্র সদাচার মান্য করে চলতে হবে, এসব সত্যের প্রভাব এর পর বিস্তার হবে। বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয় যোগসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁরও উপদেশ অনেকে ধরে নিতে পারেনি, তাতে তাদের গুরুনিষ্ঠা চলে গিয়ে অপরাধে পতিত হয়েছিল। সাবধান হয়ে চলতে হয়, সবাইএর আচার সবাই নিতে পারেনা, তাতে অপরাধ হয়। মহাপ্রভুও তাঁর ভক্তদের সেই শিক্ষা দিতেন। **গুরুদত্ত সাধনে তাঁর আদেশমত চলাই হল প্রত্যেক সাধকের কর্ত্তব্য।** সত্য ধরে থাকলে ভ্রমে পড়তে হয়না।

### ১৩ই আশ্বিন (৮২)

মা, ভাব কল্পনা এই সাধনের পক্ষে মহা অনিষ্টকারী, সত্যকে বুঝতে দেয় না, যোগ-ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করলে সাধকও সেই অবস্থার মধ্যে আটকে যায় আর অগ্রসর হতে পারেনা। এইসব অবস্থা পরিহার করে চলতে হয়।

শ্রীশ্রীমন মহাপ্রভু ও গুরুদেব এলেন প্রণাম করলাম, আশীর্ব্বাদ করে শ্রীশ্রীমন মহাপ্রভু বললেন - মা, এই যে সত্য প্রচার করা হচ্ছে, খুব সাবধানে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে, কোনরকম মিথ্যা বা কল্পনা এর মধ্যে প্রবেশ না করে। প্রত্যেক কথা বিচার করে করতে হবে।

শ্রীশ্রীগুরুদেব - মা, মহাপ্রভুর আদেশে যে কাজে নিযুক্ত হয়েছ বহু তপস্যার ফল। এই সত্য যারা অবিশ্বাস করছে মহা অপরাধ করছে, শাস্তিভোগ করতে হবে।

### ১৪ই আশ্বিন (৮৩)

মা, তুমি যা মনে করেছ তাই হয়েছে ; **প্রত্যেক আশ্রমে, মঠে ভজন ছেড়ে ভোজনের ব্যবস্থায় সমস্ত সময় ব্যয় করছে। সমস্ত দিন পরিশ্রম করে রাত্রে বসবার শক্তিও থাকেনা, এত করে বলা হচ্ছে, শোনে কে ? কোন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানে দেখবে না আপন সাধনে মগ্ন আছে, কি করে নামের কৃপা পাবে। এইসব উপদেশ ক্রমে দেশের লোকের প্রাণ স্পর্শ করবে। একটি লোকও সত্যপথে এলে জানবে কাজ আরম্ভ হয়েছে।**

**১৫ই আশ্বিন (৮৪)**

মা, সেদিন আশ্রমের কথা লিখো।

আমি - ঁবিজয়ার দিন আপনাকে ও মাতাঠাকুরাণীকে সমাধি মন্দিরে জ্যোতির্ম্ময়রূপে বসা দেখলাম কিন্তু মনে হল এ ঘর নয়, উজ্জ্বল আলোময় রত্নখচিতসিংহাসনে বসে আছেন। প্রেমপূর্ণ সহাস্য নয়নে আমার পানে চেয়ে হাসলেন, আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন, খুব আনন্দ হল। কত কৃপা করছেন কি লিখবো ।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - তুমি যে স্বরূপ দেখবার বাসনা করে দেখতে যাও তাই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়, এভাবে দর্শন কি সকলের ভাগ্যে হয় ? তুমি যেভাবে যাও এও একপ্রকার সাধন, সবসময় কাছে থাকলে এভাব আসে না। সহজপ্রাপ্য জিনিসের অপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য জিনিসের বেশী আগ্রহ হয়। নামেই সব দৃষ্টি খুলে যায় ।

**১৬ই আশ্বিন (৮৫)**

মা, এবার জগতের মঙ্গলের জন্য মহাপ্রভু যোগ্য পাত্রে স্থানে স্থানে সত্য প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন, তাঁর কৃপাতেই সেসব ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে। জগবন্ধুর লীলা দর্শন করতে হয়, লীলা সব দেখো, রাধা-দামোদর বেশে ব্রজলীলার ভাব মনে জাগে, **কার্ত্তিক মাসের তুল্য কোন মাস নয়, এধামে ভগবান দারুব্রহ্মরূপে যেসব লীলা করছেন- একটি লীলা দেখলেও জীবের মোক্ষ লাভ হয়।** আপন করে নিয়ে মন-প্রাণ ঢেলে কামনা ত্যাগ করে তাঁর চরণ প্রাপ্তি আশাই জীবনের লক্ষ্য করতে হয়। আসক্তিশূন্য হয়ে নিতে পারে কৈ ? **ধামে যারা বাস করে অন্ততঃ একবারও জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে হয়। অক্ষমদের উপায় নেই তারা চক্র দেখে প্রণাম করবে। কলিতে শ্রীক্ষেত্রের মত স্থান কোথাও নেই।**

**১৭ই আশ্বিন (৮৬)**

মা, ভগবানের সঙ্গে যতদিন পৃথকভাব থাকে আপন করে নেওয়া যায়না। **শ্রীবৃন্দাবনে নরলীলা করে ব্রহ্মভাবের মাধুর্য্য প্রকাশ করে গিয়েছেন, বৈকুণ্ঠতেও সে লীলারস সম্ভোগ হয় নি।** তিনটি ভাব ব্রজে প্রকাশ করেছেন ঃ বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর। ব্রজভাব যে কি সবাই মনে আনতে পারে না। লোক দেখান মুখে বললে তো হবেন, সেই অনুভূতি মনে জেগে ওঠা চাই।

**১৮ই আশ্বিন (৮৭)**

মা, এই অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর জীবনের ভোগের জন্যই মানুষ সমস্ত জীবন অতিবাহিত করছে, বাসনা কামনা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে জন্মান্তরে এসে যাতে এই সংসার সুখই ভোগ করতে পারে। সংসারের সুখ বলে মানুষ যা নিচ্ছে সে তো ক্ষণিক মায়ার খেলা, দেহ বিনাশের সঙ্গে সব শেষ হবে। এই যে মন্দিরে শত শত লোক পূজা করছে সব সকাম, এর মধ্যে ভগবৎকামী একটিও নেই। নিষ্কাম পথ জানেনা, কামনা করতে হয় তাই জানে, বার-ব্রত এসব করলে আবার পুনর্জন্ম হলে এইসব ফল ভোগ করবো এইভাব নিয়ে সবাই চলছে। মায়াজাল ছিন্ন করা বড়ই কঠিন। **গীতাতে রাজযোগে স্বয়ং ভগবান নিষ্কাম ধর্ম্মের যে বাণী দিয়ে গিয়েছেন, সেই জিনিস আবার সদগুরুরূপে এসে বিতরণ করলেন।** কাল প্রতিকূল, তাও গ্রহণ করতে পারছে না, ত্যাগ না থাকায় সত্যধর্ম্ম উপলব্ধি হচ্ছেনা। **যেসব উপদেশ দেওয়া হয়েছে তাতে সবই বলা হয়েছে, মন দিয়ে পড়া চাই আর অর্থ বুঝতে চেষ্টা করা চাই।** সব কাজেই ফাঁকি দিয়ে এমন অভ্যাস হয়েছে নিজের কোথায় ফাঁক থাকছে ধরতে পারছে না। **বিচার করে করে আলোচনা করতে হবে, তাতো করেনা তাতেই বুঝতে পারছে না।**

### ২০শে আশ্বিন (৮৮)

**মা, সত্য প্রচারের জন্য যেসব উপদেশ দেওয়ার আবশ্যক ছিল দেওয়া হয়েছে। সেই পাঁচখানিই মূল গ্রন্থ জানবে।** শেষে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে সেগুলি শ্রীশ্রীউপদেশামৃতর পরিশিষ্ট অতিরিক্ত উপদেশ- পরে কোন ভক্ত আগ্রহ করে ছাপাবে। কাল প্রতিকূল, ধর্ম্মভাব জাগাতে পারছে না। যাদের পূর্ব্বজন্মের তপস্যা আছে মহাপ্রভুর কৃপায় তারা সত্য পথ অবলম্বন করবে। ধর্ম্ম কি সবাই লাভ করতে পারে, সাধন চাই। **এই উপদেশ প্রচারে যেমন কতকলোক অবিশ্বাস করে বঞ্চিত হয়েছে, তেমনি কতকলোক বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে এই অমূল্য সম্পদের অধিকারী হয়েছে।** ভারতের এই সনাতন ধর্ম্ম ঋষিরা যুগে যুগে রক্ষা করে আসছেন। কলিকালে এর প্রভাব ম্লান হবে বলেই মহাপ্রভু হরিনাম প্রচার করে জীবের উদ্ধারের উপায় করে দিয়েছেন ; তাও যখন নানারূপ মত পথ বার করে সত্যকে গোপন করে দিলে তখন আবার এইসব উপদেশ দিলেন ; দিবা মাত্র কি নিতে পারে ; সে হলে আর কলির আধিপত্য থাকে কৈ ! কাজেই সাধন না থাকলে নিতে পারবে না, আর যারা সরল বিশ্বাসী তারা নেবে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে প্রচার হবে। **বই নিলে কি হবে, পড়া চাই। বার বার পড়ে আলোচনা করলে তবে সব বুঝতে পারবে।** বই সব প্রথমে বিক্রি হয়ে গেলে লোকসান হত, এখন যারা নেবে বুঝে নেবে। বই বিক্রি না হওয়ার কারণ আছে। অপাত্রে না পড়ে ধরে রাখতে হয়েছে। এ জিনিস যারা অবহেলা করছে সত্যের অবমাননা করা হচ্ছে, তাও অপরাধ হচ্ছে, মঙ্গল করতে যেয়ে অমঙ্গল করা হল। মহাপ্রভু যখন প্রথম গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন, গয়া থেকে এসে নাম প্রচার করতে লাগলেন তখন বিশ্বাসী ভক্তরা সাদরে গ্রহণ করল, অবিশ্বাস করে নিন্দা করে কতক লোক বঞ্চিত হল। তখন মহাপ্রভু সকলকেই উদ্ধার করার জন্য সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করলেন। সেইসব নিন্দুক পাষন্ডীর দল তখন উদ্ধার হল। **এই যে উপদেশ সবাই নিতে পারছে না এর মধ্যেও গূঢ় রহস্য রয়েছে। যাদের সুকৃতি আছে তারা আগ্রহ করে নেবে।** বই বিক্রি হল, টাকা উঠল এসব সাংসারিক বুদ্ধি দিয়ে লোক দেখে। আসল কথা সত্য ধরে চলা, এখন যারা নেবে ধর্ম্মের টানেই নেবে।

### ২১শে আশ্বিন (৮৯)

**মা, এমন বহু লোক আছে খায় দায়, শুয়ে ঘুমিয়ে তাস পাশা খেলে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে, পরলোক চিন্তা একবারও করেনা। এইসব উপদেশ পড়লে বা শুনলে পরিবর্ত্তন আসবে।** সত্যধর্ম্ম রক্ষা করা ও প্রচার করাই একমাত্র উদ্দেশ্য, এখানে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা নেই। সত্যাশ্রয়ী মাত্রেই এই উপদেশ গ্রহণের অধিকারী। সদগুরুদত্ত সাধন পেয়ে যারা অবহেলা করে নিতে পারল না তারা তমোঘোরে পড়ে বিষয়মোহে বদ্ধ হয়ে রয়েছে। গুরু কৃপা করে যখন সেই বিষয়পঙ্ক থেকে উদ্ধার করবেন তখন আবার সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়ে সত্যের স্বরূপ দেখতে পাবে। কতক লোক বিরুদ্ধ আচরণ করবে, কিছু করতে পারবে না। সত্যেরই জয় হবে।

**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু - মা, এই যেসব অমূল্য উপদেশ সদগুরু দিলেন , কলির জীবের পরম সৌভাগ্য। কি জিনিস তাদের দেওয়া হচ্ছে, দৃষ্টি যাদের খুলে যাচ্ছে তারাই দেখতে পাবে উপদেশের মধ্যে কি অমূল্য রত্ন বিতরণ করা হয়েছে। সবাই নিতে না পারলেও একজন নিলেও শ্রম সার্থক হবে, যেমন একটি বীজে অসংখ্য ফল ফলে তেমনি একজন এই সত্যধর্ম্ম আশ্রয় করলে কালে বহু লোক এই সত্যের সন্ধান পাবে।** সদগুরুদত্ত সাধন প্রাপ্তরা আত্মঅভিমানে বদ্ধ হয়ে সদগুরুর উপদেশই নিতে পারল না। অবহেলা করে গুরুবাক্যে অবিশ্বাস করল। মহা অপরাধের সৃষ্টি হল। এরা সব দেবমায়াতে পড়ে গিয়েছে। অনাসক্তভাবে আসক্তিহীন হয়ে নাম করলে দেব-মায়া স্পর্শ করতে পারেনা। ভক্তের কাছে দেবমায়ারও অধিকার নেই, সেখানে মায়া পরাজিতা। সংসার মোহই ধর্ম্মপথে বাধা দেয়, চেষ্টা করে কাটাতে হয়। চেষ্টা তো নেই, মনে ভাবে বেশ আছি, ভালমন্দ বিচারশক্তিহীন হয়ে পড়েছে। এইসব

অবোধ সন্তানদের জন্য কত চেষ্টা করা হচ্ছে ; এমন ভাগ্যহীন নিতে পারছে না, কাল প্রতিকূল।

## ২২শে আশ্বিন (৯০)

মা, এখন মানুষের মন অবিশ্বাস আর কুসংস্কার পূর্ণ, বিচারশক্তি নেই। এ সবই মিথ্যা মায়ার খেলা, দেখে শুনে তাতেই ডুবে আছে। এভাবে জীব বদ্ধ না হয়ে যদি অনাসক্ত ভাবে চলে তাতে সংসারের যে তাপ তাতে দগ্ধ করতে পারে না। আত্মপ্রশংসাকারীরা দাম্ভিক হয়, অহংবশে অন্যকে তুচ্ছ করে। ধার্মিক ব্যক্তির মধ্যে এসব দোষ থাকে না ; ভগবদবিশ্বাসীদের প্রাণ আনন্দে পূর্ণ থাকে। যারা সদগুরুর কৃপা লাভ করেছে তাদের আর কি অপ্রাপ্য আছে, রূপসাগরে ডুবে তাতেই মগ্ন হয়ে গিয়েছে, সংসারের সুখ-দুঃখে বিচলিত হয়না, বিরলে আপন সাধনের ফল আস্বাদন করছে, এরপর তাদের দেখা পাবে।

মূল ভক্তমালে রহিম ও ছলিমের কথা আছে। এখন যে সব ভক্তমাল বার হয়েছে অনেক কথা বাদ আছে। মূল গ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। জগবন্ধুর লেখা জীবনীতেও আছে। এখন আর মানুষের মধ্যে সে আগ্রহও নেই , ধর্ম্মলাভের জন্য ব্যস্তও নয়, নিয়মমত কাজ করতে হয় করে। পূর্ব্ব সুকৃতির ফলে কেউ হয়তো সচেতন হয়ে উঠে তখন জীবনের গতি পরিবর্ত্তন হয়ে পথ দেখতে পায়। সবাইকে এক জিনিস আকর্ষণ করে না, যার যেমন ক্ষেত্র তৈরী সে সেইভাবে আকৃষ্ট হয়। ধর্ম্ম হবে বলে গীতা, ভাগবত, শাস্ত্র, পুরাণ পড়ে বা শোনে, তারই মধ্যে কারুর প্রাণে সত্যের সাড়া পেয়ে ধর্ম্ম জাগ্রত হয়।

## ২৩শে আশ্বিন (৯১)

মা, সত্যের স্বরূপ যে ভগবান, সত্য ধরে না চললে কি করে তার সন্ধান পাবে। সত্যের অপলাপ করাতেই মানুষ অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সামান্য কথাও সত্য বলার সাহস নেই। সত্য যেখানে বিদ্যমান ধর্ম্মও সেখানে বিদ্যমান। ধর্ম্মে মতি হলে সৎ প্রবৃত্তি জাগে, বিচারশক্তি বৃদ্ধি পায়, সৎসঙ্গ লাভ হয়ে সাধনের অনুকূল অবস্থার মধ্যে সাধক অগ্রসর হয়। ভোগ-লালসা বৃদ্ধি হয়ে খাদ্য-অখাদ্যের বিচার নেই, স্বার্থপরবশ হয়ে ন্যায়-অন্যায়ের বিচারশক্তিহীন হয়ে পড়েছে। **এইসব উপদেশ যা দেওয়া হয়েছে পড়তে পড়তে তমোগুণ নষ্ট হয়ে সত্যের আলো দেখতে পাবে, চেষ্টা নেই কি করে পথ পাবে ?** আসক্তি থাকাতে সত্যধর্ম্ম লাভ করা কঠিন, আমিত্বতে ডুবে আছে, মনপ্রাণ স্বার্থে ভরা, এসব প্রাণের মধ্যে ভগবানের আসন পাতা হয়না। পবিত্র নির্ম্মল মনপ্রাণ চাই- আর চাই বিশ্বাস ভক্তি। সবেরই অভাব হয়েছে, কালবশে চলছে, রক্ষার জন্য এইসব নানা উপায় করা হচ্ছে।

## ২৪শে আশ্বিন (৯২)

মা, কৃতকর্ম্মের ফল জীব মাত্রকেই ভোগ করতে হয়। সদগুরুদত্ত সাধন-প্রাপ্তদের কৃতকর্ম্মের ফলাফল সদগুরু বিচার করে সেই পথে চালিত করেন। যাঁরা নিত্যসঙ্গী,সঙ্গে আসেন লীলা শেষ হলেই চলে যান, তাঁরা বদ্ধ নয়। তারপর কারও এই প্রথম জন্মে সদগুরুদত্ত সাধন লাভ হল, কারও দ্বিতীয় জন্মে লাভ হল। প্রথম জন্ম যাদের তাদের আরও দুজন্ম আসতে হবে। দ্বিতীয় জন্ম যাদের তাদের আর এক জন্ম আসতে হবে। তিন জন্মের পর আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না, তখন যাকে যেভাবে সাধন করতে হবে সদগুরু সব ব্যবস্থা সেইখানেই করে দেন। **ভ্রমে পড়ে যারা বলে আমাদের কিছু ফলাফল ভোগ করতে হবেনে-ভুল করে। নামসাধন আদেশমত না করলে কিছুতেই মুক্ত অবস্থা আসবে না যতদিন না অনাসক্ত ভাব আসে ততদিন জীব বদ্ধ অবস্থায় থাকে, নামরূপ তপস্যার দ্বারা সেইসব বাসনা-কামনা ও রিপুরা যখন বশ হবে, তখন সত্যের পথ দেখতে পাবে।**

আমি - সদগুরুদত্ত সাধন পেলেই যদি মুক্ত অবস্থা হয়, তাহলে তিনজন্মের সাধনের কথা কেন বলছেনন বুঝতে পারছি না।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, জন্ম-জন্মান্তরের যেসব সঞ্চিত কর্ম্ম সেসব সাধন পাবামাত্র বিনাশ হয়। নামসাধন করতে হবে না একথা কখনো বলিনি। এতে শাস্ত্রের অবমাননা করা হয়। সদগুরু পথ দেখিয়ে দেন, পথের সম্বল শক্তিপূর্ণ নাম দেন, অনাসক্তভাবে সদগুরুর আদেশমত চলতে হয় ও নামসাধন করতে হয়।

আমি - আপনি কৃপা করে কুলীনগ্রামবাসীদের সাধন দিয়েছিলেন, তাদেরও তো আবার জন্ম নিতে হয়েছিল ?

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - নিশ্চয় হয়েছিল, তবে নীচ জাতীয়রা উচ্চ কুলে জন্ম নিয়েছিল। তিন জন্মে তাদের কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিয়ে অন্য স্তরে সাধন করার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এই সাধনের মূল উদ্দেশ্য পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম-ভক্তি লাভ। যতদিন না তৈরী হবে সাধন করতে হবে। নামে ডুবতে না পারলে ভগবৎ তত্ত্ব কি করে উপলব্ধি হবে। সংসার মায়াজালে এমন বদ্ধ হয়ে আছে, উদ্ধারের চেষ্টাও নেই।

## ২৫শে আশ্বিন (৯৩)

মা, শাস্ত্র-সদাচার মেনে চলতে বলা হচ্ছে। ঋষিদের নির্দ্দেশমত সাধন দ্বারাই ভগবৎ কৃপা লাভের পথ তাঁরা দেখিয়ে গিয়েছেন। সদগুরুদত্ত নামের মহিমা তাঁরাই প্রকাশ করে গিয়েছেন, তারপর মহাপ্রভু পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি রায় রামানন্দের সঙ্গে আস্বাদন করে তাও প্রকাশ করে গিয়েছেন। মহাপ্রভুর কৃপা ছাড়া এ তত্ত্ব জানবার অধিকার হয়না। অনাসক্তভাবে নাম করলে ও সদগুরুদত্ত আদেশ পালন করলে আসক্তিহীন হয়, **ব্যাকুল হয়ে কাতরে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে হবে।** ভগবৎ লাভের ইচ্ছা বলবতী হলে গভীরভাবে নামে ডুবে যাবে, তখন সাধক অনুকূল অবস্থার মধ্যে পথের সন্ধান পাবে। বিশ্বাস করে ধরে থাকতে হয়। **যেসব উপদেশ দেওয়া হয়েছে বারবার পড়া ও সেইমত চলতে চেষ্টা করা, সবই বলে দেওয়া হয়েছে।**

## ২৬শে আশ্বিন (৯৪)

মা, এই যে দেবদুর্লভ সম্পদ পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি মানুষ লাভ করবে দেবতারা সহ্য করতে পারেন না, তাঁরা দেবমায়া বিস্তার করে ভ্রম উৎপাদন করে দিচ্ছেন, সত্য ধরতে পারছে না। তুলসীদাসের রামায়ণে আছে ভরত যখন চিত্রকূট পর্ব্বতে রামচন্দ্রকে দর্শন করতে যাচ্ছেন দেবতারা স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে মায়াকে আহ্বান করে ভরতের মন ফেরাবার জন্য অনুরোধ করলেন। মায়া তখন দেবতাদের বললেন- তোমরা স্বার্থপর নির্ব্বোধ, যে ভরত রামের চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করে রাম নামে ডুবে আছে, আমার সেখানে যাবার ক্ষমতা নেই, ভক্তের কাছে আমি পরাজয় স্বীকার করি। তখন দেবতারা উপায় খুঁজতে লাগলেন। **সদগুরুদত্ত শক্তিপূর্ণ নাম ও তাঁর আদেশ পালন করলে দেবমায়াতে পড়ে না, যারা ঠিকমত চলছে তাদের উপর মায়া তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।** কিছুলোক আছে যারা সৎসঙ্গ বা সৎ আলোচনা করতে পায়না। বিষয়-মোহে ডুবে আছে তারা। **এইসব উপদেশ পাঠে ঘুম থেকে যেমন মানুষ জাগে তেমনি জাগবে। যাদের প্রাণে ধর্ম্মপিপাসা আছে তারা পথ পাবে, ক্রমে ক্রমে সত্য প্রচার হবে।** ধর্ম্মের গতি সূক্ষ্ম, ধীরে ধীরে কাজ আরম্ভ হচ্ছে। কলির প্রভাব পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়েছে, শাস্ত্রকর্ত্তারা পূর্ব্বেই সেসব লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। অধর্ম্ম দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে, ভগবৎশক্তিদ্বারা এর গতিরোধ করতে হবে। **এইসব উপদেশে শক্তি থাকায় পাঠে মন আকৃষ্ট করবে।** দেশের এই দুর্দ্দিনে সঙ্কট সময়ে একমাত্র হরিনামই রক্ষার উপায়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু - মা,নামব্রহ্ম ঘরে ঘরে প্রচার হলে আবার সুদিন দেখা দেবে,

**নামব্রহ্ম জপ করা আর এইসব উপদেশ পাঠ করা কলির জীবের একমাত্র রক্ষার উপায়। নামব্রহ্মের কথা এতে লিখতে বলবে, যেমন উপদেশামৃততে লেখা হয়েছে। একজনও উদ্ধার হলে সত্য প্রচার হবে।**

**২৭শে আশ্বিন (৯৫)**

মা, সত্য ধরে থাকলে সবকিছু সদগুণ তার মধ্যে প্রকাশ পায়। স্বার্থপরতা, হিংসা-প্রবৃত্তি, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি দোষ সকল সত্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে সরে যাবে, তখন মন দেহ পবিত্র নির্ম্মল হবে, সত্যকে আশ্রয় করলেই তমোগুণ নষ্ট হয়ে যাবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা দেশে ঢুকে বিদেশীর অনুকরণে ভোগবিলাসে লোক অভ্যস্ত হয়ে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের আর কোন মর্য্যাদা রাখলে না। পুরাকালে প্রত্যেক সংসার দেবমন্দিরের মত শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র ছিল। আচারনিষ্ঠা, দেবদ্বিজে ভক্তি, অতিথিপরায়ণতা প্রভৃতি সদগুণ তাদের মধ্যে ছিল। দেবসেবা, অতিথিসেবা প্রত্যেক ঘরে ঘরে ব্যবস্থা ছিল। ক্রমে ক্রমে সব লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তখন যার অভাব সেই ভিক্ষা করতো, এখন ভিক্ষা একটা ব্যবসার মধ্যে দাঁড়িয়েছে। নানাভাবে চারিদিকে অধর্ম্মের খেলা চলছে, সত্যপথ ধরে চললে এখনও ঐ অনর্থ নিবৃত্তি হয়ে যাবে।

**২৮শে আশ্বিন (৯৬)**

মা, গুরুকৃপায় যখন দৃষ্টি খুলে যায়, সব সত্যই চোখে পড়ে। বাসনা কামনা প্রকাশ্যভাবে ত্যাগ করলেও মনের মধ্যে এমনভাবে আত্মগোপন করে থাকে, সাধক সাধিকা নিজেও বুঝতে পারেনা। গুরুকৃপায় সময় অনুকূল হলে তখন ধরা পড়ে। **বিন্দুমাত্র বাসনা কামনা থাকলে ভগবৎ কৃপা লাভ হয়না। এইজন্য সর্ব্বদা আত্ম-অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। শ্রীশ্রীসদগুরুর চরণে যখন সমস্ত নির্ভর হবে তখন সব বাসনা কামনা চলে যাবে।** সংসারের অসার সুখকেই মানুষ সুখ মনে করে সমস্ত মনপ্রাণ তাতেই নিয়োগ করে। **ভগবান যখন কৃপা করেন তাঁর করুণার নির্ঝরধারাতে সেসব একমুহূর্ত্তে ধুলিসাৎ হয়ে যায়। মোহবদ্ধ হয়ে বুঝতে পারেনা, অনিত্য ক্ষণস্থায়ী সুখকে ধ্বংস করে তখন আত্মসাৎ করেন, এই হল ভগবৎ কৃপার লক্ষণ। মানুষ বুঝতে পারে না, হাহাকার করে। সুখের মধ্যে ভগবৎ চিন্তা আসে না তাই আঘাত দিয়ে ক্ষেত্র তৈরী করেন।**

**২৯শে আশ্বিন (৯৭)**

**মা, যতদিন না আসক্তিশূন্য হয়, নিত্যলীলা দর্শনের অধিকার হয়না। যখন সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে পারবে, সংসারের কারও উপর কোন কিছুতেই নির্ভর থাকবে না, একমাত্র ভগবৎ চরণ লক্ষ্য হবে তখন সদগুরু কৃপা করে লীলা দর্শনের অধিকার প্রদান করবেন। সদগুরুর চরণে যতক্ষণ সম্পূর্ণ নির্ভর না আসে দর্শনের অধিকার হয়না।** সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে ঋষি মহাত্মাদের নির্দ্দেশমত পথে চলতে হয়। সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রত্যক নিয়ম উপদেশ মেনে চলতে না পারলে মর্য্যাদা রক্ষা হয়না, অপরাধ হয়। পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ করা মহাপ্রভুর কৃপা ছাড়া কেউ পায় না। **মহাপ্রভুর অনুগত হয়ে সদগুরুদত্ত নামসাধন, তাঁর আদেশ পালন করলে কৃপা লাভ করে।** কলিকালের জন্য মহাপ্রভু হরিনামই প্রচার করে মোক্ষের পথ দেখিয়ে গিয়েছেন।**অনাসক্তভাবে শক্তিপূর্ণ নামসাধন করতে হবে, বাসনার লেশ থাকতে শক্তিলাভ হয়না।** বড় কঠিন পথ মা, কোন ফাঁকে কোন শত্রু ভিতরে প্রবেশ করে বুঝতে দেয়না। এখন যে অবস্থা লাভ করেছো এরজন্য বহুকাল তপস্যা করতে হয়েছে। ভক্তিপথের যাত্রী ছিলে, ভগবৎ চরণই কামনা ছিল, ধৈর্য্য ধরে তাঁর কৃপার উপর বিশ্বাস করে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছো, চাঞ্চল্য ছিলনা, গুরু আদেশ পালনে প্রাণপণ চেষ্টা ছিল, সেই অসীম ধৈর্য্য ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে গুরু আদেশ পালন করাতে প্রার্থিত অবস্থা লাভ করলে। নিরাপদ ভূমিতে যতক্ষণ না

পৌঁছে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।

## ৩০শে আশ্বিন (৯৮)

মা, নানাজনে নানামত বার করে সত্যকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। **উপদেশামৃততে সমস্ত কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন প্রশ্নের উত্তর পাবে।** যাদের এই প্রথম জন্ম তাদের মধ্যে এই বীজ পড়ে রইলো। নিয়ম মত সাধন করা ও আদেশ পালন করা প্রধান কর্ত্তব্য, না করলে এ সাধনের কিছুই জানতে পারবে না। বিশ্বাস করতে না পেরে অনেকে অপরাধে পড়ে যাচ্ছে।

## ৩১শে আশ্বিন (৯৯)

**মা, শক্তিপূর্ণ নামের মতই এইসব উপদেশে শক্তিসঞ্চার করা হয়েছে, সেইজন্য সবাই নিতে পারছেনা। যারা নিয়েছে মহাপ্রভুর কৃপা ছাড়া ধরতে পারছে না, মহাপ্রভু যাদের দৃষ্টি খুলে দিয়েছেন তারা শক্তি উপলব্ধি করছে। উপদেশগুলি মন দিয়ে পড়ে আদেশমত যে চলতে পারবে, সত্যের পথ তার সামনে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ হবে।** কিছুলোক যারা পারছে, পূর্ব্বজন্মের তপস্যা আছে, তার প্রভাবে বিশ্বাস ভক্তির জোরে সত্যকে ধরে আছে। **যদি বিশ্বাস করে সদগুরুর সাধনপ্রাপ্তরা নিতে পারতো, জীবনের ধারা পরিবর্ত্তনের হয়ে নতুন অবস্থার মধ্যে আনন্দ লাভ করে সত্য মিথ্যা ধরবার ক্ষমতা পেত।** ‘পুরুষোত্তমলীলা’ প্রকাশ হলে অনেকের পরীক্ষা হবে। ফলাফল ভাগ্য অনুসারে লাভ করবে, নিতে পারলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে। **কলির জীবকে মহাপ্রভুর অসীম কৃপার ফল এই ‘পুরুষোত্তমলীলা’ দান করা, যার আস্বাদনে ভববন্ধন মোচন হয়ে দুর্লভ অবস্থা লাভ করবে। মহাপ্রভুর কৃপা পাবার পথ বিশ্বাস আর ভক্তি। ‘শ্রীবৃন্দাবন লীলা’ যেমন রাধারাণীর কৃপা ছাড়া দর্শন হয়না, এই ‘পুরুষোত্তমলীলা’ও মহাপ্রভুর কৃপা ছাড়া বুঝতে পারবেনা। এই যে অমূল্য রত্ন মহাপ্রভু দিলেন যা লাভে জীবন ধন্য হয়ে যাবে।**

## ১লা কার্ত্তিক (১০০)

মা, কলির জীবের যতই আসক্তি বাড়ছে ততই বেশী ভোগ-বিলাসে ডুবে যাচ্ছে। চারিদিকে নানা প্রলোভন মানুষের চিত্ত জয় করছে। পরলোক চিন্তা একবারও করে না।

পুরাকালে যেসব সৎকার্য্য দ্বারা অর্থব্যয় করা হত, এখন দেশের এত অধঃপতন হয়েছে অধিকাংশ অর্থই বিলাসিতাতেই খরচ করছে। সংসার অনিত্য জেনেও মহামায়ার মায়াজালে জড়িয়ে পড়েছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু - মা, কলিতে মিথ্যার কারবারেই মানুষ রত হয়েছে, যারা সত্য পথে যাবে তাদের নানা পরীক্ষার মধ্যে পুড়িয়ে খাঁটি করে তবে পথ দেখান হবে। এখন যেমন ভক্তিহীন ভজন হয়েছে, তার মধ্যে প্রাণের ব্যাকুলতা নেই, তেমনি দেবালয়ে যেসব ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেছে, শুদ্ধাভক্তি না থাকায় সেসব প্রাণহীন। দেবতাকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে সাধন দ্বারা তাকে জাগাতে হয়।

## ৩রা কার্ত্তিক (১০১)

মা, মানুষ সংসারমায়াতে বদ্ধ হয়ে, সমস্ত শক্তি, মন, প্রাণ দিয়ে সংসারের সেবাই করছে। যাঁর কৃপায় এই দুর্লভ মানব জন্ম লাভ হয়েছে তাঁকে একবারও স্মরণ করেনা। যখন একেবারে ডুবে যায় তখন তাদের আঘাত দিয়ে চেতন করতে হয়। ভগবৎ চরণ আশ্রয় করে অনাসক্তভাবে সংসারে থাকতে হবে, বিন্দুমাত্র বাসনা থাকতে মন স্থির হয়না। সর্ব্বদা আত্ম-অনুসন্ধান করা বিশেষ প্রয়োজন। **ধর্ম্ম পিপাসুদের জন্য এসব বলা হচ্ছে, যারা ধর্ম্মজীবন লাভ করতে চায় তাদের জন্য এইসব উপদেশ দেওয়া হল। এইসব উপদেশ পড়ে পড়ে সেইমত নিজেকে তৈরী**

**করে শক্তিপূর্ণ নামসাধন করলে সংসার তাপ থেকে নিস্তার পাবে। সাধক যেমন শক্তিপূর্ণ নাম করতে করতে নামের কৃপা অনুভব করে, এইসব উপদেশও পড়তে পড়তে প্রাণ সরস হয়ে মন আনন্দে পূর্ণ হবে। অহংবশে অন্ধ হয়ে এই অমূল্য রত্ন হেলায় হারাচ্ছে।**

## ৪ঠা কার্ত্তিক (১০২)

মা, মহাপ্রভুর আদেশে সত্যের বীজ চারিদিকে ছড়ানো হয়েছে, আবহাওয়া অনুসারে কাজ করবে। যেমন বাতাসের প্রকোপে আগুন জ্বলে ওঠে, তেমনি সত্ত্ব-গুণীদের মধ্যে সত্য জেগে উঠবে, তমোগুণীরা এর সন্ধান পাবে না। পান্ডিত্য দিয়ে ভগবৎ তত্ত্ব জানা যায় না, সরল বিশ্বাসীদের মধ্যে কপটতা নেই, তারা মহাপ্রভুর কৃপায় সত্যের সন্ধান পাবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু - মা,.......কে নামব্রহ্ম জপ করার কথা লিখে দিও, নিয়মও লিখে দিও, নামব্রহ্ম প্রচার আরম্ভ হয়েছে। 'শ্রীপুরুষোত্তম লীলা' বার হলেই সত্য প্রচার আরম্ভ হবে। আমি - আপনার সেদিন স্থুলদেহ দেখে খুব আনন্দ হচ্ছিল, সেরূপ বলে প্রকাশ করা যায়না, সাক্ষাৎভাবে দেখা এই প্রথম পেলাম, চকিত মাত্র দেখলাম।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন -মা,অপেক্ষা কর, এরপর সাক্ষাৎভাবে দেখা পাবে,এইসব কাজ শেষ হলেই সে অবস্থা লাভ করবে,সমস্ত ব্যবস্থা করা আছে, কোন চিন্তা নেই।আনন্দ কর।

## ৫ই কার্ত্তিক (১০৩)

মা, ধর্ম্মের গতি শনৈঃ শনৈঃ চলে। এই যে সত্য প্রচার করা হচ্ছে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মার্থীদের মধ্যে প্রচার হবে। **যারা প্রকৃত ধর্ম্ম চায় , বাহ্য আড়ম্বর নেই, যশ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা করেনা, সত্য ধরে সনাতন নিয়ম পালন করছে তারাই এই সব উপদেশ মন দিয়ে পড়বে ও আদেশমত কাজ করে মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করবে।** বাহ্য অনুষ্ঠানকে লোকে ধর্ম্ম ভেবে তাতেই আকৃষ্ট হচ্ছে, ভিতরে অনুসন্ধান করলে সত্য মিথ্যা ধরা পড়ে। এবারে মহাপ্রভুর ধর্ম্ম সর্ব্বসাধারনে প্রচার হলে অনেকের ভ্রান্তি নষ্ট হবে। তাঁর নির্ম্মল পবিত্র ধর্ম্ম নিজে পালন করে দেখিয়ে গিয়েছেন। **সে পথের সম্বল একমাত্র ত্যাগ আর বৈরাগ্য। এই দুটি অবলম্বন করে সত্য ধরে শক্তিপূর্ণ নাম সাধন করতে হবে।** এখন তার বিপরীত ভাবে চলছে। **তাঁর ধর্ম্ম যারা তাঁর আদেশমত পালন করে চলছে তারা কোলাহল থেকে সরে নির্জ্জনে সাধনে মগ্ন আছে।** বৈষ্ণবমন্ডলীর সেই মহাপ্রভুর ভক্তদের  সেই কঠোর ত্যাগবৈরাগ্য যা তাঁরা করে দেখিয়ে গিয়েছেন সেইমত চলা ও অপরকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। **স্ত্রীলোক হতে বিশেষভাবে সাবধান হতে হয়।** জগজ্জননীর অংশ মায়েদের মাতৃভাবে দেখতে হয়। **বৈষ্ণবেরা এ সম্বন্ধে কোন নিয়ম পালন করেনা। স্ত্রী-পুরুষে মেশামেশি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, প্রতিকার আবশ্যক হয়েছে।**

## ৬ই কার্ত্তিক (১০৪)

**মা, মহাপ্রভুর ভক্তরা এখনও এসব উপদেশ বার হয়েছে জানতে পারেনি। প্রচার আরম্ভ হলে ক্রমে সবাই জানবে, মহাপ্রভু কলির জীবকে কি দিয়ে গিয়েছেন। এই উপদেশ পড়লে তাঁর কৃপায় যখন দৃষ্টি খুলে যাবে, তখন সব সত্য উপলব্ধি করবে**, চারিদিকে নানা সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, কারও সঙ্গে কারও মতের মিল নেই।**এক গুরুর শিষ্য হয়ে পাঁচ জনে পাঁচ মত বের করছে, মূল সত্য যা আদিগুরু দিয়ে গেলেন তা চাপা দিয়ে নিজের নিজের মত প্রচার করার জন্য প্রত্যেকেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অর্থ আর প্রতিষ্ঠা লাভই প্রধান উদ্দেশ্য।** নিজেরা গুরুর আসনে কর্ত্তা সেজে বসেছে।সব আমার, আমি সব করছি এই আমিত্বের বশ হয়ে কি সত্য কি মিথ্যা সে বিচার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।কতক লোক পথ পাবে,কতক ধ্বংস হবে।

## ৭ই কার্ত্তিক (১০৫)

**মা, রায় রামানন্দ প্রভৃতি যে চারজন ভক্ত নীলাচলে মহাপ্রভুর কাছে সাধন পেয়েছিলেন, সেবার তাঁরা কেউই দীক্ষা দেন নি। জন্মান্তর গ্রহণ করে সদগুরুর সঙ্গে এসে মহাপ্রভুর ইচ্ছায় সদগুরুদত্ত সাধন রায় রামানন্দ দেন।** মহাপ্রভুর সময়ের সঙ্গীরা সবাই এসেছিলেন, তাঁরা চলে গিয়েছেন। কাল প্রভাবে লোক প্রকৃত ধর্ম্মে আস্থাহীন হয়ে পড়েছে,অনাচার আহারের দোষে সত্ত্বগুণ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, শাস্ত্র সদাচার মেনে কেউ চলে না, লোক দেখান নানারূপ বাহ্য অনুষ্ঠানে রত হয়ে লোকের মন আকর্ষণ করছে, ফাঁকির কারবার চলছে। মিথ্যা যার মূলধন, সেখানে সত্যের স্থান কোথায় ! **সত্ত্বগুণ না থাকায় এইসব উপদেশ ধরে নিতে পারছেনা।** যেসব আহারে সত্ত্বগুণ নষ্ট করে এখন ঘরে ঘরে সেইসব খাদ্য প্রত্যেকদিন খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। আহারের দোষে তমোগুণ বৃদ্ধি হচ্ছে, সময়ের অপেক্ষা করতে হচ্ছে।কালে এসব ধ্বংস হবে।

## ৮ই কার্ত্তিক (১০৬)

**মা, সর্ব্বস্ব নিবেদন করতে না পারলে ভক্ত হওয়া যায় না**, এ সম্বন্ধে পুরাণে আছে, ভগবানের ভক্ত কে ? একজন বললেন, প্রহ্লাদ ভক্ত। প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করা হল, তুমি ভগবানের ভক্ত ? প্রহ্লাদ বলল-আমি নিজের জন্য তাঁকে ডেকেছি, তাঁকে আপন করে পাবার জন্য একদিনও ডাকিনি, আমি ভক্ত হতে পারিনি, রামদাস হনুমান রামকাজে জীবন উৎসর্গ করেছেন তিনিই ভক্ত। হনুমানকে জিজ্ঞাসা করা হল, তুমি ভক্ত ? হনুমান বলল-আমি তাঁর দাস, ভক্ত হতে পারিনি ; ভক্ত যদি দেখতে চাও শ্রীবৃন্দাবনে যাও, ব্রজগোপীরাই একমাত্র তাঁর ভক্ত, যারা কৃষ্ণ সুখ ইচ্ছায় যথাসর্ব্বস্ব দান করেছে। **ভগবানকে লাভ করবার জন্য নিজের যা কিছু সব দিতে হবে। ব্রজগোপীরা ছাড়া তাঁকে আপন করে নিতে কেউ পারেনি। এইভাবে যখন দেহ, মন , প্রাণ, সংসার, সুখ, ঐশ্বর্য্য সমস্ত ভগবৎ চরণে দিয়ে তাঁকে পাবার জন্য ডাকতে পারবে তখন কৃপা লাভ করবে।** কৃষ্ণ অদর্শনে গোপীদের সেই ব্যাকুলতা মহাপ্রভু সবই দেখিয়ে গিয়েছেন। মিথ্যা সংসারে মানুষ আমার আমার করে তাকে ধরে পড়ে আছে, ভগবানকে ডাকার সময় নেই। ভগবান সবই প্রথমে দেন, তারপর যখন দেখেন সংসার নিয়ে ভুলে আছে তখন আঘাত দিয়ে সচেতন করেন। অনাসক্তভাবে কার্য্য করে যাবে।

## ৯ই কার্ত্তিক (১০৭)

মা, রাধাকৃষ্ণলীলার নিগূঢ় অর্থ গুরুকৃপা ছাড়া বুঝা কঠিন। সাধারন দৃষ্টিতে এর স্বরূপ জানা যায়না। বৈষ্ণব মন্ডলীর মধ্যে নানারকম ভুল মানে প্রচার করে সেইমত প্রচার করছে। মহাপ্রভু নিজে যে ধর্ম্ম প্রচার করে গেলেন, সে আর লোকের মধ্যে প্রচার হল না। সর্ব্বত্রই ত্যাগ বৈরাগ্যের অভাব হয়েছে। **উপদেশ যা দেওয়া হয়েছে গুরুকৃপা প্রার্থনা করে মন দিয়ে পড়লে সব সত্যই জানতে পারবে**। কতক লোকের দৃষ্টি খুলে যেয়ে সত্যের আলো চোখে পড়বে, তমোগুণীরা আঁধারেই পড়ে থাকবে।

## ১০ই কার্ত্তিক (১০৮)

মা, চারিদিকে যেসব উৎপাত আরম্ভ হয়েছে, ধ্বংসের পূর্ব্বলক্ষণ। স্বার্থপর হয়ে অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছে, আত্মসুখে রত হয়ে ধর্ম্মের পথ ত্যাগ করে সত্যভ্রষ্ট হচ্ছে, ভগবৎ নিয়ম মেনে চলতে চায় না ; ভগবৎ নিয়ম পালন না করাতে অধর্ম্ম পতিত হচ্ছে। **যেসব উপদেশ দেওয়া হয়েছে পড়ে সেইমত নিজেকে তৈরী করতে হবে। সদগুরুর উপদেশ পড়ে পড়ে গভীর ভাবে মনঃসংযোগ করে সত্যের সন্ধান করতে করতে ভগবৎ কৃপায় দৃষ্টি খুলে যাবে, তখন সদগুরু যে কি অমূল্য রত্ন দিয়েছেন জানতে পারবে। সদগুরুর কৃপা ছাড়া গুরুতত্ত্ব**

বোঝা কঠিন।

**১১ই কার্ত্তিক (১০৯)**

মা, ভগবান নিজেই বহুরূপ হয়ে ভগবৎ মহিমা প্রকাশ করেন, এক এক রূপে এক এক লীলা করেছেন, অন্যরূপে সেই লীলা প্রকাশ করেছেন। রাম নামের মহিমা পঞ্চানন হয়ে পঞ্চমুখে সর্ব্বদা কীর্ত্তন করছেন, আবার গৌররূপ ধরে কৃষ্ণলীলা রস আস্বাদন করে সেই নামামৃততে ত্রিতাপদগ্ধ নরনারীকে উদ্ধারের উপায় দেখিয়ে গিয়েছেন। সদগুরুর কৃপায় এইসব ভগবৎ শক্তি উপলব্ধি হয়। মহাপ্রভু নানাভাবে কৃপা বিতরণ করছেন, কিন্তু কালবশে, তমোগুণাচ্ছন্ন হয়ে নিতে পারছে না।

আমি - কাল সন্ধ্যার সময় জগন্নাথ বল্লভে গিয়েছিলাম, শ্রীশ্রীমন মহাপ্রভুকে দেখছি, জ্যোতির্ম্ময়ী রাধারাণীর ভাব ফুটে উঠলো, হাসি ভরা মুখে আমার দিকে চেয়ে দেখলেন,তারপর শ্রীশ্রীমন মহাপ্রভুকে ও শ্রীশ্রীগুরুদেবকে দেখলাম,দুজনে কথা বলছেন।খুব ভালো লাগলো।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মহাপ্রভু কৃপা করে দর্শন দিলেন রাধাভাব নিয়েই তো রস আস্বাদন করছেন, এরপর এইসব লীলা দর্শন করে তাতেই মগ্ন হয়ে থাকবে।

**১৩ই কার্ত্তিক (১১০)**

মা, শুভকাজে বিলম্ব করতে নেই, সময়ের দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রেখে চলতে হবে, সংসারীরা পারেনা, খুব কম লোকেরই সেই ক্ষমতা থাকে। কলিতে মহাপ্রভু প্রথমে সংসারীদের মধ্যেই হরিনাম মহামন্ত্র দান করেছিলেন, সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞে সকলকে নিয়ে সেই অমূল্য নামকীর্ত্তন প্রচার করে গিয়েছেন। এখনও ভক্ত সঙ্গে সেই মহাসংকীর্ত্তনে নৃত্য করছেন তাঁরা সব নিজজন, লীলা সহায়ের জন্য সঙ্গে এসেছিলেন, অনাসক্তভাবে সংসারে থাকতেন। যারা নিজজন সঙ্গে আসেন সংসারে থেকেও সর্ব্বদা ভগবৎ চরণারবিন্দে মন সংযুক্ত রাখেন। তোমরা জগবন্ধুকে তো দেখেছো, সংসারের মধ্যে থেকেও মহান আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন, আর একজন ছিলেন........ তিনিও অনাসক্ত পুরুষ ছিলেন, এরা নিত্যসঙ্গী। জগবন্ধুর সঙ্গে আমি অভিন্ন। রাজা জনকের যেমন রাজ্য, পরিবার, ধন, ঐশ্বর্য্য সবই ছিল, তাঁকে সেসব স্পর্শ করেনি, ভগবৎ চরণ ছাড়া অন্য কিছু মনে স্থান পেত না, জগবন্ধুরও অষ্টসিদ্ধি করতলগত ছিল, সেসব তুচ্ছ করে গুরুপাদপদ্ম সম্বল করে গুরু আদেশে আকাশবৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। সংসারে থেকেও যে ভগবানকে পাওয়া যায় সেই শিক্ষাই দিয়ে গিয়েছেন, তাও কি নিতে পারলে ! চোখে দেখেও চিনতে পারলে না। **গুরুকৃপা ছাড়া ভগবৎতত্ত্ব বোঝা কঠিন। এইজন্য সর্ব্বদা দীনহীন হয়ে গুরুকৃপা প্রার্থনা করতে হয়। তাতো করে না, অনিত্য সম্পদে মত্ত হয়ে তাতেই ডুবে আছে। এইসব উপদেশ যার একটা পালন করলে সংসার বন্ধন শিথিল হয়, ছুঁতে পারল না**, এমনি দেশের নরনারীর আন্তরিক অবস্থা শোচনীয় হয়েছে। যারা এসব বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করবে তেমন লোকও আছে, ক্রমে তাদের মধ্যে প্রচার হবে।

**১৪ই কার্ত্তিক (১১১)**

মা, মানুষ নিজের দোষ দেখতে পায়না, নিজের কোথায় দোষ আছে অনুসন্ধান করে দেখলে ধরা পড়ে। এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, নিজে যাতে কষ্ট পায় অন্যের সে কষ্ট দেখলেও বুঝতে পারে না। সবচেয়ে মানুষ নিজেকে ভালবাসে। যখন সেই ভালবাসা ভগবানের উপর হবে তখন সাধক তাঁকে নিজের মধ্যেই দেখতে পাবে। তিনি তো প্রত্যেকের মধ্যেই আছেন, **বিশ্বাস ভক্তি করে প্রেম ভালোবাসা দিয়ে সদগুরুদত্ত নামে তাঁকে কাতরে ডাকলে তিনি প্রকাশ হন, ডাকতে পারেনা বলেই দেখতে পায় না। যখন সর্ব্বভূতে সমপ্রীতি হবে, শত্রুমিত্র সমান জ্ঞান**

**হবে, কারও উপর বিদ্বেষ থাকবে না,নিজেকে বশ করতে পারবে তখন হৃদয়মন্দিরে ইষ্টদর্শন হবে। গুরুদত্ত নাম সাধন,আদেশ পালন করা ও সেইজন্য ব্যাকুলতা থাকা চাই, এইভাবে ডাকলে দেখা নিশ্চয়ই পাবে।সদগুরুদত্ত নাম সাধনই পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমভক্তি লাভ করবার একমাত্র পথ।এই নামসাধন করেই ভগবৎ ভক্তরা তাঁর দর্শন পেয়ে ধন্য হয়ে গিয়েছেন।**

### ১৫ই কার্ত্তিক (১১২)

মা, মহাপ্রভুর ভক্তদের এরপর দেখতে পাবে।

আমি - কি করে তাঁদের চিনতে পারবো ?

বললেন - তাঁরাই পরিচয় দেবেন।

মহাবীর এলেন, প্রণাম করলাম, তিনিও শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করলেন।

আমি - সেই বৃন্দাবনে আপনাকে দেখেছিলাম , তারপর আর দেখিনি।

মহাবীর - মা, প্রভুর কাজে নিযুক্ত ছিলাম । কালপ্রভাবে চারিদিকে অধর্ম্মের স্রোতে জীব ভেসে যাচ্ছে। তাদের উদ্ধারের জন্য নানাস্থানে ব্যবস্থা হচ্ছে। আমার উপর কতক স্থানের ভার আছে, সত্যধর্ম্ম আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রভুর কৃপায় সবই দেখতে পাবে বা জানতে পারবে। **সদগুরুর অনুগত হয়ে তাঁর আদেশ পালন করাই প্রধান কর্ত্তব্য ; ভবিষ্যত চিন্তা করতে নেই, সেসব চিন্তায় সাধনের ক্ষতি হয়।** বাহ্য জগতের সঙ্গে অধ্যাত্ম জগতের কোন সম্বন্ধ নেই, দৃষ্টি খুলে গেলে তখন সব দেখতে পায়। কলিযুগে প্রভু রামচন্দ্রকে বার বার আসতে হয়েছে, মহাপ্রভুর ইচ্ছায় যে সত্য প্রচার হচ্ছে যারা নিতে পারবে না বা অবিশ্বাস করবে, রুদ্ররূপে প্রভু তাদের ধ্বংস করবেন, তাঁর অনুগত ভক্তরাই রক্ষা পাবে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এলেন, প্রণাম করলাম, ভক্তরাজ মহাবীরও প্রণাম করলেন, তিনি মহাবীরকে বুকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন।

মহাবীর বললেন - আপনার আদেশমত সত্য প্রচার করা আরম্ভ হয়েছে, বাংলার লোকের বড়ই দুর্ভাগ্য তারা সত্যবর্জ্জিত হয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নানারূপ অধর্ম্মের দ্বারা চালিত হচ্ছে, কলির পূর্ণ প্রভাব বাংলায় দেখা দিয়েছে, ধর্ম্মার্থীরা রক্ষা পাবে, বাকী ধ্বংস হবে।

মহাবীর জয় সীতারাম সীতারাম বলে সমাধিমগ্ন হয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর সঙ্গে মিশে গেলেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সীতারামরূপে প্রকাশ হলেন, উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়রূপ রত্নসিংহাসনে বসে আছেন, পায়ের নীচে মহাবীর সাষ্টাঙ্গ দিয়ে পড়ে আছেন। অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখছি, তন্ময় হয়ে গিয়েছি, 'জয় সীতারাম' শব্দে ঠিক হলাম। তখন দেখলাম - শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বসে আছেন, মহাবীর তাঁদের প্রণাম করে চলে গেলেন।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন - মা, মহাবীরের উপর কতক দেশের ভার দেওয়া হয়েছে, কাজ সমাধা করে দর্শনে এসেছিলেন।

আমি - আমিও ভক্তরাজের কৃপায় আপনাদের সীতারামরূপ দেখে ধন্য হয়ে গেলাম।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী - মা, মহাবীর সীতারাম ছাড়া কোন রূপই দেখেন না, সীতারাম রূপের উপাসক তাতেই ডুবে আছেন। তোমাকে কৃপা করে দেখা দিয়ে গেলেন। মহাবীর যখনই এসেছিলেন সে সেই সীতারাম রূপই দেখেছিলেন, মহাপ্রভু মহাবীরকে সত্যপ্রচার কাজে নিযুক্ত করেছেন।

## ১৬ই কার্ত্তিক (১১৩)

মা, যখন মনে সত্যযুগের ভাব জাগে তখন সব সত্যই চোখে পড়ে, সেসব সাময়িক, সাধক ছাড়া সেভাব স্থায়ী হয়না। সেভাব চলে গেলে তখন আবার সেই সত্য মিথ্যা মনে হয়। মানুষের মধ্যে চার যুগ চক্রাকারে ঘুরছে- সেইজন্য মতের পরিবর্ত্তন দেখা যায়।

সত্যযুগে সত্ত্বভাব, ত্রেতাযুগে সত্ত্ব ও রজ, দ্বাপরে রজ ও তম কলিতে সবই তম, ভগবৎ ভক্তরা ছাড়া। এইজন্য **অনাসক্তভাবে সদগুরুদত্ত নাম জপ করাই একমাত্র কলির প্রভাব থেকে রক্ষা পাবার উপায়।** বিচার করে দেখলে চার যুগের খেলা মানুষের মধ্যে চলছে দেখা যায়, কোন সময় ভাল কাজে মতি হয়, কখনও মন্দ কাজে ইচ্ছা যায়, এইভাবে জীব কালের বশে চলছে, শক্তিপূর্ণ হরিনামের দ্বারাই কালের গতি রোধ করা যায়। **যেভাবে নাম করতে হবে, বিশেষভাবেই উপদেশামৃততে বলা হয়েছে।**

## ১৭ই কার্ত্তিক (১১৪)

মা, কাল প্রভাবে লোকের দিন দিন সত্ত্বভাব নষ্ট হয়ে তমোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতবর্ষে সনাতন ধর্ম্ম ঋষিরাই করে গিয়েছেন, পবিত্র আশ্রমে তাঁরা বাস করতেন, এক এক ঋষি মুনিদের নামে এক এক আশ্রম ছিল, ধর্ম্মপিপাসুরা তাঁদের কাছে গিয়ে ধর্ম্ম শিক্ষা করেছে। কলিতে সনাতন ধর্ম্ম লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ধর্ম্মের নামে নিজের নিজের যশ, প্রতিষ্ঠা, অর্থলাভের বাসনা পরিতৃপ্ত করছে। মহাবীর বলে গেলেন শুনলে তো, বাংলা দেশ অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এইবার শাসন করার দরকার। **বাংলার ভান্ডারে যে অমূল্য সম্পদ আছে কোন দেশেই তা নেই, বাংলার লোকেরাই আজ অবহেলা করে পাশ্চাত্য শিক্ষার বশীভূত হয়ে বিদেশীর অনুকরণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। বাংলার এই দুর্দিন হবে জেনেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে এসে হরিনাম মহামন্ত্র দিলেন, রক্ষা কবচের মত ধারণ করে কালের হাত থেকে জীব যাতে রক্ষা পাবে। ভাগ্যহীনরা ভগবৎ-দত্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে মিথ্যা অসার নিয়ে মত্ত হয়ে আছে। সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে।**

## ১৮ই কার্ত্তিক (১১৫)

**মা, যথাসময়ে কাজ সম্পন্ন হবে। মহাপ্রভুর ইচ্ছায় সত্য প্রচার হচ্ছে। যাদের দ্বারা করবেন ঠিক করা আছে। যখন সে সময় আসবে তাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করে চালনা করা হবে। যেসব আবার লেখা হল উপযুক্ত ব্যক্তির হাতেই পড়বে , অপাত্রে দান হবেনা। ভগবৎ কাজ আদেশমত করে যেতে হয় ফলাফল চিন্তা করতে নেই, সবই সদগুরুর উপর অর্পন করে আদেশ পালন করে যেতে হয়,** সব কাজেরই নিয়ম বাঁধা আছে, প্রতিকূল অবস্থায় কিছু হয়না। **মন শান্ত করে, স্থিরভাবে অপেক্ষা করতে হয়। এ কাজের ভবিষ্যত উজ্জ্বল, আনন্দময়। দেখে প্রাণ আনন্দে ভরে যাবে।** এক দিনেই কি এত দিনের জঞ্জাল দূর করা যায় ? চেষ্টা হচ্ছে, সময় লাগবে। সবাই যদি সত্যধর্ম্ম বুঝতো তা হলে আজ দেশ কলির অত্যাচারে ডুবে যেতো না, কাল প্রতিকূল সময়ের অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

## ১৯শে কার্ত্তিক (১১৬)

মা, মহাপ্রভুর ইচ্ছায় যে সত্য প্রচার হচ্ছে এ কোন দিনই লুপ্ত হবেনা। এমন সময় আসবে মহাপ্রভুদত্ত নামব্রহ্মের সঙ্গে সত্য ধর্ম্ম জেগে উঠবে। কতক অবিশ্বাসী ধ্বংস হয়ে যাবে। জীবের দুঃখে কাতর হয়ে অনেক কিছুই দুর্লভ বস্তু দান করলেন, নিজ নিজ কর্ম্মবশে সত্য ধরে নেবার

অধিকার হল না। কোন কাজে আন্তরিক ইচ্ছা যখন বলবান হয়, তখন সেই ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা সব কাজই করতে পারে তেমনি **এই শক্তিপূর্ণ গুরুদত্ত নাম সাধন করার জন্য ব্যাকুলতা চাই, নাম না করাতে যাদের শক্তি ম্লান হয়ে গিয়েছে কাতরে গুরুকৃপা প্রার্থনা করতে হবে। অহংভাব থাকতে কৃপা লাভ হয়না। নাম নামী এক, তাঁকে পাবার জন্য প্রাণ ঢালতে হবে। যেভাবে নাম করতে হবে মহাপ্রভু সবই বলে গিয়েছেন। যদি কেউ নামকে জাগাতে না পারে -''উপদেশামৃতের'' বাণী কখনো মিথ্যা হতে পারেনা, তার নিজেরই ত্রুটি জানতে হবে।** বিশ্বাস হারালেই দেবমায়াতে পড়ে যায়, যাদের পূর্ব্বজন্মের সাধন থাকে এজন্মে ঠিকমত সাধন না করলে তাদেরও এজন্ম গত হয়ে যাবে।

## ২০শে কার্ত্তিক (১১৭)

**মা, উপদেশ যা দেওয়া হয়েছে, বিশ্বাস ভক্তি করে যারা চলবে তাদের মধ্যে মহাপ্রভুর কৃপায় অনেক সত্যই প্রকাশ হবে।**

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী - মা, কাল শ্রীবৃন্দাবন লীলা আলোচনা করছিলে, আমরা শুনে আনন্দ লাভ করেছি। সত্য স্বপ্রকাশ, তাকে কি কেউ কল্পনা বা অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করতে পারে, যারা করে তাতে সত্য বস্তু থাকে না। শ্রীবৃন্দাবনলীলা রাধারাণীর কৃপা ছাড়া বুঝতে পারবে না। বিশ্বাস করে ধরে থাকতে হয় ; সংশয় এলেই হরিমায়াতে পড়ে যায়। **পুরুষোত্তমলীলা বার হলেই সত্য প্রচারের কাজ আরম্ভ হবে। লীলামাধুর্য্য আলোচনা করাতে মন প্রাণ সত্ত্বভাবে পূর্ণ হয়, এক এক দিনের লেখা যা লেখা আছে পড়ে সেই ভাব আলোচনা করবে, নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ হবে।**

## ২১শে কার্ত্তিক (১১৮)

মা, কথায় কাজে সবসময় সত্য ধরে থাকতে হয়, বিচার করে চললে পথ ভুল হয়না। **সত্যপথের যাত্রীদের সাবধানে কথা বলতে হয়, মিথ্যা না হয়ে যায়। সত্য প্রচার কাজে যারা ভগবৎ আদেশে নিযুক্ত আছে, তাদের সর্ব্বদা সতর্ক হয়ে চলতে হবে। সদগুরু পরীক্ষার দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধ নির্ম্মল করে গ্রহণ করেন। অভিমান ধর্ম্মপথের বিঘ্নকারী, সর্ব্বদা আত্ম-অনুসন্ধান দ্বারা সচেতন থাকতে হবে। সংসার-ভাব নিয়ে অধ্যাত্ম জগতের বিচার চলে না, সেখানে লক্ষ্য একমাত্র সত্য প্রচার কাজে ভগবৎ আদেশমত চলা। মানুষ আশা করে যে কাজ করে সফল না হলে নিরুৎসাহ হয়ে যায়, এসব হল সংসার-ভাব, ধর্ম্ম রাজ্যের পথ জ্বলন্ত আগুনের মধ্য দিয়ে, চলতে চলতে আশা ভঙ্গ, পদস্খলন, সংসারের নানারূপ অশান্তি সবই আসবে, ধৈর্য্য ধরে ভগবৎ আদেশ লক্ষ্য করে থাকতে হবে। সংসার বুদ্ধি দিয়ে ভগবৎ কাজের বিচার চলেনা, সম্পূর্ণ ত্যাগের মধ্যে যেতে হবে।** তখন সত্যের সন্ধান পাবে, উজ্জ্বল আলোতে আনন্দে পূর্ণ হবে। স্থিরভাবে অপেক্ষা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

## ২২শে কার্ত্তিক (১১৯)

মা, এই যে ব্রজমাধুর্য্যরস আস্বাদন করা রাধারাণীর কৃপা ছাড়া হয়না তাই মহাপ্রভু রাধাভাব গ্রহণ করে সেই প্রেমরস আস্বাদন করে প্রকাশ করে গিয়েছেন ; ভক্ত ছাড়া উপলব্ধি করতে পারবে না।

এমন সময় মধুর স্বরে গীতগোবিন্দের পদাবলী শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন স্তোত্র পাঠ করতে করতে কবি জয়দেব গোস্বামী এলেন। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সামনে কৃতাঞ্জলী হয়ে

দাঁড়িয়ে স্তব করতে লাগলেন, কি মধুর স্বর, প্রত্যেক পদ মূর্ত্ত হয়ে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ হতে লাগলো, কি অপূর্ব্ব দৃশ্য, তখন সেই শ্রীবৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ দেখে আনন্দে প্রাণ ভরে গেল, তন্ময় হয়ে দেখছি সেই সৌম্যমূর্ত্তি কবি জয়দেব স্তব করছেন সখীরা নৃত্য করছেন, একবার দেখছি শ্রীশ্রীগোঁসাইজী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কাছে বসে আছি , একবার দেখছি শ্রীবৃন্দাবনে মাধবীকুঞ্জ মধ্যে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ, এ রূপের বর্ণনা করে প্রকাশ করবো সে শক্তি আমার নেই, সদগুরুর কৃপায় দুর্লভ দর্শন হচ্ছে। স্তব শেষ হলে জয়দেব গোস্বামী শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে চলে গেলেন।

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বললেন - মা, এঁরা সব লীলারসে ডুবে ব্রজমাধুর্য্যরস আস্বাদন করছেন, যে স্তব করলেন লিখে রেখো, গীতগোবিন্দের একাদশ সর্গে আছে। এরপর যে অবস্থা লাভ করবে এইসব ভক্ত সঙ্গে লীলারসে ডুবে থাকবে।

**গীতম ।২২।**

(বরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে)

রাধাবদন-বিলোকন-বিকসিত-বিবিধ-বিকার-বিভঙ্গম।
জলনিধিমিব বিধুমন্ডল-দর্শন-তরলিত-তুঙ্গ-তরঙ্গম।।২৪
হরিমেকরসং চিরমভিলষিত-বিলাসম।
সা দদর্শ গুরহর্ষ-বশম্বদ-বদনমনঙ্গ-বিকাশম।। ধ্রুবম।
হারমমলতর-তারমুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদূরম।
স্ফুটতরফেন-কদম্ব-করম্বিতমিব যমুনাজল পূরম।।২৫
শ্যামলমৃদুল-কলেবর-মন্ডলমধিগতগৌর-দুকূলম।
নীলনলিনমিব পীতপরাগ-পটলভর-বলয়িল মূলম।।২৬
তরল-দৃগঞ্চল-বলন-মনোহর-বদনজনিত-রতিরাগম।
স্ফুট কমলোদর-খেলিত-খঞ্জন-যুগমিব শবদি তড়াগম।।২৭
বদনকমল-পরিশীলন-মিলিত-মিহিরসম-কুন্তলশোভন।
স্মিতরুচিরুচির-সমুল্লসিতাধর-পল্লব-কৃতরতিলোভম।।২৮
শশিকিরণ-চ্ছুরিতোদর-জলধর-সুন্দর-সকুসুমকেশম।
তিমিরোদিত-বিধুমন্ডল-নির্ম্মল-মলয়জ-তিলক-নিবেশম।।২৯
বিপুল-পুলক-ভর দন্তুরিতং রতিকেলি-কলাভিরধীরম।
মণিগণ-কিরণ-সমূহ-সমুজ্জ্বল-ভূষণ-সুভগ-শরীরম।।৩০
শ্রীজয়দেব ভণিত-বিভবদ্বিগুণীকৃত-ভূষণভারম।
প্রণমত হৃদি বিনিধায় হরিং সুচিরং সুকৃতোদয়সারম।।৩১
অতিক্রম্যাপাঙ্গং শ্রবণপথপর্য্যন্তগমন
        প্রয়াসেনৈ বাক্ষ্ণো স্তরলতর-তারং পতিতয়োঃ।
তদানীং রাধায়াঃ প্রিয়তম-সমালোক-সময়ে
        পপাত স্বেদাম্ভঃ প্রসর ইব হর্ষাশ্রু নিকরঃ।।৩২
ভজন্ত্যাস্তল্পান্তং কৃতকপট-কন্ডুতি-পিহিত-
        স্মিতং যাতে গেহাদ্বহিরবহিতালী-পরিজনে।
প্রিয়াস্যং পশ্যন্ত্যাঃ স্মরশর সমাহূত সুভগং
        সলজ্জা লজ্জাপি ব্যগমদিব দুরং মৃগদৃশঃ।।৩৩

জয়শ্রীবিন্যস্তৈর্মহিত ইব মন্দারকুসুমৈঃ
স্বয়ং সিন্দুরেণ দ্বিপ রণমুদা মুদ্রিত ইব।
ভুজাপীড়ক্রীড়াহতকুবলয়াপীড়করিণঃ
প্রকীর্ণাসৃগ্বিন্দুর্জয়তি ভুজদন্ডো মুরজিতঃ।।৩৪

**২৩শে কার্ত্তিক (১২০)**

**মা, শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম করা পুরাকালে ঋষিদের মধ্যেই ছিল। রাজর্ষি জনক ইষ্টনাম শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ করতেন**, এই শ্বাস-প্রশ্বাসে জপের মহিমার পুরাণে একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে। শোন- কোন সময় রাজা জনককে বিষ্ণুর পার্ষদরা রথে করে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাচ্ছিল, জনক পিতৃলোকের মধ্য দিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় সেইদিকে রথ চালন করছিল, তখন পিতৃলোকের দক্ষিণদিক হতে উচ্চৈস্বরে মর্ম্মভেদী বিকট আর্ত্তনাদ শুনতে পেলেন। কিসের শব্দ জিজ্ঞাসা করায় পার্ষদরা বলল- পাপীদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, তারা যন্ত্রনায় চীৎকার করছে।

রাজা জনক বললেন - আমাকে ধর্ম্মরাজের কাছে নিয়ে চল। তারা যেখানে ধর্ম্মরাজ বিচার করছেন সেখানে নিয়ে গেলেন। রাজা জনক সেখানে যাওয়ামাত্র পাপীদের আর্ত্তনাদ থেমে গেল, তারা কাতরে প্রার্থনা করতে লাগল। বলল মহারাজ, আর একটু থাকুন, আপনার আগমনে আমাদের যন্ত্রণা লাঘব হচ্ছে। **রাজা ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, এদের উদ্ধারের উপায় কিছু আছে কি ?**

**ধর্ম্মরাজ বললেন - একমাত্র উপায় আছে, যদি কেউ একটি শ্বাস-প্রশ্বাসে জপের ফল দান করে তাহলে এ সমস্ত পাপীই উদ্ধার হয়ে যাবে।**

**রাজা জনক বললেন - আমার সমস্ত জীবনের ফল দান করলাম এদের উদ্ধার হোক।**

**ধর্ম্মরাজ বললেন - মহারাজ, সমস্ত ফল দান করতে হবে না, একটি শ্বাস-প্রশ্বাসে সদগুরুদত্ত যে শক্তিপূর্ণ সিদ্ধনাম জপ করেন তাই দিন, এতেই সবাই উদ্ধার হয়ে যাবে। রাজা তাই দিলেন তখন সেসসব পাপীরা উদ্ধার হয়ে দিব্য দেহ ধারণ করে রাজা জনকের জয় ঘোষণা করতে করতে চলে গেল।**

**ধর্ম্মরাজ বললেন - মহারাজ, নামের মহিমা দেখলেন ? এই সদগুরুদত্ত সিদ্ধনাম যিনি শ্বাস-প্রশ্বাসে সর্ব্বদা জপ করেন তার উপর আমার অধিকার নেই।** পাপীদের উদ্ধার করে রাজা জনক বৈকুণ্ঠে গেলেন। **এই নাম যে কি অমূল্য রত্ন সবাই ধরে নিতে পারছে না। বড়ই দুঃখের কথা।**

**২৪শে কার্ত্তিক (১২১)**

**মা, সদগুরুদত্ত শক্তিপূর্ণ এই সিদ্ধনাম শিষ্য প্রশিষ্যদের মধ্য ক্রম অনুসারে চলে আসছে, নামে অনুরাগ না হলে স্বাদ পাওয়া যায় না। গুরু অনুগত হয়ে তাঁর আদেশমত নাম করতে হয়। একটি শ্বাস-প্রশ্বাসও বৃথা না যায়, আদেশ পালন করাই হচ্ছে গুরুসেবা। নামে রুচি হলেই তখন নামীর দেখা পাওয়া যায়। যতদিন না নামের সঙ্গে মিশতে পারবে, প্রাণ ব্যাকুল না হবে, ততদিন নামীর দেখা পাওয়া দুর্লভ।** প্রথমে নাম দিয়ে বীজ রোপন করা হয়, গুরু আদেশমত সাধন করতে করতে সেই বীজে অঙ্কুর দেখা যায়, ক্রমে ক্রমে একটার পর একটা অবস্থা প্রকাশ হয়। **নিয়মিত সাধন করা ও আদেশ পালন করা চাই, কিভাবে চললে নামের কৃপা হবে মহাপ্রভু সবই বলে গিয়েছেন।** আমিত্ব থাকতে নামের কৃপা পাওয়া যায় না। বলা অনেক হয়েছে, নিতে পারলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে।

**২৫শে কার্ত্তিক (১২২)**

মা, শাস্ত্র সদাচার মেনে চললে ঋষিবাক্য পালন করা হয়। **পরলোকগত পিতা, মাতা, স্বামী, পুত্র প্রভৃতিকে মৃত্যুর তিথিতে মৃতের উদ্দেশ্যে অন্ন, বস্ত্র সাধ্য অনুসারে দান করতে হয়, মৃত্যু দিনেও স্মরণ করে কিছু দান করা উচিত।** জগবন্ধুর লেখা গুরুশিষ্য সংবাদে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখা আছে, ধর্ম্মার্থীদের পাঠ করে সেইমত চলা কর্ত্তব্য। কালধর্ম্মে এত অধর্ম্মে পতিত হয়েছে যে পিতামাতার মৃত্যুর দিন বা মৃত্যুতিথি মনে রাখা , ঐ দিন তাঁদের উদ্দেশ্যে কিছু দান করা প্রয়োজন তা মনে করে না।

**'হরিবোল' বলতে বলতে মহাপ্রভু এলেন, প্রণাম করলাম, আশীর্ব্বাদ করে বললেন - মা, পুরুষোত্তমলীলা বার হয়ে গেলে যারা পাবে প্রত্যেককে একটা সুযোগ দেওয়া হবে, সংশয় অবিশ্বাস না করে যারা ভক্তি বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করবে তারা সত্য পথের সন্ধান পাবে, ভগবৎ কৃপা পেয়ে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হবে। যারা অবিশ্বাস করে উপহাস করবে তারা অপরাধের সৃষ্টি করে শাস্তি ভোগ করবে। বিশ্বাস করতে পারলে জয়লাভ করবে, জীবনের পরিবর্ত্তন হয়ে নতুন অবস্থা লাভ করবে। 'পুরুষোত্তমলীলা' প্রকাশ হলেই যারা প্রকৃত ধর্ম্ম যাজন করে তাদের চেনা যাবে।**

**২৬শে কার্ত্তিক (১২৩)**

মা, মহাপ্রভু যখন নাম প্রচার করেছিলেন সংকীর্ত্তন যজ্ঞেই নামের আরাধনা করে প্রকাশ করেছিলেন। নিয়মমত করে সংখ্যা রেখে নাম করার ব্যবস্থাও দিয়েছিলেন যাদের দীক্ষা দিয়েছিলেন তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে জপের আদেশ দিয়ে কিভাবে নাম করতে হবে পথের সন্ধানও বলে দিয়েছিলেন, সে বস্তু অন্য কেউ পায় নি, সেইজন্য সংখ্যা রেখে নাম করার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে।

'হরিবোল' বলতে বলতে মহাপ্রভু এলেন ; প্রণাম করলাম আশীর্ব্বাদ করে বললেন - মা, 'পুরুষোত্তমলীলা' এলে, আসন দিয়ে যেভাবে পূজা করতে হবে বলা হয়েছে সেই ভাবেই করবে। পূজা করার পূর্ব্বে একখানি বই মণিকোঠার রত্নবেদীর নীচে ঠেকিয়ে আনার ব্যবস্থা করবে, তারপর ঘরের আসনে তিন নামে উৎসর্গ করবে। রত্নবেদীর স্পর্শ করা 'পুরুষোত্তমলীলাখানি' আসনে থাকবে, সেখানি কাউকে দিও না। পূর্ব্বে যাদের দিতে বলা হয়েছে তাদের দেবে ও পূজা করতে বলবে। যদি কেউ পূজা করতে আপত্তি করে পূজা করা বই দিও না। প্রতিষ্ঠা করা বই পূজা না করে রাখতে নেই,চিঠি লিখে তাদের জানাবে নিতে পারলে দুর্লভ বস্তু পাবে, এ ঘরে রত্নবেদী স্পর্শ করান নইখানি পাঠ করাবে আমরা সবাই শুনবো। যেদিন একটি লোকও এই সত্যের মহিমা বুঝে এই সত্য পথে আসবে সেইদিন সত্য প্রচার কাজ আরম্ভ হবে।

**২৭শে কার্ত্তিক (১২৪)**

মা, কাল মহাপ্রভু যা বলে গেলেন সেইমত ব্যবস্থা করো, কালপ্রভাবে লোকে সত্যধর্ম্মে

মতিহীন হয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে চলছে। **এইসব উপদেশ পড়ে কতক লোকের পরিবর্ত্তন হবে। পুরুষোত্তমলীলা সাধারণের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হবে, যদিও এসব লীলাদর্শন নানা গ্রন্থে প্রকাশ হয়েছে। ভক্তের কাছে ভগবান চিরদিনই ধরা দিয়েছেন বা ভক্তের সঙ্গে লীলা করেছেন**, 'ভক্তমালে' এভাবের অনেক কাহিনী আছে সেসব যেমন অভ্রান্ত সত্য, এও তেমনি অভ্রান্ত সত্য ; বিশ্বাস করতে পারলে নিজের নিজের বদ্ধ দুয়ার খুলে যাবে, সত্যের আলোতে ভগবৎ তত্ত্ব প্রকাশ হবে। পরিশিষ্টতে অনেক কথা বলা হয়েছে, সময়ে ভক্তের দ্বারা প্রকাশ হবে। **এইসব উপদেশ নানা শাস্ত্রে নানাভাবে ছড়ান ছিল, সেইগুলিকে একটি একটি করে চয়ণ করে এই পাঁচখানি গ্রন্থে প্রচার করা হল, লোক যাতে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে। এত সুবিধা সুযোগ দেওয়া হল, ভাগ্যহীনেরা ধরে নিতে পারছে না,** কালবশে পথ হারিয়ে ফেলেছে, ন্জি নিজ কর্ম্মফল অনুযায়ী ফলভোগ করছে, সর্ব্বসম্প্রদায়ের জন্যই এইসব উপদেশ দেওয়া হয়েছে, নিতে পারলে ধন্য হয়ে যাবে, সত্যের সন্ধান পাবে।

### ২৮শে কার্ত্তিক (১২৫)

মা, সেদিন জগন্নাথ দেবের চরণচিহ্ন চিনতে পারলে না ? ৭ দিনই আমার সঙ্গে এসে খান। এরপর প্রত্যক্ষ দেখতে পাবে, সামান্য ভোগ দিয়ে কষ্ট হচ্ছিল, তিনি আসেন তাই দেখালেন। অন্তরের বিশ্বাস ভক্তিই চান, প্রাণ ঢেলে আপন করে নিতে হয়, নির্ম্মল প্রেমভালোবাসাতেই বশ হন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এলেন, প্রণাম করলাম, আশীর্ব্বাদ করে বললেন-মা, সেদিন জগবন্ধু বলেছিলেন 'পুরুষোত্তমলীলা' এলে একখানি মন্দিরে এনে মণিকোঠাতে আমাকে দেখিয়ে নিয়ে যেও। **এই 'পুরুষোত্তমলীলার' মর্ম্ম সাধক ছাড়া বুঝতে পারবে না।** প্রত্যকটি লীলা আন্তরিক বিশ্বাস ভক্তি নিয়ে পড়তে হবে, ভগবৎ কৃপা যারা লাভ করেছে, তারা ধরে নেবে, ভক্তের কাছে গোপন থাকবে না। গোঁসাইজী কৃপা করে অমূল্য রত্ন প্রকাশ করলেন, শ্রীবৃন্দাবন লীলার সমস্ত মাধুর্য্য-এর মধ্য দিয়ে ভক্তের প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হবে। অবিশ্বাসীরা এর কণামাত্রও বুঝতে না পেরে নানারূপ উপহাস করবে। ভক্ত ভগবান লীলা চিরদিনই চলে আসছে, প্রকাশ সবসময় হয় না। সত্য প্রচার করা প্রয়োজন হওয়াতে প্রকাশ করা হল। **কলির জীবের পরম সৌভাগ্য এইসব জানবার সৌভাগ্য হচ্ছে।** গোঁসাইজীর প্রকৃত ভক্তরা বিশ্বাস করবে, তবে অনেক শিষ্য আছে তারা বিশ্বাস হলেও ঈর্ষা বশতঃ মনে স্থান দিতে পারবে না। তাঁর ভক্তরা কেউ কেউ দূরে আছে, সদগুরুদত্ত সাধন পায়নি, সময়ে সাধন পাবে, এখন এই নামব্রহ্মর সন্ধান পেয়ে তারা জপ করবে ও কেউ কেউ করতে আরম্ভ করেছে। সত্য প্রচার হলে নামব্রহ্ম জপ করা আর এই সত্য ধরে থাকাতে তারা সময়ে সদগুরুদত্ত সাধন পাবে। 'পুরুষোত্তমলীলা'প্রকাশ হয়ে প্রচার হলে একজনও যদি বিশ্বাস করে সত্য ধরে চলে তাহলে সত্য প্রচার আরম্ভ হল জানবে। **নামব্রহ্ম জপ করা আর সত্য অবলম্বন করে যারা চলবে তারা ভগবৎ কৃপা লাভ করবেই, তাদের রক্ষাকর্ত্তা ভগবান, কোন অমঙ্গলই স্পর্শ করতে পারবে না।**

### ২৯শে কার্ত্তিক (১২৬)

মা, ভক্ত যেমন ভগবানের কৃপা পেয়ে কৃতার্থ হয়ে তাতে ডুবে যায়, ভগবান তখন ভক্তকে

প্রকাশ করে আনন্দ পান, ভক্ত নিজেকে গোপন করতে চায়, ভগবৎ ইচ্ছা স্বতন্ত্র। শ্রীবৃন্দাবনলীলা যোগমায়াকে আশ্রয় করে করলেন, সময়ে সবই প্রকাশ হল। যতদিন ভক্ত ভগবানে মিলন না হয় গোপন থাকে ; মিলন হয়ে গেলে ভগবৎ ইচ্ছায় সব প্রকাশ হয় আর গোপন থাকে না। যেমন বাস্তব জগতের সঙ্গে অধ্যাত্ম জগতের কোন সম্বন্ধ নাই, তেমনি বাহ্য সম্বন্ধ যার সঙ্গে আছে ক্রমে ক্রমে সব সরে যাবে, তারা সেইখানেই বদ্ধ থাকবে আর অগ্রসর হবে না, ভগবান যাকে আত্মসাৎ করে গ্রহণ করেছেন সে সেসব সঙ্গ ছেড়ে নতুন জীবন লাভ করে আনন্দধামে প্রবেশ করে প্রেমরসে ডুবে থাকবে। সে আনন্দের সঙ্গে পার্থিব জগতের কিছুরই তুলনা হয় না। সদগুরুর কৃপা যারা পেয়েছে তারা অনুভব করবে।**এই যে 'পুরুষোত্তমলীলা' প্রকাশ করা হল সাধক ভক্তরা গুরুকৃপায় এর মর্ম্ম অনুভব করে আনন্দ করবে, অবিশ্বাসীরা ছুঁতে পারবে না।**এই বইখানি বার হলে একটা নতুন অবস্থার মধ্যে পড়বে।

**৩০শে কার্ত্তিক (১২৭)**

মা, কাল যখন শ্রীবৃন্দাবনলীলা পাঠ হচ্ছিল, দেবর্ষি নারদ শুনতে এসেছিলেন **যেমন রামলীলা পাঠের সময় মহাবীর হনুমান উপস্থিত থাকেন তেমনি রাধাকৃষ্ণ লীলা যেখানে পাঠ হয়, দেবর্ষি আসেন, তাঁরা নামরসে ডুবে লীলা সম্ভোগ করছেন।** আসল বস্তু প্রকাশ হলেই সমস্ত জানতে পারেন ও আনন্দে নৃত্য করেন, **সেইজন্য এই লীলা ভগবৎ ভক্তদের কাছে নির্জ্জনে পাঠ করতে হয়।** মহাপ্রভু সেই ভাবের কণামাত্র প্রকাশ করেছিলেন। সাধারণ বৈষ্ণবদের মধ্যে বাহ্যভাব নিয়ে নানারূপ কল্পিত পথ বার করেছে। তপস্যা ছাড়া রাধারাণীর কৃপা লাভ হয় না, রাধারাণীর কৃপা ছাড়া শ্রীবৃন্দাবনলীলা বুঝবার বা জানবার ক্ষমতা হয় না। সব কাজই নিয়মের মধ্যে চলতে হয়। **শ্রীবৃন্দাবনে গোপী অনুগত হয়ে সাধন করতে হয়,** তোমাকে সেইজন্য তোমাদের মাতাঠাকুরাণী সখীর হাতে দিয়ে বলেছিলেন ''একে তোর হাতে দিলাম দেখো'' তখন রাধারাণীর কৃপা লাভ করে ব্রজলীলা দর্শন করবার অধিকার পেয়েছিলে ও মহাপ্রভুর কৃপায় লীলারস আস্বাদন করে মাধুর্য্য অনুভব করছ। শ্রীবৃন্দাবনলীলার মধ্যে অনেক তত্ত্ব আছে, সাধারণভাবে পড়ে গেলে চোখে পড়ে না।

**সমাপ্ত**

# মা-মণি

বর্দ্ধমান জেলার গলসী গ্রামের শ্রীহেরম্বনাথ বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠাকন্যা সরোজিনীর জন্ম সন ১২৯০এর ২৬শে চৈত্র সোমবার (ইং ৭ই এপ্রিল ১৮৮৪)। সযত্নে, আদরে লালিত পালিত কন্যার সে যুগের প্রথামত বিবাহ হয় ১০ বৎসর বয়সে, বাঁকুড়া জেলার বেলেতোড় গ্রামের শ্রী হরিহর মিত্রের সঙ্গে। কার্য্যোপলক্ষে তারা বসবাস করতেন কলিকাতায়। "মহাপাতকীর জীবনে সদ্‌গুরুরলীলা" প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা ও শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর শিষ্য শ্রীহরিদাস বসু মহাশয় সরোজিনীর সম্পর্কে দাদা মহাশয়। তাঁর সহায়তায় শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর জামাতা ও শিষ্য শ্রীশ্রীজগদ্‌বন্ধু মৈত্র মহাশয়ের নিকট দীক্ষালাভ করেন ২৩শে আশ্বিন ১৩২০ শ্রীশ্রীবিজয়াদশমী, বৃহস্পতিবার ইং ৯/১০/১৯১৩ তারিখে। সাধন দিয়ে তিনি বললেন - "শ্রীশ্রীগোঁসাইজী তোমাকে এই সাধন দিচ্ছেন।" সাধনের অঙ্গস্বরূপ বিধিনিষেধ ও নিয়মনিষ্ঠা সমস্তই এইসঙ্গে নির্দ্দেশ করে দিলেন। সেইথেকে যথারীতি সাধনভজন করে আসছেন অত্যন্ত শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে।

১৩৪৮ সালের ২৫শে কার্ত্তিক (ইং ১০/১১/১৯৪১) ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন আকস্মিকভাবে দেহান্তর ঘটলো তাঁর স্বামীর। সংসারে তখন তিনি একা। আত্মীয় স্বজন বলতে ভাই শ্রীসুধীর কুমার বসু, অন্যান্য বোনেরা ও তাঁদের সন্তান সন্ততি পরিজনবর্গ। শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর নির্দ্দেশ এলো ভিতর থেকে- "কারুর সাহায্য নেবেনা, এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবেনা, যা করতে হয় আমিই সব ব্যবস্থা করবো।"

এরপর শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর নির্দ্দেশে কলিকাতা ছেড়ে ধামবাস করতে শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে এলেন সন ১৩৫৪এ (ইং ১৯৪৭ সালে)। ১৩৫৬ সালে (ইং ১৯৪৯) অন্তরের তীব্র আকর্ষণে ভাদ্রমাসে শতসহস্র বাধা-অসুবিধা উপেক্ষা করে করুণাময় শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর কৃপায় শ্রীবৃন্দাবনে এলেন, হরিদ্বার কুম্ভমেলার প্রাক্কালে বৈষ্ণব সাধুসন্তদের মিলন হয় শ্রীবৃন্দাবনে - তারই সান্নিধ্যলাভের উদ্দেশ্যে।

এই মহাতীর্থেই তাঁর অধ্যাত্ম জীবনের দিক উন্মোচিত হল শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর কৃপায় অপ্রত্যাশিতভাবে। যোগীজনবাঞ্ছিত দেবদূর্লভ অবস্থা লাভ করলেন। ইহলোক ও পরলোকের দূর্ভেদ্য অন্তরাল অপসারিত হল। শ্রীকৃষ্ণের লীলারস দর্শন ও সম্ভোগ করলেন - আসনে বসে গুরুদত্ত নাম জপ করতে করতে।

প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল, এ বুঝি তাঁর মস্তিষ্ক বিকার। কিন্তু সেই অবস্থা ক্রমশঃই স্থিতিলাভ করে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী দর্শন দিয়ে আশ্বাস দিলেন- এ মস্তিষ্ক বিকার নয়, লীলাদর্শন। গুরুকৃপায় তাঁর এ দিব্যাবস্থা লাভ হয়েছে। শ্রীশ্রীগোঁসাইজী আরও নির্দ্দেশ দিলেন- তাঁর এই লীলাদর্শন দিনপঞ্জীর মত তারিখ দিয়ে লিখে রাখতে। তাঁর আদেশেই এই 'মা-মণি' নাম প্রচলিত হল।

তখন থেকে মা-মণি যেখানেই থাকুন আসনে বসে গুরুদত্ত নাম জপ করতে করতে তাঁর যে অবস্থা লাভ হয় তাতে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী, শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভু, অন্যান্য মহাত্মা ও মহাপুরুষগণ, দেবতা, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সপার্ষদ, শ্রীশ্রীরামচন্দ্র ইত্যাদি সকলের দর্শনলাভ, কথাবার্ত্তা, উপদেশাদি স্বাভাবিকভাবেই লাভ করেন। শ্রীবৃন্দাবনে সংগৃহীত একটি "গোপালের" চিত্রপটে শ্রীশ্রীগোপালের আবির্ভাব ও নিত্যলীলা প্রকাশ ও প্রত্যক্ষ হতে আরম্ভ হয়।

শ্রীবৃন্দাবনে দুইমাস অতিবাহিত করে শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর আদেশে ১৩৫৬ সনের ২১শে কার্ত্তিক (ইং ৭/১১/১৯৪৯) মা-মণি কলিকাতায় রওনা হলেন।

এর কিছুকাল পর অন্তরের ব্যাকুলতায় ও শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর নির্দ্দেশে পুনরায় শ্রীধামপুরী যাত্রা করেন ২রা জৈষ্ঠ ১৩৫৭ সনে(ইং ১৬/৫/১৯৫০)। সেখানে পুনরায় তাঁর লীলা দর্শনাদি শুরু হয়। তখন থেকে বরাবর স্থায়ীভাবে ঐখানেই ধামবাস করেছেন। তাঁর এইসব দিব্যদর্শনাদির বিবরণ, তাঁর লেখা প্রকাশিত বইপত্র ও বিভিন্ন ভক্তদের পত্রোত্তরে কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে।

এ বিষয়ে মা-মণি নিজেই লিখেছেন –

"ইহার পর হইতে অদ্যাবধি যেখানেই থাকি প্রত্যহই লীলাদর্শন ও কথাবার্ত্তা হয়। রাত ১০টার পর থেকে সারারাত তাঁদের কাছে নিত্যলীলায় থাকি, কথাবার্ত্তা হয়, উপদেশ ও চিঠিপত্রের উত্তর দেবার থাকলে তাহা দেন। এ অবস্থা আমার সাধনবলে হয় নাই। দীক্ষার পর প্রায় ছত্রিশ বৎসর পরে কৃপা করিয়া শ্রীশ্রীগোঁসাইজী আমার এই অবস্থা খুলিয়া দেন। এ যে কি জিনিস কল্পনায় আনা যায় না, ভাষায় সে সব রূপের কথা সে আনন্দের কথা প্রকাশ করা যায় না।"

আরও লিখেছেন,' আমি লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানিনা। বাংলা ভাষাতেই একপ্রকার বর্ণজ্ঞানহীন বললেই হয়, অথচ কঠিন কঠিন সংস্কৃত স্তোত্র-স্তব, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতি সব লিখে যাই ; কি করে লিখি নিজেই বুঝতে পারি না, অবাক হয়ে যাই।"

সেইসব লেখার কিছু কিছু শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর আদেশে পুস্তকাকারে শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুউপদেশামৃত -১ম ২য় ৩য় পরিশিষ্ট, শ্রীশ্রীবৃন্দাবনলীলা, শ্রীপুরুষোত্তমলীলা, ঋষিবাণী, সারসংগ্রহ মাধুরিমা, ত্রিবেণী, অমরবাণী প্রভৃতি বইগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে।

এই অধ্যাত্ম জীবনের উন্মেষে বহুভক্ত, সাধু, ধর্মপিপাসু তাঁর সঙ্গে দেখা-আলাপ ও ধর্মবিষয়ে আলোচনা করে শান্তিলাভ করতেন। এঁদের সকলকেই শ্রীশ্রীগোঁসাইজী তাঁর বাণী, কৃপা, করুণা, পত্রোত্তর ও আশীর্বাদের অমৃতধারা মা-মণির মাধ্যমে সুরধুনীর মত প্রবাহিত করে ধন্য ও কৃতার্থ করেছেন।

এইভাবে সকলকে আনন্দ বিতরণ করে ৮৪ বৎসর বয়সে সন ১৩৭৩ ৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার( ইং ২২/১২/১৯৬৬) মা-মণি নশ্বরদেহ ত্যাগ করে অনন্তকালের নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি

# শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর নির্দেশে বইগুলির দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত মা-মণি'র প্রতিবেদন

শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু উপদেশামৃত'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণে কেবলমাত্র প্রশ্নোত্তর হিসাবে উপদেশগুলি লেখা হয়, কাহার দ্বারা কিভাবে এইসব উপদেশ পাওয়া যাইতেছে বিস্তারিত ভাবে লিখিলে নিজেকে প্রকাশ করা হয় ও সাধারণে বিশ্বাস করিতে পারিবে কিনা ভাবিয়া সেসব গোপন রাখিয়া শ্রীশ্রীগোঁসাইজীর আদেশে অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইয়াছিল। এইবার শ্রীশ্রীগোঁসাইজী বলিলেন, "মা, কিরূপ কঠোরভাবে গুরু আজ্ঞা প্রতিপালন ও নামসাধন করে এই অবস্থা লাভ করেছ এই সংস্করণে লিখে দিও।" সেইজন্য শ্রীশ্রীগোঁসাইজী ও শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আদেশে কিভাবে কোথায় তাঁহাদের কৃপালাভ করিয়াছি বিশ্বাসী ভক্তদের জানান হইল, আশা করি তাঁহারা পাঠে উপকৃত হইবেন।

আমি আমার ত্রিশ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুর জামাতা ও শিষ্য শ্রীশ্রীঁজগবন্ধু মৈত্র মহাশয়ের নিকট দীক্ষা পাই। দীক্ষার সময় শ্রীশ্রীগুরুদেব কয়েকটি বিধি-নিষেধ পালন করিবার উপদেশ দেন, সেগুলি রক্ষাকবচের মত হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমার পক্ষে যতদূর সম্ভব পালন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। যেমন, আমাদের সাধনে অপরের উচ্ছিষ্ট খাওয়া নিষেধ, সেজন্য সেইদিন হইতে কাহারও বাড়িতে এমনকি নিজের অতি নিকট আত্মীয় স্বজনের বাড়িতেও পারতপক্ষে জল গ্রহণ করি নাই ; এইরূপ, জিজ্ঞাসিত না হইয়া কোন কথা বলা, বৃথা সময় নষ্ট করা বা কথা বলা প্রভৃতি এবং অন্যান্য ছোটখাটো বিষয়গুলিও যথাযথভাবে পালন করিয়া আসিতেছি।

শ্রীগুরুদেব বলিয়াছিলেন, "রাত্রি তিনটা হইতে ছয়টা পর্য্যন্ত আসনে বসিয়া নাম করিতে পারিলে ভাল হয়, সে সময় মহাপুরুষরা বিচরণ করেন, যাঁহারা সাধন ভজন করেন তাঁহারা তাঁহাদের সাহায্য করিয়া থাকেন।" সেইদিন হইতে সেই সময় উঠিয়া সাধন করিতাম। আরও বলিতেন, "মা, নাম কর জীবন মধুময় হইয়া যাইবে, মনে করিও না ইহা পরলোকের জিনিস, ইহজীবনেও উপভোগের জিনিস।" এখন এই কথাগুলির সার্থকতা উপলব্ধি করিতেছি।

এইভাবে সংসারে থাকিয়া, সংসারের কাজকর্ম করিয়া অবসর সময়ে সাধন করি। তারপর ক্রমে সাংসারিক অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় একা আত্মীয়-স্বজনহীন অবস্থায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীক্ষেত্রে বাস করিতে আসি। কয়েক বৎসর পরে সন ১৩৫৬ সালে শ্রীশ্রীগোঁসাইজী একবার শ্রীবৃন্দাবনধামে লইয়া যান ("**শ্রীশ্রীবৃন্দাবনলীলা**" দ্রষ্টব্য)। সেখানে যাইয়া দীক্ষার পর প্রায় দীর্ঘ ছত্রিশ বৎসর পরে কৃপা করিয়া আমার এই অবস্থা খুলিয়া দেন। এ যে কি জিনিস কল্পনায় আনা যায়না, ভাষায় সেসব রূপের কথা, সে আনন্দের কথা প্রকাশ করা যায় না। এ অবস্থা আমার সাধন বলে হয় নাই, তিনিই কৃপা করিয়া এই অবস্থা দিয়াছেন।

সেখানে যাইয়া ভোর চারিটা হইতে বেলা আটটা নয়টা পর্যন্ত, বৈকাল প্রায় চারিটা হইতে রাত্রি আটটা নয়টা পর্যন্ত আসনে বসিয়া থাকিতাম, কোনখানে যাওয়া ছিল না। সেইসময় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা দর্শন করাইতেন, অন্যান্য উপদেশ দিতেন ও কথাবার্তা হইত, সেগুলি লিখিয়া রাখিতে বলিতেন। ইহার পর হইতে অদ্যাবধি যেখানেই থাকি প্রত্যহই

সেই লীলাদর্শন ও কথাবার্তা হয়। রাত্রি প্রায় দশটার পর হইতে সারারাত্রিই তাঁহাদের কাছে নিত্যলীলায় থাকি, কথাবার্তা হয়, উপদেশ ও চিঠিপত্রের উত্তর দিবার থাকিলে তাহা দেন। পরে ভোরবেলায় নিজ প্রাতঃকৃত্য সারিয়া তাঁহাদের প্রণাম করিয়া আসনে বসি, তখন যাহা যাহা লেখার প্রয়োজন মনে করাইয়া দেন ,লিখে রাখতে বলেন, সেগুলি লিখিয়া রাখি।

আমি লেখাপড়া বিশেষ কিছুই জানিনা, বাংলা ভাষাতেই একপ্রকার বর্ণজ্ঞান নাই বলিলেও হয়, অথচ কঠিন কঠিন সংস্কৃত স্তব, স্তোত্র, শাস্ত্র আলোচনা প্রভৃতি সব লিখিয়া যাই, কি করিয়া লিখি নিজেই বুঝিতে পারিনা, অবাক হইয়া যাই। সেইসব লেখাগুলির কিছু কিছু ক্রমশঃ তাঁহাদের আদেশে কয়েকখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই বৃদ্ধ বয়সে জরাজীর্ণ দেহে, আত্মীয়-স্বজনহীন অবস্থায় একা এই ধামে রাখিয়াছেন। রোগে চিকিৎসা ও সেবা পরিচর্য্যা করার, অর্থাভাবে অর্থের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি আমার যখন যাহা প্রয়োজন সবেরই তিনি ব্যবস্থা করিতেছেন, কোন অভাবই রাখেন নাই। সকলপ্রকার ভাবনা চিন্তার অতীত করিয়া সর্বদা একটা অপার আনন্দসাগরে ডুবাইয়া জীবনকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছেন।

শ্রীপুরুষোত্তম ধাম
ঝুলন পূর্ণিমা-১৩৬৫

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রিতা
**মা-মণি**

## মা-মণি'র মাধ্যমে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

**ওঁ হরিঃ**

# নামব্রহ্ম

**হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।**
**কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।।**

পরমপূজ্যপাদ পরমারাধ্য ভগবান্ **শ্রীশ্রীমৎবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপ্রভু (শ্রীশ্রীগোঁসাইজীপ্রভু বা জটিয়াবাবা) তাঁহার অপ্রকট অবস্থায়** জনৈকা প্রশিষ্যা'র (মা-মণি) মাধ্যমে জীবের কল্যাণের জন্য যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছেন ও ভগবৎলীলা প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই কিছু কিছু নিম্নে বর্ণিত পুস্তকগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সাধিকা দীর্ঘদিন গুরুদত্তনাম ও সাধন-ভজন নিষ্ঠার সহিত অবলম্বন করিয়া থাকায় শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভু তাঁহার যে আবরণ উন্মোচন করিয়া দিয়াছেন তাহারই ফলে তাঁহার নিকট নিত্যলীলাসকল স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ হইয়া থাকে।

দেবদুর্লভ পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেমভক্তি একমাত্র কলিযুগে শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভু নিজে সম্ভোগ করিয়া কয়েকজনকে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সাধনই শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভু সদগুরুরূপে এসে অকাতরে কলিহত জীবকে দান করিয়া সত্যের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। আর ইহাই তিনি **মা-মণি**'র মাধ্যমে সংসারের সমস্ত কর্মের মধ্যে অনাসক্ত ভাবে থাকিয়া সহজ সরল পথে কিরূপে লাভ করা যায় তাহাই জানাইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভু ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী (তদীয় সহধর্মিণী) মায়াবদ্ধ জীবের মুক্তি ও সর্বাঙ্গিন কল্যাণার্থে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের জন্য শক্তিসঞ্চার করিয়া যে **মহামন্ত্র নামব্রহ্ম** – "**হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ । কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।।**" ও অমূল্য উপদেশাবলী প্রদান করিয়াছেন তাহাই তাঁহাদের আদেশে "**শ্রীশ্রীউপদেশামৃতে- ১ম, ২য়, ৩য় ও পরিশিষ্ট ৪ খন্ডে**" প্রকাশিত হইয়াছে। আর এই সত্য প্রকাশের জন্য শ্রীশ্রীমন্‌মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীপরমহংসজী (শ্রীশ্রীগোঁসাইজী'র পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রীগুরুদেব), শ্রীশ্রীব্যাসদেব, দেবর্ষি নারদ, ভক্তরাজ মহাবীর, যোগীরাজ শ্রীশ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব প্রভৃতি মহাত্মাগণ যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহাও ইহার মধ্যে লিখিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ, ধর্মশাস্ত্রে যে সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তাহা যে চিরন্তন সত্য মায়িক রাজ্যের উর্দ্ধে সূক্ষ্ম চিন্ময় সত্তায় হইতেছে তাহার বিবরণ ও প্রত্যক্ষানুভূতি "**শ্রীশ্রীবৃন্দাবনলীলায়**" বিদ্‌ধৃত আছে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দারুব্রহ্মরূপে লীলা মাধুর্য্যের অপূর্ব বিবরণ "**শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমলীলায়**" প্রকাশিত হইয়াছে। এই মধুর রস যাহা একমাত্র শ্রেষ্ঠ রসজ্ঞই উপলব্ধি করিতে পারেন ও একান্তভাবেই গোপনীয় তাহা তাঁহার অসীম করুনায় কলিহত জীবের সদ্‌গতির জন্য প্রকাশ হইয়াছে।

পূর্বকালে মাঘ মাসে প্রয়াগ ধামে ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে মুনি-ঋষিগণ সমবেত হইতেন এবং একমাস কাল তাঁহারা কল্পবাস, ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান এবং শাস্ত্র আলোচনাদি করিতেন। এখনও যে সে সবই হইতেছে এবং দেখা যায়, শোনা যায় তাহার প্রত্যক্ষ বিবরণ **"ঋষিবাণীতে"** দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুর ইচ্ছায় পাঁচজন ধ্যানস্থ বৈষ্ণব বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে যে সমস্ত ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন তাহা **"সারসংগ্রহ মাধুরিমায়"** সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন ভক্তবৃন্দের চিঠি-পত্রের শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভু যে উত্তর দেন, সেই সমস্ত উত্তর তাঁহার আদেশমত কিছু কিছু **"ত্রিবেণীতে"** দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমৎ রামদাস কাঠিয়াবাবা, বাবা গম্ভীরনাথজী, স্বামী ভাস্করানন্দ, কবি জয়দেব গোস্বামী, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রভৃতি মহাত্মাগণও এই সঙ্গে যাহা যাহা জানাইয়াছেন তাহাও যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুর শিষ্য ও জামাতা এবং মা-মণি'র শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীঁজগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয়ের প্রকট অবস্থায় কতিপয় লীলা ও কাহিনী ইহার মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

ত্রিবেণীতে যে সমস্ত চিঠির উত্তর বাহির হইয়াছে, সেই চিঠিগুলির কয়েকখানি এবং আরও কিছু চিঠি ও তাহার উত্তর, সেই সঙ্গে শ্রীবালগোপালের বাৎসল্যলীলার মধুর বিবরণ **"শ্রীশ্রীসদগুরুর অমরবাণীতে"** (ত্রিবেনীর পরিশিষ্ট) প্রকাশ করা হইয়াছে। 'শ্রীগুরুর শ্রীচরণ স্মরণে' সুকৃতি মিত্রের লেখা কবিতাগুলিও তাঁহাদের ইচ্ছার ইহার মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রীঁজগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয়ের **"গুরু-শিষ্য সংবাদ"** গ্রন্থখানি শাস্ত্রসম্মত অকাট্য প্রমাণ যুক্তিদ্বারা লিখিত হওয়ায় ও অধ্যাত্ম জগতের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ইহার মধ্যে প্রকাশ থাকায় বিশেষ প্রশংসনীয় হইয়াছে। তাঁহার তপস্যালব্ধ জ্ঞান ও শক্তি ইহাতে সঞ্চারিত হইয়াছে।

মৈত্র মহাশয়ের লিখিত **"শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভুর জীবনী(প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী)"**খানি সাধক জীবনে বিশেষ আদরণীয়। একদিকে ভগবৎ লাভের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও চেষ্টা অপরদিকে চির আকাঙ্খিত ব্রহ্মজ্ঞান ও সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি যে অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন তাহারই অতি সুন্দর বিবরণ ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি কথা অভ্রান্ত সত্য।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি পাঠে প্রকৃত ধর্মার্থী সত্যের সন্ধান লাভ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবেন ও আনন্দলাভ করিবেন।

**জয়গুরু জয়গুরু জয়গুরু**